# তাফসীরে তাবারী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

# তাফসীরে তাবারী শরীফ

## ষষ্ঠ খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.eelm.weebly.com

**তাফসীরে তাবারী শরীফ**
**ষষ্ঠ খণ্ড**
তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প



প্রকাশকাল ঃ
আষাঢ় ঃ ১৪০১
মহররম ঃ ১৪১৪
জুন ঃ ১৯৯৪

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১২৪
ইফাবা. প্রকাশনা ঃ ১৭৬৮
ইফাবা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
I S B N ঃ 984 – 06 – 1051 – 2

**প্রকাশক ঃ**
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা – ১০০০

**কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ**
তাওয়াক্কাল প্রেস
৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা –১১০০

**বাঁধাইকার ঃ**
আল–আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা–১১০০

**প্রচ্ছদ অংকনে ঃ** রফিকুল ইসলাম

**মূল্য ঃ** ১৬০·০০ ( একশত ষাট ) টাকা মাত্র ।

**TAFSIR-E-TABARI SHARIF** (6th Volume) ( Commentary on the Holy Quran ) : Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.
June – 1994

**Price :** Tk. 160.00 U. S. Dollar : 8.00



# আমাদের কথা

কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এর তাফসীর রচনার ইতিহাস সূচীত হয়। প্রাচীন তাফসীরগুলোর মধ্যে 'আল–জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' কিতাবখানি তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে মশহুর। এটা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.)–এর এক বিশেষ অবদান। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। মূল কিতাবখানি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত।

আরবী ভাষায় রচিত এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম ও মুফাস্সির নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানির বাংলা তরজমার ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি, একে একে সব খণ্ডের বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্। আমরা আরো আশা করি, বাংলাভাষায় কুরআন মজীদ চর্চা ও ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা কর্মে এই তাফসীরখানি মূল্যবান অবদান রাখবে।

আমি এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যাঁদের আছে, তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

**দাউদ-উজ্–জামান চৌধুরী**
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

# প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার ষষ্ঠ খন্ড প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী। তাই এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ তার মধ্যে অন্যতম। এ তাফসীরের রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ঃ ৮৩৯ খৃষ্টাব্দ–২২৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯২৩ খৃষ্টাব্দ– ৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে একটি প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম ঃ "আল–জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।"

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পন্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগৎ বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইনশাআল্লাহ্ আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করব।

তাফসীরে তাবারীর শ্রদ্ধেয় অনুবাদক ও সম্পাদকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে। তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুলভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

**মুহাম্মদ লুতফুল হক**
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

## সম্পাদনা পরিষদ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | সভাপতি |
| ২. | ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার | ” |
| ৪. | মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন | ” |
| ৫. | মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক | ” |
| ৬. | জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক | সদস্য–সচিব |

## অনুবাদক মন্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
৩. মাওলানা আবূ তাহের
৪. মাওলানা ইসহাক ফরিদী



www.eelm.weebly.com

## সম্পাদনা পরিষদ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | সভাপতি |
| ২. | ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার | ” |
| ৪. | মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন | ” |
| ৫. | মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক | ” |
| ৬. | জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক | সদস্য–সচিব |

## অনুবাদক মন্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
৩. মাওলানা আবূ তাহের
৪. মাওলানা ইসহাক ফরিদী


www.eelm.weebly.com

# সূচীপত্র




www.eelm.weebly.com

| আয়াত | ২. সূরা আলে-ইমরান | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|






| আয়াত | ২. সূরা আলে-ইমরান | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

## ২. সূরা আলে-ইমরান



জন্য শোভন •





## ২. সূরা আলে-ইমরান

আয়াত ২. সূরা আলে-ইমরান পৃষ্ঠা



**তোমরাই তাদেরকে ভালোবস অথচ তারা তোমাদের ভালোবাসে না**



**বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের বর্ণনা**



**বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য**







আয়াত ২. সূরা আলে-ইমরান পৃষ্ঠা

**বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে**

| আয়াত | ২. সূরা আলে-ইমরান | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৮৭. | স্মরণ কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে ........ | ৩৭৮ |
| ১৮৮. | যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে | ৩৮২ |
| ১৮৯. | আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই .......... | ৩৮৯ |
| ১৯০. | আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য। .......... | ৩৮৯ |
| ১৯১. | যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ সব নিরর্থক সৃষ্টি করনি .......... | ৩৯০ |
| ১৯২. | হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। | ৩৯২ |
| ১৯৩. | হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। ......... | ৩৯৪ |
| ১৯৪. | হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের কে হেয় করো না .......... | ৩৯৬ |
| ১৯৫. | তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ .......... | ৩৯৯ |
| ১৯৬. | যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। | ৪০৩ |
| ১৯৭. | এ সামান্য ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল .......... | ৪০৩ |
| ১৯৮. | কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে .......... | ৪০৪ |
| ১৯৯. | কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না | ৪০৫ |
| ২০০. | হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ..... | ৪০৮ |



# তাবারী শরীফ

## ষষ্ঠ খণ্ড

# সূরা আলে-ইমরান

## অবশিষ্ট অংশ

(٥٥) إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰىٓ إِنِّىْ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

**৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে মুক্ত করছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি, তারপর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে, আমি তা মীমাংসা করে দেবো।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা হযরত ঈসা (আ.)–কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, যারা মহান আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছিল এবং যারা হযরত ঈসা (আ.)–এর প্রতি নাযিলকৃত বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল, মহান আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ঐ অবস্থায় মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, يٰعِيسٰىٓ إِنِّىْ مُتَوَفِّيكَ ( হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করছি )।

আলোচ্য আয়াতের وفاة ( ওফাত ) শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ওফাত মানে নিদ্রাজনিত অচৈতন্য। তাঁদের মতে আয়াতাংশের অর্থ, হে ঈসা (আ.)! আমি তোমাকে নিদ্রামগ্ন করব এবং নিদ্রার মধ্যেই আমার নিকট উঠিয়ে নিব।

**যাঁরা এমতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

**৭১৩৩.** রবী' (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنِّي مُتَوَفِّيكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো নিদ্রাজনিত মৃত্যু। আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার মধ্যেই তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

হাসান (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদীদেরকে বলেছিলেন, ঈসা (আ.) তো ইনতিকাল করেননি, তিনি অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তোমাদের নিকট ফিরে আসবেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, "আমি তোমাকে ওফাত দিব" মানে আমি পৃথিবীতে তোমাকে অধিগ্রহণ করব। তারপর আমার নিকট উঠিয়ে নিব। তাঁরা বলেন, 'ওফাত মানে কাবয্ ( قبض ) বা মুষ্টিতে ধারণ করা, যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় تَوَفَّيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَالِي عَلَيْهِ ( অমুকের নিকট প্রাপ্য আমার সকল পাওনা আমি পুরোপুরি কবয্ করেছি )। তাঁরা বলেন–এ অর্থে إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ মানে قَابِضُكَ مِنَ الْأَرْضِ حَيًّا إِلَى جِوَارِي (তোমাকে জীবিতাবস্থায় আমি পৃথিবী হতে আমার পাশে গ্রহণ করব) وَرَافِعُكَ مِنْ بَيْنِ اخذك الى ماعندى بغير موت (আমার নিকটে নিয়ে আসব মৃত্যু ব্যতীত) এবং الْمُشْرِكِيْنَ وَاَهْلِ الْكُفْرِبِكَ (তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সংস্পর্শ হতে উঠিয়ে নিব )।

**যাঁরা এমতের প্রবক্তা তাঁদের আলোচনা ঃ**

**৭১৩৪.** মাতার আল–ওয়াররাক (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنِّي مُتَوَفِّيكَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিব। মৃত্যু দিয়ে নয়।

**৭১৩৫.** হযরত হাসান (র.) إِنِّي مُتَوَفِّيكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তোমাকে পৃথিবী হতে তুলেনিব।

**৭১৩৬.** ইব্ন জুরাইজ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.)–কে আল্লাহ্র নিকট তুলে নেয়া, তাঁকে ওফাত দেয়া এবং তাঁকে কাফিরদের হাত থেকে পবিত্র করা।

**৭১৩৭.** মুআবিয়া ইব্ন সালিহ্ হতে বর্ণিত, কা'ব–আল্–আহবার বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)–কে মৃত্যু দেননি। তিনি তো তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদ–দাতা ও আহবানকারীরূপে, যিনি এক, অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্র প্রতি লোকদেরকে আহবান করবেন। হযরত ঈসা(আ.) যখন দেখলেন, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কম, মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা বেশী, তখন মহান আল্লাহ্র দরবারে এব্যাপারে আবেদন পেশ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–এর নিকট ওহী নাযিল করেন যে, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ –আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং আমার নিকট উঠিয়ে নিব। আমার নিকট তোমার এ উত্তোলন মৃত্যুরূপে নয়। আমি তোমাকে কানা দাজ্জালের প্রতি পুনঃ প্রেরণ করব। তুমি তাকে হত্যা করবে। তারপর তুমি চব্বিশ বছর জীবনযাপন করবে। তারপর আমি তোমাকে মৃত্যু দিব, যেমনভাবে জীবিতের মৃত্যু হয়।





কা'ব আল–আহবার (রা.) বলেছেন, এতদ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হাদীছের সত্যায়ন হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَوَّلِهَا وَعِيسَى فِي آخِرِهَا ( যে উম্মতের প্রথম অংশে আমি এবং শেষ অংশে ঈসা (আ.), সে উম্মত কিভাবে ধ্বংস হতে পারে ? )

**৭১৩৮.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলার বাণী يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ মানে, হে ঈসা (আ.)! আমি তোমাকে আমার মুষ্ঠিতে গ্রহণ করব।

**৭১৩৯.** ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, متوفيه মানে قابضك(আমি তোমাকে আমার মুষ্ঠিতে গ্রহণ করব)। তিনি এও বলেছেন যে, متوفيكএবং رافعك শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) এখনও ইনতিকাল করেননি। দাজ্জালকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাঁর ইনতিকাল হবে না। দাজ্জালকে হত্যা করার স্বল্প সময় পরে তিনি ইনতিকাল করবেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন যায়দ (র.) তিলাওয়াত করলেন وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا (সে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে। (৩ ঃ ৪৬ ))। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–কে পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং পরিণত বয়সে আবার তাঁকে দুনিয়াতে পাঠাবেন।

**৭১৪০.** হাসান (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী .... يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ প্রসংগে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–কে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন। তিনি এখন আকাশে তাঁর নিকট আছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (আমি তোমাকে ওফাত দিব) মানে, মৃত্যুজনিত ওফাত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৪১.** ইব্ন আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِنِّي مُتَوَفِّيكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, إِنِّي مُمِيتُكَ (আমি তোমাকে মৃত্যু দিব) ।

**৭১৪২.** ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ আল–ইয়ামানী বলেন, দিনের বেলা তিন ঘন্টার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–কে প্রাণহীন করেছিলেন এবং এসময়ের মধ্যে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

**৭১৪৩.** ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, খৃষ্টানদের ধারণা, দিনের বেলা সাত ঘন্টার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–কে সে বিশেষ দিনের বেলায় সাত ঘন্টা প্রাণহীন অবস্থায় রেখে তারপর আবার জীবনদান করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতের মর্ম হলো, স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিব এবং তোমাকে পবিত্র করব তাদের থেকে, যারা অবিশ্বাস

করেছে এবং তোমাকে দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরণের পর মৃত্যু দিব। তারা আরো বলেন, আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত শব্দটি অর্থের দিক থেকে শেষে এবং শেষে অবস্থিত শব্দটি অর্থের দিক থেকে পূর্বে হবে।

ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমার নিকট বিশুদ্ধতম মত হলো, যারা বলেছে مُتَوَفِّيكَ মানে قَابِضُكَ (আমি তোমাকে পৃথিবী হতে অধিগ্রহণ করব এবং আমার নিকট উঠিয়ে নিব)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে হাদীছে মুতাওয়াতির (সন্দেহাতীতভাবে) বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তারপর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। মেয়াদ এর পরিমাণ সম্বন্ধে বর্ণনাকারিগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তারপর হযরত ঈসা (আ.) ইনতিকাল করবেন এবং মুসলিমগণ তার জানাযার নামায আদায় করবেন এবং তাঁকে দাফন করবেন।

**৭১৪৪.** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফকারী হিসাবে। তিনি ক্রুশ তেঙ্গে ফেলবেন, শূকর প্রাণীগুলো হত্যা করবেন। জিয্ইয়াহ্ কর রহিত করবেন এবং ধন--সম্পদের ছড়াছড়ি করে দিবেন। সম্পদ গ্রহণ করার মত লোকও তখন পাওয়া যাবে না। তিনি হজ্জ কিংবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে কিংবা উভয়টির উদ্দেশ্যে 'রাওহা' এলাকা অতিক্রম করবেন।

**৭১৪৫.** আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নবীগণ সবাই একই পিতার সন্তানের ন্যায়। তাদের মা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু তাঁদের দীন একটাই। আমি ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)-এর নিকটতম লোক, যেহেতু আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। আমার উম্মতের জন্যে তিনি আমার খলীফা ও প্রতিনিধি। তিনি পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন। তাঁকে দেখলে তোমরা অবশ্য চিনতে পারবে। কারণ, তিনি মধ্যমাকৃতির দেহসম্পন্ন লোক, সাদা-লালচে দেহ-বর্ণ, ঘন কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট, যেন তাঁর চুল হতে পানির ফোঁটা ঝরছে। যদিও বা তরল পদার্থ তথায় না থাকে। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, ধন-সম্পদের ছড়াছড়ি করে দিবেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করবেন, তাঁর যুগে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাঁর শাসনামলে মিথ্যা মসীহ দাজ্জালকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিবেন, সারা বিশ্বে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন উট ও সিংহ এক সাথে চরবে। বাঘে গরুতে এবং নেকড়ে-বকরীতে এক সঙ্গে বসবাস করবে। কেউ কাকে আক্রমণ করবে না। শিশুগণ সাপ নিয়ে খেলাধূলা করবে। একে অন্যের ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বছর জীবন যাপন করবেন। তারপর ইনতিকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন এবং দাফন করবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তা তো জানা কথা যে, যদি আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা(আ.)-কে একবার মৃত্যু দিয়ে থাকেন, তাহলে পুনরায় তাকে মৃত্যু দিবেন না। তাহলে তো তাঁর জন্যে দুটো মৃত্যু হয়ে যায়। অথচ বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেন, তারপর মৃত্যু দেন, তারপর জীবিত করবেন, যেমনটি তাঁর বাণী اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ كُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্ত কোন একটিও করতে পারে ? (৩০ ঃ ৪০)।





এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পৃথিবী হতে গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নেব এবং যারা কুফরী করে তোমার নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব।

এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাতে নাজরান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে প্রমাণ রয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, ঘটনা তাদের ধারণা মুতাবিক নয় বরং হযরত ঈসা (আ.) নিহতও হননি, শূলে বিদ্ধও হননি। এ আয়াতে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে। যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, অযৌক্তিক মন্তব্য করেছে, তাদের দাবী ও ধারণা ছিল মিথ্যা। যেমন ঃ

**৭১৪৬.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নাজরান প্রতিনিধিদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারটি অবহিত করলেন। হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তুলে নিলেন এবং এদের থেকে মুক্ত করলেন। তিনি বললেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার নিকট উঠিয়ে নিব।

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ( আমি তোমাকে পবিত্র করব কাফিরদের হতে ) মানে, আমি তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত করব তাদের কবল হতে, যারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তোমার আনীত সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। হোক্ তারা ইয়াহূদী কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী।

**৭১৪৭.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন যুবায়র (র.) وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তোমার ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছিল, আমি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে তোমাকে মুক্ত রাখব।

**৭১৪৮.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাআলার বাণী وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا প্রসংগে তিনি বলেছেন, ইয়াহূদী খৃস্টান, অগ্নি, উপাসক ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাফিরদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (আর তোমার অনুসারিগণকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিব )-এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তোমার কর্মপদ্ধতিতে যারা তোমার অনুসরণ করেছে, তোমার মতাদর্শ ইসলামে ও ইসলামের প্রকৃতিতে যারা তোমার আনুগত্য করেছে, তাদেরকে আমি প্রাধান্য দিব তাদের উপরে, যারা তোমার নবূওয়াত অস্বীকার করেছে, যারা নিজ নিজ মতাদর্শের অনুসরণ করে তোমার আনীত বিষয়াদি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা স্বীকার করা হতে বিরত থেকেছে। অনন্তর প্রথমোক্ত দলকে শেষোক্ত দলের উপর বিজয়ী করে দিব। যেমন–

৭১৪৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন ইসলামপন্থী, যারা তাঁর আদর্শ, তাঁর দীন ও তাঁর সুন্নাতের অনুসারী। তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী হবে তাদের উপর, যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

৭১৫০. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –এর অনুরূপব্যাখ্যাকরেছেন।

৭১৫১. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনিও وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।

৭১৫২. ইব্ন জুরাইজ (র.), ... وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا يَوْمَ الْقِيَامَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে সাহায্য করব, যারা ইসলাম ধর্মে তোমার অনুসরণ করেছে, ওদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী করেছে।

৭১৫৩. সুদ্দী (র.), وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ প্রসংগে বলেন, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে মানে যারা মু'মিন। এর দ্বারা ঢালাও ভাবে রোমানগণকে তাঁর অনুসরণকারী বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

৭১৫৪. হাসান (র.), وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী হবার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, মুসলিমগণ সদা–সর্বদা ওদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদেরকে ইসলামত্যাগীদের উপর বিজয়ী করবেন।

তাফসীরকারীদের অপর দল বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমার অনুসারী খৃষ্টানদেরকে আমি ইয়াহূদীদের উপরপ্রাধান্য দেব।

**যাঁরা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

৭১৫৫. ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সম্পর্কে বলেন, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا মানে, বনী ইসরাঈলের যারা কুফরী করেছে, আর اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ মানে, ইসরাঈলীয় ও অন্যান্য জাতি যারা হযরত ঈসা (আ.)–এর উপর ঈমান এনেছে। فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا





মানে, কিয়ামত পর্যন্ত খৃষ্টানদেরকে ইয়াহূদীদের উপর প্রাধান্য দিবেন। তিনি বলেন, প্রাচ্যে–পাশ্চাত্যে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান অধ্যুষিত এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখানে ইয়াহূদীদের উপর খৃষ্টানদের আধিপত্য নেই। সব দেশেই ইয়াহূদিগণ লাঞ্ছিত-অপমানিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (তারপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ রয়েছে আমিই করব তার মীমাংসা) –প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ

এর অর্থ তোমরা যারা ঈসা (আ.) সম্পর্কে মতভেদ করছ, কিয়ামতের দিন আমার নিকটই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেব। তোমরা ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে মতভেদ কর কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের মাঝে সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেব।

আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে–যারা তোমার অনুসরণ করেছে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আমি কাফিরদের উপর বিজয়ী করে রাখব। তারপর যারা তোমার অনুসারী অথবা বিরোধী উভয় পক্ষের প্রত্যাবর্তন আমার নিকট। তারপর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আমি মীমাংসা করে দিব। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় অন্য একটি আয়াতে, যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং সেগুলো তাদেরকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে (১০ঃ ২২)।

(٥٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

(٥٧) وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

**৫৬. যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।**

**৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন।আল্লাহ্তা'আলা জালিমদেরকে পসন্দ করেন না।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا – হে ঈসা (আ.) ! ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা তোমার নবূওয়াত অস্বীকার করেছে, তোমার মতাদর্শের বিরোধিতা করেছে এবং তোমার আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা তোমার ব্যাপারে অন্যায়–অসত্য মন্তব্য করেছে এবং যারা তোমার মান–মর্যাদার পরিপন্থী বিষয়গুলোকে তোমার সাথে সম্পর্কিত করেছে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিব, দুনিয়াতে হত্যা, কারাবন্দী, অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের মাধ্যমে সে শাস্তি তাদের উপর আসবে এবং আখিরাতে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুন দ্বারা। وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ( তাদের কোন সহায়কারী নেই ) অর্থাৎ শক্তি বা সুপারিশ দ্বারা কেউ আল্লাহ্ পাকের

আযাবকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ( আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে )–এর অর্থঃ হে ঈসা! যারা তোমাতে ঈমান এনেছে, মানে, তোমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তোমার নবূওয়াত ও আমার প্রেরিত সত্যকে স্বীকার করেছে, যে ইসলাম তোমাকে প্রেরণ করেছি তা মেনে নিয়েছে, তোমার মাধ্যমে যে ফরযগুলো আমি চালু করেছি, যে বিধি–বিধানগুলো প্রবর্তন করেছি এবং যে আইন–কানুন প্রেরণ করেছি যারা সেগুলো পালন করেছে।

**৭১৫৬.** ইব্ন আব্বাস (রা.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যারা আমার নির্ধারিত ফরযগুলো পালন করেছে।

فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ মানে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দিবে। তা হতে তিলমাত্রও হ্রাস বা কম করবেন না।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ( আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে পসন্দ করেন না ) –এর অর্থঃ যে স্বত্ব ও অধিকার হতে বঞ্চিত করে যে অন্যকে জুলুম করে কিংবা অপাত্রে কোন বস্তু অর্পণ করে, যে অবিচার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পসন্দ করেন না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ পাক তার বান্দার প্রতি কোন জুলুম করেন না। কাফির ও অসৎ ব্যক্তিকে মু'মিন ও সৎ ব্যক্তির প্রতিদান দিয়ে, আবার মু'মিন ও সৎ ব্যক্তিকে কাফির ও অসৎ ব্যক্তির শাস্তি দিয়ে তিনি বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। আয়াতের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, انى لا احب الظالمين ( আমি জালিমদেরকে পসন্দ করি না )। কাজেই আমি নিজে কী ভাবে আমার সৃষ্টির উপর জুলুম করব।

আলোচ্য আয়াত যদিওবা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ স্বরূপ, তবুও এতে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্যে শাস্তির ধমক এবং মু'মিন ও বিশ্বাসীদের জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ, তিনি তো উভয় পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন তার প্রাপ্য হতে কম পাবে না, তার সম্মান হতে বঞ্চিত হবে না। মু'মিনের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি কাফিরদেরকে দান করবেন, যারা তাঁর আদেশ–নিষেধের বিরোধিতা করেছে, তা তো হবার নয়। অপাত্রে মর্যাদা অর্পণ করে তিনি জালিমে পরিণত হবেন, তাতো কখনো হবার নয়।

( ৫৮ ) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

**৫৮. যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তা নিদর্শন ও বিজ্ঞানময় উপদেশ।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ذٰلِكَ ( এগুলো ) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.), তাঁর মাতা মারয়াম (আ.), হযরত মারয়াম (আ.)–এর মাতা হান্নাহ্, হযরত যাকারিয়া (আ.), তাঁর ছেলে





ইয়াহ্ইয়া (আ.) এবং হাওয়ারিগণের ইতিহাস ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাস যা নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) প্রচার করেছেন, সেদিকে ইশারা করেছেন।

نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ ( আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি ) মানে, হে রাসূল! আমি সে গুলো ওহী হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করে জিব্রাঈলের মাধ্যমে আপনার নিকট পড়ছি।

مِنَ الْاٰيٰتِ ( নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত ) মানে এগুলো, শিক্ষণীয় বিষয় এবং এ গুলো প্রমাণ স্বরূপ তাদের বিরুদ্ধে, যারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় চাই তারা নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি হোক, চাই বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী সম্প্রদায়, যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিকট হতে আগত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ( বিজ্ঞানময় উপদেশ ) মানে, জ্ঞানগর্ভ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ যা বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সত্য ও অসত্যের মাঝে মীমাংসাকারী এবং যেটি সালিস আপনার মাঝে এবং তাদের মাঝে, যারা [illegible] অসত্য ও অসার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে।

**৭১৫৭.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ –এর [illegible] বলেন, ذكرالحكيم মানে, অকাট্য মীমাংসাকারী এবং হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁকে নিয়ে তাদের [illegible] ব্যাপারে এমন সত্য সংবাদ যাতে বাতিল ও অসত্যের লেশমাত্রও নেই। কাজেই, এগুলো ব্যতীত অন্য কোন সংবাদগ্রহণযোগ্য নয়।

**৭১৫৮.** দাহ্হাক (র.) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো, কুরআন মজীদ।

[illegible] ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الذكر মানে কুরআন এবং [illegible] হিকমত ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

( ৫৯ ) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ [illegible]

**৫৯. [illegible] ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তাকে [illegible] 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।**

তাফসীরকারগণের অভিমতঃ এর অর্থ, হে মুহাম্মাদ (সা.)! নাজারানের খৃস্টান প্রতিনিধিদেরকে বলে দিন যে, পিতৃহীন ঈসাকে সৃষ্টির ব্যাপারটি আমার নিকট আদমের সৃষ্টির ন্যায়। আদমকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম মাটি থেকে, তারপর আমি তাকে বলেছিলাম, হয়ে যাও, তারপর নরনারী ও পিতামাতাবিহীন সে হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জনক–জননী দু'জনেরই অনুপস্থিতিতে আদমের সৃষ্টি, তারপর তার রক্ত মাংসের শরীরে পরিণত হওয়ার চেয়ে শুধু পিতাবিহীন ঈসা (আ.)–এর সৃষ্টি বিস্ময়কর নয়। আল্লাহ্ বলেন, আমার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কোন বস্তুকে হবার নির্দেশ দিলে তা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারটিও। আমি ওকে নির্দেশ দিয়েছি হয়ে যেতে, সে হয়ে গেল।

আযাবকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ( আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে )–এর অর্থঃ হে ঈসা! যারা তোমাতে ঈমান এনেছে, মানে, তোমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তোমার নবুওয়াত ও আমার প্রেরিত সত্যকে স্বীকার করেছে, যে ইসলাম তোমাকে প্রেরণ করেছি তা মেনে নিয়েছে, তোমার মাধ্যমে যে ফরযগুলো আমি চালু করেছি, যে বিধি–বিধানগুলো প্রবর্তন করেছি এবং যে আইন–কানুন প্রেরণ করেছি যারা সেগুলো পালন করেছে।

৭১৫৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যারা আমার নির্ধারিত ফরযগুলো পালন করেছে।

فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ মানে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দিবে। তা হতে তিলমাত্রও হ্রাস বা কম করবেন না।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ( আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে পসন্দ করেন না ) –এর অর্থঃ যে স্বত্ব ও অধিকার হতে বঞ্চিত করে যে অন্যকে জুলুম করে কিংবা অপাত্রে কোন বস্তু অর্পণ করে, যে অবিচার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পসন্দ করেন না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ পাক তার বান্দার প্রতি কোন জুলুম করেন না। কাফির ও অসৎ ব্যক্তিকে মু'মিন ও সৎ ব্যক্তির প্রতিদান দিয়ে, আবার মু'মিন ও সৎ ব্যক্তিকে কাফির ও অসৎ ব্যক্তির শাস্তি দিয়ে তিনি বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। আয়াতের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, انى لا احب الظالمين ( আমি জালিমদেরকে পসন্দ করি না )। কাজেই আমি নিজে কী ভাবে আমার সৃষ্টির উপর জুলুম করব।

আলোচ্য আয়াত যদিওবা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ স্বরূপ, তবুও এতে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্যে শাস্তির ধমক এবং মু'মিন ও বিশ্বাসীদের জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কারণ, তিনি তো উভয় পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন তার প্রাপ্য হতে কম পাবে না, তার সম্মান হতে বঞ্চিত হবে না। মু'মিনের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি কাফিরদেরকে দান করবেন, যারা তাঁর আদেশ–নিষেধের বিরোধিতা করেছে, তা তো হবার নয়। অপাত্রে মর্যাদা অর্পণ করে তিনি জালিমে পরিণত হবেন, তাতো কখনো হবার নয়।

( ٥٨ ) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ০

**৫৮. যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তা নিদর্শন ও বিজ্ঞানময় উপদেশ।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ذٰلِكَ ( এগুলো ) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতা মারয়াম (আ.), হযরত মারয়াম (আ.)–এর মাতা হান্নাহ্, হযরত যাকারিয়া (আ.), তাঁর ছেলে





ইয়াহ্ইয়া (আ.) এবং হাওয়ারিগণের ইতিহাস ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাস যা নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) প্রচার করেছেন, সেদিকে ইশারা করেছেন।

نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ ( আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি ) মানে, হে রাসূল! আমি সে গুলো ওহী হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করে জিব্‌রাঈলের মাধ্যমে আপনার নিকট পড়ছি।

مِنَ الْاٰيٰتِ ( নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত ) মানে এগুলো, শিক্ষণীয় বিষয় এবং এ গুলো প্রমাণ স্বরূপ তাদের বিরুদ্ধে, যারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় চাই তারা নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি হোক, চাই বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী সম্প্রদায়, যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিকট হতে আগত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ( বিজ্ঞানময় উপদেশ ) মানে, জ্ঞানগর্ভ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ যা বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সত্য ও অসত্যের মাঝে মীমাংসাকারী এবং যেটি সালিস আপনার মাঝে এবং তাদের মাঝে, যারা মাসীহ্কে অসত্য ও অসার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে।

৭১৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ذكر الحكيم মানে, অকাট্য মীমাংসাকারী এবং হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁকে নিয়ে তাদের মতপার্থক্যের ব্যাপারে এমন সত্য সংবাদ যাতে বাতিল ও অসত্যের লেশমাত্রও নেই। কাজেই, এগুলো ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

৭১৫৮. দাহ্হাক (র.) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো, কুরআন মজীদ।

৭১৫৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الذكر মানে কুরআন এবং الحكيم মানে যা হিকমত ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

( ٥٩ ) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ০

**৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।**

তাফসীরকারগণের অভিমতঃ এর অর্থ, হে মুহাম্মাদ (সা.)! নাজারানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদেরকে বলে দিন যে, পিতৃহীন ঈসাকে সৃষ্টির ব্যাপারটি আমার নিকট আদমের সৃষ্টির ন্যায়। আদমকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম মাটি থেকে, তারপর আমি তাকে বলেছিলাম, হয়ে যাও, তারপর নরনারী ও পিতামাতাবিহীন সে হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জনক–জননী দু'জনেরই অনুপস্থিতিতে আদমের সৃষ্টি, তারপর তার রক্ত মাংসের শরীরে পরিণত হওয়ার চেয়ে শুধু পিতাবিহীন ঈসা (আ.)–এর সৃষ্টি বিস্ময়কর নয়। আল্লাহ্ বলেন, আমার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কোন বস্তুকে হবার নির্দেশ দিলে তা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঈসার সৃষ্টির ব্যাপারটিও। আমি ওকে নির্দেশ দিয়েছি হয়ে যেতে, সে হয়ে গেল।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে নবী (সা.)–কে তথ্য প্রদানপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেছেন।

**যাঁরা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

**৭১৬০.** আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অন্যায় বাকবিতন্ডায় খৃষ্টানদের মধ্যে নাজরান অধিবাসীরাই ছিল অগ্রগামী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে তর্ক জুড়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের আয়াত إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ..... فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ - (আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। এসত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, এসো আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে এবং তোমাদের নিজদেরকে। তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্ লা'নত নাযিল করলেন।

**৭১৬১.** ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ সম্পর্কে তিনি বলেন, নাজরানের কিছু লোক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.)–এর নিকট এসেছিল। উক্ত দলে প্রধান ও উপপ্রধান নেতা ছিল। মুহাম্মাদ (সা.)–কেউদ্দেশ্য করে তারা বলল, কি ব্যাপার, আপনি যে আমাদের নবী সম্পর্কে বেশ আলাপ–আলোচনা করছেন? রাসূলুল্লাহ্(সা.) বললেন, তোমাদের কোন্ নবীর কথা বলছ? তারা বলল, ঈসা (আ.)–এর কথা বলছি। আপনি তো তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তিনি নাকি আল্লাহ্র বান্দা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তিনি তো আল্লাহ্র বান্দাই। তারা বলল, তিনি আল্লাহ্র বান্দা হতে যাবেন কেন? তাঁর সদৃশ কোন বান্দা কি আপনি দেখেছেন? কিংবা শুনেছেন? তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর দরবার হতে বেরিয়ে গেল। সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, ওরা যখন আবার আপনার নিকট আসবে, তখন ওদেরকে বলে দিবেন যে, আল্লাহ্র নিকট ঈসা (আ.)–এর দৃষ্টান্ত হযরতআদম(আ.)–এর দৃষ্টান্তের সদৃশ।

**৭১৬২.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ আয়াত প্রসংগে আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরানের প্রথম ও দ্বিতীয় নেতা উভয়েই নবী করীম (সা.) –এর সাথে সাক্ষাত করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে জানতে চাইল। তারা বলল, প্রত্যেক মানুষের তো জন্মদাতা পিতা থাকে! হযরত ঈসা (আ.) –এর ব্যাপারটি কি যে, তাঁর পিতা নেই! এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ





**৭১৬৩.** সুদ্দী (র.) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ আয়াত প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রাসূল হিসাবে প্রেরিত হলেন এবং নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ তাঁর রিসালাতের সংবাদ শুনল, তখন তাদের সম্ভ্রান্ত চারজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট আগমন করল। প্রধান–উপপ্রধান মাসিরজাস (ماسرجس) ও মারীহায (ماريحز) এদের মধ্যে ছিল। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মতামত জানতে চাইল। তিনি বললেন, ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্র সৃষ্টি রূহ এবং আল্লাহ্র কালিমা বা বাণী। তারা বলল ঃ না, না, তা নয়, বরং তিনি আল্লাহ্, আপন রাজত্ব হতে নেমে এসে তিনি হযরত মারয়ামের উদরে প্রবেশ করেছেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এসে তাঁর কুদরত, ক্ষমতা ও কর্মকান্ড আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আপনি এমন কোন মানুষ দেখেছেন যাকে পিতা বিহনে সৃষ্টি করা হয়েছে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

**৭১৬৪.** ইকরামা (র.) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নাজরানের প্রধান ও উপপ্রধান নেতাকে উপলক্ষ করে। তারা দু'জনেই ছিল খৃষ্টান। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নাজরানের খৃষ্টানরা তাদের একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট। তাদের মধ্যে প্রধান নেতা ও সহযোগী নেতা ছিল। তারা উভয়েই নাজরানবাসীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এসে তারা বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি আমাদের নেতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)। আপনি তো তাঁকে আল্লাহ্র বান্দা বলে প্রচার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তিনি তো আল্লাহ্র বান্দা এবং আল্লাহ্র কালিমা বা বাণী। হযরত মারয়ামের নিকট তা প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে আমাদেরকে এমন একজন বান্দা দেখিয়ে দিন, যে মৃতকে জীবিত করতে পারে, যে জন্মান্ধকে করতে পারে আরোগ্য, যে মাটি হতে পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিয়ে পাখি বানাতে পারে। তিনি তো আল্লাহ্। তাদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! যারা বলে, মারয়াম তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্ তারা তো কুফারী করেছে (৫ঃ১৭)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিবরাঈল (আ.)–কে বললেন, তারা তো ঈসা (আ.)–এর সদৃশ বান্দা দেখানোর দাবী করেছে। জিবরাঈল (আ.) বললেন, ঈসা (আ.)–এর দৃষ্টান্তের সদৃশ হলো হযরত আদম (আ.)–এর দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ্ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করলেন, তারপর বললেন, হয়ে যাও, হয়ে গেল। ভোরে তারা আবার আসলো, তিনি তাদেরকে......إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ আয়াত পড়ে শুনিয়েছিলেন।

**৭১৬৫.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) আলোচ্য আয়াত পড়ে শোনালেন اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ যদি তারা বলে যে, ঈসা (আ.) তো পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছেন, তবে বলা হবে যে, মহান আল্লাহ্‌র কুদরতে আদম তো পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছেন। তারপর ঈসা (আ.) হযরত আদম (আ.)–এরই অনুরূপ রক্ত-গোশ্‌ত চুল–চামড়ার মানুষে পরিণত হয়েছেন। পিতৃবিহনে হযরত ঈসা (আ.)–এর সৃষ্টিতত্ত্ব তার চেয়ে বিস্ময়কর নয়।

**৭১৬৬.** ইব্ন যায়দ (র.) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নাজরানের দুই অধিবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে আগমন করে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনার কি জানা আছে যে, কেউ কি পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছে? যাতে হযরত ঈসা (আ.) অনুরূপ হতে পারেন? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করলেন।

হযরত আদম (আ.)–এর কি পিতা মাতা ছিল? হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতার উদরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু হযরত আদম (আ.) তো তাও নন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ادم শব্দটি معرفه বা সুনির্দিষ্ট। معرفه গুলোর صله আসে না। কাজেই خلقه من تراب আয়াতাংশ কিভাবে صله হিসাবে ব্যবহৃত হলো? জবাবে বলা যায় যে, خلقه من تراب আয়াতাংশ ادم-এর صله হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণিত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসাবে। অর্থাৎ দৃষ্টান্তটি কেমন তা বর্ণনা করার জন্যে خلقه من تراب বলা হয়েছে।

ثم قال له كن فيكون প্রসংগে বলা যায় যে, সংবাদের সূচনা হয়েছিল হযরত আদমের (আ.) সৃষ্টি সম্পর্কে। তা এমন একটি ব্যাপার, যা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাঁর বর্ণনাও এভাবে দেয়া হয়েছে, যার সমাপ্তি ঘটেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। তারপর বললেন, 'হও' কারণ, প্রকারান্তরে তা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবীয়ে পাক (সা.)–কে জানিয়ে দেয়া যে, তাঁর সৃজন পদ্ধতি হলো كن বাণীর মাধ্যমে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, فيكون ( হবেই )। এ হিসাবে فيكون বাক্যটি নতুন একটি উদ্দেশ্য (مبتداء) –এর বিধেয় (خبر) এবং আদম (আ.) সম্পর্কিত সংবাদের সমাপ্তি كن পর্যন্ত। ফলে বাক্যের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ্‌র নিকট হযরত ঈসা (আ.)–এর দৃষ্টান্ত হযরত আদম (আ.)–এর দৃষ্টান্তের ন্যায়, তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বলেছেন 'হও' এবং হে মুহাম্মাদ (সা.)! জেনে নিন যে, মহান আল্লাহ্ যাকে 'হও' বলেন, তা হবেই।

كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা বোঝ যায় যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ও সমগ্র জগতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা কোন উৎসমূল ব্যতিরেকে, পূর্ব





নমুনা ব্যতিরেকে এবং কোন উপাদান ব্যতিরেকে সরাসরি অস্তিত্বে এসে যায়, সেহেতু পৃথকভাবে তা বাক্যে উল্লেখ করা হয়নি। উল্লিখিত অর্থে فيكون ভবিষ্যৎ কাল–বাচক ক্রিয়াটি অতীত কাল বাচক ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত (عطف) হয়েছে। কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদের মতে فيكون শব্দটি مبتدا বা উদ্দেশ্য হিসাবে مرفوع –এর অর্থ হও, তারপর হয়ে গেল। যেন বলা হল যে, তা তো হবেই।

(٦٠) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

**৬০. এ সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং, আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হে রাসূল (সা.)! আপনাকে আমি যে সংবাদ দিয়েছি ঈসা সম্পর্কে, ঈসা (আ.)–এর দৃষ্টান্ত আদম (আ.)–এর ন্যায় আল্লাহ্ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হও'–এ সংবাদাদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য ও যথার্থ সংবাদ। فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ –কাজেই সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৬৭.** হযরত কাতাদা (র.) আপনি বলেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ মানে, হযরত ঈসা (আ.) হযরত আদমের (আ.) ন্যায় আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্‌র বাণী ও রূহ। এতে আপনি সন্দেহ করবেন না।

**৭১৬৮.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি যা বর্ণনা করেছি যে, ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্‌র বাণী ও রূহ এবং তার হযরত আদম (আ.)–এর অনুরূপ। আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)–কে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বললেন, 'হও' তিনি হয়ে গেলেন।

**৭১৬৯.** মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সংবাদ এসেছে فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ (আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।) অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে সুতরাং আপনি তাতে সন্দেহ পোষণ করবেন না।

**৭১৭০.** ইব্ন যায়দ (র.) فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ প্রসংগে বলেন, ممترين মানে شاكون –সন্দেহ পোষণকারিগণ। আলমিরয়াতু (المرية) আশ্‌শাক্কু (الشك) এবং আর রায়বু (الريب) শব্দ এর একই অর্থবোধক। যেমনটি বলা হয় أعطني , نَاوِلْنِي এবং هَلُمَّ এ গুলো শাব্দিক রূপ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন বটে কিন্তু অর্থের দিক হতে এক ও অভিন্ন (এগুলোর অর্থ আমাকে দাও)।

(٦١) فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

**৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এস আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণেকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ; এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ –এর ব্যাখ্যা – হে মুহাম্মাদ (সা.)! যে ব্যক্তি ঈসা (আ.) সম্পর্কে আপনার সাথে তর্ক করে। "فِيْهِ" শব্দে "ه" সর্বনামটি হযরত ঈসা (আ.) –এর আলোচনার প্রতি ইঙ্গিতবহ। তবে فِيْهِ –এর "ه" দ্বারা "اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ" বাক্যের الحق –এর প্রতি ও ইঙ্গিত হতে পারে। مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ মানে ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা এ বিষয়ে আপনার নিকট যা বর্ণনা করেছি, সে সম্পর্কে জ্ঞান আসবার পর আপনি তাদেরকে বলুন এসো, এসো, আমাদের ও তোমাদের সন্তানদেরকে ডাকি, আমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণকে ডাকি, আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডাকি, তারপর আমরা মুবাহালা করি তথা অভিসম্পত করি, বাহ্‌ল (بَهْلٌ) মানে লা'নুন (لَعْنٌ) অভিসম্পাত করা। প্রবাদ আছে "مَالَهُ بَهَلَهُ اللّٰهُ" (কি ব্যাপার আল্লাহ্ ওকে অভিসম্পত লা'নত করলেন কেন? ) وَمَا لَهُ عَلَيْهِ بَهْلَةُ اللّٰهِ ( কি ব্যাপার ওর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও অভিশাপ কেন? )

কবি লাবীদ (র.) বলেছেন, نَظَرَ الدَّهْرُ اِلَيْهِمْ فَابْتَهَلْ –দুর্যোগ তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে, তাই ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ তার ধ্বংস কামনা করেছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী فَنَجْعَلْ لَّعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ –এর ব্যাখ্যঃ এরপর ঈসা (আ.) সম্পকে আমাদের ও তোমাদের মাঝে যারা মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত 'দেই।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭১৭১.** কাতাদা (র.) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যারা সে বিষয়ে তর্ক করে–এর অর্থ, যে ব্যক্তি ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর বাণী ও রূহ এ বিষয়ে তর্ক করে তাদেরকে বলে দিন, এসো আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।





**৭১৭২.** মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.)–এর ব্যাখ্যায় বলেন, مِنْۢ بَعْدِ –এর অর্থঃ আপনার নিকট ঈসা (আ.)–এর ঘটনা বর্ণনা করার পর যদি কেউ তর্ক করে, তখন বলে দিন, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে...........

**৭১৭৩.** রবী' (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে আপনার সাথে ঈসা (আ.) সম্পর্কে তর্ক করে এতদ্‌বিষয়ে আপনার নিকট জ্ঞান আসবার পর।

**৭১৭৪.** ইব্‌ন যায়দ (র.) ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে পক্ষের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত কামনা করি।

**৭১৭৫.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন জুযা যুবায়দী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন, আহা! যদি আমার ও নাজরানের লোকদের মাঝে কোন অন্তরায় ও পর্দা থাকত, তবে খুব ভাল হতো! রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে ওদের জঘন্য আচরণ ও তর্কে বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ মন্তব্য করেছিলেন।

(٦٢) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(٦٣) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

**৬২. নিশ্চয় এটি সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।**

**৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থঃ হে মুহাম্মাদ (সা.)! ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে কথা আমি আপনাকে অবহিত করেছি যে, তিনি আমার বান্দা ও রাসূল, আমার বাণী, যা আমি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছি এবং সে আমার সৃষ্ট রূহ, এসবই হচ্ছে সত্য বর্ণনা। আপনি জেনে রাখুন, আপনি যে সত্তার ইবাদত করছেন তিনি ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ নেই।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আয়াতাংশে বর্ণিত اَلْعَزِيْزُ–এর অর্থ, যারা তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাঁর সাথে অন্য ইলাহ্ থাকার দাবী করে কিংবা তিনি ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাদের দন্ড ও শাস্তিদানে তিনি অপরাজেয়, পরাক্রমশালী। "اَلْحَكِيْمُ" মানে তাঁর পরিকল্পনায় তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা স্থান লাভ করতে পারে না।

فَاِنْ تَوَلَّوْا–এর ব্যাখ্যাঃ

হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত যে সত্য হিদায়াত ও বর্ণনা আপনার নিকট এসেছে, তা হতে যদি আপনার প্রতিপক্ষরা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তা গ্রহণ না করে

(فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ) তবে আল্লাহ্ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যারা তা[দের] প্রতিপালকের অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ পাক যা করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ্র যমীনে তারা তা ক[রে] এটিই হচ্ছে তাদের সৃষ্ট অশান্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, তিনি তাদের আমল কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাদের কৃত কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করছেন ও সংরক্ষিত হচ্ছে। অবশেষে ঐ কৃতকর্মের ফলই তিনি তাদেরকে দিবেন। এপর্যায়ে আমরা যা ব[র্ণনা] করলাম, একদল তাফসীরকার অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭১৭৬.** যুবায়র মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বা[ণী] اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সংবাদ আপনি নি[য়ে] এসেছেন, তা একটি সত্য ঘটনা।

**৭১৭৭.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলে[ন], হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা সঠিক বর্ণনা।

**৭১৭৮.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী [اِنَّ هٰذَا] لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তা একটি সত্য বর্ণনা। তিনি হযরত মারয়াম (আ.) -এর প্রতি প্রেরিত বাণী এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ। আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল হবার এ সীমারেখা ঈ[সা] (আ.) নিজেও অতিক্রম করতে পারবেন না।

**৭১৭৯.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আ[ল্লাহ্] তা'আলা ইরশাদ করেন, ঈসা সম্পর্কে আমি যা ব্যক্ত করেছি তাই সত্য। وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ (আ[ল্লাহ্] ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই)।

যখন আল্লাহ্ পাক রাসূল করীম (সা.) ও নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের মধ্যে ন্যায় বিচা[রের] ভিত্তিতে ফায়সালা করে দিলেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যদি মহান আল্লাহ্র একত্ব[বাদে] অবিশ্বাস করে ও তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি না থাকার কথা অস্বীকার করে এবং ঈসা আল্লাহ্র বান্[দা ও] রাসূল এ কথা মেনে নিতে অবাধ্য হয়, ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে রাযী [না] হয়, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন ওদের পরস্পর লা'নত কামনার দিকে আহবান করেন, তার[পর] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাদেরকে পরস্[পর] লা'নত করার প্রতি আহবান করলেন তখন তারা পিছ টান দিল এবং পরস্পর লা'নত করা থেকে বি[রত] রইল।

**৭১৮০.** হযরত আমির (রা.) হতে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আয়া[তের] দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাদের সাথে অর্থাৎ নাজরানবাসীদের সাথে পরস্পর লা'নত কামনা ক[রার] নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর তারা পরস্পর লা'নত করতে প্রতিশ্রুতি দিল। পরবর্তী দিনটি এর তা[রিখ]





নির্ধারিত হলো। তারা তাদের নেতা ও উপনেতার সাথে পরামর্শের জন্যে গেল। এ দু'জন তাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান। তারা পরস্পর লা'নত কামনার পক্ষে রায় দিল। তাদের মধ্যে অপর একজন প্রজ্ঞাশলী ব্যক্তির নিকট তারা গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে শেষ কথা যা হয়েছে, তা তাকে জানাল। সে তাদেরকে বলল, তোমরা এ কি করলে? এবং তাদেরকে ধিক্কার দিল। এব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) প্রকৃত-ই যদি নবী হয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকে বদ দু'আ দেন, তোমাদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ পাক কখনো তাঁকে অসন্তুষ্ট করবেন না। আর যদি উনি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন, তারপর তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন, তাহলে চিরদিনের জন্যে তোমাদের নাম-নিশানা মুছে দিবেন। তারা বলল, তাহলে আমরা এখন কি করব? আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। সে বলল, "আগামীকাল তোমরা যখন তাঁর নিকট যাবে এবং তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি তথা পরস্পর লা'নত কামনা করার বিষয়টি তোমাদের নিকট পেশ করবেন, তখন তোমরা বলবে, নাউযুবিল্লাহ্-আমরা আল্লাহ্র পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তিনি পুনরায় তোমাদেরকে আহবান করেন, তখন তোমরা আবার বলবে নাউযুবিল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আশা করা যায়, এতে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। পরদিন প্রত্যুষে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত হাসান (রা.)-কে কোলে নিয়ে হযরত হুসায়ন (রা.)-এর হাত ধরে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন, হযরত ফাতিমা (রা) তাঁদের পিছনে আসলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে গতদিনের চুক্তির প্রতি তথা পরস্পর লা'নত কামনার প্রতি আহবান করলেন। উত্তরে তারা বলল, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি তাদেরকে আবার আহবান জানালেন, তারা বলল, আমরা অসংখ্যবার আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি তোমরা পরস্পর লা'নত দেয়ার কথা অস্বীকার কর, তবে ইসলাম গ্রহণ কর, এমতাবস্থায় সমস্ত মুসলমানের যে অধিকার রয়েছে, তা তোমাদের ও হবে। মুসলমানের প্রতি যে দায়িত্ব তোমাদের উপরও সে দায়িত্ব অর্পিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে অধীনতা স্বীকার করতে জিয্ইয়াহ্ কর ( নিরাপত্তা কর ) আদায় কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তারা বলল, আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই কথা বলতে পারি। আর কারোও ব্যাপারে নয়। যদি তোমরা তাও প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি তোমাদের সাথে সমভাবে লড়াই করবো। মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক। তারা বলল, আরবদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, বরং আমরা জিয্ইয়াহ্ করই আদায় করতে বাধ্য থাকব।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বছরে দু'হাজার জোড়া কাপড় তাদের উপর কর ধার্য করলেন। এক হাজার পরিশোধ করতে হবে রজব মাসে, আর একহাজার সফর মাসে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, যদি তারা পরস্পরে লা'নত দিতে রাযী হতো, তা হলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা, আমার নিকট নজরানবাসীদের ধ্বংসের সংবাদ এসে ছিল। অভিশাপ দানে বৃক্ষের পক্ষীকুল এমনকি পাখীগুলো গাছের ডালে বসে থাকত....।

হযরত জারীর (র) বলেছেন, আমি মুগীরা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, নাজরানীদের এ হাদীছে অনেক বর্ণনাকারী তো এঁদের সাথে হযরত আলী (রা.) ও ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন, তখন মুগীরা

(فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ) তবে আল্লাহ্ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যারা তা প্রতিপালকের অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ পাক যা করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ্র যমীনে তারা তা ক এটিই হচ্ছে তাদের সৃষ্ট অশান্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, তিনি তাদের আমল কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাদের কৃত কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করছেন ও সংরক্ষিত হচ্ছে। অবশেষে ঐ কৃতকর্মের ফলই তিনি তাদেরকে দিবেন। এপর্যায়ে আমরা যা ব করলাম, একদল তাফসীরকার অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭১৭৬.** যুবায়র মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বা اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সংবাদ আপনি নি এসেছেন, তা একটি সত্য ঘটনা।

**৭১৭৭.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা সঠিক বর্ণনা।

**৭১৭৮.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তা একটি সত্য বর্ণনা। তিনি হযরত মারয়াম (আ -এর প্রতি প্রেরিত বাণী এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ। আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল হবার এ সীমারেখা ঈ (আ.) নিজেও অতিক্রম করতে পারবেন না।

**৭১৭৯.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আ তা'আলা ইরশাদ করেন, ঈসা সম্পর্কে আমি যা ব্যক্ত করেছি তাই সত্য। وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ (আ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই)।

যখন আল্লাহ্ পাক রাসূল করীম (সা.) ও নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের মধ্যে ন্যায় বিচা ভিত্তিতে ফায়সালা করে দিলেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যদি মহান আল্লাহ্র একত্ব অবিশ্বাস করে ও তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি না থাকার কথা অস্বীকার করে এবং ঈসা আল্লাহ্র বান্দ রাসূল এ কথা মেনে নিতে অবাধ্য হয়, ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে রাযী হয়, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন ওদের পরস্পর লা'নত কামনার দিকে আহবান করেন, তার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাদেরকে পর লা'নত করার প্রতি আহবান করলেন তখন তারা পিছ টান দিল এবং পরস্পর লা'নত করা থেকে বি রইল।

**৭১৮০.** হযরত আমির (রা.) হতে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আয়া দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাদের সাথে অর্থাৎ নাজরানবাসীদের সাথে পরস্পর লা'নত কামনা ক নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর তারা পরস্পর লা'নত করতে প্রতিশ্রুতি দিল। পরবর্তী দিনটি এর তা





নির্ধারিত হলো। তারা তাদের নেতা ও উপনেতার সাথে পরামর্শের জন্যে গেল। এ দু'জন তাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান। তারা পরস্পর লা'নত কামনার পক্ষে রায় দিল। তাদের মধ্যে অপর একজন প্রজ্ঞাশলী ব্যক্তির নিকট তারা গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে শেষ কথা যা হয়েছে, তা তাকে জানাল। সে তাদেরকে বলল, তোমরা এ কি করলে? এবং তাদেরকে ধিক্কার দিল। এব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) প্রকৃত-ই যদি নবী হয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকে বদ দু'আ দেন, তোমাদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ পাক কখনো তাঁকে অসন্তুষ্ট করবেন না। আর যদি উনি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন, তারপর তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন, তাহলে চিরদিনের জন্যে তোমাদের নাম-নিশানা মুছে দিবেন। তারা বলল, তাহলে আমরা এখন কি করব? আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। সে বলল, "আগামীকাল তোমরা যখন তাঁর নিকট যাবে এবং তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি তথা পরস্পর লা'নত কামনা করার বিষয়টি তোমাদের নিকট পেশ করবেন, তখন তোমরা বলবে, নাউযুবিল্লাহ্-আমরা আল্লাহ্র পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তিনি পুনরায় তোমাদেরকে আহবান করেন, তখন তোমরা আবার বলবে নাউযুবিল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করছি। আশা করা যায়, এতে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। পরদিন প্রত্যুষে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত হাসান (রা.)-কে কোলে নিয়ে হযরত হুসায়ন (রা.)-এর হাত ধরে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন, হযরত ফাতিমা (রা) তাঁদের পিছনে আসলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে গতদিনের চুক্তির প্রতি তথা পরস্পর লা'নত কামনার প্রতি আহবান করলেন। উত্তরে তারা বলল, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি তাদেরকে আবার আহবান জানালেন, তারা বলল, আমরা অসংখ্যবার আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি তোমরা পরস্পর লা'নত দেয়ার কথা অস্বীকার কর, তবে ইসলাম গ্রহণ কর, এমতাবস্থায় সমস্ত মুসলমানের যে অধিকার রয়েছে, তা তোমাদের ও হবে। মুসলমানের প্রতি যে দায়িত্ব তোমাদের উপরও সে দায়িত্ব অর্পিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে অধীনতা স্বীকার করতে জিয্ইয়াহ্ কর ( নিরাপত্তা কর ) আদায় কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তারা বলল, আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই কথা বলতে পারি। আর কারোও ব্যাপারে নয়। যদি তোমরা তাও প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি তোমাদের সাথে সমভাবে লড়াই করবো। মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক। তারা বলল, আরবদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, বরং আমরা জিয্ইয়াহ্ করই আদায় করতে বাধ্য থাকব।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বছরে দু'হাজার জোড়া কাপড় তাদের উপর কর ধার্য করলেন। এক হাজার পরিশোধ করতে হবে রজব মাসে, আর একহাজার সফর মাসে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, যদি তারা পরস্পরে লা'নত দিতে রাযী হতো, তা হলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা, আমার নিকট নজরানবাসীদের ধ্বংসের সংবাদ এসে ছিল। অভিশাপ দানে বৃক্ষের পক্ষীকূল এমনকি পাখীগুলো গাছের ডালে বসে থাকত....।

হযরত জারীর (র) বলেছেন, আমি মুগীরা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, নাজরানীদের এ হাদীছে অনেক বর্ণনাকারী তো এঁদের সার্থে হযরত আলী (রা.) ও ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন, তখন মুগীরা

(রা.) বললেন, ইমাম শাবী (র.) হযরত আলী (রা.) –এর নাম উল্লেখ করেননি। হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে উমাইয়াদের অসন্তোষের কারণে তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেননি কিংবা প্রকৃতই হাদীছে হযরত আলী (রা.)–এর উল্লেখ ছিলনা। তা আমি বলতে পারব না।

**৭১৮১.** মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন যুবায়র (র.) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ..... بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ (নিশ্চয়ই তা সত্য বৃত্তান্ত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকরীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।) (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব ! যে কথায় আমরা এবং তোমরা একমত, সে কথার দিকে এসো, যেন আমরা এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা ফিরে যায়। তবে তোমরা বলে দাও, ( হে কাফিররা! ) তোমরা সাক্ষী থাক, যে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে এ ন্যায় বাণীর প্রতি আহবান করেছেন এবং তাদের অভিযোগ উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ সম্পর্কে সংবাদ এল এবং তারা পরস্পরে লা'নত দেয়া অস্বীকার করলে পর তাদের কি নির্দেশ দেয়া হবে তা ও এসে গেল, তখন তিনি তাদেরকে পরস্পরে লা'নত দেয়ার প্রতি আহবান করলেন। জবাবে তারা বলল, হে আবুল কাসেম !(নবীজী সা.) আমাদেরকে সময় দিন। আমরা একটু ভেবে দেখি, তারপর এসে আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের মতামত জানাব। তারা ফিরে গেল। আকিব ( উপ-প্রধান নেতার ) সাথে বৈঠক করল। সে ছিল তাদের মধ্যে দুরদর্শী। তারা তার মতামত চাইল। সে বলল, আল্লাহ্ কছম হে খৃষ্টান সম্প্রদায়! তোমরা তো জান যে, হযরত মাহাম্মাদ (সা.) সত্যিকার প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নবী সম্পর্কে তিনি যথাযথ সংবাদই দিয়েছেন, তোমরা তো জান যে, যে, সম্প্রদায়ই কোন নবীর সাথে পরস্পরে লা'নত দেয়ার কাজ করেছে, সে সম্প্রদায়ের বয়স্ক কেউ জীবিত থাকেনি এবং কোন শিশু আর জন্মেনি। তোমরা যদি তাঁর সাথে পরস্পরে লা'নত দেও, তবে তা তোমাদের সমূলে ধ্বংসের জন্যেই। যদি ঈসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের বর্তমান মতামতের উপর থাকতে চাও, তাহলে সে লোকটি হতে বিদায় নিয়ে আপন দেশে চলে যাও পরে তাঁর কোন লোক গিয়ে তোমাদেরকে তাঁর মতামত জানাবে।

তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে এসে বলল, হে আবুল কাসেম (সা.)! আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা আপনার সাথে পরস্পর লা'নত দেয়ার কাজ করব না, আপনার ধর্ম নিয়ে আপনাকে থাকতে দিব। আমরা আপনাদের দীনে থাকব। তবে আপনার পসন্দমত একজন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। যিনি আমাদের জিয্ইয়াহ্ কর সম্পর্কিত মতানৈক্য দূর করত। ফয়সালা করে দিবেন। আমরা আপনাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট।

**৭১৮২.** যায়দ ইব্‌ন আলী (রা.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ –এর তিনি বলেছেন এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পক্ষে দিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং, হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতিমা(রা.) হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা.)।





**৭১৮৩.** সুদ্দী (র.) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ-এর ব্যাখ্যায় ঃ বলেন, নবী করীম (সা.) ইমাম হাসান, হুসায়ন ও ফাতিমা (রা.)-এর হাত ধরলেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে তাঁদের অনুসরণ করতে বললেন, ফলে তিনিও তাঁদের সাথে বের হলেন, সেদিন খৃষ্টানগণ কিন্তু বের হয়নি। তারা বলেছিল, আমরা আশংকা করছি যে ইনি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র নবী হতে পারেন। নবীর দু'আ কিন্তু অন্যের দু'আর ন্যায় নয়। তারপর তারা সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সরে থাকল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি তারা বেরিয়ে আসত, তবে সবাই জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেত। অবশেষে তারা একটি নির্দিষ্ট অংশের উপর চুক্তি সম্পাদন করল যে, বছরে আশি হাযার দিরহাম পরিশোধ করবে। দিরহাম দিতে অপারগ হলে তার পরিবর্তে মালামাল দেয়া যাবে। একজোড়া পোশাক চল্লিশ দিরহাম। চুক্তিতে এও ছিল যে, প্রতি বছর তারা তেত্রিশটি যুদ্ধবর্ম, তেত্রিশটি উট ও চৌত্রিশটি যুদ্ধক্ষম ঘোড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট পরিশোধ করবে। এগুলো পরিশোধ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যিম্মাদার থাকবেন।

**৭১৮৪.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরান প্রতিনিধিদলের একটি দলকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পরস্পরের প্রতি লা'নত করার জন্য ডেকেছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তারা মহানবী(সা.)-এর আহবানে সাড়া দিতে মোটেই সাহস পেল না। আমরা আলোচনা শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, নাজরান অধিবাসীদের মাথার উপর আযাব ও আল্লাহ্‌র শাস্তি ঝুলছিল, যদি তারা পরস্পর লা'নত দিত। তবে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত।

**৭১৮৫.** কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, নাজরান অধিবাসীদের মুকাবিলার জন্যে তাদের সাথে পরস্পরে লা'নত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতের বেলায় বের হয়ে গিয়েছিলেন। তারা যখন দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেরিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তখন তারা ভয় পেয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে গেল। মা'মার বলেন, কাতাদা (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন নাজরান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বের হবার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা.)–এর হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন, তুমি আমাদের পিছু পিছু এসো আল্লাহ্‌র শত্রুরা এ অবস্থা দেখে সবাই কেটে পড়ল।

**৭১৮৬.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) যাদের বিরুদ্ধে পরস্পর লা'নত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তারা যদি তা করত, তাহলে ঘরে গিয়ে দেখত যে, তাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

**৭১৮৭.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

**৭১৮৮.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সে সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি ওরা আমার সাথে পরস্পর লা'নত করত, তাহলে এক বছর শেষ না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা সব মিথ্যুককে ধ্বংস করে দিতেন, ওদের আশে-পাশে আর কেউ থাকত না।

**৭১৮৯.** ইবৃন যায়দ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, আপনি তো বলেছেন, اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ ( আমাদের ছেলে সন্তান এবং তোমাদের ছেলে সন্তান নিয়ে এসো) সে হিসাবে খৃস্টান সম্প্রদায় যদি আপনার সাথে পরস্পর লা'নত করত, তাহলে আপনি কাকে নিয়ে যেতেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হাসান ও হুসায়ন (রা.)–কে নিয়ে যেতাম।

**৭১৯০.** আলবা ইবৃন আহমার আল-ইয়াশকারী (র.) বলেন, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলী (রা.) ফাতিমা (রা.), ও হাসান–হুসায়ন (রা.)–এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। অপরদিকে ইয়াহূদীদেরকে তাঁর সাথে পরস্পর লা'নত–এর আহবান জানালেন। আপন জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহূদীদের কিছু যুবক তখন বলেছিল। অতীত ইতিহাস কি তোমাদের স্মরণ নেই? তোমাদের ভাই–বেরাদারগণ যে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল? তোমরা পরস্পর লা'নতে অংশ গ্রহণ কর না, এরপর ইয়াহূদীরা তা থেকে বিরত থাকল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

( ٦٤ ) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

**৬৪. তুমি বল, হে আহলে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, আমরা মুসলিম।**

এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আপনি আহলে কিতাবীকে তথা তাওরাত ও ইনজীলপন্থীদেরকে বলে দিন যে, তোমরা এসে এমন একটি কথার প্রতি, যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সমান, তথা উভয় পক্ষের দৃষ্টিতে ন্যায় ভিত্তিক। সেই ন্যায় ভিত্তিক কথা হলো, আমরা আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় জানি, তাই তাঁকে ব্যতীত আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না, তিনি ব্যতীত অন্য সকল মা'বূদ থেকে আমরা পবিত্র। তাই আমরা তাঁর সাথে শিরক করি না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا ( আমাদের একে অন্যকে প্রতিপালকরূপে যেন গ্রহণ না করে ) –এর ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক নির্দেশ পালনে আমরা একে অন্যের আনুগত্য করব না এবং আপন প্রতিপালককে যেরূপ সিজদা করি, সেরূপ সিজদা যোগে একে অন্যকে শ্রদ্ধা দেখাব না।





মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا (যদি তারা ফিরে যায়)–এর ব্যাখ্যা ঃ আমি যেভাবে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছি, সেভাবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কথার প্রতি আপনি তাদেরকে আহবান জানানোর পর তারা যদি আপনার আহবান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, উক্ত আহবানে সাড়া না দেয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فقولوا ( তোমরা বল) হে মু'মিনগণ! তোমরা সত্য বিমুখ লোকদেরকে বলে দাও ঃ اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।

এ আয়াত কাদের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত বনী ইসরাঈলের সে সকল ইয়াহূদীদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর শহর মদীনা শরীফের আশে-পাশে বসবাস করত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৯১.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার ইয়াহূদীদেরকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কথার প্রতি আহবান করেছিলেন। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

**৭১৯২.** রবী' (র.) বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার ইয়াহূদীদেরকে ন্যায়ভিত্তিক কথার প্রতি আহ্বান করেছিলেন।

**৭১৯৩.** ইবৃন জুরাইজ (র.) বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী করীম (সা.) মদীনার ইয়াহূদীদেরকে যে কথার প্রতি আহবান করেছিলেন, তারা তা গ্রহণে অস্বীকার করে। তারপর তিনি তাদের বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বাণীর দিকে আহবান জানালেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৯৪.** মুহাম্মাদ ইবৃন জা'ফর ইবৃন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ..... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নাজরানের প্রতিনিধি দলকে ন্যায়ভিত্তিক কথার প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং তাদের অভিযোগ উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

**৭১৯৫.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে (নাজরান অধিবাসীদেরকে) আহবান করেন এবং আলোচ্য আয়াত পড়ে শুনান।

**৭১৯৬.** ইবৃন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নাজরান অধিবাসীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বললেন, তাদেরকে অধিকতর সহজ বিষয়ের

দাওয়াত দিন এবং يَاْهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ..... اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের সামনে পাঠ করলেন। তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী। ..... يَا هْلَ الْكِتَابِ -এর ব্যাখ্যায় আমরা তাওরাত কিতাবের অনুযায়ী ইয়াহূদী ও ইনজীল কিতাবের অনুসারী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা এজন্যে উল্লেখ করেছি যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উভয় সম্প্রদাযের কোনটিকে উদ্দেশ্য করেছেন, তা নির্দিষ্ট নেই, অতএব এর দ্বারা ইনজীলের অনুসারী খৃষ্টানদের অথবা তাওরাতের অনুসারী ইয়াহূদীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কোন দলীল নেই। সুতরাং يَا هْلَ الْكِتَابِ দ্বারা উভয় সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদুপরি এক আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা, একনিষ্ঠভাবে তাঁর একত্ববাদ মেনে নেয়া প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। اهل الكتب শব্দটি তাওরাত ও ইনজীল গ্রন্থের অনুসারী উভয় সম্প্রদায়ের জন্যে প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী تَعَالَوْا মানে এসো। كلمةسواء মানে ন্যায় কথা, سواء শব্দটি كلمة -এর বিশেষণ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৯৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, يَاْهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আয়াতে سواءبينناوبينكم এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, عدل بيننا وبينكم আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে যে কথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত তা হলো – আমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করব না।

**৭১৯৮.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত। قُلْ يَاْهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا আয়াত সম্পর্কে তিনি। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরকারদের অপর এক দল বলেন, আয়াতে উল্লিখিত كلمةسواء তথা সমান সমান কথা মানে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭১৯৯.** আবুল আলিয়া (র.) বলেছেন, كلمةسواء ( সমান সমান কথা ) হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ –। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ স্থিত اَنْ শব্দটি تعالوا الى ان لا نعبد الا الله হিসাবে মাজরূর (جر)–এর ক্ষেত্রে অবস্থিত।

শব্দের অর্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধতম অর্থটির ব্যাপারে ও আলোচনা করেছি, এক্ষণে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا ( আমাদের একে অন্যকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে ) –এর ব্যাখ্যা ঃ আয়াতে উল্লিখিত প্রতিপালক মেনে নেয়ার তাৎপর্য হচ্ছে– নেতাদের কথা মেনে চলা, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করা।





যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগিগণকে তাদের "আরবাব" রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম ইব্ন মাসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছিল। ( ৯ ঃ ৩১))।

**৭২০০.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র নাফরমানীতে আমরা যেন একে অন্যের আনুগত্য না করি। আয়াতে উল্লিখিত রব্ব বানানো মানে ইবাদতে নয় বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের নেতা ও দলপতিদের আনুগত্য করা যদিও বা তাদের জন্যে নামায পড়ে না।

তাফসীরকারদের অপরদল বলেন আয়াতে উল্লিখিত রব্ব (رب) গ্রহণ মানে একে অন্যকে সিজদা করা।

**যাঁরা এমতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

**৭২০১.** ইকরামা (রা.) وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ প্রসংগে বলেন, একে অন্যকে সিজদা না করা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তবে তোমরা বল যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম ) প্রসংগে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, যাদেরকে আপনি সঠিক ও সর্বসম্মত বিষয়ের প্রতি আহবান করছেন, তারা যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কুফরী করে, তবে হে মু'মিনগণ তোমরা ওদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আল্লাহ্র একত্ববাদ, নির্মল ভাবে তাঁর ইবাদত করা এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ্, তাঁর কোন শরীক নেই ইত্যাদি যে সকল বিষয় হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, আমরা সেগুলোতে আত্মসমর্পণকারী, আমরা সেগুলোতে আনুগত্যশীল। অর্থাৎ এ সকল বিষয়ে আমরা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়াবনত, এ গুলোর ব্যাপারে আমাদের অন্তর ও মুখের স্বীকৃতি সহকারে আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। ইতিপূর্বে আমরা দলীল সহকারে ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা করেছি। এক্ষণে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(٦٥) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

**৬৫. হে কিতাবিগণ! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর ; অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল ? তোমরা কি বুঝ না?**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَاَهْلَ الْكِتَابِ এর অর্থ হে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারিগণ! لِمَ تُحَاجُّوْنَ মানে, কেন তোমরা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তর্ক কর এবং আল্লাহ্র বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা কর?

তাদের তর্কের বিষয় ছিল এই যে, উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই দাবী করত, ইবরাহীম (আ.) তাদের নিজ দলের ছিলেন এবং তাদেরই ধর্ম পালন করতেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দাবীর সমালোচনা করলেন, দাবীর অসারতায় প্রমাণ উপস্থাপন করে বললেন, কী ভাবে তোমরা দাবী করতে পার যে, তিনি তোমাদের দলভুক্ত ছিলেন ? তোমাদের ধর্ম তো ইয়াহূদীবাদ কিংবা খৃষ্টবাদ। তোমাদের মধ্যে যারা ইয়াহূদী তাদের বিশ্বাস যে, তাঁর ধর্ম তাওরাত প্রতিষ্ঠা করা এবং তাওরাতে যা আছে তা আমল করা পক্ষান্তরে খৃষ্টান লোকের বিশ্বাস যে, তাঁর ধর্ম হচ্ছে ইনজীল প্রতিষ্ঠা করা এবং তদস্থিত বিধি-বিধান পালন করা, আর এ দু'টো কিতাব তো হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর ইনতিকালের বহু পূরেই নাযিল হয়েছে সুতরাং তিনি কিভাবে তোমাদের ধর্মভুক্ত হতে পারেন ? তাঁকে নিয়ে তোমাদের পরস্পর তর্ক জুড়ে দেয়া এবং তাঁকে নিজেদের লোক বলে দাবী করার কি ইবা যুক্তি আছে? অথচ তাঁর ব্যাপারটা তো তোমাদের জানা আছে।

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, ইবরাহীম (আ.)-কে নিয়ে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বিবাদ–বিসম্বাদ ও প্রত্যেক পক্ষ তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত দাবী করার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

**যাঁরা এ মতের অনুসারী তাদের আলোচনা ঃ**

**৭২০২.** ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, নাজরানের খৃষ্টানগণ এবং ইয়াহূদীদের একদল পন্ডিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে একত্রিত হয়ে তাঁর সম্মুখ পরস্পর তর্ক জুড়ে দিল। ইয়াহূদী পন্ডিতগণ বলল, ইবরাহীম (আ.) ইয়াহূদী ছিলেন। খৃষ্টানগণ বলল, ইবরাহীম (আ.) খৃষ্টান ছাড়া অন্য কিছুই ছিলেন না। অনন্তর তাদের এ ঝগড়া–ঝাটির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (হে কিতাবিগণ! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে ? তোমরা কি বুঝ না?)। খৃষ্টানরা বলেছিল, তিনি খৃষ্টান ছিলেন, ইয়াহূদীরা বলেছিল, তিনি ইয়াহূদী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিলেন যে, তাওরাত ও ইনজীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে সুতরাং ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টধর্মের জন্ম তাঁর ইন্তিকালের পরে, তিনি কিভাবে ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান ধর্মালম্বী হতে পারেন ?

**৭২০৩.** কাতাদা (র.) يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ আয়াতাংশ প্রসংগে বলেন, হে কিতাবিগণ! তোমরা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে ঝগড়া কর কেন? কেনইবা তোমরা দাবী কর যে, তিনি ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন ? তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর ইনতিকালের পরেই নাযিল হয়েছে। ফলে ইয়াহূদী ধর্মের জন্মই তাওরাতের পরে এবং খৃষ্টান ধর্মের জন্ম ইনজীলের পরে। কেন তোমরা বুঝ না ?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইয়াহূদীরা যখন দাবী করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের দলভুক্ত ছিলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২০৪.** কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) মদীনা শরীফের ইয়াহূদীদেরকে كلمة سواء(ন্যায় বাণী)–এর দিকে আহবান করলেন। তারা হযরত ইবরাহীম(আ.) সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি ইয়াহূদী হয়েই ইনতিকাল করেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং হযরত ইবরাহীম(আ.)–এর সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইর্শাদ করেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

**৭২০৫.** রবী' (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত।

**৭২০৬.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ দাবী করেছিল যে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরই দলভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করলেন এবং দীন–ই–হানীফ--এর অনুসারী মু'মিনদেরকে তাঁর সাথে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত করে দিলেন।

**৭২০৭.** মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ( তোমরা কি বুঝ না? ) এর ব্যাখ্যা ঃ তোমরা কি তোমাদের বক্তব্যের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পার না? তোমরা বলে থাক, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন। অথচ, তোমাদের তো জানা আছে যে, তাঁর ইনতিকালের বহু পরেই ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উৎপত্তি।

(٦٦) هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

**৬৬. দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরা তো সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ ঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা এমন বিষয়ে তর্ক করছ, যা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে পেয়েছ এবং তোমাদের নবীগণ যে সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তোমাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে, যার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে যে বিষয়ে তোমাদের ধারণা নেই, মহান আল্লাহ্র দেয়া কিতাবেও পাওনি, নবীগণও কোন খবর দেন নি, এসব বিষয়ে কেন তর্ক করছ, বা বিবাদ করছ?

৭২০৮. সুদ্দী (র.) هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ (দেখ যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, সে বিযযে তোমরা তো তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, সে বিযয়ে কেন তর্ক করছ?)–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের জানা আছে, যা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে এবং যে বিষয়ে তাদের আদেশ করা হয়েছে। আর যে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই তা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত তথ্য।

৭২০৯. কাতাদা (র.) هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা তর্ক করছ যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যা তোমরা দেখেছ এবং যথায় তোমরা উপস্থিত ছিলে। আর তিনি فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা কেন তর্ক করছ সে বিষয়ে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই,' অর্থাৎ যা তোমরা দেখনি, তোমরা প্রত্যক্ষ করনি এবং যথায় তোমরা উপস্থিত ছিলে না। 'এবং আল্লাহ্ই জানেন তোমরা জান না।'

৭২১০. হযরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (আল্লাহ্ই জানেন তোমরা জান না)–এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত ব্যাপার ও অন্যান্য অদৃশ্য ব্যাপারগুলো যেগুলো নিয়ে তোমরা তর্ক। বিতর্ক কর অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করনি, তোমরা তা দেখনি এবং মহান আল্লাহ্র রাসূল (সা.)–ও সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেননি। সে সকল অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ই জানেন। কারণ, মহান আল্লাহ্র নিকট কোন কিছুই অদৃশ্য নেই, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছুই মহান আল্লাহ্র অগোচরে নয়।

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ তোমরা জানো না, অর্থাৎ তোমরা নিজেরা উপস্থিত না থাকলে কিংবা না দেখলে কিংবা শ্রবণ ও সংবাদপ্রাপ্ত না হলে তোমরা সেগুলোর কিছুই জানতে পাও না।

(٦٧) مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

**৬৭. ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না খস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ধর্ম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল এবং যারা দাবী করেছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান। আল্লাহ্ তা'আলা এটা ও পরিষ্কার করে দিলেন যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর সাথে সম্পর্কহীন এবং তারা তাঁর ধর্মের বিরোধী। সাথে সাথে এ আয়াত মুসলিমদের জন্যে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর উম্মতদের জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনভুক্ত এবং তারাই তাঁর শরীআত ও





বিধি–বিধানের প্রতিষ্ঠাকারীও পালনকারী অন্যরা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছে। ইবরাহীম (আ.) ইয়াহূদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না। মুশরিক তারাই যারা দেবতা ও প্রতিমা পূজা করে কিংবা সমগ্র জগতের স্রষ্টাও ইলাহ্কে ছেড়ে যারা সৃষ্ট জীবের পূজা করে।

وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا –এর ব্যাখ্যা বরং তিনি ছিলেন حنيف (একনিষ্ঠ) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র ইবাদত ও আদর্শের অনুসারী। তিনি অনুসারী ছিলেন সেই হিদায়াতের যে হিদায়াত আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ রয়েছে।

مُسْلِمًا –এর ব্যাখ্যা ঃ অন্তরের ঐকান্তিকতা এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আত্মসমর্পণ দ্বারা তিনি মহান আল্লাহ্র বাধ্য ছিলেন।

حنيف শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি এবং মন্তব্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি বিশুদ্ধ আলোকপাত করেছি। এক্ষণে সেটির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা যা বললাম তাফসীরকারদের একটি দলও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

**যারা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭২১১. আমির (র.) বলেছেন ইয়াহূদীরা বলেছিল যে ইবরাহীম (আ.) আমাদের ধর্মের অনুসারী এবং খৃষ্টানরা বলেছিল যে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের ধর্মেরই অনুসরণকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, যে, مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করলেন এবং তাদের প্রমাণাদি অসার ও বাতিল করেছিলেন, অর্থাৎ ইয়াহূদীরা দাবী করল যে তিনি ইয়াহূদীই ছিলেন এবং ইয়াহূদী অবস্থায় মারা গিয়েছেন।

৭২১২. রবী' (র.) হতেও অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭২১৩. মালিক তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (نفيل) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে, তারপর দীনের অনুসরণ করার জন্যে। পথিমধ্যে ইয়াহূদী এক পন্ডিতের সাথে দেখা। তাকে তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং বলল যে, আমি সম্ভবত তোমাদের দীনের অনুসারী হব, সুতরাং দীন সম্পর্কে আমাকে পরিচয় দাও। পন্ডিত বলল, আমাদের দীন গ্রহণ করলে পরে তোমাকে আল্লাহ্র গযব তথা শাস্তির কিছু অংশও গ্রহণ করতে হবে। ইয়াহূদী বলল, আরে আমি তো আল্লাহ্র আযাব হতে মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণ গযবও সহ্য করতে পারব না। গযব ভোগ করার শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে এমন কোন দীনের সন্ধান দিতে পারবেন যাতে গযবের আশংকা নেই? পন্ডিত বলল, হ্যাঁ আমার জানা মতে একমাত্র দীন–ই–হানীফ–ই হচ্ছে গযবমুক্ত দীন, সে জিজ্ঞেস করলে দীন–ই হানীফ কি ? পন্ডিত বলল, এটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর দীন। তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও না। তিনি একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করতেন। ইয়াহূদী তার থেকে বিদায় নিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে দেখা করলেন। পাদ্রীর দীন সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়ে বললেন, আমি সম্ভবত আপনার দীনের অনুসারী হব। আপনার দীন সম্পর্কে

আমাকে একটু অবহিত করুন। পাদ্রী বলল, আমাদের দীন গ্রহণ করলে তোমাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র লা'নতের কিয়দংশও গ্রহণ করতে হবে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি আল্লাহ্‌র লা'নতও বহন করতে পারব না। আল্লাহ্‌র গযবও বহন করতে পারব না। আমার সে শক্তি নেই। আপনি আমাকে এমন একটি দীন–এর খোঁজ দিতে পারেন কি ? যেটিতে আযাব–গযব নেই? সে উত্তর দিল, আমার জানা মতে দীন–ই হানীফ হচ্ছে সেই দীন। তিনি পাদ্রী হতে বিদায় নিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)–এর ব্যাপারে ধারণা পেয়ে সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের কাছে তিনি দু'হাত তুলে দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি হযরত ইবরাহীমের দীন গ্রহণ করলাম।

(٦٨) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

**৬৮. যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের অভিভাবক।**

তাফসীরকারগণের অভিমত ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ–এর অর্থ– হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর সাহায্য–সহযোগিতা করা এবং তাঁর ফয়েয লাভের অধিকযোগ্য ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছে অর্থাৎ তাঁর নিয়ম–রীতি মেনে নিয়ে আল্লাহ্‌কে একক–বলে স্বীকার করেছে, দীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে, তাঁর সুন্নত পালন করেছে, তাঁর পথে চলেছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র–ই অনুগত থেকেছে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের মধ্যেআছেন।

وَهٰذَا النَّبِيُّ –এর অর্থঃ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا–এর অর্থঃ যারা মুহাম্মাদ (সা.)–কে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে গ্রহণ করেছে।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ–এর অর্থঃ যারা মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর নবূওয়াতকে ও তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন। সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল ধর্মাবলম্বী ও মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন যারা তাদের বিরোধিতা করে। আমরা যা আলোচনা করেছি তাফসীরকারগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

**যাঁরা এরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁদের আলোচনা ঃ**

**৭২১৪.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ تَبِعُوْهُ । প্রসংগে বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠতম হচ্ছে যাঁরা তাঁর মতবাদ, তাঁর নিয়মরীতি, তাঁর শরীআত ও তাঁর আদর্শে তাঁকে অনুসরণ করেছেন আর যারা এই নবীতে ঈমান এনেছে তথা সে সকল মু'মিন লোক যাঁরা





আল্লাহ্‌র নবীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে। মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সাথী মু'মিনগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি।

**৭২১৫.** রবী' (র.) হতে। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭২১৬.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর কতক নবী বন্ধু থাকে। নবীদের মধ্যে আমার বন্ধু হচ্ছে আমার পিতৃপুরুষ ও আল্লাহ্‌র খলীল (ইবরাহীম)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

**৭২১৭.** ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে অন্যসূত্রেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**৭২১৮.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন ইব্‌রাহীম (আ.)–এর ঘনিষ্ঠতম তাঁরাই, যাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছে আর তাঁরা হলো মু'মিনগণ।

(٦٩) وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

**৬৯. কিতাবীদের একদল তোমাদেরকে বিপদগামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।**

ইমাম আবূ জা'ফর তারাবী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَدَّتْ শব্দের অর্থ, কামনা করেছিল। طَائِفَةٌ শব্দের অর্থ একটি দল। مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ অর্থ, তাওরাতের অনুসারী ইয়াহূদী ও ইনজীলের অনুসারী নাসারা। لَوْيُضِلُّوْنَكُمْ অর্থ, হে মু'মিনগণ! যদি তারা তোমাদেরকে ইসলাম হতে বিরত রাখতে পারত, তাহলে তোমাদেরকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিত ও তোমাদেরকে ধ্বংস করত। এখানে اضلال শব্দের অর্থ اهلاك–ধ্বংস করে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَقَالُوْا اَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ (তারা বলে, আমরা মাটির মধ্য বিলুপ্ত হলেও কি আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (৩২ ঃ ১০) এখানে ضَلَلْنَا শব্দের অর্থ هَلَكْنَا অর্থাৎ আমরা যদি মাটির মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাই। কবি জারীরের নিন্দায় কবি আখতলের চরণটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্যঃ

كُنْتَ الْقَذٰى فِيْ مَوْجٍ اَكْدَرَ مُزْبِدٍ * قَذَفَ الْاَتِيْ بِهٖ فَضَلَّ ضَلَالاً

(তুমিতো ছিলে ঘোলাটে সফেন ঢেউয়ে বিদ্যমান ময়লা, ঢেউ যাকে নিক্ষেপ করেছে সমুদ্র তীরে তারপর তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।) এখানে ضَلَّ ضَلَالاً অর্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। বানূ যুবইয়ানের নাবিগাহ নামক কবির চরণটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ

فَاٰبَ مُضِلُّوْهُ بِعَيْنٍ جَلِيَّةٍ * وَغُوْدِرَ بِالْجَوْلَانِ حَزْمٌ وَنَائِلُ

( তার ধ্বংসকারী তীক্ষ্ণ চক্ষু নিয়ে ফিরে এসেছে। আগমন ও প্রস্থানের কারণে চতুর ভাগ্যবান ব্যক্তিকে প্রতারিত করেছে। ) এখানে مُضِلُّوْهُ শব্দের অর্থ مُهْلِكُوْهُ অর্থাৎ তাকে ধ্বংসকারী।

وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ –এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে وَمَا يُضِلُّونَ অর্থ وَمَا يُهْلِكُونَ অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা দ্বারা তারা শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। নিজেদের মানে তাদের অনুসারীদেরকে। তদুপরি তাদের দীন–ধর্মে তাদের অনুসারী ও অনুগামীদেরকে। তারা নিজেদেরকে এবং অনুচর–অনুগামীদেরকে ধ্বংস করল এভাবে যে, তাদের এঘৃণ্য প্রচেষ্টা দ্বারা তারা মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও লা'নত তাদের জন্যে অপরিহার্য করে নিয়েছে। যেহেতু তা মহান আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসরণ না করা, তাঁর নবূওয়াতের সত্যতা অস্বীকার করা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের কিতাবের মাধ্যমে গৃহীত প্রতিশ্রুতিসমূহ ভঙ্গ করা।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ওরা যে, মু'মিনদেরকে হিদায়াত হতে বিচ্যুত করছে এবং তাদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে এটি তাদের জন্যে অশুভ পরিণামবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ তা না জেনেই করছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ওরা যে মূলত নিজেদেরকে ধ্বংস করছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

وَمَا يَشْعُرُوْنَ অর্থ তারা উপলব্ধি করছেনা এবং জানতে পরছে না। ইতিপূর্বে যুক্তিপ্রমাণ যোগে আমরা এর ব্যাখ্যা আলোচানা করেছি, এক্ষণে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

( ٧٠ ) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

**৭০. হে কিতাবিগণ? তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্যবহন কর?**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَاَهْلَ الْكِتَابِ অর্থঃ হে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ! لِمَ تَكْفُرُوْنَ অর্থঃ কেন তোমরা অস্বীকার করছ! بِاٰيٰتِ اللّٰهِ অর্থঃ তাঁর দলীল ও প্রমাণাদি যেগুলোকে নবীদের মাধ্যমে তিনি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ অর্থঃ তোমরা জানো যে এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের কিতাবে যা আছে তা সত্য এবং তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আগত। তাদের কিতাবে তো মুহাম্মাদ (সা.)–এর নবূওয়াতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সা.)–কে অস্বীকার করায় এবং তাঁর নবূওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করায় আয়াতে এদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তিরস্কার এসেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২১৯.** কাতাদা (র.) يَاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিচিতি ও বর্ণনা তোমাদের কিতাবে আছে। তারপর আবার তোমরা তাঁর সাথে কুফরী করে থাক, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে থাক এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর





না, অথচ তোমরা তোমাদের গ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাও নবী–ই–উম্মী এর কথা যিনি আল্লাহ্‌তে ঈমান আনেন এবং আল্লাহ্‌র বাণীসমূহে বিশ্বাস করেন।

**৭২২০.** রবী' (র.) يَاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তো সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ (সা.)–এর পরিচিতি তোমাদের কিতাবগুলোতে আছে, কিন্তু তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর না, তোমাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে তোমরা নবী–ই–উম্মী–এর কথা লিখিত পেয়ে থাক।

**৭২২১.** সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يَاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ এখানে اٰيٰتِ اللّٰهِ অর্থঃ মুহাম্মাদ (সা.)। تَشْهَدُوْنَ অর্থঃ ওরা সাক্ষ্যদেয় যে, তিনি (মুহাম্মাদ (সা.)। সত্য নবী তাদের কিতাবে তাঁর কথা উল্লেখ পেয়েছে।

**৭২২২.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলোঃ আয়াতের অর্থঃ আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম, এছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

( ٧١ ) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

**৭১. হে কিতাবিগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমার জান?**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَاهلَ الكتب –এর অর্থঃ হে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারিগণ لِمَ تَلْبِسُوْنَ-এর অর্থঃ কেন তোমরা মিশ্রিত কর। اَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ-এর অর্থ মহানবী (সা.) এবং তিনি যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তারা তা মুখে স্বীকার করে অথচ তাদের অন্তরে রয়েছে ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টাবাদ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২২৩.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ফ, আদী ইব্‌ন যায়দ এবং হারিছ ইব্‌ন আউফ একে অন্যকে বলেছিল এসো, আমরা ভোর বেলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উপর নাযিলকৃত বিষয়াদিতে ঈমান আনব এবং বিকেলে তা প্রত্যাখ্যান করব। এতে আমরা তাদের দীন সম্পর্ক তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে দিব। সম্ভবত এতে তারাও আমাদের ন্যায় আচরণ করবে এবং অবশেষে তাদের দীন হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তাদেরকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন–

يَاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ..... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

**৭২২৪.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা ইয়াহূদীবাদ এবং খৃষ্টবাদকে কেন ইসলামের সাথে মিশ্রিত কর। তোমরা তো জান যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

**৭২২৫.** রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত, তবে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যা ব্যতীত অন্য দীন কবুল করেন না তা হচ্ছে দীন–ই–ইসলাম। অন্য কোন দীন আল্লাহ্ তা'আলা কবুলও করবেন না, পুরস্কারও দিবেননা।

**৭২২৬.** ইব্ন জুরাইজ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ এর ব্যাখ্যায় বলেন–ইসলামকে ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদের সাথে মিশ্রিত করছ কেন? অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন–

**৭২২৭.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, হক হলো ঐ তাওরাত যা আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)–এর উপর নাযিল করেছেন, আর বাতিল হলো যা তাওরাতের সে সকল অংশ তারা নিজ হাতে রচনা করেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন اللبس শব্দের অর্থ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এক্ষণে পুনরাবৃত্তিনিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ –এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হে কিতাবিগণ! কেন তোমরা সত্য গোপন করছ? যে সত্য তারা গোপন করেছিল তা হচ্ছে তাদের কিতাবে বিবৃত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর পরিচিতি, গুণাগুণ, তার আগমন ও নবূওয়াত।

**৭২২৮.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত তিনি وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন– তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে সত্য গোপন করেছে। তাদের তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পেয়েছিল যে, তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবেন এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবেন।

**৭২২৯.** রবী' (র.) وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর সম্পর্কে গোপন করত, অথচ তাদের তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পেত যে তিনি মুহাম্মাদ(সা.) তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেবেন, এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করবেন।

**৭২৩০.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْحَقّ–অর্থ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কিত তথ্য। অথচ তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল এবং মনোনীত দীন হচ্ছে দীন–ইসলাম। وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(অথচ তোমরা জান )–এর অর্থ তোমরা সত্য গোপন করছ কেন? অথচ তোমরা জান যে, তা প্রকৃত সত্য এবং তা আল্লাহ্র নিকট হতে আগত। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাপারটি যার সত্যতা তারা জেনেছে, যা তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে এবং যা তাদের নবীগণও এনেছিলেন তা গোপন করা ও অস্বীকার করা তাদের স্বেচ্ছাকৃত কুফরী।





( ٧٢ ) وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

**৭২. আহলে কিতাবের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর, এবং দিনের শেষে তা অবিশ্বাস কর, হয়ত তারা ফিরতে পারে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হি বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জ্ঞানীরা একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের পক্ষ থেকে তা ছিল একটি আদেশ যে, দিনের শুরুতে তারা হযরত নবী করীম (সা.)–এর নবূওয়াত এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে মেনে নিবে, অন্তরে স্থিরচিত্ত ও বিশ্বাস সহকারে নয়, আবার দিনের শেষে প্রকাশ্যেই এর সবগুলো অস্বীকার করবে।

**যাঁরা এমতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

**৭২৩১.** কাতাদা (র.) اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবীদের একদল অপরদলকে বলেছিল, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে মু'মিনদের দীন সম্পর্কে সম্মত প্রকাশ করবে এবং দিনের শেষভাগে তা অস্বীকার করবে। এটি শ্রেষ্ঠ কৌশল, যাতে তারা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে এবং তারা মনে করবে যে, নিশ্চয় তাদের মধ্যে এমন কিছু পেয়েছ যা তোমরা ঘৃণা কর, পরিণতিতে তাদের দীন থেকে ফিরে আসবে।

**৭২৩২.** আবূ মালিক (র.) اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীরা বলেছিল, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে তাদের ( মু'মিনদের ) সাথে ঈমান আনয়ন কর, এবং দিনের শেষ ভাগে কুফরী কর, যাতে তোমাদের সাথে সাথে ওরাও সে ধর্ম হতে ফিরে আসে।

**৭২৩৩.** সুদ্দী (র.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আরাবিয়াহ গ্রামে বারো জন ইয়াহূদী ধর্ম যাজক ছিল। তাদের একদল অপর দলকে বলল, তোমরা দীনের প্রথম ভাগে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীনে প্রবেশ করবে এবং বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা.) হক, যথার্থ ও সত্যবাদী। তারপর দিনের শেষ ভাগে তোমরা কুফরী করবে এবং বলবে যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতাদের নিকট গিয়ে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বললেন যে, মুহম্মাদ (সা.) মিথ্যুক, তোমরা তো কোন গ্রহণযোগ্য কর্মে লিপ্ত নও। কাজেই, আমরা এক্ষণে ইসলাম ছেড়ে আমাদের দীনে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমাদের ইয়াহূদীবাদ তোমাদের ইসলাম ধর্ম হতে উত্তম। সম্ভবত এতে তারা সংশয়ে পড়ে যাবে এবং বলবে তারতো দিনের শুরুতে আমাদের সাথে ছিল এখন কি হলো যে, ফিরে গেল? তারপর তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.)–কে অবহিত করেছিলেন।

৭২৩৪. আবূ মালিক গিফারী (র.) বলেন, ইয়াহূদীদের কয়েকজন তাদের অপর কয়েক জনকে বলেছিল, তোমরা দিনের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং দিনের শেষ ভাগে ইসলাম ত্যাগ করবে। সম্ভবত এতে তারা দীন ছেড়ে দিবে। তারপর তাদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে অবহিত করে আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, ইয়াহূদীদের একদল অপর দলকে যা পরামর্শ দিয়েছিল, তা ছিল দিনের শুরুতে সালাতে আস্থা প্রকাশ করা এবং মুসলমানদের সাথে সালাতে হাযির হওয়া। তারপর দিনের শেষ ভাগে তা পরিত্যাগ করা।

**যাঁরা এমতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ**

৭২৩৫. মজাহিদ (র.) اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীরা একথা বলত, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করত এবং দিনের শেষভাগে কুফরী করত, এটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক–যাতে মানুষকে বুঝাতে পারে যে, তারা মুহাম্মাদ(সা.)–এর অনুসরণ করেছিল কিন্তু অবশেষে তাঁর ভ্রান্তি তাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। তাই তারা ফিরে গিয়েছে।

৭২৩৬. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭২৩৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের একদল বলেছিল যে, দিনের শুরুতে যদি তোমরা মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাহাবীদের দেখা পাও, তবে তোমরা ঈমান আনবে, দিনের শেষ ভাগে কিন্তু তোমরা নিজেদের সালাতই আদায় করবে যাতে অন্যান্য মসলমানগণ। বলে, তারা তো আমাদের চেয়ে জ্ঞানী। এতে সম্ভবত ঐসব মুসলমানদের তাদের দীন হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে তোমরা কিন্তু তোমাদের দীনের অনুসারী ব্যতীত অন্য কারো উপর বিশুদ্ধ ঈমান এনো না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হি বলেন যে, কিতাবীদের একদল অর্থাৎ তাওরাত পাঠক ইয়াহূদীরা বলেছিল– اٰمِنُوْا -সত্যবলে বিশ্বাস কর যা মু'মিনদের উপর নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.) যে সত্য দীন শরীআত ও বিধি–বিধান নিয়ে এসেছেন তা وَجْهَ النَّهَارِ মানে দিনের প্রথম ভাগে দিনের প্রথম ভাগ যেহেতু দিনের উত্তম অংশ এবং দর্শকের প্রথম দৃষ্টিতে পড়ে, সেহেতু النهار –কে প্রথম ভাগ বলা হয়। রবী' ইব্‌ন যিয়াদ যেমন বলেছেন

مَنْ كَانَ مَسْرُوْرًا بِمَقْتَلِ مَالِكٍ * فَلْيَاتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارٍ

(মালিক হত্যায় যারা সন্তুষ্ট, তারা যেন–দিনের প্রথম ভাগে আমাদের মহিলাদের নিকট আসে।)

আমরা যা উল্লেখ করেছি তাফসীরকারগণের অনেকেই অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

**যাঁরা এরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁদের আলোচনা ঃ**

৭২৩৮. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, وَجْهَ النَّهَارِ অর্থ দিনের প্রথম ভাগ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ (তার শেষাংশে অবিশ্বাস করবে) মানে দিনের শেষভাগে কুফরী করবে।





৭২৩৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। وجه النهار অর্থ দিনের প্রথম ভাগ। আর واكفروا اخره অর্থ দিনের শেষ ভাগে কুফরী করবে।

৭২৪০. মুজাহিদ (র.) اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা বলেছিল, তোমরা তাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করবে এবং দিনের শেষ ভাগে তাদের সাথে সালাত আদায় করবে না, তাতে করে সম্ভবত তোমরা তাদের পদস্খলন ঘটাতেপারবে।

وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ ( শেষ ভাগে কুফরী করবে ) মানে তারা বলেছিল, দিনের প্রথম ভাগে তাদের দীনের যেটুকু তোমরা সত্যায়ন করবে দিনের শেষ ভাগে তোমরা তা অস্বীকার করবে। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সম্ভবত তোমাদের সাথে তার ও ঐ দীন থেকে ফিরে যাবে, সেটিকে পরিত্যাগ করবে।

৭২৪১. কাতাদা (র.) لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত তারা তাদের দীন ছেড়ে দিবে এবং তোমাদের দীনে প্রত্যাবর্তন করবে।

৭২৪২. রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭২৪৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত তারা তাদের দীন হতে ফিরে যাবে।

৭২৪৪. সুদ্দী (র.) বলেন, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ এর ব্যাখ্যা হলো, لَعَلَّهُمْ يَشُكُّوْنَ সম্ভবত তারা সন্দেহে পতিত হবে।

৭২৪৫. মুজাহিদ (র.) لعلهم يرجعون এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত তারা নিজেদের দীন হতে ফিরে যাবে।

(٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

**৭৩. আর যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদেরকে ব্যতীত আর কাউকে বিশ্বাস করনা। বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই পথ। বিশ্বাস কর না যে, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদেরকে যুক্তিতে পরাভূত করবে। বল, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে ইয়াহূদী হয় তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস কর না। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সংবাদ যে, ইয়াহূদীদের যে দলটি তাদের ভাইদেরকে اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ –বলেছিল এটি তাদের বক্তব্য।

لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ-এর لام অক্ষরটি عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ এর لام -এর ন্যায়। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা উল্লেখ করলাম, তাফসীরকারগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৪৬.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلَاتُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি হচ্ছে তাদের একদলের প্রতি অপর দলের বক্তব্য।

**৭২৪৭.** রবী' (র.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

**৭২৪৭.(ক)** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা ইয়াহূদীদের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তোমরা বিশ্বাস করনা।

**৭২৪৮.** ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, وَلَاتُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যারা তোমাদের দীনে ঈমান আনে, তোমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবে, তোমাদের দীনের বিরোধিতাকারীদের কে তোমরা বিশ্বাস করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ
قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ -এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বাক্য মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ আয়াতাংশটি মধ্যবর্তী ও পৃথক বাক্য (جمله معترضه) -এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য বর্ণনা, তার হিদায়াতই গ্রহণযোগ্য হিদায়াত, তারা বলেন, আয়াতে পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত অংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে ইয়াহূদীদের একদলের প্রতি অপর দলের বক্তব্যের অংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের মতের মর্ম হলো, ইয়াহূদীদের একদল অপরদলকে বলেছিল, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস কর না এবং একথাও বিশ্বাস কর না যে, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ অন্য কাউকে দেয়া হবে। এটি বিশ্বাস কর না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কেউ কোন যুক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে দেখাতে পারবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার নবী (সা.)-কে বলেছেন, قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ অর্থঃ হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি বলে দিন, অনুগ্রহ আল্লাহ্ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্‌র হিদায়াতই যথার্থ হিদায়াত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৪৯.** মুজাহিদ (র.) اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন- ইয়াহূদীরা হিংসাবশতঃ বলত যে, তাদের বংশ ব্যতীত অন্য কোথাও নবী আসবেন না এবং এ উদ্দেশ্যে যে, সবাই তাদের দীনের অনুসরণ করুক।





**৭২৫০.** মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেন قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ -হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, ( আল্লাহ্‌র হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত)। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ পাকের কথাই প্রকৃত কথা। اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন যে, اَنْ يُّؤْتٰى অর্থ لَا يُؤْتٰى- তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হবেনা। যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا এখানে ان تضلوا অর্থ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ تَضِلُّوْا (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা বিপথগামী না হও (৪ঃ১৭৬) অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এখানে لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থঃ اَنْ لَا يُؤْمِنُوْا অর্থাৎ এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি, তারা তাতে ঈমান আনবে না। (২৬ ঃ ২০০-২০১)।

আল্লাহ্ পাকের বাণী مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ ( তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ ) -এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনাকে ও আপনার উম্মতকে যে ইসলাম ও হিদায়াত দেয়া হয়েছে।

اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ( অথবা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তর্কে বিজয়ী হবে )-এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন, এক্ষেত্রে اَوْ শব্দটি اِلَّا অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ اِلَّا اَنْ يُّحَاجُّوْا -এর ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে, তোমাদের প্রতিপালক তাদের সাথে যা করেছেন সে সম্পর্কে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭২৫১.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ এখানে مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ এর অর্থঃ হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত! তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে। اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। ইয়াহূদীরা বলবে, আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন এমন মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা-ই সর্বোত্তম, সুতরাং তোমরা তাদেরকে বলে দাও, اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।) এ তাফসীর অনুযায়ী এ পুরো হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাকের আদেশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহূদীদেরকে বলবেন। সুতরাং বাক্যটি পরস্পর সংযুক্ত, এতে কোন পৃথক বাক্য নেই। আয়াতে উল্লিখিত হয় هُدٰى শব্দটি প্রথম هدى -এর অনুরূপ। اَنَّ শব্দটি هدى -এর خبر বা বিধেয় হিসাবে مرفوع -এর ক্ষেত্রে অবস্থিত।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেন, যে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি নির্দেশ তিনি যেন ইয়াহূদীদেরকে। তা বলে দেন তাঁরা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র হিদায়াত-ই প্রকৃত হিদায়াত। اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ অর্থাৎ হে ইয়াহূদ সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবী দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদেরকে আমি যে অনুগ্রহ

দান করেছি যেরূপ আমি মু'মিনদেরকেও দিয়েছি, তাতে তোমরা হিংসা করনা। যেহেতু অনুগ্রহ আমার হাতে, আমি যাকে ইচ্ছা দান করি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৫২.** কাতাদা (র.) قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আল্লাহ্ তোমাদের কিতাবের ন্যায় কিতাব নাযিল করলেন এবং তোমাদের নবীর ন্যায় নবী প্রেরণ করলেন, তখন তোমরা এতে তাদেরকে হিংসা করতে আরম্ভ করলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ( হে নবী আপনি বলে দিন অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে )।

**৭২৫৩.** রবী' (র.) হতে অপর একসূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অন্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ এখানে مَا اُوْتِيْتُمْ –এর অর্থ হলো, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের যে কিতাব দেয়া হয়েছে..... তাফসীরকারগণ আরো বলেন, এ প্রসঙ্গে ইয়াহূদীদেরকে বলার জন্য মহানবী (সা.)–এর প্রতি নির্দেশ সম্বলিত এটিই হলো শেষ আয়াত। তাঁদের মতে اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ বাক্যাংশটি وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ এর সাথে সংযুক্ত। এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করবে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করবে না। তাহলে তো তোমরা সত্যকেই পরিত্যাগ করবে। এতে তোমরা যার দীনের অনুসরণ করে সেটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, যার পরিচিতি ও গুণাগুণ তোমাদের কিতাবে তোমরা পেয়েছ– সে তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। এ হিসাবে اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ বাক্যাংশটি ত্যাজ্য নিষেধাজ্ঞার উত্তরের সাথে যুক্ত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৫৪.** ইব্ন জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ –এর অর্থ হলো তোমরা যে ধারণার উপরে আছ যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অন্যদেরকে তা কেন দেয়া হবে? অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদেরকে যুক্তিতে কেন পরাভূত করবে। অর্থাৎ তাদের একপক্ষ অপর পক্ষকে বলছে যে, তোমাদের কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করে দিয়েছেন, তোমরা তা তাদেরকে বলে দিবে না, তাহলে তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করবে ও তর্ক জুড়ে দিবে। তাই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন। قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ( হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথই সঠিকপথ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। পুরো বাক্যটি একই রীতিতে রচিত। এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত অপর কারো কথা বিশ্বাস করনা এবং এও বিশ্বাস করনা যে, তোমাদেরকে যা দেয়া





হয়েছে তার অনুরূপ অপর কাউকে দেয়া হবে। অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় অপর কাউকে দেয়া হবে না। তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে ঈমান সম্পর্কিত তর্কে কেউ তোমাদেরকে পরাভূত করবে তাও তোমরা বিশ্বাস করনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে মর্যাদা দান করেছেন তার বদৌলতে অন্য সব জাতি হতে তোমরাই তাঁর নিকট প্রিয়তম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বক্তব্যটি একদল আহলে কিতাবের কথা, যে দলের কথা আল্লাহ্ তা'আলা وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ( আর কিতাবীদের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত তারা ফিরতে পারে ) আয়াতে উল্লেখ করেছেন, অবশ্য قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ এটি ব্যতিক্রম। পরবর্তী বাক্যটি তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের সূচনা। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা.)! উপরোল্লিখিত চরিত্রসম্পন্ন ইয়াহূদীদের বক্তব্যের প্রতিবাদে আপনি বলুন আল্লাহ্র হিদায়াত–ই প্রকৃত হিদায়াত, আল্লাহ্র তাওফীকই প্রকৃত তাওফীক, তাঁর বর্ণনাই প্রকৃত বর্ণনা, এবং অনুগ্রহ তার–ই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। হে ইয়াহূদীরা, তোমরা যা কামনা কর ব্যাপার তা হয় না। উল্লিখিত মন্তব্যগুলোর মধ্যে এ ব্যাখ্যাটি আমরা মনোনীত করেছি। এ জন্যে যে, এটি অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধতম। আরবী বাক্যের অর্থ রক্ষায় সুন্দরতম বাকভঙ্গি ও বাচনরীতির সাথে এটি অধিক সামঞ্জস্যশীল। এতদ্ব্যতীত মন্তব্যগুলো পরস্পর বিরোধী ও কষ্টার্জিত বাক্য সংযোজনের কারণে ঠিক নয়।

**আল্লাহ্ তা'আলার বাণী** قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থ ঃ বলুন, হে **মুহাম্মাদ** (সা.)! অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।)–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। বন্ধুদের প্রতি উপদেশ প্রদানকারী ইয়াহূদীদেরকে বলে দিন, اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ (অনুগ্রহ আল্লাহ্র –ই হাতে) অর্থাৎ ইসলামের প্রতি হিদায়াত করা এবং ঈমান গ্রহণের তাওফীক দেয়া আল্লাহ্ পাকেরই হাতে। তোমাদের হাতেও নয়, অন্য কোন সৃষ্টিজগতের হাতেও নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ –এর ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তিনি যাকে দিতে চান তথা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তা দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ আয়াত তাদের বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা তাদের অনুসারীদেরকে বলেছিল, لَا يُؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ ( তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ কাউকে দেয়া হবে না। ) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন তাদেরকে বলে দিন –এর দায়িত্ব তোমাদের হাতে নয় এবং এটি আল্লাহ্রই হাতে, যাঁর হাতে সবকিছুই অনুগ্রহও তাঁর হাতে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ দানের ইচ্ছা করেন তাকে উদার ভাবে দান করেন এবং কে ও কারা অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তিনি জ্ঞাত ও অবহিত।

**৭২৫৫.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন। الفضل (অনুগ্রহ) মানে ইসলাম।

( ٧٤ ) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

**৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَخْتَصّ শব্দটি خصصت فلانا بكذا اخصه به (আমি অমুককে এটির জন্যে নির্দিষ্ট করেছি তাকে এটির জন্যে নির্দিষ্ট করব।) বাক্য হতে يَفْتَعِل–এর ওযনে গঠিত। আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' শব্দটির তাৎপর্য হলো ইসলাম, কুরআন ও নবূওয়াত।

**৭২৫৬.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ (যাকে ইচ্ছা তিনি আপন অনুগ্রহের জন্যে মনোনীত করেন)–এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার রহমত দ্বারা ধন্য করেন তথা নবূওয়াত।

**৭২৫৭.** মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭২৫৮.** রবী' (র.) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যাকে ইচ্ছা নবূওয়াত দানে বিশেষিত করেন।

**৭২৫৯.** ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ আয়াতে রহমত অর্থ কুরআন ও ইসলাম ঃ

**৭২৬০.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টজগতের যাকে তিনি পসন্দ করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন এ অনুগ্রহ দান করেন। তারপর তাঁর অনুগ্রহকে 'মহান' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করে ইরশাদ করেন, তাঁর অনুগ্রহ মহান। যেহেতু তাঁর অনুগ্রহের সাথে জগতের একের প্রতি অন্যের অনুগ্রহের তুলনাই হয় না। তুলনা তো দূরের কথা তুলনার কথা কল্পনা–ই করা যায় না।

( ٧٥ ) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

**৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, তা একারণে যে তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এবং তারা জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।**





ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এখবর দিয়েছেন যে, তারা হলো, বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা আমানতে খিয়ানত করে না। আর কিছু লোক আছে যারা খিয়ানত করে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ্ পাক কি কারণে প্রিয় (সা.)–কে এসংবাদ দিয়েছেন? এর জবাবে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদেরকে এ সংবাদ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের থেকে মুসলমানগণ তাদের অর্থ–সম্পদের ব্যাপারে যেনো সাবধান থাকে এবং ইয়াহূদীরে সম্পর্কে মু'মিনদেরকে ভয় প্রদর্শন করা যাতে ইয়াহূদীদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। কেননা, তাদের অধিকাংশ লোক মু'মিনদের অর্থ–সম্পদকে নিজেদের জন্য হালাল মনেকরে।

এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার নিকট আপনি প্রচুর সম্পদ আমানত রাখলেও আপনাকে পরিশোধ করে দিবে, তাতে খিয়ানত করবে না। আবার এমন লোক আছে যার নিকট একটি মাত্র দীনারও যদি আপনি আমানত রাখেন অনবরত চাপাচাপি ও ঘন ঘন তাগিদ দেয়া ব্যতীত তা পরিশোধ করবে না। بِدِيْنَار শব্দের بَاء এবং على এ ধরনের স্থানে একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় مررت به এবং مررت عليه (আমি তার নিকট গিয়েছি)। اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا (তার সাথে লেগে থাকা ব্যতীত) –এর ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন অহরহ তাকে বলাবলি করা ও তার নিকট চাওয়া

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৬১.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন তার নিকট চাওয়া ও তার পিছনে লেগে থাকা ব্যতীত।

**৭২৬২.** কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا –এর অর্থ, তার নিকট চাওয়া ও দাবী করা ব্যতীত।

**৭২৬৩.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সব সময় তার পিছনে লেগে থাকা ব্যতীত।

**৭২৬৪.** মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরকারগণের অপর এক দল বলেন, اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا-এর অর্থ তার মাথার উপর তথা তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৬৫.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যতক্ষণ আপনি

তার মাথায় নিকট দাঁড়িয়ে থাকবেন। ততক্ষণ সে আমানতের কথা স্বীকার করবে। যদি আপনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন, তারপর ফিরে এসে তা দাবী করেন সে অস্বীকার করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা দুটোর মধ্যে সেটি অধিক গ্রহণযোগ্য, যেটিতে إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا মানে চাপাচাপি, বলাবলির মাধ্যমে তার পিছনে লেগে থাকার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু আরবদের কথা قام فلان بحقى على فلان حتى استخرجه لى ( অমুক ব্যক্তি আমার প্রাপ্যটুকু উসুল করে দেয়ার জন্যে অমুকের পেছনে লেগে থেকেছিল, অবশেষে তা উদ্ধার করে আমাকে দিয়েছে ) অর্থাৎ তার থেকে আমার প্রাপ্যটুকু মুক্ত ও বের করে আনার জন্যে সে কাজ করেছে, পরিশ্রম করেছে, শেষ পর্যন্ত তা বের করেই ছেড়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন যে তারা উম্মী তথা নিরক্ষর আরবদের ধন–সম্পদ আত্মসাৎকে হালাল মনে করে। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে চরম ও কড়া ভাবে দাবী না করলে তারা দেনা পরিশোধ করে না। পক্ষান্তরে ঋণী ব্যক্তির মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে তো অপরের সম্পদ হালাল হবার যে মানসিকতা তার মধ্যে বিদ্যমান তা পরিবর্তন হবে না। বরং আত্মসাৎ বৈধ হবার ধারণা সত্ত্বেও দাবী–দাওয়া, চাপ প্রয়োগ, মামলা দায়ের ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্য লাভের একটি ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ চাওয়া এবং দাবী করাই হচ্ছে قيام رب المال তথা অপরের থেকে আপন স্বত্ব উসুল করার জন্যে দাঁড়িয়েথাকা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ( এটি এ কারণে যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই )–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, যে সব ইয়াহূদী খিয়ানত জায়িয মনে করে, এবং তাদের নিকট পাওনা আরবদের স্বত্ব অস্বীকার করা বৈধ মনে করে আরবরা যা গচ্ছিত রাখে দাবী–দাওয়ার পরও তা পরিশোধ করে না তা এ জন্যে যে, তারা বলে আরবদের ধন–সম্পদ আত্মসাতে আমাদের কোন ক্ষতিও নেই পাপও নেই, যেহেতু তারা অসত্যের উপর আছে এবং যেহেতু তারা মুশরিক।

ذلك ( সেটি ) শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য আমাদের ন্যায় মন্তব্য করেছেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭২৬৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীরা বলেছিল আরবদের মাল–সম্পদ আমরা দখল ও আত্মসাৎ করলেও তাতে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এতে আমাদের পাপও হবে না।





**৭২৬৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের কালাম لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এর দ্বারা তারা ঐ সমস্ত লোক বুঝিয়েছে যারা কিতাবী নয়।

**৭২৬৮.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাদের একজনকে বলা হলো, তোমার কি হয়েছে যে, তোমার কাছে গচ্ছিত সম্পদ (প্রাপককে) ফেরত দিচ্ছ না? তখন সে বলল, আরবদের সম্পদ অধিকারে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ্ আমাদের জন্য তা হালাল করেদিয়েছেন।

**৭২৬৯.** সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا নাযিল হল অর্থাৎ 'কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যদি তুমি তার নিকট অগাধ ধনরাশি গচ্ছিত রাখ, তবে সে তা তোমাকে প্রত্যার্পণ করবে, আবার এমন লোকও আছে যদি তুমি তার কাছে এক দীনারও আমানত রাখ, তবে সে তা তোমার কাছে প্রত্যার্পণ করবে না যে পর্যন্ত তুমি এটির জন্য তার পিছনে লেগে না থাক'। কারণ তারা বলে যে, নিরক্ষরদের প্রতি (আমানতের ব্যাপারে) আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র শত্রুরা মিথ্যে বলেছে, অজ্ঞতা যুগের যাবতীয় রীতি–নীতি আমার দু'পায়ের নীচে নিষ্পেষিত, কিন্তু আমানত ব্যতীত। কেননা, তা প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ করতে হবে, সে পুণ্যবান হোক অথবা পাপী হোক।

**৭২৭০.** সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইয়াহূদিগণ বলল, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তাদের সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তারপর তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, অজ্ঞতা যুগের যাবতীয় রীতিনীতি আমার এইদু'পায়েরনীচে।

কিন্তু আমানত ব্যতীত। কেননা, তা পরিশোধনীয়। তিনি এর অধিক আর কিছু বলেন নি।

**৭২৭১.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যেহেতু তারা বলত যে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধতা নেই। এ কারণেই কিতাবিগণ বলত – ঐ সমস্ত লোকদের নিকট হতে আমরা যা প্রাপ্ত হয়েছি তা ব্যবহার করতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌র এই বাণী لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ الخ নাযিল হয়েছে।

অন্য মুফাস্‌সিরগণ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইব্‌ন জুরাইজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াত নাযিলের কারণ হলো– অজ্ঞতার যুগে কিছু সংখ্যক মুসলমান ইয়াহূদীদের কাছে কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রি করেছিল। তারপর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তখন তারা তাদের বিক্রীত মূল্য ফেরত চাইল। এমতাবস্থায় তারা বলল, আমাদের কাছে তোমাদেরকে পরিশোধযোগ্য এমন কোন প্রাপ্য নেই।

কেননা, তোমরা যে ধর্মে দীক্ষিত ছিলে তা তোমরা পরিত্যাগ করেছ। তারা আরো দাবী করল যে, এই কথা তারা তাদের কিতাবে প্রাপ্ত হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থ ঃ তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে।

৭২৭৩. সা'সাআহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি ইবন আব্বাস (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা তো কিতাবিগণের সাথে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাদের ফলমূলের বাগান হস্তগত করি। ( এব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ) তখন তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তোমরা তো কিতাবীদের ন্যায় কথা বলছ, যেমন তারা বলে – "নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই"।

৭২৭৪. সা'সাআহ (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা.)–কে জিজ্ঞেস করল– আমরা যুদ্ধে অথবা ( ফলন্ত খেজুর বৃক্ষের ) যিম্মীদের অনেক সম্পদ লাভ করি। এর মধ্যে মুরগী এবং ছাগল হস্তগত করি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন এ তো কিতাবিগণের কথার মত কথা। যেমন তারা বলে– আমাদের জন্যে (তাদের সম্পদ হস্তগত করায়) কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, এতো কিতাবিগণের কথার মত। যেমন তারা বলেছে– لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ –নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, তারা যখন "জিযিয়া কর" প্রদান করল, তখন তোমাদের জন্য তাদের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা হালাল নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী– وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ( তারা জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।)–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন মহান আল্লাহ্র এই বাণীর মর্মার্থ হলো তাদের মধ্যে যারা বলে, আমাদের জন্যে আরবের নিরক্ষরদের সম্পদ খিয়ানত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তারা তাদের ভাষায় বলে– নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন। অতএব, আমাদের জন্যে তাদের সম্পদ খিয়ানত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তারা মিথ্যা বলার অনিষ্টতা উপেক্ষা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপের বশীভূত হয়ে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে বলে যে, তিনি তাদের জন্যে তা হালাল করে দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক বলেছেন, وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তারা এ ব্যাপারে অবগত আছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭২৭৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ কথা বলে– যদি তাকে বলা হয়, তোমার কি হলো যে, তোমার কাছে গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দিচ্ছ না ? তখন সে বলে– আমাদের জন্য আরবদের সম্পদ হস্তগত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

৭২৭৬. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, অথচ তারা এ ব্যাপারে অবগত আছে। তাদের দাবী হলো তারা একথা তাদের কিতাবে পেয়েছে। যেমন তাদের কথা لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।





( ٧٦ ) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

**৭৬. "হ্যাঁ কেউ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ্ মুত্তাকিগণকে ভালবাসেন"।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়, তাঁর তত্ত্বাবধায়ন এবং তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে গচ্ছিত সম্পদ প্রাপককে প্রদান করে। অতএব মহান আল্লাহ্ বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়– যেমন আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপকারী ঐ সব ইয়াহূদী বলে থাকে যে, তাদের জন্যে নিরক্ষরদের সম্পদ হস্তগত করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই এবং কোন পাপও নেই। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে, অর্থাৎ অঙ্গীকার পূর্ণ করার অর্থ হলো – তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ উপদেশাবলী, যা তাওরাত কিতাবে বর্ণিত হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তিনি যে কিতাব নিয়ে এসেছেন– তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি বলেন, হ্যাঁ তবে আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত অঙ্গীকার যারা পূর্ণ করেছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমানতদারের আমানত আদায়ের ব্যাপারে যা কিছু নির্দেশ নিয়ে এসেছেন তদ্বিষয়ে তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ্র যাবতীয় আদেশ–নিষেধ মেনে আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তারাই তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তিনি বলেন – "তাকওয়া" হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কুফরী এবং অন্যান্য যাবতীয় অপরাধের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি ও আযাবকে ভয় করে তা হতে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহ্ ঐ সব মুত্তাকীকেই ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর আযাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলে। অতএব, তাদের উপর যেসব বিষয় হারাম করা হয়েছে, তা থেকে তারা বিরত থাকে এবং তাদের প্রতি যা কিছু আদেশ করা হয়েছে, তা তারা মেনে চলে।

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, তাকওয়ার অর্থ হলো শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

৭২৭৭. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, وَاتَّقٰى-এর অর্থ হলো যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে। فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ–এর অর্থ হলো যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে। তাবারী বলেন, মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমতের কথা আমরা বর্ণনা করলাম। তবে আমাদের কিতাবে ইতোপূর্বে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে যা বর্ণিত হয়েছে তাই সঠিক। কাজেই এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

( ٧٧ ) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

**৭৭. যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।**

আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত কালামের মর্মার্থ এই যে, যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং তাঁর নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি আনুগত্য করা ও তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে যাকিছু নিয়ে এসেছেন, সে বিষয়ে তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করার বিষয় অস্বীকার করে এবং তাদের মিথ্যা শপথ দ্বারা ঐসব বস্তুকে হালাল মনে করে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর হারাম করেছেন, যেমন মানুষের সম্পদ যা তাদের কাছে আমানত রাখা হয়েছিল, ইত্যাদি যদি পার্থিব তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে পরিবর্তন করে, তবে তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। তিনি বলেন, যারা ঐ সমস্ত কাজ করবে তাদের জন্য পরকালে কোন কল্যাণ নেই এবং জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, তা হতে তাদের ভাগ্যে কিছু জুটবে না। আমি ইতোপূর্বে خلاق শব্দের অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারগণের একাধিক মত বর্ণনা করেছি। আর তাদের উত্তম কথার উপর সঠিক প্রমাণও বর্ণনা করেছি। এ ব্যাপারে তাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্র বাণী لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ–এর মর্মার্থ হলো – আল্লাহ্ তাদের সাথে 'তিনি বলেন, তাদের প্রতি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণে তিনি তাদেরকে কোন কল্যাণ প্রদান করবেন না। যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমার প্রতি সুদৃষ্টি কর, তবে আল্লাহ্ ও তোমার প্রতি সুদৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি করুণা কর, তবে আল্লাহ্ও তোমার প্রতি কল্যাণ ও রহমত দ্বারা করুণা করবেন। আরও যেমন কোন ব্যক্তিকে বলা হলো আল্লাহ্ তোমার প্রার্থনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হতে কোন সাড়া আসে নি। আল্লাহ্র শপথ তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই।

যেমন জনৈক কবি বলেছেন–

دَعَوْتُ اللّٰهَ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ لَا * يَكُوْنَ اللّٰهُ يَسْمَعُ مَا اَقُوْلُ

(আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলাম, পরিশেষে আমার ভয় হলো যে, আল্লাহ্ হয়ত ঃ আমি যা বলি তা শ্রবণ বা কবুল করবেন না।)

আল্লাহ্র বাণী وَلَا يُزَكِّيهِمْ–এর মর্মার্থ হলো তাদের পাপ ও কুফরীর অপবিত্রতা থেকে তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না। একারণেই তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, আয়াতটি ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের মধ্য হতে কোন একজন ধর্মযাজকের সম্পর্কে অবতীর্ণহয়েছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৭৮.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا এই আয়াতটি আবি রাফি', কেননা ইব্ন আবিল হুকায়কা কা'ব ইব্ন আশরাফ এবং হুয়াই ইব্ন





আখতাবকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আশ'আছ ইব্ন কায়স্ এবং তার সাথে বিবাদমান ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৭৯.** আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যদি কোন অসৎ ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে তবে সে আল্লাহ্ পাকের সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। তখন আশআছ ইব্ন কায়স বললেন, এমন বিষয় তো আমার মধ্যে আছে, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি– আমার এবং এক ইয়াহূদী ব্যক্তির মধ্যে এক খণ্ড যৌথ ভূমি ছিল। অবশেষে সে আমার অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করে বসল। এরপর বিষয়টি নিয়ে আমি নবী করীম (সা.)–এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে কি তোমার কোন প্রমাণ আছে? আমি বললাম, জী–না। তারপর তিনি ইয়াহূদীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে শপথ করে বল। এমতাবস্থায় আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে যখন শপথ করে বলবে, তখন তো আমার সম্পদ চলে যাবে। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا الاية নাযিল করেন।

**৭২৮০.** আদী ইব্ন উমায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইমরাউল কায়স এবং হাযরামাউত–এর অধিবাসী এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাদ ছিল। উভয়েই বিষয়টি নবী করীম (সা.) -এর নিকট উত্থাপন করল। তখন নবী করীম (সা.) হাযরামী (হাযরের অধিবাসী)–কে বললেন, তুমি তোমার প্রমাণ পেশ কর, অন্যথায় সে (বিবাদী) শপথ করে বলবে। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সে শপথ করে বলে, তবে তো আমার সম্পত্তি চলে যাবে। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। তখন ইমরাউল কায়স বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে ব্যক্তি তাকে নিজের হক জেনেও আপন অধিকার পরিত্যাগ করল। তারজন্য কি মিলবে? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, জান্নাত। তখন সে বলল, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয় আমি আমার অধিকার পরিত্যাগ করলাম। জারীর (র.) বলেন, আমি যখন আইয়ূবুস্ সুখতিয়ানী (র.)–এর সঙ্গে ছিলাম, তখন এই হাদীস আমি আদী (র.) থেকে শ্রবণ করেছি। আইয়ূব (র.) বললেন যে, আদী (র.) বলেছেন, বিষয়টি আরস ইব্ন উমায়রা (র.)–এর হাদীসেও উল্লেখ আছে। তখনই اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ الخ এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। জারীর (র.) বললেন যে, সে সময় আদী (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি আমার স্মরণ নেই।

**৭২৮১.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন, আশআছ ইব্ন কায়স অজ্ঞতার যুগে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তির বদৌলতে তার দখলী একখণ্ড যমীনকে কেন্দ্র করে অপর এক ব্যক্তির সাথে সংঘটিত বিবাদ নিয়ে উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি তোমার প্রমাণ পেশ কর। লোকটি বলল, আমার পক্ষ

হয়ে কেউ–ই আশ'আছের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আশ'আছকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি শপথ করে বল। তখন আশ'আছ শপথ করে বলার জন্য দন্ডায়মান হলো। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। এরপর আশ'আছ (রা.) নিজে ত্যাগ করে বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে এবং তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি নিশ্চয় আমার বিবাদী সত্যবাদী। এরপর সে তার দখলী সম্পত্তি তাকে ফেরত দিল এবং নিজের সম্পত্তি থেকেও তাকে আরো অধিক কিছু দিল। কারণ সে ভয় করল যে, যদি তার হাতে ঐ ব্যক্তির সামান্য হকও বাকী থাকে তবে তা–ই লোকটির মৃত্যুর পর তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

**৭২৮২.** আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এমন কিছু পাওয়ার জন্য শপথ করে যাতে তার কোন অধিকার নেই। তবে সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এর সত্যতার সপক্ষে এই আয়াত إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا....الخ নাযিল করেছেন। তারপর আশ'আছ ইব্‌ন কায়স (রা.) আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আবূ আবদুর রহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছে? তখন তিনি যা বলেছেন আমরা তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল। অতএব, আমরা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে নালিশ করলাম। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা উভয়েই সাক্ষ্য–প্রমাণ পেশ কর অথবা শপথ করে বল। আমি বললাম, সে তো তখন শপথ করে বলতে কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না। নবী করীম (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে এমন বিষয়ে শপথ করল যাতে তার কোন অধিকার নেই, তবে সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ এর সত্যতার সপক্ষে এই আয়াত إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا....الاية নাযিল করেছেন। অন্য তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বলেন–

**৭২৮৩.** আমির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি দিনের প্রথম প্রহরে তার ব্যবসা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিল। তারপর দিনের শেষ ভাগে অপর এক ব্যক্তি পণ্য দ্রব্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আগমন করল। তখন সে শপথ করে দিনের প্রথম প্রহরের এমন এমন দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে অস্বীকার করে বলল, সন্ধ্যাকাল না হলে সে সেই দরে বিক্রি করতে পারত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

**৭২৮৪.** মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**৭২৮৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الاية –এই আয়াত وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাদুকরদের পর্যায়ভুক্ত করে নাযিল করেন।

**৭২৮৬.** কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি





অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে তার ভাইয়ের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করল, সে যেন দোযখে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়। তারপর তাকে জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যাকিছু শুনেছে তা বর্ণনা করল। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা ঐরকম লোক (তোমাদের সমাজে) পাবে। এরপর তিনি إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا এই আয়াত পাঠ করেন।

**৭২৮৭.** ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মিথ্যা শপথ করে সে যেন জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেয়। তারপর তিনি إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا এই আয়াতের সবটুকুই পাঠ করেন।

**৭২৮৮.** সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, অন্যায়ভাবে মিথ্যা শপথ করা গুনাহ্ কবীরার অন্তর্গত। তারপর তিনি إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا এই আয়াত পাঠ করেন।

**৭২৮৯.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেছেন, আমরা নবী করীম(সা.)–এর সাথে থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করতাম যে, তিনি বলতেন, যে গুনাহ্ মাফ হবে না, কোন বিষয়ে ধৈর্য ধারণের শপথ (يمين الصبر) করা এবং শপথকারী তা লংঘন করা অন্যতম।

(৭৮) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

**৭৮. তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর ; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় বরং তারা বলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ; কিন্তু তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ কিতাবীদের মধ্যে একদল ইয়াহূদী যারা রাসূল(সা.)–এর জীবিতকালে মদীনার চতুর্পার্শ্বে বসবাস করত, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহ্‌র বাণী "منهم" –এর মধ্যে "هاء" এবং "ميم"সর্বনাম দু'টি اهل كتاب–এর দিকেপ্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যাদের কথা وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী لَفَرِيقًا–এর অর্থ একদল লোক। "يَلْوُونَ"–এর অর্থ যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে– যেন তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর। অর্থাৎ তোমরা যেন তাদের বিকৃত কথাকেই আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব বলে মনে কর। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তারা যা'কিছু জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করেছে এবং তাকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে বর্ণনা করেছে আর তারা মনে করেছে যে, তাদের জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বিকৃত, মিথ্যা এবং অসত্য রচনা করে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সংমিশ্রণ করেছে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তারা এমন ভাবে কথা বলছে যেন তা আল্লাহ্ তা'আলা তার

নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ্র নিকট হতে নাযিল হয়নি। তিনি বলেন, তাদের জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বিকৃত করে বর্ণনা করেছে, তা যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু তারা যা নিজেদের তরফ থেকে তৈরি করে বলেছে, তা আল্লাহ্ পাকের প্রতি অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, তারা জেনে শুনেই আল্লাহ্র উপর মিথ্যা বলছে। অর্থাৎ তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, অসত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং আল্লাহ্র কিতাবের সাথে এমন কথা সংযোগ করছে যা তাতে নেই। তারা এরূপ করছে রাজত্ব পাওয়ার আশায় এবং পার্থিব তুচ্ছ বস্তু পাওয়ার কামনায়। আল্লাহ্ পাকের কালাম يَلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ –এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা যা বললাম, অনুরূপ অর্থ বলেছেন কিছু সংখ্যক তাফসীরকারও। তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

**৭২৯০.** মুজাহিদ (র.) থেকে وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তারা তাকে বিকৃত করেছে।

**৭২৯১.** মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭২৯২.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ এই আয়াতের শেষ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে বলেছেন যে, তারা আল্লাহ্র দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্র কিতাব বিকৃত করেছে এবং এতে নতুন বিষয় সংযোগ করেছে। আর তারা মনে করে যে, তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

**৭২৯৩.** রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

**৭২৯৪.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হলো ইয়াহূদী সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্র কিতাবে অতিরিক্ত এমন কিছু সংযোগ করত– যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন নি।

**৭২৯৫.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কিতাবীদের একদল লোক তাদের জিহ্বা দ্বারা কিতাবকে বিকৃত করত। তাদের এই বিকৃতি কিতাবের যথাযথ স্থান থেকে করত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اللى শব্দের মূল অর্থ হলো কোন কিছুকে উল্টিয়ে দেয়া এবং বিকৃত করা। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি لوى فلان يد فلان জনৈক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত গুঁড়িয়ে দিল বা উল্টিয়ে দিল। এই মর্মে কবির এই কবিতাংশটি لَوَى يَدَهُ اللّٰهُ الَّذِىْ هُوَ غَالِبُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার উপর বিজয়ী হলো তার হাত আল্লাহ্ তা'আলা উল্টিয়ে দিলেন। এই মর্মেই বলা হয়েছে لوى يده





ولسانه –সে তার হাত ও জিহ্বা উল্টিয়ে দিল। আরো যেমন– ومالوى ظهر فلان احد اذا لم يصرعه احد –অমুকের পৃষ্ঠ কেউ–ই বক্র করতে পারবে না যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে মাটিতে আছাড় দিতে পারে। আরো যেমন ولم يفتل ظهره انسان وانه لالوى بعيد المستمر –কোন মানুষই তার পৃষ্ঠদেশ গুঁড়িয়ে দিতে পারবেনা যদি সে ঝগড়া হতে দূরে থাকে বা বিমুখ থাকে। অর্থাৎ ভীষণ ঝগড়ার সময়ও যে ধৈর্যশীল হয় সে পরাস্ত হবে না। এই মর্মে একজন কবির কবিতাংশ উধৃত হলো فَلَوْ كَانَ فِىْ لَيْلَى شَذًا مِنْ خُصُوْمَةٍ * لَلَوَّيْتُ اَعْنَاقَ الْخُصُوْمِ الْمَلَاوِيَا –যদি লায়লা সম্পর্কে ভীষণ ঝগড়ার সূত্রপাত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি ঝগড়াকারীর গর্দান একেবারে গুঁড়িয়ে দিব।

( ٧٩ ) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○

**৭৯. 'কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবূওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, তা তার জন্য শোভন নয় ; বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।**

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের অর্থ হলো কোন মানুষের জন্যই তা উচিত নয়। "القوم" শব্দটি "بنى ادم"–এর বহুবচন। শাব্দিকভাবে এর কোন একক নেই। যেমন "القوم" এবং "الخلق" শব্দদ্বয়। আর কখনও اسم واحد একক বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখন বাক্যের পূর্ণ অর্থ হলো কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবূওয়াত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, অর্থাৎ তারপর মানুষকে আল্লাহ্ ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করার জন্য আহ্বান করবে তা সঙ্গত নয়। অথচ আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হিকমাত এবং নবূওয়াতের জ্ঞান দান করেছেন। বরং আল্লাহ্র পাক যখন তাকে ঐ সব দান করবেন। তখন তিনি আল্লাহ্র জ্ঞান এবং তাঁর প্রদত্ত ধর্মীয় বিধি–বিধানের প্রকৃত তথ্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। আর তারাই হবেন তখন আল্লাহ্র মারফাত এবং তাঁর শরীআতের আদেশ–নিষেধ বাস্তবায়নের ও তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। কেননা তাঁরাই মানুষকে কিতাবের শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের শিক্ষক।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত কিতাবীদের একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা নবী করীম (সা.)–কে বলেছিল – "আপনি কি আমাদেরকে আপনার দাসত্ব করার জন্য আহবান করছেন?

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭২৯৬.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ রাফি' কুরাজী (রা.) বলেছেন, যখন নাজরানের অধিবাসী ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ নবী করীম (সা.)–এর কাছে একত্রিত

হলো তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন । তারা প্রতি উত্তরে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার দাসত্ব করব? যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা ইবন মারীয়ামের দাসত্ব করে। তারপর নাজরানের অধিবাসী 'রঈস' নামক একজন খৃষ্টান বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি কি আমাদের কাছ হতে অনুরূপ (দাসত্ব) আশা করেন? এবং সেদিকেই কি আমাদেরকে আহবান করছেন? অনুরূপ আরও কিছু বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করতে কিংবা অপরজনকে তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার নির্দেশ দিতে معاذ الله আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করি। ঐ কাজের জন্য আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেননি এবং নির্দেশও দেননি। অনুরূপ আরো কিছু বলল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ এই আয়াতের শেষ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন।

৭২৯৭. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আবূ রাফউল কুরাজী (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২৯৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেকে 'রব' হিসাবে মান্য করার জন্য তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেয়া উচিত নয়।

৭২৯৯. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩০০. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইয়াহূদীদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র কিতাবের যথাযথ স্থান থেকে বিকৃত করে তাদের 'রব'–কে ছেড়ে মানুষের উপাসনা কর তো–এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন– مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও তা তার জন্য উচিত নয়। তদুপরি আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা' নাযিল করেননি তদ্বিষয়ে সে মানুষকে নির্দেশ দান করবে, তাও তার জন্য সঙ্গত নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ–বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী (আল্লাহ্ওয়ালা) হয়ে যাও'। অর্থাৎ ঐ কথা দ্বারা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, বরং সে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা রব্বানী (আল্লাহ্ওয়ালা) হয়ে যাও'। এখানে القول শব্দটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। মূল বাক্য দ্বারাই কথাটি প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ –এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্য হতে কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হলো-- তোমরা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী হও।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩০১. আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা 'হুকামা' এবং 'ওলামা' অর্থাৎ বিজ্ঞ ও জ্ঞানীর দলে পরিণত হও।

৭৩০২. আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তোমরা 'হুকামা' এবং 'ওলামা' ( বিজ্ঞ ও জ্ঞানীর দলে ) পরিণত হও।

৭৩০৩. আবূ রাযীন (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৩০৪. আবূ রাযীন (র.) অপর এক সূত্রে وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা বিজ্ঞ আলিম হও।

৭৩০৫. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তোমরা ফিকাহ বিশারদ এবং জ্ঞানীর দলে পরিণত হও।

৭৩০৬. মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো 'ফুকাহা' (ফিকাহ বিশারদগণ)।

৭৩০৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৩০৮. মুজাহিদ (র.) অন্য এক সূত্রে আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, (ফিকাহ বিশারদগণ)।

৭৩০৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ–এর অর্থ করেছেন তোমরা 'ফুকাহা' এবং 'উলামা' ( ফিকাহ্ বিশারদ ও আলিমগণের ) দলে পরিণত হও।

৭৩১০. আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ বিজ্ঞ আলিম।

৭৩১১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো ফিকাহ বিশারদ আলিমগণ।

৭৩১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, رَبّٰنِيّٖنَ হলো "আল ফুকাহাউল উলামা" –ফিকাহ্ বিশারদ আলিমগণ। আর তারা হলেন পাদরীদের উপরে মর্যাদাবান।

৭৩১৩. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্ পাকের এই বাণী وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো, তোমরা ফিকাহ্ বিশারদ আলিমের দলে অন্তর্ভুক্ত হও।

৭৩১৪. ইয়াহ্ইয়া ইবন আকীল (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী الربانيون والاحبار সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো الفقهاء العلماء ফিকাহ্ বিশারদ আলিমগণ।

৭৩১৫. ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩১৬. ইবন আব্বাস (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী كونوا ربانيين সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো তোমরা বিজ্ঞ ফিকাহ্ বিশারদদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৭৩১৭. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী كونوا رَبَّانِيِّنَ সম্পর্কে বলেছেন যে, তোমরা فُقَهَاء علماء ফিকাহ বিশারদ আলিম হও। অন্য তাফসীরকারগণ এসম্পর্কে বলেছেন যে, বরং এর অর্থ হলো বিত্ত পরহিযগার।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩১৮. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী كُوْنُوْا رَبَّانِيِّنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, حكماء اتقياء–বিজ্ঞপরহিযগার।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর ব্যাখ্যা হলো মানুষের প্রতিনিধি এবং তাদের নেতাগণ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩১৯. ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী كونوا رَبَّانِيِّنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'রব্বানী' হলেন– যারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে। যারা জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারপর তিনি এই আয়াত لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ (المائده ٦٣) পাঠ করেন। তিনি বলেছেন, 'রব্বানী' হলেন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং জ্ঞানী পাদরিগণ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, 'রব্বানী' সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক বক্তব্য হলো ربانين শব্দটি رَبَّانِى শব্দের বহুবচন। আর رَبَّانِى শব্দটি ربان শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ হলো যিনি মানুষের প্রতিপালন, কার্যনির্বাহ, প্রভুত্ব এবং নেতৃত্ব দান করেন। আরবী ভাষার কবি–সাহিত্যিকগণ আলোচ্য শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি আলকামা ইব্‌ন আবদার বলেছেন وَكُنْتُ امْرأً اَفْضَتْ اِلَيْكَ رَبَا بَتِىْ * وَقَبْلَكَ رَبَّتْنِى فَضِعْتُ رُبُوْبُ "আমি এমন ব্যক্তি যে, তোমার প্রতি আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেছি, কিন্তু আমার এই প্রতিপালন তোমাকে সংশোধন করতে পারেনি ; অতএব, আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন মূলত ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।"

এই কবিতাংশের ربتنى শব্দের অর্থ আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব। قبلك শব্দের অর্থ যাকে প্রতিপালন ও সংশোধন করা সত্ত্বেও সে সংশোধিত হয় না, কিন্তু তারা আমাকে ব্যর্থ করেছে, অতএব, তারা ব্যর্থতায় নিপতিত হয়েছে। যেমন বলা হয়– رب امرى فلان 'জনৈক ব্যক্তি আমার কার্যনির্বাহ করেছে বা প্রতিপালন করেছে। অর্থাৎ সে তাকে প্রতিপালনের মত প্রতিপালন করেছে। সুতরাং তা দ্বারা যখন কারো প্রশংসায় আধিক্য বুঝানোর ইচ্ছা করা হয়। তখন বলা হয় هو ربان তিনি অতিশয় প্রতিপালনকারী। যেমন বলা হয় هو نعسان সে অতিশয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাদের প্রচলিত কথায় বলা হয় نَعَسَ يَنْعَسُ – 'সে ঘুমিয়েছে, সে ঘুমাবে। অধিকাংশ اسم (বিশেষ্য) فَعلانٌ এর পরিমাপে افعال ماضى বা অতীত ক্রিয়াপদ থেকে আসে। যেমন– তাদের কথা هُوَسكْرَانٌ وَعَطْشَانٌ وَرَيَّانٌ –এদের পরিমাপ হলো سَكِرَ-يَسْكَرُ এবং عَطِشَ يَعْطَشُ এমনি ভাবে رَوِىَ - يَرْوِىْ –আর অনেক সময় এর ماضى





(অতীত কাল) হয় فعل - يفعل –এর পরিমাপে। যেমন আমরা ইতোপূর্বে যা বললাম نَعَسَ-يَنْعَسُ এবং رَبَّ-يَرُبُّ–। যদি বিষয়টি আমরা যা বর্ণনা করলাম তদনুরূপ হয়, তবে رَبَّان শব্দের অর্থও তাই হবে, যা আমরা ব্যাখ্যা করলাম। الربانى শব্দটি ঐ ব্যক্তির বিশেষণের (صفت) সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে যে বিশেষণের (صفت) কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ফিক্‌হ এবং হিকমাত শাস্ত্রের যিনি সত্যপন্থী আলিম তিনি মানুষের কার্যাবলীতে কল্যাণের শিক্ষা দান করেন এবং তাদেরকে মঙ্গলের দিকে আহবান জানিয়ে প্রতিপালন করেন এমনিভাবে আল্লাহ্‌ভীরু হাকীম এবং ওলী, যিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করেন এবং দীন–দুনিয়ার কল্যাণার্থে মানুষের যাবতীয় কাজকর্মে নেতৃত্ব দান করেন, তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহ্‌র বাণী ولكن كونوا ربانين অনুযায়ী 'রব্বানী' হওয়ার উপযুক্ত। যাঁরা দীন–দুনিয়ার কাজকর্মে এবং ফিকাহ্‌ শাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ে মানুষের জন্য খুঁটি স্বরূপই তাঁরাও 'রব্বানী'। একারণেই মুজাহিদ (র.) বলেছেন, পদমর্যাদায় তারাই হলেন পাদ্রীদের উপরে। কেননা, পাদ্রিগণ হলো সাধারণ জ্ঞানী। আর 'রব্বানিগণ সাধারণ জ্ঞান, ফিক্‌হ শাস্ত্র, দর্শন, রাজনৈতিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহত্তম অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা দক্ষ নেতা হিসাবে মানুষের ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ (যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর')।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এর পাঠনরীতেতে একাধিক মত পোষণ করেন। হিজাযের অধিকাংশ এবং বসরার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –এর মধ্যে تاء অক্ষরে 'যবর' এবং لام অক্ষর তাশদীদবিহীন পড়েছেন। অর্থাৎ তখন এর অর্থ দাঁড়াবে– তোমাদের কিতাবের শিক্ষা, অধ্যয়ন এবং পাঠের কারণে। এমনিভাবে যদি تدرسون –এর মধ্যে তাশদীদ এবং تاء এর মধ্যে পেশ প্রদান সঠিক হতো, তবে নিশ্চয়ই تدرسون –এর تاء এর মধ্যে পেশ এবং راء –এর মধ্যেও তাশদীদ হতো। তাই কূফার কিরাআত বিশেষজ্ঞ সাধারণত بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ এই আয়াতের تُعَلِّمُوْنَ শব্দের تاء –এর মধ্যে পেশ এবং لام –এর মধ্যে তাশদীদ দিলে তখন এর অর্থ দাঁড়াবে– মানুষকে কিতাব শিক্ষা দানের এবং তোমাদের তা অধ্যয়নের কারণে (তোমরা রব্বানী)। তাদের এই পাঠরীতি গ্রহণের কারণ হল– যেহেতু তাদের মধ্যে যাকে (تعليم) শিক্ষাদানের সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে নিশ্চয়ই তাকে জ্ঞানের সাথেও গুণান্বিত করা হয়েছে। কেননা, জ্ঞান অর্জন ছাড়া জ্ঞান দান করা যায়না।

৭৩২০. মুজাহিদ (র.) بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এই আয়াতের تاء –এর মধ্যে যবর যোগে পাঠ করেছেন। ইব্‌ন উয়ায়না (র.) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা যা শিখেছ তা শিখাও।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের দু'রকম পাঠ–রীতির মধ্যে পঠন পদ্ধতিই উত্তম, যাতে تاء অক্ষরে পেশ এবং لام অক্ষরে তাশদীদ রয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ঐ

সম্প্রদায়কে মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণকারী, তাদের দীন–দুনিয়ার কাজকাম সংশোধনকারী, তাদের যাবতীয় কাজের সম্পাদনকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে ربانى শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি, সেই মর্মে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা 'রব্বানী' হয়ে যাও। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা উল্লেখ করে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা মানুষকে তাদের রবের কিতাবের মৌলিক শিক্ষা, অধ্যয়ন এবং পঠনরীতি শিক্ষা দিয়ে সংশোধন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, دراسة–এর মর্মার্থ হলো– তাদের ফিকাহ্র অধ্যয়ন। دراسة শব্দের যে দু'টি ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করলাম, তন্মধ্যে تلاوةالكتاب বা কিতাব পাঠের ব্যাখ্যাটি অধিক সঙ্গত। কেননা, তা আল্লাহ্ পাকের বাণী تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ –এর প্রতি عطف সংযুক্ত হয়েছে। আর এখানে কিতাবের অর্থ হলো কুরআন শরীফ। অতএব دراسة–এর অর্থ হলো دراسةالقران –কুরআনের অধ্যয়ন। دراسة শব্দের অর্থ دراسةالفقهঅর্থাৎ 'ফিকাহ্র অধ্যয়ন' হওয়াটাও সঙ্গত, যদিও এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩২১.** আবূ যাকারিয়া (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কিরাআত বিশেষজ্ঞ আসিম (র.) بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ এই আয়াত পাঠ করে বলতেন যে, এর অর্থ হলো কুরআন শিক্ষা। আর بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ সম্পর্কে বলতেন যে, এর অর্থ হলো ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন। অতএব, আয়াতের অর্থ দাঁড়াল– বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ কর এবং তাদের দীন–দুনিয়ার কাজকর্মে ও তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দানের ব্যাপারে রব্বানী হয়ে যাও এবং তাতে বর্ণিত হালাল–হারাম, ফরয, মুস্তাহাব, কিতাব শিক্ষা দিন ও অধ্যয়ন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাদেরকে নেতৃত্বদাও।

( ٨٠ ) وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۠

**৮০. ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, وَلَا يَاْمُرَكُمْ শব্দের পাঠরীতির মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। হিজায ও মদীনাবাসী সাধারণত وَلَا يَاْمُرُكُمْ –কে مبتداء (উদ্দেশ্য) হিসাবে এবং من الله –কে خبر (বিধেয়) হিসাবে পাঠ করেছেন।

নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হে মানব সম্প্রদায়! ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না। এমনি ভাবে ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি وَلَنْ يَاْمُرَكُمْ পাঠ করতেন। অতএব, তারা কালামের মধ্যে "لن" প্রবেশকে পূর্ববর্তী বাক্য হতে এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। তখন তা প্রারম্ভিক বাক্যের (جملهستانف) خبر (বিধেয়) –এর مبتدا (উদ্দেশ্য) হবে। সুতরাং তারা বলেন যে, যখন কিরাআতের





মধ্যে "لن" প্রবেশ করেছে, তখন এতে رفع প্রদান করা অত্যাবশ্যক واجب নয়। কূফা ও বসরার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ ولايامركم –এর মধ্যে راء অক্ষরে যবর দিয়ে পূর্ববর্তী বাক্য ثم يقول للناس –এর উপর সংযোগ (عطف) করে পাঠ করেছেন। তখন তাদের কাছে.... مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ– তার জন্য উচিত হবে না যে, সে নবীগণ ও ফেরেশতাগণকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে।

উল্লিখিত আয়াতের বর্ণিত দু'রকম কিরাআতের মধ্যে ولايامركم–কে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে বা সংযুক্ত করে (نصب) যবর দিয়ে পাঠ করাই উত্তম ও সঠিক। পূর্ববর্তী সংযুক্ত আয়াতটি হলো الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ وَلَا اَنْ يَّاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا কেননা, আয়াতটি নাযিল হয়েছে ঐ সমস্ত সম্প্রদায়কে ভর্ৎসনা করে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলেছিল, আপনি কি চান যে, আমরা আপনার দাসত্ব করি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, নবীর জন্য কোন মানুষকে নিজের দাসত্ব করার এবং ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি আহবান করা সঙ্গত নয়। আর যে ব্যক্তি এতে পেশ দিয়ে পড়েছেন তিনি আবদুল্লাহ্র (রা.) কিরাআতকে যথার্থ দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। وَلَنْ يَاْمُرَكُمْ দ্বারা 'পেশ' দিয়ে পড়ার জন্য দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা সঠিক নয়। কেননা। এই খবরের (سند) সূত্র বেঠিক, তা হাজ্জায (র.) হারূন (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা আবদুল্লাহ্র কিরাআত অনুসারেও জায়িয নয়। এমনি ভাবে যদি ঐ খবরের সূত্র সঠিক হতো, তবে এর জন্য দলীল উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন হতো না। কেননা, মুসলমানগণ তাদের নবীর উত্তরাধিকার সূত্রে কিতাবের যে قراة কিরাআত শুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে কোন সাহাবা (রা.)–এর একক কিরাআতের ব্যাখ্যা দ্বারা পরিত্যাগ করা জায়িয নয়। কারণ কোন একক সাহাবা (রা.)–এর প্রতি সম্বোধন করে বর্ণনা করা হলে এতে ভুল–ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কোন নবী (আ.)–এর জন্য ফেরেশতাগণ এবং নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দান করা সঙ্গত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদের উপাসনা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভাবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমার দাস হয়ে যাও, একথা বলাও তার জন্য সঙ্গত নয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (আ.)-এর পক্ষ হতে আপন বান্দাদেরকে ঐ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে নিষেধ করে বলেছেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর কি তোমাদের নবী (আ.) তোমাদেরকে আল্লাহ্র একত্ববাদ ব্যতীত কুফরীর নির্দেশ দেবেন? অর্থাৎ তোমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী এবং তাঁর দাসত্বে অনুগত হওয়ার পরও কি তিনি এরূপ নির্দেশ দেবেন? অর্থাৎ একজন নবী (আ.)–এর পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়।

**৭৩২২.** ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ফেরেশতা ও নবীগণকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেবেন না।

(٨١) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

**৮১. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ– হে কিতাবিগণ! তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নেয়ার সময়ের কথা স্মরণ কর। ميثاقهم–এর অর্থ হলো তারা নিজেরা আল্লাহ্র আদেশ–নিষেধ বাস্তবায়নের ও তাঁর আনুগত্য করার যে শপথ করেছিল। ميثاق শব্দ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে যে বর্ণনা করেছি তাই যথেষ্ট لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ এই আয়াতের পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। হিজায এবং ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ لَمَا اتيتم –এর মধ্যে –لام অক্ষরে যবর দিয়ে لَ পাঠ করেছেন। আর اتيتم এর পঠনরীতিতে ও তারা মতবিরোধ করেছেন। অতএব কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ তা একবচন হিসাবে اتيتكم পড়েছেন। আর অন্যান্যগণ একে اٰتَيْنَاكُمْ বহুবচন হিসাবে পাঠ করেছেন। তারপর আরবী ভাষার পন্ডিতগণ এর পাঠরীতিতে একাধিক মত পোষণ করেন। তবে বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, বাক্যের প্রারম্ভে "مَا" অক্ষরের সাথে যে لام রয়েছে তা' হলো لام الابتداء (প্রারম্ভিক লাম)। যেমন কোন ব্যক্তির উক্তি– لزيد افضل منك যায়িদ তোমা হতে অধিক সম্মানী। কেননা, উল্লিখিত বাক্যে "مَا" হলো اسم বা বিশেষ্য। আর এর পরে যা এসেছে তা হলো এর صله বা সংযোগ অব্যয়। তা لتؤمنن به ولتنصرنه –এর মধ্যে যে لام রয়েছে তাহা হলো لام القسم (শপথযুক্ত লাম)। যেন তিনি বলেছেন, والله لتؤمنن به আল্লাহ্র শপথ নিশ্চয়ই তোমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এমতাবস্থায় لام –এর প্রথমে এবং শেষে দৃঢ়তার অর্থ বুঝাবে। যেমন বলা হয় اما والله ان لوجئتنى لكان كذا وكذا আল্লাহ্র শপথ, যদি তুমি আমার কাছে আসো তবে অবশ্যই এমন এমন (পুরস্কার) মিলবে। আর কখনও এর ব্যতিক্রমও ঘটে। অতএব, বাক্যের শেষে لتؤمنن –এর لام – تاكيد দৃঢ়তার অর্থেও আসো আর কখনও এর ব্যতিক্রমও ঘটে। অতএব لتؤمنن কে ما اتيكم من كتاب وحمة –এর খবর (خبر)স্থির করা হবে। যেমন





لعبد الله والله لاياتينه বাক্যটি। তাফসীরকার বলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে ما من كتاب –কে لما اتيتكم من كتاب وحكمة এর খবর হিসাবে ধরতে পার। তখন বাক্যের مِن অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

আর কূফার কোন কোন ব্যাকরণ বিশারদ উল্লিখিত সফল পদ্ধতিকেই ভুল বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে لام বাক্যের جزاء এর প্রারম্ভে প্রবেশ করে, তা ما এবং لا এর جواب হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান তাকে لاتتبعه (তার অনুসরণ করনা) এরূপ বলা যাবে না। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে مالحسن এরূপও বলা যাবে না। সুতরাং যখন এর جواب এ ما এবং لام-বসে, তখন বুঝা যাবে যে, لام –বাক্যের প্রথম অংশের تاكيد অত্যাবশ্যক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, ما এবং لا –কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তখন তা প্রথমটির মত হবে। অর্থাৎ প্রথমটির جواب হবে। তাঁরা বলেছেন তখন আল্লাহ্র বাণী لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ–এর অর্থ হবে, ভুল স্খলন। কেননা, যে مِن আগমন ও প্রস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা اسم–এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাঁরা বলেন, বাক্যের خبر হিসাবেও অবস্থান করতে পারে না। তবে جحد (না–বাচক), استفهام (প্রশ্নবোধক), এবং جزا (জবাব) হিসাবে অবস্থান করতে পারে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তটিই সর্বোত্তম, যারা তিলাওয়াতের সময় لام অক্ষরে যবর যোগে পাঠ করেছেন। এমতাবস্থায় لَمَا –এর অর্থ হবে لما যখনই। ما অক্ষরের পূর্বে যখন لام বসে, তখন তা جزاء এর অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এমতাবস্থায় এক فعل (ক্রিয়া) অপর فعل–এর সাথে সংযুক্ত হবে। তখন তা শপথের অর্থ প্রদান করবে। এমতাবস্থায় প্রথম لام শপথ অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং يمين –এর جواب –এর সাথে মিলিত হবে।

আর অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ لِمَا اتيتكم–এর لام –কে كسره (যের) দিয়ে পাঠ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কূফার একদল কারী।

তারপর কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ঐরূপ পড়ায় এর ব্যাখ্যার মধ্যে একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন ঐরূপ পড়া হয় তখন এর অর্থ হবে– 'সেই বিষয়ে যখন আল্লাহ্ নবীগণের অংগীকার নিলেন, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি। এইরূপ পঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে যা কিছু তাদের কাছে আছে। তখন কালামের ব্যাখ্যা হবে এরূপঃ তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যাকিছু দান করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আল্লাহ্ যখন নবীগণের অংগীকার নিলেন। তারপর তোমাদের কাছে যখন রাসূল আগমন করেন, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাঁর কথা তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে তখন অবশ্য তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থাৎ তোমাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য।

অন্য তাফসীরকারগণ ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন لما এর لام –এর মধ্যে كسره যের দিয়ে পড়া হয় তখন এর অর্থ হবে তাদেরকে হিকমাতের বিষয় যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, তদ্বিষয়ে যখন আল্লাহ্

নবীগণের অংগীকার নিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র বাণী لتؤمنن به বর্ণিত হলো। অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। ميثاق অর্থ সুদৃঢ় অংগীকার। যেমন আরবীয় বাক্যে এরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে اخذت ميثاقك لتفعلن –। কেননা, اخذ الميثاق–এর অর্থ استحلاف শপথ নেয়া। সুতরাং এইরূপ বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখ্যা হবে এরূপ যখন আল্লাহ্ নবীগণের শপথ নিয়েছিলেন যে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যা কিছু প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত উভয় পঠনরীতির মধ্যে ঐ ব্যক্তির পঠন পদ্ধতিই সঠিক, যিনি اذا اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ এই আয়াতে বর্ণিত لما–এর لام–কে فتح যবর পাঠ করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা নবীগণের নিকট হতেই অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি প্রেরিত প্রত্যেক রাসূলকেই যেন তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। প্রেরিত নবীগণের অনেককেই কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং অনেককেই কিতাব প্রদান করা হয়নি । অতএব, মহান আল্লাহ্‌র নবী–রাসূলগণের কারো প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা প্রকৃতপক্ষেই অবৈধ। কেননা এতে তাঁর কোন কোন রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা বৈধ হয়ে যায়। যদি এমনই হয় তবে একথা জানা আছে যে, তাদের কিছু সংখ্যকের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যে ব্যক্তি لما اتيتكم –এর لام অক্ষরে كسره বা যের যোগে পাঠ করেছেন, তদ্বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তখন এর অর্থ হবে– যে কারণে আমি তোমাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি। এমতাবস্থায় সুদূর পরাহত ব্যাখ্যা এবং গভীর বিতর্ক ব্যতীত এর মর্ম বুঝা যাবে না।

কিতাবীদের কাছে যা আছে, তার সমর্থকরূপে আল্লাহ্‌র রাসূল যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কোন্ ব্যক্তি থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছে তদ্বিষয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্য হতে কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীগণ ব্যতীত কিতাবীদের নিকট হতে ঐ বিষয়ে অংগীকার নিয়েছিলেন তাদের এই বক্তব্যের সত্যতার সপক্ষে তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী ... لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ –কে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেন, যে সব সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরিত হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর বিরোধীদের উপর সাহায্য করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলকে কারো প্রতি সাহায্য করার নির্দেশ প্রদানের কোন কারণ নেই। কেননা, বনী আদমের মধ্য হতে তাঁর বিরোধী কাফির সম্প্রদায়ের উপর তাঁকে সাহায্য করা আবশ্যক। অতএব, তার কুফরীর উপরই অস্বীকার স্থির হয়েছে, কাজেই সে তাকে সাহায্য করবে না। তাঁরা বলেন, যখন তা তাদের এবং অন্যান্য কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত না হবে। তখন কে নবীকে সাহায্য করবে? এবং কার নিকট হতে তাঁকে সাহায্য করার অংগীকার নেয়া হবে? যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো।





**৭৩২৩.** মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এটি লেখকের ভুল। ইবন মাসউদ (রা.)–এরকিরাআতে وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ এইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৩২৪.** মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৩২৫.** রবী' (র.) থেকে আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্ কিতাবীদের নিকট হতে অংগীকার নিলেন। এমনিভাবে রবী' (র.) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ এইরূপ পাঠ করেছেন। এর অর্থ হলো কিতাবিগণ। অনুরূপভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন উবায় ইবন কা'ব (রা.)–ও রবী' (র.) বলেন যে, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, তিনি বলতেন আল্লাহ্ পাকের বাণী ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন কোন রাসূল আসবেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)–কে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা হলো কিতাবিগণ।

তাফসীরকারগণ বলেন যে, বরং যাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তাঁরা হলেন নবীগণ, তাঁদের উম্মতগণ নয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩২৬.** ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে তাঁদের উম্মতগণের উপর অংগীকার নিয়েছেন।

**৭৩২৭.** তাউসের পিতা থেকে وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর মর্মার্থ হলো যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অংগীকার নিলেন।

**৭৩২৮.** ইবন তাউসের পিতা থেকে আল্লাহ্‌র বাণী وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ – الاية –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পর্যায়ের নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন যে, তারা যেন পরবর্তীতে আগমনকারী নবীগণ যা কিছু নিয়ে আসবেন, তাকে নিশ্চয়ই সত্য বলে স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন।

**৭৩২৯.** আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.) থেকে পরবর্তী যত নবী প্রেরণ করেছেন, সকলের নিকট হতেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে অংগীকার নিয়েছেন, যদি তার জীবিত কালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হন, তবে যেন তিনি তাঁকে অবশ্যই বিশ্বাস করেন এবং সাহায্য করেন। আর তাঁকে এও নির্দেশ করা হয়েছে যে, তিনি যেন এ বিষয়ে তাঁর

সম্প্রদায়ের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি এই আয়াত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ الاية পাঠ করেন।

**৭৩৩০.** কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ الاية –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এ হল সেই অংগীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে একে অন্যের উপর এবং আল্লাহ্র কিতাব ও রিসালাত প্রচারের জন্য নিয়েছিলেন। তারপর নবীগণ আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রিসালাত তাদের স্বজাতীয় লোকদের কাছে প্রচার করেন এবং রাসূলগণ তাদের প্রচার কার্যের সাথে তাদের স্বজাতীয় লোকদের নিকট হতে একথারও অংগীকার নিলেন যে, তারা যেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে ও সাহায্য করে।

৭৩৩১. সুদ্দী (র.) থেকে اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ – الاية –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর পর থেকে যত নবী প্রেরণ করেছেন সকলের নিকট হতেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সাহায্য করার অংগীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁর জীবিত কালে তিনি আবির্ভূত হন, তবে তিনি যেন তাঁর স্বজাতীয় লোকদের নিকট হতে অংগীকার নেন যে, তারা যেন অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁকে সাহায্য করে।

৭৩৩২. উব্বাদ ইব্ন মানসুর (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান (র.)–কে আল্লাহ্র বাণী وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ – الاية এই আয়াতের সবটুকু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক নবীদের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন যে, তাদের প্রথম পর্যায়ের নবীগণ যেন পরবর্তী নবীদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেন এবং তারা যেন কোন প্রকার মতবিরোধ না করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে এবং তাঁদের উম্মতগণের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন। অতএব উম্মতগণের আলোচনাকে নবীগণের আলোচনার স্থলে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অনুসৃতদের উপর অংগীকার গ্রহণের আলোচনাই অনুসরণকারীদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করা বুঝায়। কারণ উম্মতগণ নবীগণের অনুসারী।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৩৩.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর তিনি তাদের উপর যা গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ করেন। অর্থাৎ কিতাবিগণ এবং তাদের নবীগণের নিকট হতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অংগীকার নিলেন। অর্থাৎ যখন মুহাম্মাদ (সা.) তাদের নিকট আগমন করবেন, তখন তারা যেন তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে। তারপর তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন।





**৭৩৩৪.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসেরও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তব্যটাই উত্তম ও সঠিক, যিনি বলেছেন, তার অর্থ নবীগণের মধ্য হতে একে অন্যকে সত্য বলে স্বীকার করার ব্যাপারে আল্লাহ্র অংগীকার গ্রহণের খবর দেয়া। আর নবীগণ তাদের উম্মতগণের এবং তাদের অনুসারীদের অংগীকার গ্রহণের বিষয়টি তাদের রবের অংগীকার গ্রহণের মত। আর তা আল্লাহ্র নবী–রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তদ্বিষয়ে অংগীকার গ্রহণের মত। কেননা নবীগণ তাদের উম্মতগণের কাছে তা নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। এমন কোন সত্য নবী ও রাসূল নেই, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করার পর তাদেরকে মিথ্যা আরোপ না করেছে এবং তাঁর ইবাদত করতে অস্বীকার করেছে বরং সকলকেই এরূপ করেছে। যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন লোক আল্লাহ্র কোন নবীর নবূওয়াতকে অস্বীকার করে মিথ্যা আরোপ করে, যাদের নবূওয়াত সঠিক বলে স্বীকৃত হয়েছে, তবে তার উপর কর্তব্য হলো তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করা। অতএব, ঐ রূপ অংগীকারকে সকলেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং এরূপ কথার কোন অর্থ নেই, যিনি ধারণা করেন যে, নবীগণ ব্যতীত শুধু উম্মতগণের কাছ হতেই অংগীকার করা হয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তা নবীগণের নিকট হতেই নিয়েছেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তার 'রব' তার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেননি, কিংবা যদি কেউ বলে যে, তিনি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তাহা প্রচারের জন্য তাঁকে নির্দেশ করা হয়নি। তবে বলা যাবে– আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি তাকে প্রেরণ করেছেন এবং তা প্রচার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এই উভয় বিষয়ই আল্লাহ্র পক্ষ হতে সংবাদ স্বরূপ হয়েছে। এই দু' পদ্ধতির এক পদ্ধতি হলো – তিনি তার নিকট হতে অংগীকার নিয়েছেন। আর অপরটি হলো তিনি উভয়ের নিকট হতেই অংগীকার নিয়েছেন এবং ঐ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি একটির মধ্যে সন্দেহ করা বৈধ হয় তবে অপরটির মধ্যেও তা বৈধ হবে।

রবী' ইব্ন আনাস (র.) এ ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণীঃ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ থেকে দলীল উপস্থাপন করে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তা সঠিক হওয়ার জন্য এটা দলীল হয় না। কেননা নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দান করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ্র বাণীঃ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, যারা এর অর্থ করেছেন ঐ সব নবীগণ, যাদের নিকট হতে শপথ নেয়া হয়েছে, তারা একে অন্যকে অবশ্যই সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। যারা এরূপ বলেছেন, সে সম্পর্কে আমরা অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। আর অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, তারা হলো–এর সেইসব কিতাবী, যাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবির্ভাবের সময় তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস স্থাপনের এবং সাহায্য করার জন্য তাদের কিতাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর ঐ সম্পর্কে তাদের কিতাবেও তাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণের কথা

উল্লেখ আছে। যারা একথা বলেছেন, তাদের বর্ণনাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যান্য তাফসীরকারগণের মধ্যে যারা এই আয়াতের মর্মার্থ 'নবীগণ' বলেছেন, তারা اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ দ্বারা তাদের নিকট হতে তাঁর অংগীকার গ্রহণের অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ -এর অর্থ হল কিতাবিগণ।

**যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ**

**৭৩৩৫.** ইব্‌ন তাউস (র.) তাঁর পিতা থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ্ নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অংগীকার নিয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, পরবর্তীতে যখন কোন রাসূল তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আগমন করবেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এই আয়াতটি কিতাবিগণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করার অংগীকার নিয়েছেন।

**৭৩৩৬.** ইব্‌ন আবূ জা'ফর (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ নবীগণকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও রিসালাত তাঁর বান্দাগণের কাছে প্রচার (تبليغ) করার অংগীকার নিয়েছেন। তারপর নবীগণ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রিসালাত তাদের স্বজাতির কাছে প্রচার করেছেন। আর কিতাবিগণের নিকট হতে তাদের রাসূলগণ কিতাবে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করা ও সাহায্য করার অংগীকার নিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "হে কিতাবিগণ! তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে অংগীকার নিয়েছিলেন। হে নবীগণ! আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত দান করার পর আমার পক্ষ হতে যখন কোন রাসূল তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আগমন করবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে সাহায্য করবে। সুদ্দী (র.) ও এরূপই বলেছেন।

**৭৩৩৭.** সুদ্দী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী لَمَا اٰتَيْتُكُمْ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমি নবীগণকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অংগীকার নিলাম, তা তোমাদের কাছে রক্ষিত কিতাবে (তাওরাতে) বর্ণিত হয়েছে। অতএব, সুদ্দী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে এর যে ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করেছি তা হলো হে কিতাবিগণ! তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাব ও হিকমাত সম্পর্কে অংগীকার নিয়েছিলেন। তাই সুদ্দী (র.) بِمَا اٰتَيْتُكُمْ -এর ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া অন্য আর কোন কারণ নেই। কিন্তু অবতীর্ণ আয়াত





-এর সাথে لَمَا اٰتَيْتُكُمْ এর স্থলে بِمَا اتيتكم পাঠ করা অবৈধ। কেননা কোন কোন আরবীয়দের ভাষা অনুযায়ী بما اتيتكم اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم -এর মর্মার্থ স্থির করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ - قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا (তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম) ঃ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট হতে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী অংগীকার নিয়েছিলেন। অতএব, তা উল্লেখ পূর্বক আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সেই অংগীকারের কথা স্বীকার করছ, যে বিষয়ে তোমরা শপথ করে বলেছিলে যে, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখনই আমার পক্ষ হতে কোন রাসূল আগমন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে। আর তোমরা এর উপর আমার অংগীকার গ্রহণ করেছ। তিনি বলেন, তোমরা ঐ বিষয়ের উপর আমার কাছে অংগীকার করেছ যে, আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যে সব রাসূল আগমন করবেন, তখন তোমরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তাঁদেরকে সাহায্য করে আমার অংগীকার বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ অংগীকার এবং আমার উপদেশ তোমরা তখনই গ্রহণ করবে, যখন তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে الاخذ-এর অর্থ কবুল করা এবং সন্তুষ্ট হওয়া। যেমন তাদের কথা اخذ الوالى عليه البيعة ওলী তার 'বায়আত' গ্রহণ করল। অর্থাৎ তিনি তার 'বায়আত' গ্রহণ করে তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবিরোধীদের মতবিরোধসহ الاصر শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি। ইতিপূর্বে ঐ ব্যাপারে এর সঠিক বক্তব্য ও বর্ণনা করেছি। অতএব, এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র বাণী أقررتم-এর মধ্যে فاء অক্ষরকে (حذف) বিলোপ করা হয়েছে। কেননা, তা বাক্যের প্রারম্ভ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেও বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র বাণী قَالُوْا اَقْرَرْنَا -এর অর্থ হলো এই আয়াতে বর্ণিত যাদের নিকট হাত আল্লাহ্ অংগীকার গ্রহণ করেছেন, সেই নবীগণ বলেছেন, আমাদেরকে আপনি যে সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সাহায্য করা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, আমরা তা স্বীকার করলাম। তাদেরকে আপনি প্রেরণ করেছেন– আমাদের কাছে আপনার কিতাবসমূহের যা আছে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনকারী হিসাবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ (তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ বললেন, হে নবীগণ! আমার রাসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য আমি তোমাদের নিকট হতে যে অংগীকার নিয়েছি সে বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাক। তারা তোমাদের কাছে কিতাব ও হিকমাতের বিষয় যা আছে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে। যখন তোমরা তাদের কাছে ঐ বিষয়ে অংগীকার করেছ তখন তোমাদের

কর্তব্য তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের অনুসরণ করা। আর আমি ঐ বিষয়ে তোমাদের উপর এবং তাদের উপর সাক্ষী রইল।

**৭৩৩৮.** আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী فاشهدوا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের উম্মতগণের উপর ঐ বিষয়ে সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে তাদের উপর এবং তোমাদের উপর সাক্ষী রইলাম।

(٨٢) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

**৮২. এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই সত্য পথ ত্যাগী।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র এই আয়াতের অর্থ হলো আমি তাদের কাছে যে সব রাসূলকে কিতাব ও হিকমাত দিয়ে প্রেরণ করেছি তাকে যে ব্যক্তি 'সত্য বলে' স্বীকার ও বিশ্বাস করতে এবং সাহায্য করতে বিমুখ হবে তারাই সত্য পথ ত্যাগী। অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে না ও তাঁকে সাহায্য করবে না এবং আল্লাহ্ তাদের নিকট যে সব অংগীকার নিয়েছেন তা ভঙ্গ করবে সেই ফাসিক। অর্থাৎ রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করা এবং সাহায্য করার জন্য তাদেরকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যারা তা ভঙ্গ করবে, তারাই ফাসিক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন থেকে এবং তাদের রবের আনুগত্য হতে তারা বহিষ্কৃত হবে।

**৭৩৩৯.** আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হে মুহাম্মাদ (স.)! আপনার উম্মতগণের মধ্যে যারা এই অংগীকার করার পর আপনা হতে বিমুখ হবে, তারাই কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পাপীরূপে পরিগণিত হবে।

**৭৩৪০.** রবী' (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যারা অংগীকার গ্রহণের পর বিমুখ হবে, তারাই ফাসিক।

**৭৩৪১.** রবী' (র.) থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর এই আয়াত দু'টি যদি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঐরূপ خبر প্রদানকারী হয় যে সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সাক্ষী থেকো, তবে নবী-রাসূলগণের নিকট হতে যাদের জন্য অংগীকার নেয়া হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় বনী ইসরাঈলের যে সব ইয়াহূদী মুহাজির রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চতুপার্শ্বে অবস্থান করছিল তাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে খবর প্রদান করা। তাদেরকে স্মরণ করানোর অর্থ হলো আল্লাহ্ তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট হতে যে সব অংগীকার নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নবীগণ তাদের অতীত উম্মতদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, আনুগত্য ও সাহায্য করার যে শিক্ষা তার বিরোধী ও মিথ্যাবাদীদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বর্ণিত তাঁর গুণাগুণ ও নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাই স্মরণ করানো এর উদ্দেশ্য।





(٨٣) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

**৮৩. তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এই আয়াতের পাঠরীতিতে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। অতএব মক্কা, মদীনা এবং কূফার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ.... اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ تَبْغُوْنَ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ এই আয়াতকে সম্বোধনসূচক বাক্য হিসাবে পাঠ করেছেন। আর হিজাযের অধিবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উল্লিখিত আয়াতের اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ উভয় শব্দে ياء যোগে غَائِب ( নামপুরুষ ) থেকে خبر ( বিধেয় ) হিসাবে পাঠ করেছেন। আর বসরার কোন কোন কারী اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ-কে غَائِب ( নামপুরুষ ) থেকে خبر ( বিধেয় ) হিসাবে পাঠ করেছেন। وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-এর মধ্যে تَاء যোগে مخاطب বা সম্বোধনসূচক বাক্য হিসাবে পাঠ করেছেন। যে ব্যক্তি اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ تَبْغُوْنَ কে সম্বোধন সূচক বাক্য হিসাবে পাঠ করেছেন, তাই সঠিক। কেননা-এর পূর্ববর্তী আয়াত তাদের জন্য (خطاب)সম্বোধনসূচক বাক্য হিসাবে ছিল। অতএব, সম্বোধনসূচক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা দৃষ্টান্তহীন বাক্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেয়ে উত্তম। যদিও পরবর্তী পদ্ধতি বৈধ আছে। কারণ ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কখনও কোন حكاية বর্ণনার সাথে বাক্যের সার্বিক প্রয়োগ সম্বোধন হিসাবে হয়ে থাকে। আর কখনও غائب (নাম পুরুষ) থেকে خبر (বিধেয়) হিসাবে হয়ে থাকে। আবার কখনও বাক্যের কোন অংশ সম্বোধন হিসাবে এবং কিছু অংশ غائب (নাম পুরুষ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র বাণীঃ تبغون واليه ترجعون এই আয়াতটিও ঐরূপ একটি দৃষ্টান্তমূলক বাক্য।

এখন আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হে কিতাবিগণ! তোমরা কি আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন অন্বেষণ কর? তিনি বলেন, তোমারা কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কিছু চাও? অথচ ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং আকাশ ও যমীনের সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে ভীত। কাজেই সমস্ত কিছুই তাঁর দাসত্ব করতে বিনম্র হয়েছে এবং তাঁর রবুবিয়্যাত (ربوبية) অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপালন ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর একত্ব ও মহত্ব এবং প্রভুত্বকে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মেনে নিয়েছে। তিনি বলেন, اسلم لله طائعا এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছে, যেমন ফেরেশতা নবী ও রাসূলগণ, তাঁরা আনুগত্য সহকারে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। كرها-এর অর্থ হলো তাদের মধ্যে যারা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

তাফসীরকারগণ اسلام الكاره এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। الاسلام শব্দটি তার বিশেষণ (وصف) হয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, اسلام শব্দের অর্থ হলো

আল্লাহ্‌কে তার সৃষ্টিকর্তা (خالق) এবং (رب) প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করা, যদিও সে তাঁর ইবাদতে অন্যকে অংশীদার করে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৪২.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ –এর ব্যাখ্যায় এ হলো আল্লাহ্‌র ঐ কথার মত যেমন وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আকাশ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা নিশ্চয় বলবে– আল্লাহ্‌।" (সূরা যুমার ঃ ৩৮)

**৭৩৪৩.** মুজাহিদ থেকে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৩৪৪.** আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষই নিজে স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ আমার রব ( প্রভু ) এবং আমি তাঁর বান্দা (عبد)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর ইবাদতে শিরক করে, সেও অনিচ্ছায় হলেও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তাঁর দাসত্ব মেনে নিয়েছে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং তাদের মধ্যে অস্বীকারকারীর আত্মসমর্পণের অর্থ হলো যখন তার নিকট হতে অংগীকার নেয়া হয়ে ছিল তখন সে তা স্বীকার করেছিল।

**যারা এ মত পোষণ করেণ ঃ**

**৭৩৪৫.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে ...... وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একথা সেই সময়ের যখন অংগীকার নেয়া হয়ে ছিল।

আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ অস্বীকারকারীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র 'অজুদে যিল্লী' কে সিজদা করা। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলঃ

**৭৩৪৬.** মুজাহিদ (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا ..... وَكَرْهًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আনুগত্যকারী হল মু'মিন এবং অস্বীকারকারী হল কাফির।

**৭৩৪৭.** অপর সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণীঃ طَوْعًا وَّكَرْهًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, মু'মিনের মস্তিষ্ক অবনত করাকে অনুগত হওয়া বুঝায় এবং কাফিরের মস্তিষ্ক অবনত করাকে অস্বীকারকারী বুঝায়।

**৭৩৪৮.** অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনের সিজদাকে আনুগত হওয়া বুঝায় এবং কাফিরের অজুদে যিল্লীকে সিজদা করা অস্বীকারকারী বুঝায়।

**৭৩৪৯.** মুজাহিদ (র.) থেকে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর অজুদের যিল্লীতে মস্তিষ্ক বা কপাল অবনত করাকে অনুগত হওয়া বুঝায়।





অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার আন্তরিক আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়ন করা বুঝায় যদিও মৌখিক ভাবে তাঁর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বকে সে অস্বীকার করে। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো ঃ

**৭৩৫০.** আমির (র.) থেকে وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হলো– তাঁর প্রতি সকলেই আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেছেন, ইসলাম (اسلام)হলো মানুষের মধ্যে যারা তরবারির ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো।

**৭৩৫১.** হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا পুরো আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন একদল ইসলামের প্রতি অস্বীকৃতি জানাল, তখন অন্যদল আনুগত্য প্রদর্শন এগিয়ে আসল।

**৭৩৫২.** মাতারু ওয়াররাক (র.) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ, আনসারগণ বনু সুলায়ম এবং আবদুল কায়স সম্প্রদায়সমূহ আনুগত্য প্রকাশ করল এবং বাকী সকল লোকই অস্বীকার করল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ হল মু'মিনগণ আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করল। আর কাফিররা বার্ধ্যকর অবস্থায় আত্মসমর্পণ করল একথা মনে করে যে, ইসলামের দ্বারা তার কোন উপকার হবেনা। যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হলো।

**৭৩৫৩.** কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ تَبْغُوْنَ الاية সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন মু'মিন যখন আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করল, তখন ইসলাম দ্বারা উপকৃত হবে আর তা তার নিকট হতে গৃহীত হবে। আর একজন কাফির অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। তাই সে তা থেকে কোন উপকার পায় না আর তার নিকট হতে তা কবুলও হবে না।

**৭৩৫৪.** কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিন ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে স্বেচ্ছায় এবং কাফির আত্মসমর্পণ করেছে। فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا যখন সে আল্লাহ্‌র শাস্তি দেখতে পেয়েছে। অতএব, তাদের ঈমান তাদের বিপদের সময় উপকারে আসেনি। (সূরা গাফির ঃ ৮৫)।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হলো সৃষ্টজীবের সেবার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করা। যারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নের হাদীস বর্ণিত হল।

**৭৩৫৫.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ تَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার জন্যেই হবে তাদের সকলের দাসত্ব, স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এই আয়াতে

وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহূদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অন্বেষণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

**৮৪. "বল, আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমণ্ডল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। এখানে قالوا نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর قل ابتغوا غير دين الله এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর অর্থ হলো হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ এক রব হিসাবে এবং অদ্বিতীয় মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কারো দাসত্ব করবনা। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তারে আমরা সত্য বলে মেনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়ই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকূব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদয় বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর মূসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহীর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মূসা (আ.)-এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)-এর উপর যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহূদী-নাসারারা আল্লাহ্‌র কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ আমরা





...াহ্‌র দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা ...তীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

...বাণী وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে ...র মহত্ত্ব ও প্রভুত্বকে এরূপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। এর ...রা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ ...রি।

(٨٥) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْ...

**...উ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং ...লে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।**

...বূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে ...কখনও তা কবুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, ...াহ্‌র করুণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

...ছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে ...বে দাবী করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী ...জ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জব্রত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা ...ইল। তখন আল্লাহ্ তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

**...ত পোষণ করেন ঃ**

...ইবন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে ...র সম্প্রদায় مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, ...র্দেশ করেই আল্লাহ্ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ ... এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে ...।)

...ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ ...আয়াত নাযিলের পর ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তারপর আল্লাহ্ তাদের হজ্জব্রত ... তাঁর নবী (সা.)-এর কাছে এই আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ... অবতীর্ণ করেন।

...ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا ...লো, তখন ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে ... তাদেরকে বলে দিন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ ...اللّٰهَ ... (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের ...জ অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের ...।)

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহূদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অন্বেষণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

( ٨٤ ) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

**৮৪. "বল, আমরা আল্লাহ্তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহ্র দীন ব্যতীত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমণ্ডল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহ্র দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। এখানে قالوا نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর فان ابتغوا غير دين الله এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর অর্থ হলো হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ এক রব হিসাবে এবং অদ্বিতীয় মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কারো দাসত্ব করবনা। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়ই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকূব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদয় বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর মূসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহীর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মূসা (আ.)–এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)–এর উপর যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহূদী–নাসারারা আল্লাহ্র কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ আমরা





ইসলামকে আল্লাহ্র দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা তা ব্যতীত যাবতীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

আল্লাহ্র বাণী وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ –এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে বিনয়ী এবং তাঁর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বকে এরূপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ অপসন্দ মনে করি।

( ٨٥ ) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

**৮৫. "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহ্ কখনও তা কবুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, তারা মহান আল্লাহ্র করুণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জব্রত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা হজ্জ হতে বিরত রইল। তখন আল্লাহ্ তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৫৬.** ইব্ন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে করেন– যেসব সম্প্রদায় مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, তাদেরকে উদ্দেশ করেই আল্লাহ্ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রইল। (৩ ঃ ৯৭)

**৭৩৫৭.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ এই আয়াত নাযিলের পর ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তারপর আল্লাহ্ তাদের হজ্জব্রত পালন সম্পর্কে তাঁর নবী (সা.)–এর কাছে এই আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ অবতীর্ণ করেন।

**৭৩৫৮.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا –নাযিল হলো, তখন ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে বলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ। (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।)

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহূদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অন্বেষণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

( ٨٤ ) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

**৮৪. "বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমণ্ডল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। এখানে قالوا نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর فان ابتغوا غير دين الله এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর অর্থ হলো হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ এক রব হিসাবে এবং অদ্বিতীয় মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কারো দাসত্ব করবনা। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়ই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকূব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদয় বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর মূসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহীর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মূসা (আ.)-এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)-এর উপর যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহূদী-নাসারারা আল্লাহ্‌র কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ আমরা





ইসলামকে আল্লাহ্‌র দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা তা ব্যতীত যাবতীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

আল্লাহ্‌র বাণী وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে বিনয়ী এবং তাঁর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বকে এরূপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ অপসন্দ মনে করি।

( ٨٥ ) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

**৮৫. "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহ্ কখনও তা কবুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, তারা মহান আল্লাহ্‌র করুণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জব্রত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা তা হতে বিরত রইল। তখন আল্লাহ্ তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৫৬.** ইব্‌ন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে করেন- যেসব সম্প্রদায় مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, তাদেরকে উদ্দেশ করেই আল্লাহ্ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রইল। (৩ ঃ ৯৭)

**৭৩৫৭.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ এই আয়াত নাযিলের পর ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তারপর আল্লাহ্ তাদের হজ্জব্রত পালন সম্পর্কে তাঁর নবী (সা.)-এর কাছে এই আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ অবতীর্ণ করেন।

**৭৩৫৮.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا -নাযিল হলো, তখন ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে বলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।)

وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -এর মর্মার্থ হলো হে ইয়াহূদী, নাসারা এবং অপরাপর মানব গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন অন্বেষণ করছ, মৃত্যুর পর তোমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহকারিগণ নিজ অনুগ্রহের এবং অপরাধিগণ নিজ অপরাধের বদলা পাবে। এই বাক্যটি দ্বারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তাদের কেউ মৃত্যুর পর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তিত না হয়।

(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۠ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৪. "বল, আমরা আল্লাহ্তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না ; এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা কি আল্লাহ্র দীন ব্যতীত অন্য দীন চাচ্ছ? অথচ ভূমণ্ডল ও আকাশে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। হে মুহাম্মাদ (সা.)! যদি তারা আল্লাহ্র দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। এখানে قالوا نعم কথাটির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর فان ابتغوا غير دين الله এর উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য বাক্যই এই অর্থ বুঝায়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ –এর অর্থ হলো হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ এক রব হিসাবে এবং অদ্বিতীয় মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করলাম। তিনি ব্যতীত আমরা অন্য কারো দাসত্ব করবনা। আপনি আরো বলুন, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিলাম। অর্থাৎ তাঁর যাবতীয় বিষয়ই আমরা স্বীকার করলাম। আর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাঁর পৌত্র ইয়াকূব, আসবাত (আ.) তাঁদের প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে সমুদয় বিষয়ের প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁদের নামের বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর মূসা, ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে কিতাব ও ওহীর বিষয় যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় বিষয়েই আমরা বিশ্বাস করলাম। উভয় রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এবং মূসা (আ.)–এর উপর যে তাওরাত এবং ঈসা (আ.)–এর উপর যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে সত্য বলে মান্য করার জন্য আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। অর্থাৎ কাউকে সত্যবাদী এবং কাউকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না। আমরা কারো প্রতি বিশ্বাস এবং কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। যেমন ইয়াহূদী–নাসারারা আল্লাহ্র কোন কোন নবীকে অস্বীকার করেছে, আবার কোন কোন নবীকে সত্যবাদী বলেছে। কিন্তু আমরা তাঁদের সকলকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ আমরা





ইসলামকে আল্লাহ্র দীন বলে স্বীকার করি এবং তা ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করি না। বরং আমরা তা ব্যতীত যাবতীয় দীন ও মিল্লাতকে পরিহার করে চলি।

আল্লাহ্র বাণী وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ –এর অর্থ হলো আমরা তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী, তাঁর ইবাদতে বিনয়ী এবং তাঁর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বকে এরূপে স্বীকার করি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ অপসন্দ মনে করি।

(٨٥) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৮৫. "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহ্ কখনও তা কবুল করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, তারা মহান আল্লাহ্র করুণার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাযিল, হয় তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও, তাহলে হজ্জ সমাপন কর। কেননা, হজ্জব্রত পালন করা ইসলামের আদর্শের অন্তর্গত। তারপর তারা তা হতে বিরত রইল। তখন আল্লাহ্ তাদের বক্তব্যের সপক্ষের দলীল বাতিল করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭৩৫৬. ইব্ন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ইকরামা (রা.) মনে করেন– যেসব সম্প্রদায় مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا এই আয়াত নাযিলের পর বলেছিল আমরা মুসলমান, তাদেরকে উদ্দেশ করেই আল্লাহ্ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর মুসলমানগণ হজ্জ করল এবং কাফিরগণ বসে রইল। (৩ ঃ ৯৭)

৭৩৫৭. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ এই আয়াত নাযিলের পর ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তারপর আল্লাহ্ তাদের হজ্জব্রত পালন সম্পর্কে তাঁর নবী (সা.)–এর কাছে এই আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ অবতীর্ণ করেন।

৭৩৫৮. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا আয়াত–নাযিল হলো, তখন ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মুসলমান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উদ্দেশে বলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং কে তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।)

৭৩৫৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ...... وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (যারা বিশ্বাস করে, যারাইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন যারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাঁদের কোন ভয় নেই। এবং তাঁরা দুঃখিত হবে না। (২ঃ৬২) পর্যন্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে, তারপর আল্লাহ্ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ এই আয়াত নাযিল করেন।

(٨٦) كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٨٧) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

(٨٨) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

(٨٩) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

**৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।**

**৮৭. এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহ্ ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই—লা'নত।**

**৮৮. তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না।**

**৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজদেরকে সংশোধন করে তারা ব্যতীত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়"।**

তাফসীরকারগণ এই আয়াতসমূহের অর্থ এবং শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক বলেছেন যে, আয়াতগুলো হারিছ ইব্ন সুওয়াইদুল আনসারী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমে মুসলমান ছিল, তারপর ইসলাম ত্যাগ করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩৬০. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারগণের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিল, তারপর ইসলাম ত্যাগ করে শিরকে লিপ্ত হয়। পরিশেষে সে লজ্জিত হয়ে তার দলের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর কাছে প্রেরণ করে একথা জিজ্ঞেস করল যে, আমার জন্য তওবা করার কোন অবকাশ আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াত كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ পর্যন্ত اَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ – اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا থেকে নিয়ে -اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। অবতীর্ণ হয়। তারপর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট প্রেরণ করল এবং সে পুনরায় মুসলমান হলো।





৭৩৬১. ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এর সনদ ইব্ন আব্বাস (রা.) পর্যন্ত পৌছাননি। বরং তিনি বলেছেন, তার সম্প্রদায় তাকে এ বিষয়ে লিখল। তখন সে বলল, আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি। তারপর সে প্রত্যাবর্তন করল।

৭৩৬২. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আনসারগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলো, তারপর তিনি উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭৩৬৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, হারিছ ইব্ন সুওয়াইদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর খিদমতে এসে মুসলমান হলো। তারপর হারিস ধর্ম ত্যাগ করল। সে যখন স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত كيف يهدى الله قوما كفروا অবতীর্ণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এই আয়াত পাঠ করেন। তখন হারিছ বলল, আল্লাহ্র শপথ, তুমি যা জেনেছ তাতে তুমি নিশ্চয় সত্যবাদী, আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমা হতে অধিক সত্যবাদী এবং মহান আল্লাহ্ হলেন তৃতীয় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হারিছ প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করল। পরবর্তীতে তাঁর ইসলামী জীবন যাপন সুন্দর হয়েছিল।

৭৩৬৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, তা হারিছ ইব্ন সুওয়ায়দুল আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। তারপর সে তওবা করে পুনরায় মুসলমান হলো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে এই হুকুম রহিত করে বলেন যে اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়)

৭৩৬৫. মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, বনী আমর ইব্ন আউফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। (এজন্যেই তা নাযিল হয়।)

৭৩৬৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, বনী আমর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.), মুজাহিদ (র.) থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি রোম দেশে মিলিত হয়ে খৃষ্টান হলো। তারপর সে জাতির কাছে চিঠি লিখে জানাল– তোমরা (রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে) দূত পাঠিয়ে জেনে নাও যে, আমার জন্য তওবার কোন অবকাশ আছে কি না? বর্ণনাকারী বলেন, আমি ধারণা করলাম, সে পুনরায় ঈমান এনে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। ইব্ন জুরাইজ বলেন, ইকরামা (রা.) বলেছেন যে, আয়াতটি আবু আমির রাহিব, হারিছ ইব্ন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত এবং ওয়াহ্ওয়াহ্ ইব্ন আসলাত গোত্রের বারো ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা সকলেই ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তিত

হয়ে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয়েছিল। তারপর তারা স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে লিখল আমাদের জন্য তওবা করার কোন সুযোগ আছে কি না? তখন এই আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الاية অবতীর্ণ হয়।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৬৮.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ্র বাণীঃ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হলো কিতাবিগণ। তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে জেনে শুনেও অবিশ্বাসকরেছিল।

**৭৩৬৯.** হাসান্ (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়।

**৭৩৭০.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, হাসান (র.) আল্লাহ্র বাণী كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ সম্পর্কে বলতেন যে, তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের কিতাবিগণ। তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ (সা.) –এর গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল এবং সাক্ষ্য দিয়েছিল। তারপর যখন তিনি অন্য সম্প্রদায়ে প্রেরিত হলেন তখন আরবগণ তাতে শত্রুতা পোষণ করল এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করার পর অস্বীকার করল এবং কুফরী করল নিছক আরবদের সাথে শত্রুতার কারণে। যেহেতু তিনি তাদের সম্প্রদায় ব্যতীত প্রেরিত হয়েছেন।

**৭৩৭১.** হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ সম্পকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা হলো কিতাবিগণ, যারা মুহাম্মাদ (সা.) সম্বন্ধে তাদের কিতাবে বিবরণ পেয়ে তাঁর মাধ্যমে বিজয় কামনা করেছিল। তারপর তারা ইমাম আনার পর কুফরী করল।

আবূ জা'ফর বলেন যে, আয়াতের প্রকাশ্য শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে হাসান (র.)-এর বক্তব্যটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কিতাবিগণ। দ্বিতীয় বক্তব্যের উপর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বর্ণনাকারিগণ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানে অধিক জ্ঞাত। এর অর্থ এও সংগত যে, মহান আল্লাহ্ যে সব সম্প্রদায়ের লোকদের কারণে এই আয়াত নাযিল করেছেন, তারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে তাদের ঘটনা এবং ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগের ব্যাপারে একই পন্থা অবলম্বন করেছিল, উভয়ই একত্রিত হয়ে গেল। তারপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল, তারপর তাঁর নবূওয়াত প্রাপ্তির পর কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই অবিশ্বাসী ছিল, তারপর নবীর জীবিতকালেই ইসলাম গ্রহণ





করল এবং পরিশেষে ইসলাম ত্যাগ করল, আয়াতের উভয় প্রকার অর্থ উভয় প্রকার লোকের জন্যই প্রযোজ্য এবং তারা ব্যতীত ও যারা উভয় প্রকার অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল তাদের বেলায়ও বরং ইনশা আল্লাহ্ প্রযোজ্য হবে।

অতএব আয়াতে كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ (কি ভাবে আল্লাহ্ পাক সেই সম্প্রদায়কে হিদায়াত করবেন, যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে)। অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন জাতিকে কিভাবে সত্যের পথ দেখাবেন এবং ঈমান আনার তাওফীক দিবেন, যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর নবূওয়াতকে অস্বীকার করল? অর্থাৎ তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার পর এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে স্বীকার করার পর এবং তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে যে প্রকাশ্য দলীল নিয়ে এসেছেন, একথার সাক্ষ্য প্রদানের পর অস্বীকার করলে আল্লাহ্ কি ভাবে তাদেরকে হিদায়াত করবেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সত্য পথ প্রদর্শন করেন না। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। অত্যাচারী সম্প্রদায় হলো যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং ঈমানের বদলে কুফরী গ্রহণ করেছে, তাদেরকে তিনি সত্য গ্রহণের তওফীক দেবেন না। الظلم শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। তা হলো কোন বস্তুকে যথাস্থানে না রাখা। যার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ অর্থ– যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর কুফরী করেছে, তাদের এই অপকর্মের শাস্তি হলো তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত তাদের প্রতি। এ হলো আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম। কেননা, আল্লাহ্র সাথে কুফরী করাই ছিল তাদের কর্ম। আমরা অবিশ্বাসী মানুষের প্রতি লা'নতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তারা চিরদিন আল্লাহ্র আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে, তাদের শাস্তি কম করা হবে না। আর কখনো তাদেরকে তা থেকে বিরামও দেয়া হবে না। সার কথা হলো তারা পরকালে চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মুরতাদদের থেকে তাদেরকে পৃথক করেছেন। যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেও তওবা করেছে। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا (তারা ব্যতীত, যারা এরপর তওবা করেছে এবং সংশোধিত হয়েছে।) অর্থাৎ যারা ঈমান আনার পর মুরতাদ হলো, তারপর তওবা করে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি এবং রাসূল আল্লাহ্র পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর প্রতি ঈমান আনল এবং আত্নসংশোধন করল অর্থাৎ নেক আমল করল, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মাফ করবেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। অর্থাৎ যারা মুরতাদ হওয়ার পর তওবা করেছে, নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দেন। তাদের মুরতাদ হওয়ার গুনাহ্কে গোপন রাখেন এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে অপমান থেকে রক্ষা করবেন।

(٩٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

**৯০. ঈমান আনার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনও কবুল হবে না। এরাই পথ ভ্রষ্ট।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, মহান আল্লাহ্র এ বাণী অর্থ হলো যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর প্রতি ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, তারপর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবির্ভূত হওয়ার পর তাঁর প্রতি তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেয়েছে মৃত্যুকালে তাদের এ তওবা গৃহীত হবেনা।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৩৭২. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত الضالون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারা– মৃত্যুকালে যাদের তওবা গৃহীত হবে না।

৭৩৭৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারাই হলো আল্লাহ্র শত্রু ইয়াহূদী সম্প্রদায়, যারা ইনজীল কিতাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল, তারপর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং কুরআনের প্রতি তাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি করল।

৭৩৭৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। সুতরাং মৃত্যুকালে তাদের তওবা গৃহীত হবে না। মা'মার (র.) বলেছেন, আতাউল খুরাসানীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭৩৭৫. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো ইয়াহূদী সম্প্রদায় যারা ইনজীল কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস করেছিল, তারপর যখন আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো কিতাবিগণের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাদের নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর কুফরী করেছিল। তারপর তাদের অবিশ্বাস অর্থাৎ পাপকার্য বৃদ্ধি পেল। এমতাবস্থায় তাদের পাপকার্য থেকে তওবা কবুল হবে না। তারা সর্বদা অবিশ্বাসের উপরই অবস্থান করবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩৭৬. রাফী (র.) থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদী ও নাসারাদের পাপকার্য বৃদ্ধি পেল। সুতরাং তাদের অবিশ্বাস এবং পথভ্রষ্টতার পাপ থেকে তাদের তওবা গৃহীত হবে না।





৭৩৭৭. দাউদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আলিয়াকে اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, তারা হলো ইয়াহূদী ও নাসারা, যারা কুফরী করেছিল। তারপর তারা পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে কুফরী আরো বৃদ্ধি করল এবং কুফরী অবস্থায় তওবা করল।

৭৩৭৮. দাউদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আলিয়া(র.)-কে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭৩৭৯. দাউদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আবুল আলিয়া (র.)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, তারা হলো ইয়াহূদী, নাসারা এবং অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ের লোক; তাদের কুফরীর কারণে তারা পাপকার্যে লিপ্ত হলো। তারপর তারা তা হতে তওবা করতে ইচ্ছা করল, কিন্তু কুফরী থেকে তারা তওবা করতে পারল না। কারণ তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ বলেছেন, وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ তারাই হলো পথভ্রষ্টের দল।

৭৩৮০. আবুল আলিয়া (র.) থেকে আল্লাহ্ পাকের বাণী لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা আংশিক বিষয়ে তওবা করেছে, কিন্তু মূলত তারা তওবা করেনি।

৭৩৮১. আবুল আলিয়া (র.) থেকে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তারা ছিল ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের লোক, যারা পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছিল। তারপর তারা মুশরিক অবস্থায় তওবা করতে চাইল। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, পথভ্রষ্টতার মধ্যে কখনও তওবা কবুল হবে না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, বরং আয়াতের অর্থ হলো যারা তাদের নবীগণের প্রতি ঈমান আনার পর কুফরী করল, তারপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ তারা যে ধর্মে ছিল তাতে বাড়াবাড়ি করার কারণে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস হলো। এমতাবস্থায় তাদের তওবা গৃহীত হয়নি এবং তাদের প্রথম বারের তওবা এবং কুফরীর শেষ পর্যায়ে মৃত্যুর সময়ের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসেনি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৩৮২. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের কুফরীর উপর তারা প্রতিষ্ঠিত রইল। ইবন জুরাইজ (র.) বলেছেন, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ -এর অর্থ হলো তাদের প্রথম বারের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا -এর অর্থ হলো তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। অতএব, তাই তাদের কুফরী বৃদ্ধি বুঝায়। আর তারা বলেন যে, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ এর অর্থ হলো মৃত্যুর সময়ে তাদের তওবা গৃহীত হবে না।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৮৩.** সুদ্দী (র.) থেকে إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, ازدادوا كفرا –এর অর্থ হলো তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ –এর অর্থ হলো– মৃত্যুকালে যখন সে তওবা করবে, তখন তার তওবা কবুল হবে ন।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বক্তব্যটাই সঠিক, যিনি বলেছেন যে, আয়াতের লক্ষ্য হলো ইয়াহূদী সম্প্রদায়। অতএব, এর ব্যাখ্যা হবে ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁর আবির্ভাবকালে তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। তারপর তাদের কুফরীর পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে এবং পথভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তাদের ঐ সব অপরাধের জন্য তওবা কবুল হবে না– যা' তাদের কুফরীর কারণে সংঘটিত হয়েছিল। যতক্ষণ না তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি অবিশ্বাস করা হতে তওবা করবে এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তওবার মাধ্যমে তা হতে প্রত্যাবর্তিত হবে। আমরা এই আয়াতের উত্তম বক্তব্যসমূহের মধ্যে একেই সঠিক বলেছি। কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বিষয় তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তা আয়াতের পূর্বাপর অর্থে একই পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা ازدادوا كفرا–এর অর্থ বলেছি যে, তারা পাপের কারণে সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ( কখনই তাদের তওবা গৃহীত হবে না। ) এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র বাণী لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ-এর অর্থ হলো তাদের ঈমান আনার পর তাদের অবিশ্বাসের উপর কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধির কারণে তাদের তাদের তওবা গৃহীত হবে না। তাদের তওবা গৃহীত না হওয়া তাদের কুফরীর কারণে নয়, কেননা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করিছেন। যেমন তিনি বলেছেন, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ "তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন।" তবে মহান আল্লাহ্র পক্ষে একই বিষয়ে 'কবুল করব' এবং 'কবুল করবনা' এরূপ বলা অসম্ভব, যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর এই হুকুম হবে যে, তিনি যে কোন অপরাধের জন্য তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করবেন। আর ঈমানের পর কুফরী করা ঐসব পাপকার্যের মধ্য হতে একটি পাপ কার্য, যার তওবা কবুলের কথা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। তন্মধ্যে আল্লাহ্র বাণীঃ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (কিন্তু যারা তওবা করে সংশোধিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।) অতএব বুঝা গেল যে কারণে তওবা কবুল হবে না এবং সে কারণে তওবা কবুল হবে, এর অর্থ ও বিষয় বস্তু এক নয়। যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে যে ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না তার কারণ হলো অবিশ্বাসের পর কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তার তওবা কবুল হবে না। কেননা, আল্লাহ্ এমন





মুশরিকের কার্য কবুল করবেন না, যে ব্যক্তি স্বীয় শিরক এবং পথভ্রষ্টতার উপর স্থির আছে। যদি সে নিজের শিরক এবং কুফরীর কার্য থেকে তওবা করে সংশোধিত হয়, তবে আল্লাহ্ নিজের গুণ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তদনুযায়ী তিনি غَفُورٌ رَحِيمٌ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। এখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, তবে ঐ রূপ অর্থের বর্ণনা কেন অস্বীকার করা হলো যে, মৃত্যুকালে তাদের কুফরী থেকে তওবা করলে তা কবুল হবে না। কিংবা তার প্রথম বারের তওবা কবুল হবে না। এর প্রতি–উত্তরে বলা হবে যে, আমরা তাকে অস্বীকার করলাম এর কারণ হলো যেহেতু বান্দার তওবা তার জীবিত অবস্থা ব্যতীত হবে না। অতএব তার মৃত্যুর পরের তওবা মূলত কোন তওবাই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের শরীরে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুলের অঙ্গীকার করেছেন। এটা উল্লিখিত যাবতীয় দলীলের বিরোধী নয় যেমন যদি কোন নাস্তিক তার জীবন বায়ুবের হবার এক মুহূর্ত পূর্বেও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে নামায, উত্তরাধিকার সম্পত্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে সকল মুসলমানের যে হুকুম পালনীয় তার জন্যও একই হুকুম পালনীয়। অতএব, এতে একথা বুঝা গেল যে, যদি ঐ অবস্থায় তার তওবা অগ্রহণীয় হতো তবে তার হুকুম নাস্তিকের হুকুম থেকে মুসলমানের হুকুমের দিকে পরিবর্তিত হতোনা এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধানও হতো না। এ কথা বলাও বৈধ যে, আল্লাহ্ কোন নাস্তিকের তওবা গ্রহণ করবে না। যখন একথা ঠিক যে, জীবন কালের তওবাই গৃহীত হবে, তখন মৃত্যুর পরের তওবা গৃহীত হওয়ার কোন পথ নেই। অতএব, ঐ ব্যক্তির কথা বাতিল বলে গণ্য হবে, যিনি ধারণা করেছেন যে, অন্তিম কালের তওবা গৃহীত হবে না। আর যিনি মনে করেন যে, ঐ তওবার অর্থ হলো যা অবিশ্বাস করার পূর্বে ছিল। মূলত এইরূপ কথার কোন অর্থ নেই। কেননা আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের ঈমানের কথা বর্ণনা করেননি যা তাদের অবিশ্বাসের পর সংঘটিত হয়েছে, তারপর ঈমান আনার পর অবিশ্বাস করেছে। বরং তিনি তাদের ঈমান আনার পর কুফরী করার বিষয় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাদের যে ঈমানের জন্য তওবা হয়েছে তা কুফরীর পূর্বে হবে না। যিনি ঐরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তার উপরই ঐ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। আল–কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ্য তিলাওয়াতের উপর বিদ্যমান, যদি তা এমন বিশেষ কোন গোপনীয় ব্যাখ্যার উপর দলীল হিসাবে প্রমাণিত না হয়, তবে এর বিপরীত ব্যাখ্যাটি উত্তম হবে, যদি বিপরীতটির দিকে প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয়।

আর আল্লাহ্র বাণীঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ এর অর্থ হলো যে সব লোক ঈমান আনার পর অবিশ্বাসী হলো তারপর তাদের অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেল। তারাই হলো সেই লোক–যারা সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হলো এবং লক্ষ্যস্থল হতে পথভ্রষ্ট হলো ও মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করল এবং আল্লাহ্র সরল পথের সন্ধান পেয়েও তারা তা হতে অন্ধ রইল। আমরা ইতিপূর্বে الضلال শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করেছি, তাই যথেষ্ট।

(٩١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

**৯১. যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ**

**বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে; তাদের কোন সাহায্যকারী নেই"।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র এই আয়াতের অর্থ হলো যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নি, এরাই হলো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইয়াহূদী, নাসারা, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য জাতির লোক। এরা অবিশ্বাসী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াত এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে অস্বীকার করা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং তারা পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল হবে না। তিনি বলেন, পরকালে কুফরীর শাস্তি পরিত্যাগের জন্য কোন বিনিময় এবং উৎকোচ হিসাবে কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর তা দ্বারা ক্ষমাও প্রদর্শন করা হবে না, যদিও পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত স্বর্ণ বিছিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা দ্বারা তাদের সেই শাস্তি পরিত্যাগের এবং কুফরীর উপর ক্ষমা প্রদানের জন্য বিনিময় হবে না। কেননা, সেই ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে যার উৎকোচের বস্তুর প্রয়োজন আছে। অতএব, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনি কি ভাবে কোন কিছুর বিনিময় গ্রহণ করতে পারেন? কারণ বিনিময় প্রদানকারী যা কিছু বিনিময় হিসাবে প্রদান করে তিনিই তো তার সৃষ্টিকর্তা। আমরা বর্ণনা করেছি যে, فدية শব্দের অর্থ বিনিময় যা প্রদানকারীর পক্ষ হতে দেয়া হয়। এতএব, এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর কাছে যা কিছু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এর সংবাদ প্রদান পূর্বক তিনি বলেছেন যে, যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তিনি বলেন যে, তাদের জন্য পরকালে আল্লাহ্র নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ তাদের জন্য এমন কোন নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব নেই, যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, যেমন আল্লাহ্র শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে। যেমন তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন আপদ-বিপদ এবং অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে তাদেরকে সাহায্য করত।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৮৪.** আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলতেন, কিয়ামত দিবসে যখন কাফির ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে। তখন তাকে বলা হবে যদি তোমার পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ থাকত, তবে কি তুমি এর দ্বারা আজ বিনিময় প্রদান করে মুক্তির চেষ্টা করতে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তখন তাকে বলা হবে, যে বস্তু তোমার জন্য সহজসাধ্য ছিল তার ব্যাপারেই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। এই মর্মেই আল্লাহ্র এই আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِافْتَدٰى بِهٖ নাযিল হয়েছে।





**৭৩৮৫.** হাসান (র.) থেকে আলোচ্য আল্লাহ্র বাণী اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর দ্বারা প্রত্যেক কাফিরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ ذهبا দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্য হতে নির্গত পরিমাণ ও ব্যাখ্যা বুঝান হয়েছে। আর সেই বাক্য হলো ...مل ءالارض ( পৃথিবীভর্তি ) যেমন জনৈক ব্যক্তির কথা عندى قدر زق سمنا وقدر رطل عسل (আমার এক মটকা পরিমাণ ঘৃত এবং এক রতল পরিমাণ মধূ আছে)। এখানে عسل শব্দটি দ্বারা বাক্যের ব্যাখ্যা হয়েছে এবং পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি مقدار এর ব্যাখ্যা অনুসারে نكره (অনির্দিষ্ট) এবং منصوب ( যবরযুক্ত ) হয়েছে। আর বসরার ব্যাকরণবিদগণ মনে করেন যে, ذهب শব্দে نصب বা যবর হয়েছে مِلْءُ الْاَرْضِ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে। ذهب শব্দটি ঐ উভয় শব্দের পরে আসার কারণে তার نصب (যবর) টি حال -এর نصب -এর ন্যায় হয়েছে। আর حال সর্বদাই فعل (ক্রিয়া)-এর পরে আসে এবং فاعل ( কর্তা )-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অতএব, তাতে نصب (যবর) হয়েছে, যেমন مفعول ( কর্মপদ বিশেষ্য - এ نصب (যবর ) হয়, যা فعل (ক্রিয়া) -এর পরে আসে এবং فاعل (কর্তা) -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তারা বলেন, আল্লাহ্র বাণী مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا এই বাক্যে ذهب শব্দে نصب ( যবর ) হওয়ার দৃষ্টান্ত যেমন لى مثلك رجلا অর্থাৎ لى مثلك من الرجال -। অতএব তারা মনে করেন যে, الرجل শব্দে نصب (যবর) হয়েছে اسم (বিশেষ্য) -এর সাথে اضافت সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার কারণে। যেমন কর্মপদ বিশেষ্যে ( مفعول ) نص(যবর) হয়, فعل ( ক্রিয়া ) فاعل (কর্তার) সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ولوافتدى به -এর মধ্যে واو সংযুক্ত করা হয়েছে এর পরবর্তী একটি (كلام محذوف) উহ্য বাক্যের কারণে, যা واو -এর প্রবেশের প্রতি দিক নির্দেশ করে। তা সেই واو এর মত যা আল্লাহ্র বাণী وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (সূরাঃ আনআম ঃ ৭৫)-এর মধ্যে হয়েছে। এখন এই বাক্যের ব্যাখ্যা হবে যেন সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, আমি তাকে আকাশ ও যমীনের অলৌকিক শক্তিসমূহ প্রদর্শন করলাম। এমনিভাবে আল্লাহ্র ঐ কালাম وَلَوِافْتَدٰى بِهٖ -এর মধ্যেও হয়েছে। যদি বাক্যের মধ্যে واو না হতো, তবুও বাক্যটি শুদ্ধ হতো। তখন বাক্যটি এমন হতো فلن يقبل من احدهم مل ء الارض ذهبا لوافتدىبه.

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

**৯২. তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছে হে মু'মিনগণ! তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না, অর্থাৎ তা হলো সেই পুণ্য যা তাদের আনুগত্য, দাসত্ব এবং প্রার্থনার মাধ্যমে

আল্লাহর নিকট হতে কামনা করেছে। তা দ্বারা তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করায়ে এবং শাস্তি রহিত করে সম্মানিত করবেন। এজন্যেই অনেক তাফসীরকার البر শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন الجنة (জান্নাত)। কেননা বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র পুণ্য প্রদত্ত হবে পরকালে এবং তাকে সম্মানিত করা হবে জান্নাতে প্রবেশেরমাধ্যমে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৮৬.** আমর ইব্‌ন মায়মুন (রা.) থেকে আল্লাহর বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, الْبِرَّ –এর অর্থ হলো জান্নাত।

**৭৩৮৭.** আমর ইব্‌ন মায়মুনা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, البر শব্দের অর্থ হলো الجنة (জান্নাত)।

**৭৩৮৮.** সুদ্দী (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, البر শব্দের অর্থ হলো الجنة (জান্নাত)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অতএব, বাক্যের ব্যাখ্যা হবে এরূপ– হে মু'মিনগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবের জান্নাত প্রাপ্ত হবে না। তিনি বলেন যে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু এবং তোমাদের উত্তম সম্পদ দান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাত প্রাপ্ত হবে না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৮৯.** কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবের জান্নাত প্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পসন্দনীয় বস্তু এবং উত্তম সম্পদ দান করবে।

**৭৩৯০.** হাসান (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, (তোমরা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের উত্তম) সম্পদ থেকেদানকরবে।

আল্লাহ্‌র বাণী وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যাঃ যখনই তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় কর বা দান কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের দানশীলের দান, এবং তোমাদের সম্পদ থেকে পসন্দনীয় যা কিছু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছ, এর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। সকল কর্মের সম্পাদনকারীকেই আল্লাহ্ তার প্রাপ্য অংশ পরকালে দানকরবেন।

**৭৩৯১.** কাতাদা (র.) থেকে وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা যা কিছু দান কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন। তিনি বলেন যে তোমাদের ঐসব দান





সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি এর প্রতিদানকারী আমরা এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম, অনুরূপ ব্যাখ্যা একদল সাহাবা এবং তাবেঈন ও করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৩৯২.** মুজাহিদ (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণী لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)–কে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধে মাদায়েন শহর বিজয়ের দীন 'জালূলা' থেকে তার জন্য একটি দাসী খরিদ করার উদ্দেশ্যে পত্র লিখলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে এনে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা কখনও পুণ্য পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু দান করবে। অতএব, উমর (রা.) তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরই দৃষ্টান্ত এই বাণীঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (٧٦ : ٨) وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر : ٩)

**৭৩৯৩.** মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৩৯৪.** আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত কিংবা مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا নাযিল হলো, তখন আবূ তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার অমুক বাগানটি যদি দান করি, এবং সাধ্যমত তা গোপন রাখি এবং প্রকাশ না করি, (তাহলে কি ভাল হয় না?) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা তোমার পরিবারের অভাব গ্রস্তদেরকে দান কর।

**৭৩৯৫.** আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, যখন এই আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ নাযিল হলো, তখন আবূ তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ( কিয়ামতের দিন ) আমাদের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তবে আপনি সাক্ষী থাকুন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার 'আরীহা' নামক স্থানের সম্পত্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। এরপর তিনি তা হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.)–এর মধ্যে বন্টন করে দেন।

**৭৩৯৬.** মায়মুন ইব্‌ন মাহরান থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি আবূ যর (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল উত্তম? তখন তিনি বললেন, 'নামায' হলো দীন ইসলামের স্তম্ভ, জিহাদ হলো সকল কাজের সেরা কাজ এবং সাদকা হলো চমৎকার বস্তু। তখন তিনি বললেন, হে আবূ যর! আমার কাছে যে কাজটি অতিশয় উত্তম ছিল তুমি তা উল্লেখ করনি। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, সে কাজটি কি? তিনি বললেন, তা হলো রোযা। তখন তিনি বললেন, সম্ভবত। তবে সেখানে এর উল্লেখ ছিল না। তারপর তিনি لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত পাঠ করেন।

**৭৩৯৭.** আমর ইব্ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন এই আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ নাযিল হলো তখন যায়িদ (রা.) 'সাবাল' নামক তার ঘোড়ায় চড়ে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এটি দান করে দিন। হযরত রাসূলুল্লাহ্(সা.) তা তাঁর পুত্র উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিছাকে দিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.), আমি তো তাকে দান করার ইচ্ছা করে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমার সাদকা গৃহীত হয়েছে।

**৭৩৯৮.** হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা.) সূত্রে আইয়ূব (রা.) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত নাযিল হলো তখন যায়িদ ইব্ন হারিছা তার একটি পসন্দনীয় ঘোড়ায় চড়ে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উসামা ইব্ন যায়িদকে তার উপর আরোহণ করিয়ে দিলেন। এতে যেন যায়িদ (রা.) মনে মনে খুবই খুশী হলো। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এইরূপ কার্য প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা কবুল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٩٣) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

**৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) উপরোক্ত তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুত ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর যারা বনী ইসরাঈল নামে বিশ্বে খ্যাত, তাদের জন্যে তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল (আ.) কর্তৃক হারামকৃত খাদ্য ব্যতীত যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। তারপর ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরগণ নিজের পূর্ব পুরুষের অনুকরণে কিছু খাদ্য নিজেদের জন্যে হারাম ঘোষণা করে, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যাদেশ, ঘোষিত নির্দেশ কিংবা নিজ রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশের প্রেক্ষিতে অবৈধ বলে ঘোষণা করেননি।"

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, পুনরায় ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত বস্তুটি অবৈধ বিবেচিত হবার ব্যাপারে তাওরাত শরীফে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল কিনা তা নিয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ করেন, তখনই তাওরাত নাযিলের পূর্বে তাদের ঘোষিত অবৈধ বস্তুটিকে, অবৈধ বলে সিদ্ধান্ত দেন।





**যাঁরা এমত পোষণ করেণ ঃ**

**৭৩৯৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "ইয়াহূদীরা বলে যে, তারা নিঃসন্দেহে ঐ বস্তুটিকেই অবৈধ বলে মনে করে যা ইসরাঈল নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। আর তিনি রক্তবাহী রগ হারাম করেছিলেন। কারণ তাঁর প্রায়শ নিতম্ব-বেদনা রোগ দেখা দিত। এ রোগটি রাতে দেখা দিত এবং দিনে ছেড়ে যেত। তারপর তিনি শপথ নিলেন "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি কখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য রক্তবাহী রগ স্পর্শ করবেন না।" এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্যে রক্তবাহী রগ ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন, বল, যদি তোমরা একথায় সত্যবাদী হও যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের দুষ্কর্মের জন্য এটাকে হারাম করেনি, তাহলে তোমরা তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।"

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, "অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৬০ নং আয়াতে ঘোষণা করেন–

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ ভাল ভাল যা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের জন্যে অবৈধ করেছি, তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে অনেককে বাধা দেবার জন্যে।" সুতরাং উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ

তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে যা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তা ব্যতীত যাবতীয় বস্তু বনী ইসরাঈলের জন্যে বৈধ ছিল। ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে যা অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন সেই বস্তুটিকে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্যে তাদের সীমালংঘনের কারণে তাওরাতে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! ইয়াহূদীদেরকে ডেকে বল, হে ইয়াহূদীরা, 'যদি তোমরা "এটা তাওরাতে নেই, এটা তাওরাতে হারাম করা হয়নি এবং এটা শুধু ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে হারাম ঘোষণা করাতেই তোমরা অবৈধ হিসাবে জানছ" বলে দাবী কর তাহলে তোমরা তাওরাত আনয়ন কর এবং তা পাঠ কর।

আবার কেউ কেউ বলেন, "কোন দ্রব্যই ইসরাঈলের জন্য হারাম ছিল না কিংবা মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে তাদের জন্যে কোন কিছুই হারাম করেন নি। তারাই বরং তাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ করে নিজেদের জন্যে তা হারাম করেছিল এবং পরে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এ অবৈধতার ঘোষণাকারী বলে দোষ চাপায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেন এবং স্বীয় নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, "হে মুহাম্মাদ (সা.)। তাদেরকে বল, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, তা হলে তোমরা তাওরাত আন ও তা পাঠ কর। তাহলে আমরা সকলেই দেখতে পাবো যে, সেখানে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে কিনা? আর যারা তাদের সম্বন্ধে, অজ্ঞ তাদের কাছেও ইয়াহূদীদের মিথ্যাচার ধরা পড়বে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪০০.** উবায়দ ইব্ন সুলায়মান বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি অত্র আয়াতাংশ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "ইসরাঈল হচ্ছে ইয়াকূব (আ.)–এর উপাধি। একবার তাঁর নিতম্ব–বেদনা রোগ দেখা দেয়। তিনি রাতের বেলায় এ রোগে আক্রান্ত হতেন এবং ব্যথায় ছটফট করতেন। অথচ দিনের বেলায় তাঁর কষ্ট থাকত না। তাই তিনি শপথ করেন যে, 'যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিতম্ব–বেদনা রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি কখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য হিসাবে গণ্য রক্তবাহী রগ কিংবা ধমনী ভক্ষণ করবেন না। আর এ ঘটনাটি, হযরত মূসা (আ.)–এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়াহূদীদেরকে প্রশ্ন করলেন, ঐ বস্তুটি কি ছিল যা ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? তখন ইয়াহূদীরা বলল, ইসরাঈল (আ.) যা হারাম করেছিলেন তা হারাম বলে ঘোষণা দেবার জন্যেই তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল । তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কেসম্বোধন করে বলেন–

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থাৎ "বল, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর ও তা পাঠ কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও......তারাই জালিম।" অন্য কথায় তারা মিথ্যা বলেছে এবং এ সম্পর্কে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে বলে অপবাদ দিয়েছে অথচ তাওরাতে এরূপ কোন কিছু অবতীর্ণ হয়নি। এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপঃ

"তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ও পরে বনী ইসরাঈলদের জন্য কোন খাদ্যই হারাম ছিল না কিন্তু ঐ খাদ্যটি তাদের জন্যে হারাম বলে পরিগণিত যা তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।" উপরোক্ত আয়াতাংশে ব্যবহৃত إِلَّا শব্দটি নাহুশাস্ত্রবিদদের মতে استثناءمنقطع এর জন্যে এসেছে বলে দাহহাক (র.) উল্লেখ করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, "অত্র আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপঃ প্রত্যেক খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল কিন্তু তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন। অন্য কথায় ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের জন্যে হারাম বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল (আ.) কিংবা তাঁর বংশধরদের জন্যে কোন কিছু হারাম করেননি।"

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪০১.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,





"উল্লিখিত আয়াতের পটভূমি হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে রক্তবাহী রগ বা ধমনী হারাম করেছিলেন। এটার কারণ ছিল এই যে, একবার তাঁর নিতম্ব–বেদনা রোগ দেখা দেয়। তিনি রাতের বেলায় ঘুমাতে পারতেন না। তাই তিনি বললেন, "আল্লাহ্র শপথ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি তা অর্থাৎ উটের রক্তবাহী ধমনী ভক্ষণ করবেন না এবং তাঁর কোন বংশধরও তাঁর খাতিরে তা ভক্ষণ করবে না। এটা তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল না। তাই, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিতাবীদের কিছু সংখ্যক সদস্যকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ হারামের তাৎপর্য কি? তারা বলল, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বেই এটা আমাদের জন্যে হারাম ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দাবী খন্ডন করতে ইরশাদ করেন–

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى قوله تعالى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

**৭৪০২.** আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার ইসরাঈল (আ.)–এর নিতম্ব বেদনা রোগ দেখা দেয়। রাতের বেলায় তিনি প্রচন্ড ব্যথার কারণে ছটফট করতেন তবে দিনের বেলায় কোন কষ্ট হতো না। তিনি শপথ করলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে তিনি উটের রক্তবাহী ধমনী কখনও ভক্ষণ করবেন না। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলল, ইসরাঈল (আ.) যা নিজের জন্য হারাম করেছিলেন, তা পুনরায় হারাম ঘোষণা করার জন্যে তাওরাতে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)–কে বললেন, "আপনি বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর ও তা পাঠ কর।' তারা মিথ্যা বলেছে, তাওরাতে এরূপ কোন হুকুমের ভিত্তি নেই।:

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে অধিকতম শুদ্ধ অভিমত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

অত্র আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে প্রতিটি খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল কিন্তু ঐ খাদ্যটি ছিল হারাম যা ইসরাঈল–ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। এ খাদ্যটি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য হারাম করেননি। বরং তাদের পিতৃপুরুষ ইসরাঈল (আ.) ঐ খাদ্যটি নিজের জন্যে হারাম করায় পিতৃপুরুষের অনুকরণের ভিত্তিতে ছিল হারাম। এটার হারাম হবার ব্যাপারে তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কোন প্রকার ওহী অবতীর্ণ হয়নি অথবা কোন প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয়নি। এরপর তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা খুশী তা হারাম করেন ও যা খুশী তা হালাল করেন। উপরোক্ত অভিমতটি একদল তাফসীরকার ব্যক্ত করেছেন। আর ইতিপূর্বে আলোচিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর অভিমতটিও সমার্থক।

**৭৪০৩.** যারা এমত পোষণ করে ঃ কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اسرائيل শব্দের অর্থ, হযরত ইয়াকূব (আ.)। আর আয়াতের অর্থ ঃ– বনী ইসরাঈলের জন্যে তাওরাত নাযিলের পূর্বে প্রতিটি খাদ্যই

হালাল ছিল, কিন্তু হযরত ইসরাঈল (আ.) নিজের উপর কিছু বস্তু হারাম করেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত শরীফ নাযিল করেন এবং তিনি যা খুশী তাদের জন্যে হারাম করেছেন ও যা খুশী তাদের জন্যে হালাল করেছেন।"

৭৪০৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

তারপর যে বস্তু হযরত ইসরাঈল (আ.) হারাম করেছিলেন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, হযরত ইসরাঈল (আ.) যা নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা ছিল রক্তবাহী ধমনীসমূহ।

**এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেনঃ**

৭৪০৫. হযরত ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একজন বেদুঈন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করেছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হে বেদুঈন! তোমার জন্যে তোমার স্ত্রী হারাম হয়নি। বেদুঈন বলল, আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে জন্যে প্রত্যেকটি খাদ্যই হালাল ছিল, তবে যা ইসরাঈল নিজের জন্যে হারাম করেছিল।' বেদুঈনের কথায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি জান ইসরাঈল নিজের জন্যে কি হারাম করেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) সমবেত জনতার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, একবার হযরত ইয়াকূব(আ.)-এর ইরকুন্নিসা (রান থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত বেদনা রোগ দেখা দেয় এবং এটা তাঁকে খুবই কষ্ট দেয়। তারপর তিনি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ ব্যাধি হতে মুক্ত করেন, তাহলে তিনি উটের রক্তবাহী ধমনী বা রগ খাবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এজন্য ইয়াহূদীরা রক্তবাহী ধমনীসমূহ গোশত থেকে পৃথক করে নেয়।

৭৪০৬. হযরত শু'বাহ্ আবূ বাশার থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন একজন বেদুঈন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে একব্যক্তির কথা উল্লেখ করে যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করেছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার জন্যে হারাম হয়নি। বেদুঈন বলল, আপনি কি অবগত আছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ (আর্থৎ ইসরাঈল নিজের জন্যে যা হারাম করেছে তা ব্যতীত প্রতিটি খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। ) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ইসরাঈল (আ.)-এর ইরকুন্নিসা রোগ দেখা দিয়েছিল, তারপর তিনি শপথ করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তিনি গোশতের মধ্যে রক্তবাহী ধমনীসমূহ কখনও খাবেন না। কাজেই স্ত্রীলোকটি তোমার জন্যে হারাম হয়নি।





৭৪০৭. আবূ মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এক সময় ইয়াকূব (আ.)-এর 'ইরকুন্নিসা' রোগ দেখা দেয়। ব্যথা প্রচন্ড আকার ধারণ করায় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নামে কসম করেন যে, তিনি জন্তু-জানোয়ারের রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। দেহের অন্য সব রগ, রক্তবাহী ধমনীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৭৪০৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন, তার কারণ ছিল এই যে, এক সময় হযরত ইসরাঈল (আ.)-এর ইরকুন্নিসা রোগ দেখা দেয়। তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। তখন তিনি কসম করে বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তিনি আর কখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। তারপর তাঁর বংশধরগণও তাঁর অনুকরণ করে রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। তারা এগুলোকে গোশত থেকে পৃথক করত।

৭৪০৯. কাতাদা (র.) থেকেও অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে রাবী বলেন, তারপর তিনি কসম করলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করেন, তিনি আর কখনও রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরগণ তাকে অনুসরণ করে রক্তবাহী ধমনীসমূহ বর্জন করেন এবং গোশত থেকে এগুলোকে পৃথক করে নেন। আর তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে তিনি যা নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা ছিল রক্তবাহী ধমনী বা রগসমূহ।

৭৪১০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একবার হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ইরকুন্নিসা রোগ দেখা দেয়। তখন তিনি কসম করলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে আমি রক্তবাহী ধমনীসমূহকে আমার জন্যে হারাম করব। এরূপ তিনি এগুলোকে হারাম করে নিলেন।

৭৪১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ইয়াকূব (আ.) ইরকুন্নিসা রোগে আক্রান্ত হন। তারপর তিনি রাতের বেলায় যন্ত্রণায় চিৎকার দিতে থাকেন ও আল্লাহ্র নামে কসম করেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তিনি আর রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করবেন না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাঈল (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন তা ব্যতীত বনী ইসরাঈলের জন্যে যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল।

বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র.) হাদীসে বর্ণিত زقاء শব্দের অর্থ করেছেন, চীৎকার দেয়া।

৭৪১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এ সময় ইরকুন্নিসা রোগে আক্রান্ত হন এবং রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ করা বর্জন করেন।

৭৪১৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৪১৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একবার হযরত ইয়াকূব (আ.) 'ইরকুন্নিসা' রোগে আক্রান্ত হন এবং যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে রাত যাপন করেন। তারপর তিনি রক্তবাহী ধমনীসমূহ ভক্ষণ বর্জন করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে যা হারাম করেছিলেন তা ছিল উটের গোশত ও দুধ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৪১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা শুনেছি যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) একবার 'ইরকুন্নিসা' রোগে আক্রান্ত হন এবং বলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার কাছে অতীব প্রিয় খাদ্য উটের গোশত ও দুধ। যদি তুমি আমাকে এ রোগ থেকে আরোগ্য দান কর, তাহলে আমি এগুলোকে আমার জন্যে হারাম মনে করব। বর্ণনাকারী ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, আতা ইব্ন আবী রাবাহ (র.) বলেন, ইয়াকূব (আ.) উটের গোশত ও দুধ নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন।

৭৪১৬. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। ইয়াহূদীরা মনে করত যে, তারা তাওরাতে এরূপ আয়াত দেখতে পাবে যেখানে বর্ণনা থাকবে যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। অথচ তাওরাত অবতীর্ণ হবার বহু পূর্বে হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে উটের গোশত হারাম করেছেন। এমর্মে তাওরাতে তোমরা কোন বর্ণনা পাবে না।

৭৪১৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সময় ইয়াকূব (আ.) 'ইরকুন্নিসা' রোগে আক্রান্ত হন এবং যন্ত্রণায় কাতরিয়ে কাতরিয়ে রাত কাটাতেন। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলা নামে শপথ করেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য করেন, তাহলে তিনি উটের গোশত ভক্ষণ বর্জন করবেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তারপর ইয়াহূদীরাও তা বর্জন করে। তিনি পরে এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

তিনি আরো বলেন যে, এ ঘটনাটি তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে ঘটেছিল।





৭৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) রক্তবাহী ধমনী ও উটের গোশত নিজের উপর হারাম করেন। তিনি নিতম্ব বেদানা রোগে আক্রান্ত হন এবং উটের গোশত ভক্ষণ করেন। এরপর রাত্রিকালে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। তাই শপথ করেন যে, আর কখনও উটের গোশত ভক্ষণ করবেন না।

৭৪১৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ اِلاَّ مَاحَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াকূব (আ.) জন্তু–জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ বর্জন করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর অভিমত অধিকতম শুদ্ধ যা বর্ণনাকারী আ'মাশ (রা.) হাবীব ও সাঈদ (রা.)–এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াকূব (আ.) রক্তবাহী রগ বা ধমনী এবং উটের গোশত বর্জন করেছিলেন। কেননা, ইয়াহূদীরা উক্ত দুটো বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় আজও ঐকমত্য পোষণ করে আসছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। যথাঃ

৭৪২০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদীদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করে–হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে অবগত করুন যে, তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্যে কোন্ খাদ্যটি হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ.)–এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জান যে, ইয়াকূব (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এই রোগে তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। তাই তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নামে এই বলে মানত করে। যদি আল্লাহ্ আ'আলা তাকে আরোগ্য দান করেন নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় নিজের প্রতি হারাম করবেন। আর তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশ্ত। অনুরূপভাবে সবচেয়ে প্রিয় পানীয় ছিল উটের দুধ। ইয়াহূদীরা উত্তরে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই।

ইমাম তাবারী (র.) আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ –এর তাফসীর হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! ঐ সব ইয়াহূদীদেরকে বল, যারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে উটের রগ, গোশ্ত ও দুধ হারাম করেছেন, তোমরা তাওরাত উপস্থাপন কর এবং তা পাঠ কর। অন্য কথায় তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাওরাত পেশ কর ও তা পাঠ করে শুনাও তাহলে মিথ্যা বচন ও আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের অমূলক উক্তিসমূহের অসারতা ঐসব ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে যাদের কাছে তা গোপন ছিল। আর এটাও প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে তাওরাতে এরূপ অবতীর্ণ করেননি। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তোমাদের এ দাবীতে সত্যবাদী হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে উটের গোশত হারাম হবার ব্যাপারে হুকুম অবতীর্ণ করেছেন, তাহলে তোমরা তাওরাত আমাদের সম্মুখে

আন ও উটের গোশত হারাম হবার ব্যাপারটি সম্বন্ধে আয়াতটি পাঠ করে শুনাও। এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের মিথ্যা দাবীটি প্রকাশ করে দেয়া হচ্ছে। কেননা, তারা কখনও তাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে তাওরাত উপস্থাপন করবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তাদের এরূপ মিথ্যাচার সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দিচ্ছেন। আর এ অবগতিকে তাদের বিরুদ্ধে নবী (সা.)-এর সপক্ষে একটি দলীল হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা পেশ করেছেন।

এ তথ্যটি তাদের অনেকের কাছেই গোপন রয়েছে। অপরপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মি ও তাদের দলভুক্ত নয়, তাই এ সম্বন্ধে তাঁর অবগত হবার কোন সঙ্গত উপায় থাকতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা নিজ নবী (সা.)-কে অবগত না করান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষে এ সম্বন্ধে জানা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ জানাটাও রাসূলুল্লাহ্(সা.)-এর কাছে তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় দলীল, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবূওয়াতের সাক্ষ্য বহন করে। কাজেই তিনি তাদেরও নবী বলে প্রমাণিত হন। উপরোক্ত তথ্যটি ইয়াহূদীদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে একটি রহস্য উদঘাটন করছে। আর এ সম্বন্ধে তাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক ব্যতীত অন্য কারো অবগত হবার সুযোগ নেই। তবে যাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সৃষ্ট মাখলূকের মধ্য থেকে নবী, রাসূল বা অন্য যাঁকে ইচ্ছা এ বিষয়ে অবগত করান।

(٩٤) فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

**৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই জালিম।**

এর ব্যাখ্যা ঃ- আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাওরাত আসার পর, তাওরাত ও অন্যান্য কিতাবকে পাঠ করে মুসলিম ও ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের ন্যায় দাবী করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রগ, গোশত ও দুধ হারাম করছেন, তারাই জালিম। অর্থাৎ যারা এরূপ করবে, তারাই জালিম-কাফির। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টিকারী। যেমন এ প্রসঙ্গে -

**৭৪২১.** শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ ইয়াহূদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

(٩٥) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

**৯৫. বল, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي





إِسْرَائِيلَ الآية আয়াতাংশে জানিয়ে দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াকূব (আ.) ও তাঁর বংশধরদের জন্য রগ, উটের গোশত ও তার দুধ হারাম করেননি বরং তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে এবং তাওরাতের মাধ্যমে কোন প্রকার হারাম ঘোষণা দেয়া ব্যতীতই ইয়াকূব (আ.) নিজের জন্য এসব হারাম করেছিলেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! অনুরূপভাবে তোমাদের ব্যতীত অন্য সব বান্দার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যা জানিয়েছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যবাদী। আর তোমরা যে দাবী করছ আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে রগ, উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছেন, তাতে তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা এরূপ মিথ্যাচারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করছ। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন। অর্থাৎ হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা যদি তোমাদের এ দাবীতে নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে প্রমাণ করতে চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে ধর্ম তাঁর নবী-রাসূলগণের জন্যে মনোনীত করেছেন, সেই ধর্মে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছ তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। কেননা, তোমরা অবগত আছ যে, তিনি ছিলেন একজন সত্য নবী এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁকে এমন ধর্ম দান করেছিলেন যা ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয়। আর অন্যান্য নবীগণও তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হানীফ বা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ইয়াহূদী, খৃষ্টান কিংবা মুশরিক ছিলেন না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -এর ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর ইবাদতে কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার করেননি। হে ইয়াহূদীর দল। অনুরূপভাবে তোমরাও তোমাদের একজন অন্যজনকে প্রতিপালক বলে মনে কর না এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের হুকুম যেভাবে মান্য করেছেন, সেভাবে তোমরা তোমাদের মিথ্যা প্রতিপালকের হুকুম মান্য কর না। হে মূর্তি-পূজকের দল। তোমরাও আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তি ও দেবদেবীকে নিজেদের প্রতিপালক মনে কর না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের ইবাদত কর না। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন খলীলুল্লাহ্ তাঁর ধর্ম ছিল নিরংকুশ এক আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির জন্যে নিবেদিত এবং তিনি অন্য কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করেননি। অনুরূপভাবে তোমরাও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার কর না। অথচ তোমরা সকলে একথা স্বীকার কর যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সত্য, সহজ, সরল ও সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং যে মিল্লাতে হানফিয়ার সঠিকতা সম্বন্ধে তোমরা একমত তা তোমরা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করো। আর তোমরা তোমাদের ঐক্যমতের বিপরীত নব্য সৃষ্ট বস্তুসমূহের ইবাদত থেকে বিরত থাকো। কেননা তোমরা যার উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলে তা সঠিক ও সত্য। আর এ মিল্লাতে ইবরাহীমী সত্য ও সঠিক বিধায় আমি তা পসন্দ করেছি, এটাকে অনুসরণ করার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছি। বস্তুত আম্বিয়া ও রাসূলগণও তা পসন্দ করেছেন। সর্বান্তকরণে অনুসরণ করেছেন। পুনরায় এ মিল্লাতে ইবরাহীমী ব্যতীত অন্য কোনটি সঠিক নয়। তাই আমার সৃষ্টজগতের কেউ যদি তা অনুসরণ করে কিয়ামতের দিন আমার কাছে আসে আমি তার থেকে তা গ্রহণ করব না।

এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.) কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিংবা তাদের বন্ধুও ছিলেন না। কেননা মুশরিকরা কুফরী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত এবং একে অন্যকে সাহায্য সহায়তাও করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তার খলীলকে এ অভিযোগ থেকে পূত–পবিত্র রেখেছিলেন। তাই তিনি ইয়াহূদী, খৃস্টান, মুশরিক হতে পবিত্র ছিলেন। তিনি তাদের সাহায্যকারীও ছিলেন না। বস্তুত ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিক দ্বারা মিল্লাতে হানফিয়া ব্যতীত সমস্ত ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ.) উক্ত অংশীদারী ধর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।

(٩٦) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

**৯৬. মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন– এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণকরেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে গৃহটি তৈরি করা হয়েছিল তা হচ্ছে বাক্কায়। এ গৃহটি হচ্ছে বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তবে তাঁরা বলেন, এটি সর্ব প্রথম গৃহ নয়, যা পৃথিবীতে তৈরী হয়েছিল। কেননা, এর পূর্বেও পৃথিবীতে বহু গৃহ বিদ্যমান ছিল।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪২২.** খালিদ ইব্ন 'আর'আরাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী (রা.)–এর কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি কি ঐ গৃহটি সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দেবেন যা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, 'না' ( তা সম্ভব নয় ) তবে বরকতময় সর্বপ্রথম গৃহটি হচ্ছে যেখানে মাকামে ইব্রাহীম অবস্থিত। যে ব্যক্তি এ গৃহে প্রবেশ করবে, সেনিরাপদ থাকবে।

**৭৪২৩.** খালিদ ইব্ন 'আর'আরাহ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)–কে বলতে শুনেছি জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ এ আয়াতাংশ দ্বারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নির্মিত গৃহের কথাই কি বলা হয়েছে? তিনি জবাবে বললেন, 'না' এরূপ নয়। প্রশ্নকারী আবার বললেন, তাহলে হযরত নূহ্ (আ.) ও হযরত হূদ (আ.)–এরসম্প্রদায়গণের নির্মিত গৃহগুলো সম্বন্ধে কি বলা যায়? তিনি উত্তরে বলেন, সর্ব প্রথম গৃহ দ্বারা তাদের নির্মিত গৃহের কথা বলা হয়নি বরং ঐ গৃহটির কথা বলা হয়েছে, যা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী হিসাবে পরিচিত।

**৭৪২৪.** আবূ রাজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হাফস (র.) এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ সম্বন্ধে হাসান বস্‌রী (র.)–কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন, এ আয়াতাংশে





উল্লিখিত সর্বপ্রথম গৃহটির অর্থ সর্বপ্রথম ইবাদত ঘর, যা সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্যে পৃথিবীতে নির্মিত হয়েছিল।

**৭৪২৫.** হযরত মুতির (র.) এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ –এর তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এ গৃহের পূর্বে আরো বহু গৃহ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এ গৃহটি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্যে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছিল।"

**৭৪২৬.** হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ –এ উল্লিখিত সর্বপ্রথম গৃহটি দ্বারা ঐ গৃহটিকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলারইবাদতের জন্যে বাক্কায় তৈরী হয়েছিল।

**৭৪২৭.** সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে গৃহটি নির্মাণ করা হয়েছিল, তা ছিল উল্লিখিত সর্বপ্রথম গৃহ।"

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ গৃহটি মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম নির্মিত গৃহ। তবে পুনরায় তারা এ গৃহটির নির্মাণের ধরন সম্বন্ধে মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, সমগ্র পৃথিবী তৈরি করার পূর্বে এ গৃহটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর এ গৃহটির তলদেশ থেকে সমগ্র পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করা হয়েছিল।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪২৮.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে এ গৃহটি নির্মাণ করান। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলার আরশটি সাদা মাখনের ন্যায় পানির উপরে ভাসছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ গৃহটির তলদেশ থেকে সমগ্র পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেন।

**৭৪২৯.** হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন। তারপর তার তলদেশ থেকে সমগ্র পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেন।

**৭৪৩০.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ –এ উল্লিখিত গৃহটির পদ-মর্যাদা হলো ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় যাদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে–ইমরানের ১১০ নং আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এ উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতাংশের অর্থ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।

**৭৪৩১.** ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ –এ উল্লিখিত গৃহটি সম্পর্কে বলেন, সর্বপ্রথম গৃহটি যখন তৈরি করা হয়। তখন পৃথিবীটি ছিল পানির আকারে এবং গৃহটি পৃথিবীতে মাখনের ন্যায় শুভ্র ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন। তার সাথে সাথে এ গৃহটিও সৃষ্টি করলেন। এজন্যই তা পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ।

**৭৪৩২.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম নির্মিত গৃহ। হযরত আদম (আ.) ও তাঁর পরবর্তিগণ এ গৃহটির চতুর্দিকে তওয়াফ করেছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কা'বাগৃহের স্থানটিকেই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরায় সৃষ্টি করেছেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৩৩.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কা'বাগৃহটিকে হযরত আদম (আ.)–এর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের সময় পৃথিবীতে অবতরণ করান হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)–কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমার সাথে আমার গৃহটিকেও পৃথিবীতে নিয়ে যাও, আমার আরশের ন্যায় তার চতুর্দিকেও তওয়াফ করা হবে। তারপর হযরত আদম (আ.) কা'বাগৃহের চতুর্দিকে তওয়াফ করেন এবং তাঁর পরে মু'মিন বান্দাগণ গৃহটির চতুর্দিকে তওয়াফ করেন। হযরত নূহ (আ.)–এর যুগে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)–এর সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং কাবাগৃহকে উপরে উঠিয়ে নেন। আর পৃথিবীবাসীদের যে শাস্তি প্রদান করেছেন, তা থেকে গৃহটিকে পবিত্র রাখেন। অন্য কথায় কা'বাগৃহকে ডুবিয়ে দেননি। বরং আকাশে তা আবাদ রাখেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)–এর পরে এ ধরায় আসেন এবং এ কা'বাগৃহের চিহ্ন খুঁজতে থাকেন ও পূর্বের চিহ্নের ভিত্তিতে কা'বাগৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ –এর তাফসীর সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে ঐ অভিমতটি অধিকতম শুদ্ধ, যেখানে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী হিসাবে মানবকুলের জন্যে নির্মিত গৃহটি হচ্ছে মক্কা শরীফে অবস্থিত গৃহটি। পুনরায় এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, যে গৃহটি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানবকুলের জন্যে বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী হিসাবে নির্মিত হয়েছিল তা হচ্ছে এটি, যা মক্কা শরীফ এখন অবস্থিত। "হিদায়াতের দিশারী" কথাটির অর্থ হচ্ছে, ইবাদত আদায়কারীদের ইবাদত–স্থল এবং তওয়াফকারীদের তওয়াফস্থল হিসাবে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইবাদত ও তওয়াফের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্যকে মনে–প্রাণে স্বীকার করার বহিঃপ্রকাশ। আর এ গৃহটি মক্কা শহরে অবস্থিত। এ অভিমতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর তরফ থেকে শুদ্ধ বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

**৭৪৩৪.** আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে প্রশ্ন করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! কোন্ মসজিদটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, মাসজিদে হারামকে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত কা'বাগৃহের চতুর্দিকে বেষ্টিত মসজিদ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কোন্ মসজিদটি তৈরী হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,





মাসজিদে আক্‌সা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত মসজিদটি। এরপর আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এ দুটো মসজিদের তৈরীতে ব্যবধান কত সময়? উত্তরে তিনি বলেন, 'মাত্র চল্লিশ বছর'।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাসজিদে হারামই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ। তবে এ গৃহটি বরকতময়, হিদায়াত ও ইবাদতের জন্যে দিশারী ইত্যাদি গুণগুলো ব্যতীত এ গৃহ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্য নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তার কিয়দংশ সূরা বাকারা ও কুরআনুল কারীমের অন্যান্য সূরায় এবং কিয়দংশ আলোচ্য আয়াতের অধীনে বর্ণনা করেছি। আর এ সম্পর্কে কোন্ অভিমতটি আমাদের কাছে অধিকতম শুদ্ধ তাও বর্ণনা করেছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত অংশ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا –এর অর্থ হচ্ছে, মক্কায় অবস্থিত ব্যস্তপূর্ণ বরকতময় গৃহ। মানব জাতি হজ্জ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সব সময়ই এতে ভিড় জমিয়ে রাখে। আর بكة বাক্কা শব্দটির প্রকৃত অর্থও হচ্ছে ভিড়। বলা হয়ে থাকে بك فلان فلانا فهو يبكه بكا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক লোকের কাছে ভিড় জমিয়েছে এবং কষ্ট দিয়েছে, সুতরাং সে তাঁর কাছে অধিক পরিমাণে ভিড় জমিয়ে থাকে ইত্যাদি। বহু বচনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে وهم يتباكون فيه অর্থাৎ তারা তার কাছে ভিড় জমিয়ে রাখে এবং তাকে এরূপে কষ্ট দিয়ে থাকে। সুতরাং بكة শব্দটি فعلة –এর পরিমাপে তালীলক্রমে পঠিত। যেমন আমরা বলে থাকি بك فلان فلانا অর্থাৎ অমুককে অমুক ব্যক্তি ক্লেশ ও কষ্ট দিয়েছে। আরবের এ ভূখণ্ডকে বাক্কা বলা হয়, কেননা তওয়াফ ও ইবাদতকারিগণ এখানে অন্যকে ভিড়ের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে থাকে। বস্তুত উল্লিখিত কারণে বাক্কা বলা হয়ে থাকে। মানবকুল তার চতুর্দিকে তওয়াফ করার জন্যে ভিড় জমিয়ে থাকে। কাজেই এটা ভিড়ের স্থান। যেহেতু মসজিদের বাইরে তওয়াফ করা সঙ্গত নয়। সেহেতু কা'বাগৃহের আশেপাশের স্থানটিও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য। আর ভিড়ের জন্যই এস্থানটিকে بكة বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদের বাইরের জায়গাকে مكة বলা হয়ে থাকে, بكة বলা হয় না। কেননা সেখানে মানুষ তত ভিড় জমায় না কিংবা ভিড় জমানোর প্রয়োজনও তাদের কাছে দেখা দেয়না। উপরোক্ত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির উক্তিকে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করা হয়। যিনি বলেন যে, মক্কার ভূখণ্ডকেও বাক্কা বলা হয়ে থাকে এবং হেরেমকে মক্কা বলা হয়ে থাকে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৩৫.** আবূ মালিক আল–গিফারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত بكة শব্দের অর্থ গৃহের স্থান। আর তা ব্যতীত অন্যান্য স্থানকে বলা হয় مكة –।

**৭৪৩৬.** ইব্‌রাহীম (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৪৩৭.** আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একজন মহিলা সালাত আদায়ে রত একজন পুরুষের সামনে দিয়ে কা'বাগৃহের তওয়াফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখন পুরুষটি মহিলাকে

গমনা গমনে বাধা দিলেন। এ ঘটনা থেকে আবূ জা'ফর (র.) বলেন, এ স্থানটির নাম বাক্কাহ্। কেননা, একজন অন্যজনকে বাধা দেয়, ধাক্কা দেয়, ভিড় জমায় ও বিরত রাখে।

৭৪৩৮. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بكة -কে بكة বলে নাম রাখার কারণ, এখানে নর–নারীরা একে অন্যকে ধাক্কা দেয় ও ভিড়ের জন্য ঠেলাঠেলি করতে বাধ্য হয়।

৭৪৩৯. হযরত সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে যখন বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র.) প্রশ্ন করেন, বাক্কাহ্কে কেন বাক্কাহ্ বলে নামকরণ করা হয়? তিনি জবাবে বলেন, যেহেতু লোকজন ওখানে ভিড় জমিয়ে থাকে, একে অন্যের সাথে অনিচ্ছাকৃত ঠেলাঠেলি করে থাকে সেহেতু তাকে بكة বলা হয়ে থাকে।

৭৪৪০. ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বাক্কাহ্কে বাক্কাহ্ বলে নামকরণ করার কারণ, তারা সেখানে হজ্জের উদ্দেশ্যে ভিড় করে থাকে।

৭৪৪১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্কাহ্কে বাক্কাহ্ বলে নামকরণের কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থানে সমস্ত লোককে ভিড় জমাবার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই নারীরা পুরুষের সামনে সালাত আদায় করতেন অথচ এ শহর ব্যতীত অন্য কোন শহরে এরূপ করার কোন অবকাশ নেই।

৭৪৪২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত بكة (বাক্কাহ্) শব্দের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত স্থানে নারী–পুরুষগণ ভিড় জমিয়ে থাকেন। তারা একে অন্যের পিছনে স্বীয় সালাত আদায় করেন। অথচ এ মক্কা শহর ব্যতীত অন্য কোন শহরে এরূপে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

৭৪৪৩. আতিয়াহ্ আউফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বাগৃহের স্থানটির নাম বাক্কাহ্। আর তার চারপাশের জায়গাগুলোকে বলা হয় مكة (মক্কা)।

৭৪৪৪. হযরত গালিব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন শিহাব যুহরী(র.)-কে بكة (বাক্কাহ্) শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, বাক্কাহ্ কাবাগৃহ ও মসজিদ। আর مكة শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মক্কা সম্পূর্ণ হারাম শরীফ।

৭৪৪৫. হযরত আতা (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, বাক্কাহ্ নামকরণের কারণ, নর–নারীরা তথায় ভিড় জমিয়ে থাকে।

৭৪৪৬. যামরাহ্ ইব্ন রাবীআহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাক্কাহ্ হচ্ছে মসজিদ আর মক্কা مكة হলো অন্যসব গৃহ।

এ সম্পর্কে অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ

৭৪৪৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ –এ উল্লিখিত بكة শব্দটি সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে مكة –।





ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, কারো কারো মতে কা'বাগৃহকে বলা হয়েছে مباركا বা বরকতময়। কেননা কা'বা শরীফের চতুর্দিকে তওয়াফ করলে পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। مباركا শব্দটিকে কেন যবর দেয়া হলো তার কারণ, কেউ কেউ বলেন, وضع কথাটি থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এটাকে نصب দেয়া হয়েছে। কেননা وضع দ্বারা গৃহের নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। আর এ গৃহটি এখানে معرفه অথচ مبارك কথাটি نكره কাজেই তা اعراب–এর দিক্ দিয়ে معرفه –এর অনুসারী হতে পারে না। আর اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ –এর সম্বন্ধে আমি উপরে যেসব অভিমত বর্ণনা করেছি, তাদের মতামত অনুযায়ী مباركا শব্দটি للذى ببكة থেকে حال হওয়ার কারণে নসব হয়েছে। কেননা, তাঁদের মতামত অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহটি বাক্কায় নির্মিত হয়েছে তা বরকতময়। কাজেই الذى ببكة হচ্ছে البيت –এর صفة আর الذى কথাটি তার صله সহকারে معرفه হয়েছে কিন্তু مبارك কথাটি نكره, সুতরাং তাঁদের কারো কারো মতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে مبارك শব্দতে نصب দেয়া হয়েছে। আবার কারো কারো মতে حال হিসাবে উক্ত শব্দকে نصب দেয়া হয়েছে। আর هدى শব্দটিকেও مبارك –এর উপর عطف কর نصب দেয়া হয়েছে।

(٩٧) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

**৯৭. তাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে থাকবে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।**

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ –এর পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ মতবিরোধ করেছেন। বিভিন্ন শহরের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ اية –কে جمع –এর صيغه সহকারে فيه ايات بينات পড়েছেন। অর্থ হচ্ছে علامات بينات বা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) واحد –এর صيغه হিসাবে اية بينة পড়েছেন। অর্থাৎ সেখানে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন তথা মাকামে ইবরাহীম।

পুনরায় তাফসীরকারগণ فيه ايات بينات –এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব নিদর্শন কি? তাদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম, মাশআ'রে হারাম এবং এগুলোর ন্যায় আরো বহু নিদর্শন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৪৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فيه ايات بينات –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দ্বারা মাকামে ইবরাহীম ও মাশ'আরে হারামকে বুঝান হয়েছে।

৭৪৪৯. কাতাদ (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত মাকামে ইবরাহীম সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহেরঅন্তর্ভুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেন, সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম। আর সেখানে যে প্রবেশ করবে, সেনিরাপদ।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৪৫০. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম। আর যে ব্যক্তি ওখানে প্রবেশ করবে সে হবে নিরাপদ।

আবার কেউ কেউ বলেন, সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৪৫১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ –এ উল্লিখিত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অর্থ হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম (مقام ابراهيم) অন্যদিকে যাঁরা واحد –এর صيغه অনুযায়ী اٰيَةٌ بَيِّنَةٌ পড়েছেন, তাঁরা বলেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৪৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত তাঁর দু'পদচিহ্ন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। আবার সেখানে যে প্রবেশ করবে সে হবে নিরাপদ। তাও অন্য একটি নিদর্শন।

৭৪৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর রেখে যাওয়া পদদ্বয়ের চিহ্ন।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে যে কয়েকটি অভিমত উপরে বর্ণনা করা হলো এগুলোর মধ্যে অধিকতম গ্রহণীয় হচ্ছে, ঐসব তাফসীরকারের ব্যাখ্যা, যাঁরা বলেছেন যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। আর এটা হচ্ছে কাতাদা (র.) ও মুজাহিদ (র.)–এর অভিমত এবং যা মা'মার (র.) তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অত্র বাক্যে مِنْهُنَّ কথাটি উহ্য রয়েছে। আর বাক্য বিন্যাসের সৌন্দর্যের জন্য এটাকে উহ্য রাখা হয়েছে যা সহজে বুঝা যায়।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, মাকামে ইবরাহীম সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের একটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলে অন্যান্য নিদর্শনসমূহ কি হতে পারে?

উত্তরে বলা যায় যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে মাকাম, হিজর, হাতীম ইত্যাদি।





ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, এখানে পঠিত দু'টি পাঠরীতির মধ্যে বহুবচনে পঠিত ايات بينات রীতিটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা, বিভিন্ন শহরের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ অত্র পঠনরীতিটি শুদ্ধ ও অন্য পাঠরীতিটি অশুদ্ধ বলে ঐকমত্য ঘোষণা করেছেন। অধিকন্তু মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ যে মতবিরোধের আশ্রয় নিয়েছেন, তা আমি সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং সেখানে অধিকতর শুদ্ধ অভিমতের উপর আলোকপাত করেছি। আর আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ মাকামে ইবরাহীমই গৃহীত। উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতটির তাফসীর হবে নিম্নরূপঃ

মানবকুলের জন্যে বরকতময় ও জগতকুলের জন্যে হিদায়াতের দিশারী হিসাবে যে গৃহটি সর্ব প্রথম তৈরী হয়েছিল তা বাক্কায় অবস্থিত। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি, সামর্থ্যের স্বাক্ষর ও আল্লাহ্ তা'আলার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর পদচিহ্ন বহন করছে। এগুলোর মধ্যে ঐ পাথরটিও সুপ্রসিদ্ধ যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দাঁড়িয়েছিলেন, আর এ স্থানকেই মাকামে ইবরাহীম (مقام ابراهيم) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا –এর তাফসীর সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, অন্ধকার যুগের একটি নীতির সংবাদ প্রদান করা। আর তা হলো অন্ধকার যুগে কেউ যদি কোন পাপ বা অন্যায় কাজ করত এবং পরে কা'বাগৃহে আশ্রয় নিত, তখন তাকে তথায় শাস্তি দেয়া হতো না।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

৭৪৫৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ নীতিটি অন্ধকার যুগে চালু ছিল। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রতি অবিচার করত এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত হেরেম শরীফে আশ্রয় নিত, তাকে ধরা হতো না এবং খোঁজ করা হতো না। কিন্তু ইসলামের যুগে কেউ অন্যায় করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত শাস্তির বিধানকে এড়াতে পারে না। যদি কেউ হেরেমে চুরি করার পর আশ্রয় নেয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কেউ সেখানে যিনা করে, তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে অন্যকে হত্যা করবে, কিসাস হিসাবে তাকেও হত্যা করা হবে।

কাতাদা (র.) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান বসরী (র.) বলতেন, হারাম শরীফ আল্লাহ্ ত'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে রহিত করতে পারে না। যদি কেউ হারাম শরীফের বাইরে পাপ কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত শাস্তির বিধান প্রয়োগের ভয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয় এর হারাম শরীফ তাকে শাস্তির বিধান থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হযরত হাসান (র.) যা বলেছেন, কাতাদা (র.) তা তাঁর অভিমত হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

৭৪৫৫. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এরূপ নীতি অন্ধকার যুগে চালু ছিল। তবে আজকাল যদি কেউ হরমে চুরি করে,

তাহলে তার হাত কাটা যাবে। যদি সে কাউকে হত্যা করে তাকেও কিসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর তথায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার শক্তি অর্জিত হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

**৭৪৫৬.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হরমের বাইরে কাউকে হত্যা করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, তার সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাকে ধরতে হবে এবং হরম শরীফ থেকে বের করতে হবে ও পরে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করতে হবে।

**৭৪৫৭.** হাম্মাদ (র.) থেকেও হযরত মুজাহিদ (র.)-এর ন্যায় বর্ণিত রয়েছে।

**৭৪৫৮.** হাসান (র.) থেকেও হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য পাপ কাজ করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, তাকে হরম শরীফ থেকে বের করে নিতে হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ কাবাগৃহে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি; যে ব্যক্তি এ গৃহে প্রবেশ করত অন্ধকার যুগেও নিরাপদ বলে গণ্য হতো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ, যে ব্যক্তি এ গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। অন্য কথায় এখানে ماضى-এর صيغه ব্যবহার করে مضارع-এর অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন, আমরা বলে থাকি مَنْ قَامَ لِىْ اَكْرَمْتُهُ অর্থাৎ (من يقم لى اكرمه) যে আমার জন্য দাঁড়াবে, আমিও তাকে সম্মান করবো। অথচ, শব্দগত অর্থ হলো, যে আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, আমি তাকে সম্মান করেছিলাম। তাঁরা আরো বলেন, এরূপ নীতি ছিল অন্ধকার যুগে। হারাম শরীফ প্রতিটি ভীত-সন্ত্রস্ত ও অন্যায়কারীর আশ্রয়স্থল ছিল। কেননা, ওখানে কোন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতোনা। কোন ব্যক্তি তার পিতা কিংবা ছেলের হত্যাকারীকেও কটাক্ষ দৃষ্টিতে দেখত না। তাঁরা আরো বলেন, অনুরূপভাবে ইসলামের যুগেও তা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, ইসলাম কা'বা গৃহের মর্যাদার উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করেছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৫৯.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য অপরাধ করে, যেমন হত্যা বা চুরি। তারপর সে হরম শরীফে প্রবেশ করে তাহলে তার সাথে কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হবে না, তাকে আশ্রয়ও দেয়া হবেনা বরং তাকে বাধ্য করা হবে, যাতে সে হরম শরীফ থেকে বের হয়। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলেন, এ অবস্থা তো এখন আর দেখছি না। বরং দেখছি যে, রশি দিয়ে বেঁধে হরম শরীফের বাইরে আনা হয়। তারপর শাস্তি দেয়া হয়। কেননা, হরম শরীফ অপরাধীর শাস্তিকে আরো কঠোর করতে উদ্বুদ্ধ করে।





**৭৪৬০.** আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তায়িফের একটি দূর্গে অবস্থানরত আবদুল্লাল ইব্ন যুবায়র (রা.) আমীর মুআবিয়া (রা.)-এর গোলাম সা'দকে গ্রেফতার করেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে দূত প্রেরণ করলেন এবং তাঁর থেকে গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগের বিধান সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর নিকট দূত পাঠালেন এবং জবাবে বললেন, যদি হরম শরীফে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকেও পাই আমি তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব না। পুনরায় ইব্ন যুবায়র (রা.) তাঁর কাছে দূত পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এসব অন্যায়কারীকে হরম শরীফ থেকে বের করব না? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর নিকট দূত পাঠালেন এবং জবাবে বললেন, হরম শরীফে প্রবেশ করার পূর্বে কেন তুমি তাদেরকে শাস্তি দিলে না? আবূ সায়িব (র.) তাঁর বর্ণনায় একটু বৃদ্ধি করে বলেন, তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তাদেরকে হরম শরীফ থেকে বের করালেন, তাদেরকে শূলে চড়ালেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উক্তির প্রতি মনোযোগ দিলেন না।

**৭৪৬১.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হরমের বাইরে অপরাধ করে হরম শরীফে আশ্রয় নেয়, তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে তার সাথে কোন প্রকার বেচাকেনা চলবে না, তার সাথে কথা বলা হবে না এবং তাকে আশ্রয় দেয়া হবেনা, যাতে সে হরম শরীফ থেকে বের হতে বাধ্য হয়। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হবে, তখন তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আর যে ব্যক্তি হরম শরীফে কোন অপরাধ করে, তার উপর হরম শরীফেই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

**৭৪৬২.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করবে এবং পরে কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে। কা'বাগৃহ থেকে স্বেচ্ছায় বের না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলমানগণের কোন কিছু করণীয় নেই। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হবে, তখন তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে।

**৭৪৬৩.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি উমর (রা.)-এর হত্যাকারীকেও হরম শরীফে দেখা পাই, তাহলেও আমি তাকে আক্রমণ করব না।

**৭৪৬৪.** আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ওয়ালিদ ইব্ন উতবা (র.) হরম শরীফে একজন অপরাধীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে উবায়দ ইব্ন উমায়র (র.) বললেন, হরম শরীফে অপরাধের শাস্তি দিবে না। তবে যদি সে হরম শরীফে অপরাধ করে, তাহলে তাকে ওখানে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

**৭৪৬৫.** আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে এবং পরে হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সে নিরাপদ। অন্যদিকে সে যদি হরম শরীফে অপরাধ করে, তাহলে তার উপর হরম শরীফেই শাস্তি দিতে হবে।

**৭৪৬৬.** শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হরম শরীফে অপরাধ করে, তার উপর হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে এবং পরে হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তার সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলা যাবে না এবং হরম শরীফ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কোন প্রকার বেচাকেনা করা যাবে না। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে, তখন তার শাস্তি বিধান করা হবে।

**৭৪৬৭.** আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে কা'বা গৃহে আশ্রয় নেয়, তাহলে তার সাথে মক্কাবাসিগণ কোনরূপ বেচাকেনা করবে না, তাকে পানি সরবরাহ করবে না, তাকে খাদ্য দেবে না এবং কোন প্রকার আশ্রয় দেবে না। এরূপ ভাবে যাবতীয় আচার-আচরণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ফলে সে হরম শরীফ থেকে বের হতে বাধ্য হবে। এরপর একে গ্রেফতার করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

**৭৪৬৮.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে এবং হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে কোন খাদ্য সরবরাহ করা হবে না, তার জন্যে কোন পানীয়ের ব্যবস্থা করা হবে না, কোন প্রকার আশ্রয় দেয়া হবে না, তার সাথে কথা বলা চলবে না, তাকে বিয়ে-শাদী করার সুযোগ দেয়া হবে না, তার সাথে বেচাকেনা করা হবে না। তারপর যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

**৭৪৬৯.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ কোন প্রকার অপরাধের আশ্রয় নেয় ও পরে হরম শরীফে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দেয়া হবে না, তার সাথে উঠাবসা করা যাবে না, তার সাথে বেচাকেনা করা যাবে না, তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হবে না, যতক্ষণ না সে হরম শরীফ থেকে বের হয়ে আসে।

**৭৪৭০.** অন্য এক সনদেও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৪৭১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন লোককে হত্যা করে কাবাগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তারপর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ কিংবা তার ভ্রাতার সাথে হত্যাকারীর সাক্ষাৎ হয়, তখন হত্যাকারীকে প্রতিশোধ হিসাবে হত্যা করা তার জন্যে কস্মিনকালেও বৈধ হবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর অর্থ যে ব্যক্তি কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে, সে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৭২.** ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'দাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।





ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে আমাদের নিকটে ইব্ন যুবায়র (র.), মুজাহিদ (র.) ও হাসান (র.)-এর ব্যাখ্যাসমূহ অধিক গ্রহণযোগ্য। অধিকন্তু তাঁর ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য, যিনি বলেছেন যে, এ আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর অর্থ, যে ব্যক্তি অন্য গৃহে প্রবেশ না করে কা'বাগৃহে প্রবেশ করবে ও আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত কা'বাগৃহে থাকবে, নিরাপদে থাকবে। তবে তাকে ওখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ আইনটি প্রযোজ্য ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে কা'বাগৃহের বাইরে অপরাধ করে কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে। আর যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে, তার প্রতি কা'বা শরীফের মধ্যেই তথা হরম শরীফের মধ্যেই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ঃ এ গৃহে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম -এর ন্যায় সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং যে ব্যক্তি জনগণের মধ্য থেকে এগৃহে আশ্রয় নেবার জন্যে প্রবেশ করবে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত গৃহে অবস্থান করবে নিরাপদ অবস্থায় অবস্থান করতে থাকবে। অন্য কথায়, ঘর থেকে বের হয়ে আসলেই তার উপর শাস্তির বিধান যথা নিয়মে প্রয়োগ করা হবে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন যে, হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগ করতে বাধাটা কোথায়? তার উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি হরম শরীফের বাইরে অপরাধ করে থাকে এবং পরে এ হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

অবশ্য তাকে হরম শরীফের এলাকা থেকে বের করার পন্থা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানিগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, তাকে বের করার পন্থা হলো একান্ত জরুরী জীবনোপকরণ থেকে তাকে মাহ্‌রূম করতে হবে যা তাকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অপরাধীকে বের করার নির্দিষ্ট কোন পন্থা নেই, তবে যে কোন ভাবে তাকে বের করতে হবে। পক্ষান্তরে, হরম শরীফে শাস্তি প্রয়োগের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন এগুলোর কারণেই হয়তো বা তাকে বের করার দরকার হতে পারে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে তাকে হরম থেকে বের করা ব্যতীত শাস্তি প্রয়োগ বৈধ নয়। তবে যে ব্যক্তি হরম শরীফে অপরাধ করে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়েছে, তাকে ওখানেই রেখে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। কাজেই বিষয়টির দু'টি অবস্থাই উপরে বর্ণিত একটি মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আর তা হলো, কা'বা শরীফের পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কোন অপরাধী অপরাধ করার পর যদি সে হরমে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য হরম থেকে বের করে আনা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে, অথচ আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা অর্জন করবে। তাহলে সে শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবে। এ দুটো অবস্থা বিপরীতমুখী। কাজেই কিভাবে শাস্তি দেয়া যেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে,

অপরাধী হরমে প্রবেশ করলে ভয়মুক্ত হবে; কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র পূর্ব ও পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ এতে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, কোন ব্যক্তি অপরাধ করে এ অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যদি হরমে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে হরম থেকে তাকে বের করে আনার ব্যবস্থা নেয়া মুসলিম নেতা ও মুসলমানগণের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে তারা শুধু এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন যে, কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে তাকে হরম শরীফের বাইরে নিয়ে আসা যায়।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, যে পদ্ধতিতে তাকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে, তা হলো, সমস্ত মু'মিন বান্দার পক্ষ থেকে তার সাথে বেচাকেনা না করা, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ না করা, তার সাথে কথা না বলা এবং তাকে কোন প্রকার আশ্রয় না দেয়া। এরূপে বহু উপকরণ রয়েছে। যেগুলোর আংশিক অনুপস্থিতি মানুষকে কা'বাগৃহ থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। আর সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিতির ব্যাপারে কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যে কোন উপায়েই হোক, অপরাধীকে শাস্তি দেয়া মুসলমানগণের ইমামের অপরিহার্য কর্তব্য। কাজেই এ বিধানটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিধান প্রয়োগের বিষয়টি মুসলমানগণ বিশেষ করে মুসলমানগণের নেতার অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য। অপরাধীকে বের করে আনার পদ্ধতিটি নিয়ে একাধিক মত রয়েছে ঠিক। তাকে যে ভাবেই হোক বের করতে হবে, যাতে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হরমের বাইরে এসে মহান আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। আমরা ইতিপূর্বেও এরূপ কথা বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্যে স্বীয় মাখলুকের কারো শাস্তি মওকুফ করে দেন। আর কোন স্থানে আশ্রয় নিলেও আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি থেকে সে রেহাই পাবে না।

**৭৪৭৩.** রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি মদীনাকে হরম করেছি, যেমন ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হরম করেছেন। মুসলমানগণ এব্যাপারে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তিকে এড়াবার জন্যে হরমে নবী (সা.) অর্থাৎ মদীনা তায়্যিবাতে আশ্রয় নেয়, তাহলে সেখানে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মবিদগণ যদি একথার উপর একমত না হতেন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর হরমে আশ্রয় গ্রহণকারী কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যে পর্যন্ত না আশ্রয় গ্রহণকারীকে যে কোন উপায়ে হোক বের করে আনা যায়, তবে হরম শরীফই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত আইন প্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। যেমন মহানবী (সা.) হরম আইন প্রয়োগের উৎকৃষ্টস্থান। তবে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার হরম (কা'বা) থেকে আশ্রয় গ্রহণকারীকে আল্লাহ্র আইন প্রয়োগের জন্য বের করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ নীতিটি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর অর্থ হবে, সে হরমে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে, নিরাপদ থাকবে। অনুরূপ ভাবে বলা যাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সেখান থেকে বের হওয়া বা বের করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে। বের হবার অথবা বের করে দেবার পরই সে নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলবে





যেন সে হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করেনি কিংবা সেখানে অবস্থান করেনি বলে ধরে নিতে হবে। পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (যাদের উপরে শরীআতের আহকাম প্রযোজ্য, তাদের মধ্য থেকে যাদের কা'বাগৃহে পৌঁছে হজ্জ করার উপায় ও সম্বল আছে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ ফরয করেছেন। )

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে পৌঁছার কষ্ট সহ্য করে হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে, তাঁর উপর হজ্জ ফরয। পূর্বে আমরা হজ্জ শব্দটির সম্ভাব্য অর্থসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ইমাম ইবন জারীর (র.) তাবারী আরও বলেন, অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। হজ্জ ফরয হবার ব্যাপারে শক্তি-সামর্থ্যসহ কি কি বস্তুর প্রয়োজন তা নিয়েও তাঁদের একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত السبيل-এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৭৪.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, উমর (রা.) অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا-এ উল্লেখিত سبيل-এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৭৫.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইব্ন দীনার (রা.)-ও سبيل-এর অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৭৬.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, سبيل-এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৭৭.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيلا -এর অর্থ হচ্ছে, বান্দার শারীরিক সুস্থতা, সহজলভ্য বাহন ভাড়া এবং পাথেয় সংগ্রহ।

**৭৪৭৮.** সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর তাফসীর সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনশত দিরহামের মালিক তারই বাহন ভাড়া আছে বলে গণ্য করা হবে।

**৭৪৭৯.** ইসহাক ইব্ন উছমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আতা (র.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا-এ উল্লিখিত سبيل-এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৮০.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل-এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন। এর অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ বাহন ভাড়া ও পাথেয়।

**৭৪৮১.** সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

**৭৪৮২.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

**৭৪৮৩.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا তখন এক ব্যক্তি আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ سبيل–এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত سبيل শব্দটির অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

উপরোক্ত মতামতের সমর্থনকারীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ প্রসঙ্গে বহু বর্ণনা পেশ করেছেন। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো।

**৭৪৮৪.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا–এর তাফসীর বলছিলেন। তখন অত্র আয়াতাংশ উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, سبيل–এর অর্থ হচ্ছে, পাথেয় ও বাহন ভাড়া।

**৭৪৮৫.** ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা.) অত্র আয়াতাংশ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশে উল্লিখিত السبيل শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হজ্জব্রত পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন ভাড়া ও পাথেয়।

**৭৪৮৬.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل শব্দটির অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, এর অর্থ হচ্ছে পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৮৭.** আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জব্রত পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ও পাথেয়ের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেনি, সে ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান হয়ে মারা যাক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

**৭৪৮৮.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ হাদীসটি বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে একজন প্রশ্নকারী অথবা একজন লোক প্রশ্ন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি পাথেয় ও বাহন সংগ্রহ করতে পারে।

**৭৪৮৯.** হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাথেয় ও বাহন ভাড়ার মালিক হলো অথচ হজ্জ করল না সে ইয়াহূদী





অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। কেননা, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

**৭৪৯০.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ আয়াতাংশে বর্ণিত سبيل–এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তার অর্থ পাথেয় ও বাহন।

**৭৪৯১.** হযরত হাসান (র.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ, এমন শক্তি যদি কেউ তার মালিক হয়, তখন তার উপর হজ্জ ফরয হয় এবং হজ্জে যাবার মত তার শক্তি-সামর্থ্য হয়েছে বলে হজ্জ আদায় না করলে তার জন্যে দায়ী হতে হয়। আর এ শক্তি কোন সময় পদব্রজে কিংবা ভ্রমণ বাহন সংগ্রহ মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। তবে আবার কোন কোন সময় পদব্রজ কিংবা ভ্রমণ বাহন সংগ্রহ হবার পরও কা'বায় পৌঁছতে হজ্জ গমনেচ্ছুক অক্ষম হয়ে যায়, যদি তার রাস্তা দুশমন কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অথবা পানি ও অন্যান্য সামগ্রী কম সংগ্রহ হবার কারণেও অক্ষমতা দেখা দেয়। তারা এজন্যই বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাই সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। একথা বলে যে, যে ব্যক্তি سبيل কিংবা পাথেয় ও পথ ভ্রমণ ভাড়া সংগ্রহ করবে, তার উপরই হজ্জ ফরয হয়ে থাকে। আর মক্কায় পৌঁছার পথটি নিরাপদ হতে হয়। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে হজ্জ আদায় ফরয হবে না। কাজেই, মক্কা শরীফে পৌঁছাটা কোন সময় শুধুমাত্র পদব্রজে হয়ে থাকে যদিও বাহনের অভাব দেখা যায়। আবার কোন সময় শুধু বাহনে কিংবা অন্য কোন উপায়ে হয়ে থাকে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৯২.** হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ সামর্থ্য অনুযায়ী।

**৭৪৯৩.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سبيل –এর অর্থ পাথেয় ও ভ্রমণ বাহন ভাড়া, যদি হজ্জে গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তি সুস্থ-সবল যুবক হয়, অথচ তার কোন সম্পদ নেই, তাহলে তার উপর কর্তব্য খাদ্য ও মজুরী নিয়ে নিজেকে শ্রমে নিয়োজিত করা, যাতে সে কোন দিন হজ্জ আদায় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। তখন হযরত দাহ্হাক (র.)–কে কেউ প্রশ্ন করে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহলে তার বান্দাদেরকে বায়তুল্লাহ্ গমন করতে অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কারোর যদি কোন মীরাস মক্কায় থেকে থাকে, তাহলে সে কি তা ছেড়ে দেবে? আল্লাহর কসম ! ঐ লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সে মক্কায় পৌঁছবে। হজ্জের ব্যাপারটিও তদ্রূপ এবং এ জন্যই তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে।

**৭৪৯৪.** আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ এমন সম্পদের মালিক হয়, যার দ্বারা সে মক্কা মুকাররমাতে পৌঁছতে পারে, তাহলে সে মক্কা মুয়াযযমাতে যাবার শক্তি অর্জন করেছে বলে গণ্য করা হবে যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

**৭৪৯৫.** আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

**৭৪৯৬.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ وَجَدَ شَيْئًا يُبَلِّغُهُ فَقَدِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অর্থাৎ যদি কেউ কোন সম্পদের মালিক হয় যা দিয়ে সে কা'বাগৃহে পৌঁছতে পারে, তাহলে বুঝা গেল তার سبيل অর্জিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কা'বাগৃহের প্রতি سبيل অর্জিত হবার অর্থ, সুন্দর স্বাস্থ্য অর্জিত হওয়া।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৪৯৭.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত দাস ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত سبيل–এর অর্থ হচ্ছে الصحة বা সুন্দর স্বাস্থ্য।

**৭৪৯৮.** ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি ব্যয় নির্বাহ, শারীরিক সুস্থতা, পরিবহন সংগ্রহ সম্পর্কে শক্তি অর্জন, করেছে তাঁর উপরই হজ্জ ফরয করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তার শারীরিক অসুস্থতা থাকে, যার কারণে সে হজ্জ আদায় করতে সক্ষম নয়, তাহলে সম্পদের দিক দিয়ে শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তার উপর হজ্জ ফরয হয় না। যেমন যদি কেউ সুস্থতার দিক দিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তার সম্পদ নেই কিংবা তার খোরাকী বা পাথেয় নেই, ফকীহ্গণ বলেন, তাহলে তাকে হজ্জ করার জন্যে বলা হবে না। অন্য কথায়, তার উপর হজ্জ ফরয বলে ঘোষণা দেয়া হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্য থেকে ঐ উক্তিটি অধিকতর শুদ্ধ বলে বিবেচিত যা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র.) এবং আতা (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উক্তি অনুযায়ী سبيل –এর অর্থ হচ্ছে শক্তি। পুনরায় سبيل –এরক্রমবেশী, শক্তির কম বেশীর সাথে সম্পৃক্ত। আরবী ভাষায় سبيل –এর অর্থ হচ্ছে الطريق বা রাস্তা। তাই যে, ব্যক্তি হজ্জের দিকে রাস্তা পেয়েছে বলে গণ্য সে ব্যক্তির কাছে কালগত, স্থানগত, দুশমনজনিত বাধাবিঘ্ন নেই, কিংবা রাস্তায় পানির স্বল্পতা, পাথেয়ের অভাব এবং চলার অক্ষমতা ইত্যাদি থেকে সে মুক্ত বলে বিবেচিত। তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। হজ্জ আদায় ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। যদি সে হজ্জে গমনের سبيل বা রাস্তা অর্জন না করতে পারে অর্থাৎ সে হজ্জ করতে সক্ষম নয়, উপরে উল্লিখিত





অসুবিধার কোন একটি থেকে সে মুক্ত নয়, তাহলে সে হজ্জের প্রতি রাস্তা বা سبيل অর্জন করেনি, কিংবা সে হজ্জ করতে সক্ষম নয় বলে বিবেচিত হবে। কেননা, استطاعة বা সক্ষমতার অর্থ হচ্ছে, এসব অসুবিধার সম্মুখীন না হওয়া। আর যে ব্যক্তি এসব অসুবিধা অতিক্রম করতে পারে না, কিংবা গুটিকয়েক অসুবিধা অতিক্রম করতে পারে না, তাহলে তাকে হজ্জ আদায়ে অক্ষম বলে বিবেচনা করতে হবে এবং সে سبيل অর্জন করেনি বলে গণ্য হবে। আলোচিত অভিমতটি অন্যান্য মতামত থেকে অধিকতর শুদ্ধ হবার কারণ হচ্ছে, আয়াতটির হুকুম বা কার্যকারিতা আম বা সাধারণ। কাজেই প্রত্যেক শক্তিমানের উপরই হজ্জ ফরয বলে গণ্য। কিছু পরিমাণ শক্তি অর্জিত হলে তার উপর হজ্জ ফরয হয় না অথবা তার থেকে ফরয রহিত হয়ে গেছে বলেও আল্লাহ্ তা'আলার কালামে কোন প্রকার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়নি। আর শক্তি অর্জন সম্পর্কে শুধুমাত্র পাথেয় ও বাহন তাড়া অর্জিত হওয়াকে যথেষ্ট বলে যে সব বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এগুলোর সনদ নিয়ে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাই এগুলোর মাধ্যমে শরীআতের হুকুম প্রয়োগ করা বৈধ হয়।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, حج শব্দটির পঠন পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। ইরাক ও মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে একদল বিশেষজ্ঞ حج শব্দটির ح তে زبر দিয়ে পাঠ করেছেন। তাঁরা পড়েছেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا তাদের মধ্যে থেকে অন্য একটি দল ح–তে زير দিয়ে পাঠ করেছেন। তারা পড়েছেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ আর زبر ও زير দিয়ে পাঠ করা আরবী ভাষায় দুটো প্রসিদ্ধ কিরাআত। যেরসহ পঠনরীতিটি নজদবাসীদের এবং যবরসহ পাঠ রীতিটি আলীয়াবাসীদের। অধিকন্তু এ দুটো কিরাআতের মধ্যে অর্থের দিক্ দিয়ে বা অন্য দিক দিয়ে কোন প্রকার পার্থক্য আছে বলেও আরবী ভাষাভাষীদের কাছে সুবিদিত ও স্বীকৃত নয়। শুধুমাত্র কিরাআত দু'টির ভিন্নতাই সকলের নিকট পরিদৃষ্ট।

**৭৪৯৯.** হুসায়ন আল-জু'ফী (র.) বলেছেন, الحج–এর ح তে فتح দিয়ে পাঠ করলে তা হবে اسم আর ح তে كسره দিয়ে পাঠ করলে তা হবে عمل তবে হুসায়ন জু'ফী (র.)-এর উক্তিটি আরবী ভাষাবিদদের কাছে সুপরিচিত নয়। আর তারা এ পার্থক্যটি সম্বন্ধে অবগত বলেও কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তারা এ তথ্যটির উপর একমত যে, কোন অর্থের হেরফের না হয়ে দু'টি ভিন্ন কিরাআত অর্থাৎ ح তে فتحه কিংবা كسره পড়ার মধ্যে কোন প্রকার ভিন্ন অর্থ নেই। এদুটো কিরাআত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো ইসলাম–প্রিয় মনীষীদের কাছে এদুটো কিরাআতের অর্থ নিয়ে কোন মতভেদ নেই বা অন্য দিক দিয়ে কোন জটিলতা নেই। দুটো কিরাআতই জ্ঞানী গুণীদের কাছে গ্রহণীয় ও সুপ্রসিদ্ধ। কাজেই দুটো কিরাআতই আমাদের কাছে শুদ্ধ। যেকোন কিরাআতই অর্থাৎ حج কিংবা حج উভয় পঠনরীতি শুদ্ধ বলে গণ্য।

তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশ من استطاع–এর উল্লিখিত من শব্দটি الناس শব্দটি থেকে بدل হওয়ায় مكسور–এর محل –এ রয়েছে। কেননা, আয়াতটির অর্থ হবেঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অত্র আয়াতাংশে من শব্দটির পূর্বে الناس উল্লেখ করায় من استطاع اليه سبيلا

দ্বারা এমন ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কেননা, হজ্জ সকলের উপর ফরয করা হয়নি। বরং কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নিন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার গৃহের হজ্জ করার অপরিহার্য কর্তব্যকে অস্বীকার করে ও প্রত্যাখ্যান করে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার, তার হজ্জের, তার আমলের এবং সে ব্যক্তি ও অন্যান্য জিন, ইনসান কারোরই মুখাপেক্ষী নন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫০০.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়নি।

**৭৫০১.** দাহহাক (র.) ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে।

**৭৫০২.** আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে।

**৭৫০৩.** ইমরান আল-কাত্তান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়নি।

**৭৫০৪.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ ...ومن كفر–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে।

**৭৫০৫.** মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ كَفَرَ–এর অর্থ, যে ব্যক্তি হজ্জকে অস্বীকার করে।

**৭৫০৬.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে।

**৭৫০৭.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে নিজের উপর ফরয বলে গণ্য করে না। অন্য কথায়, অস্বীকার করে।

**৭৫০৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ كَفَرَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জকেপ্রত্যাখ্যান করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, হজ্জের জন্যে তার কোন পুরস্কার নেই। কিংবা হজ্জ না করার জন্যে তার কোন শাস্তিও নেই।





**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫০৯.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি সে হজ্জ করে, তাহলে তা ছওয়াবের কাজ বলে মনে করে না; কিংবা যদি সে হজ্জ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা পাপের কাজ বলে মনে করে না।

**৭৫১০.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি সে হজ্জ করে তাহলে তা পুণ্যের কাজ বলে মনে করে না এবং যদি সে হজ্জ করা হতে বিরত থাকে, তাহলে সে তাকে পাপের কাজ বলে মনে করে না।

**৭৫১১.** আবু দাউদ নুফাই' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, অন্য কথায় অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ তখন বনী হুযায়ল থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি, সে কি কুফরীর আশ্রয় নিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি সে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করেনি। আর যে ব্যক্তি হজ্জ করে অথচ কোন পুণ্যের আশা করে না, তাহলে সেও অনুরূপ।

**৭৫১২.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হজ্জ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে না আর হজ্জ না করাকেও কোন পাপের কাজ বা শাস্তির যোগ্য মনে করে না।

আর কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরকালকে অস্বীকার করে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫১৩.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনাকারী প্রশ্ন করেন, এ কোন্ ধরনের কুফর? উত্তরে তিনি বলেন, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে।

**৭৫১৪.** হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৫১৫.** হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন হজ্জের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে একত্র করেন এবং ইরশাদ করেন, "লোক সকল ! নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই, তোমরা হজ্জ কর।" এ আহবানে একদল সাড়া দিলেন। তারা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সত্য নবী হিসাবে গণ্য করে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তবে পাঁচটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি ঈমান আনেনি। বরং কুফরী করে এবং বলে আমরা কা'বা গৃহের প্রতি ঈমান আনব না, এর দিকে মুখ করে নামায আদায় করব না এবং এটাকে কেবলা বলে মানব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

**৭৫১৬.** আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ الاية–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সৃষ্টি জগতে যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টজগতের মুখাপেক্ষী নন।

**৭৫১৭.** ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।

**৭৫১৮.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কয়েকটি সম্প্রদায় বলল, "আমরা মুসলিম", তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ তারপরর মু'মিন ব্যক্তিগণ হজ্জ আদায় করলেন, কিন্তু কাফির দল হজ্জ আদায় করল না। তারা বসে রইল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, যে ব্যক্তি মাকামে ইব্রাহীমে অবস্থিত নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫১৯.** ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এ তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ...... مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বলেন, যে কেউ এসব নিদর্শনকে অস্বীকার করবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তা'আলা জগতবাসীর মুখাপেক্ষী নন। এমন নয়, যেমন তারা ( কাফিররা ) বলে থাকে। যে ব্যক্তি হজ্জ করল না অথচ সে ধনী এবং তার পাথেয় আছে, তাহলে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করল। মুশরিকদের একটি দল তখন বলল, আমরা এসব নিদর্শনকে অস্বীকার করি, আমরা এদের মত হজ্জ আদায় করি না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা জগতবাসীর মুখাপেক্ষী নন।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের অর্থ, যে ব্যক্তি কাবাগৃহকে অস্বীকার করে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫২০.** আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের অর্থ যে কেউ কা'বাগৃহকে প্রত্যাখ্যান করে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতাংশ مَنْ كَفَرَ–এর অর্থ, تركه اياه অর্থাৎ যে কা'বাগৃহকে মৃত্যু পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে।

**৭৫২১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ كَفَرَ الاية–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের অর্থ, যে ব্যক্তি হজ্জ করার সঙ্গতি অর্জন করেছেন, অথচ হজ্জ করেনি, সে কাফির বলে গণ্য হয়েযায়।





ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, وَمَنْ كَفَرَ –এর তাফসীর সম্পর্কে উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে অধিকতর গ্রহণীয় তাফসীর হচ্ছে, যে কেউ হজ্জের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার কিংবা প্রত্যাখ্যান করে তাকে জেনে রাখতে হবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তার, তার হজ্জের ও বিশ্বজগতের কারোর মুখাপেক্ষী নন। আমরা এ উক্তিটিকে অধিকতর যোগ্য বলে গ্রহণ করেছি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, وَمَنْ كَفَرَ কথাটি আল্লাহ্ তা'আলা وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا আয়াতাংশের পরে উল্লেখ করেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে হজ্জকে অস্বীকার করার দরুন মানুষ যে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এ তথ্যটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা। অথচ হজ্জের অপরিহার্যতাকে অস্বীকারকারী এবং অন্য কাফিরদের আবাসস্থল একই হয়ে থাকবে। তদুপরি কুফরীর মূল হলো অস্বীকার করা। আর যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের হজ্জকে অস্বীকার করবে কিংবা হজ্জের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি সে এ ধারণা নিয়ে হজ্জ করে, তাহলে তার এ হজ্জে পুণ্য অর্জিত হবে না। আর যদি সে হজ্জকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হজ্জ না করে, তাহলে সে হজ্জ না করাটাকেও পাপ মনে করবে না। উপরোক্ত বিশ্লেষণগুলো যদিও বাক্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিভিন্ন কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি অপরটির অত্যধিক নিকটবর্তী।

(৯৮) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

**৯৮. বল, হে কিতাবিগণ ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর অথবা তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষী।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, হে বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ! যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ–এর ব্যাখ্যা ঃ তোমাদের গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত যে সব দলীলাদি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তোমাদের সমীপে পেশ করেছেন এগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর নবুওয়াত ও সত্যবাদিতাকে প্রমাণিত করে। সেগুলোকে তোমরা কেন অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা তাঁর সত্যবাদিতাকে জান। তাদের এ হীন কর্মপন্থার দিকে ইংগিত করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের এ কুফরী সম্বন্ধে তারা অবগত হবার পরও তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সম্মানিত রাসূলের প্রতি কুফরী আরোপ করছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫২২.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাদির অর্থ হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

**৭৫২৩.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে কিতাবীদের দ্বারা ইয়াহূদ ও খৃষ্টানদের কথাই বলা হয়েছে।

(৯৯) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

**৯৯. বল, হে কিতাবিগণ ! যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে কেন আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছ, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।**

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য যারা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ইয়াহূদ সম্প্রদায়! لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছ এবং আম্বিয়া, আওলিয়া ও ঈমানদারদের জন্যে সুনির্ধারিত তরীকা গ্রহণে বিমুখতার আশ্রয় নিচ্ছ? অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مَنْ اٰمَنَ-এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাও সত্য জানে। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا-এর অর্থ হচ্ছে তোমরা এতে বক্রতা অন্বেষণ করছ। পুনরায় تبغونها শব্দটিতে উল্লিখিত ها সর্বনামের مرجع হচ্ছে السبيل। আর السبيل শব্দটি প্রচলিত مؤنث হওয়ায় مؤنث-এর ضمير-ها-এর লওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে تبغون لها عوجا। এ বাক্যাংশে উল্লিখিত تبغون শব্দটির প্রচলিত অর্থ প্রসিদ্ধ কবি سحيم عبد بنى الحسحاس-এর কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, بَغَاكَ وَمَا تَبْغِيْهِ حَتّٰى وَجَدْتَهُ كَاَنَّكَ قَدْ وَاعَدْتَهُ اَمْسِ مَوْعِدًا অর্থাৎ সে তোমাকে খোঁজ করছে অথচ তুমি তার খোঁজ রাখ না। তোমার খোঁজ করার তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি তাকে গতকাল ওয়াদা দিয়েছ যে তুমি তাকে অবশ্যই খুঁজবে।

এ কবিতায় উল্লিখিত بغاك-এর অর্থ طلبك অর্থাৎ সে তোমাকে খোঁজ করছে। আর وماتبغيه-এর অর্থ হচ্ছে وماتطلبه অর্থাৎ তুমি তাকে খোঁজ করছ না কিংবা তুমি তাকে খোঁজ করা থেকে বিরত থাকছ না। বলা হয়ে থাকে اَبْغِنِى كَذَا অর্থাৎ সে আমাকে খোঁজ করেছে। আর যদি আরবী ভাষাভাষিগণ কাউকে কোন কাজে সাহায্য করার কিংবা কাউকে খোঁজ করার স্বীকৃতিসূচক বাক্যটি ব্যবহার করতে চায়, তখন তাঁরা বলে اَبْغِنِى অর্থাৎ সে আমাকে খোঁজ করার ব্যাপারে সাহায্য করল। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে اَحْلِبْنِى অর্থাৎ সে আমার জন্যে দোহনের কাজ সমাধা করল কিংবা সে আমাকে দোহনের কাজে সাহায্য করল। এ ধরনের বাক্য গঠন পদ্ধতি আরবী ভাষায় বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। বর্তমান বাক্যটি উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত عوج শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اود ও ميل অর্থাৎ বোঝা ও ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি। তবে এখানে হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহীতে প্রত্যাগমন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ মনোনীত





দীনের সত্য নীতিকে আঁকড়িয়ে ধরা ও স্থায়িত্ব অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্রতা অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে কেন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দীনে বাধা দিচ্ছ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মনে প্রাণে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। উপরোক্ত বাক্যটিতে আল্লাহ্ তা'আলার ও মনোনীত দীনকে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এতে তার দীনের অনুসারীদেরকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দীনের অনুসারী যারা সোজা রাস্তা অবলম্বন করে রয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং হিদায়াত ও যুক্তিযুক্ত অবস্থান থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে কেন প্রয়াস পাচ্ছ। প্রকাশ থাকে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত عوج শব্দটির ع-কে كسره দিয়ে পাঠ করলে অর্থ হবে الاودفى الدين والكلام অর্থাৎ দীন ও কথার মধ্যে অপ্রিয় বোঝার সৃষ্টি করা কিংবা অতিরিক্ত কথা বলা। আর ع-কে فتحه দিয়ে পাঠ করলে অর্থ হবে বাগান ও খালের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়া এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী ও আকষর্ণীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত وانتم شهداء-এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে রাস্তায় অন্যকে বাধা দিচ্ছ তা সত্য। আর এ সত্য তার ব্যাপারটি তোমরা জান ও তোমাদের কিতাবে তা বিদ্যমান পাচ্ছ। কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী রয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে অনবহিত নন। তোমরা এমন ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করছ যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য পসন্দ করেন না। এ ছাড়া তোমাদের অন্য কার্যাদি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত রয়েছেন। তোমাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা অতি সহসা এ দুনিয়াতে প্রদান করেন। আবার কোন কোন কাজের প্রতিদান বিলম্বে প্রদান করেন। অর্থাৎ আখিরাতে যখন বান্দা তাঁর প্রতিপালকের সামনে হাযির হবে, তখন তিনি তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন।

কথিত আছে যে, উপরোক্ত দু'টি আয়াত যথা يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ الاية এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ অর্থাৎ فَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহ এক ইয়াহূদী ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এ ব্যক্তিটি ইসলামের আবির্ভাবের পর আনসারদের দু'টি সম্প্রদায় আউস ও খাযরাজ বন্ধুত্বের রজ্জুতে সুদৃঢ়ভাবে বন্দী হবার পর উভয় সম্প্রদায়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে, যাতে তারা পূর্বের ন্যায় জাহিলিয়াত যুগের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার এরূপ কাজের জন্য কঠোরতা আরোপ করেন, ভর্ৎসনা করেন এবং তার এরূপ হীন কাজের স্বরূপ তুলে ধরেন। আর একাজের জন্য তাকে দোষারোপ করেন। অন্যদিকে রাসূল(সা.)-এর সাহাবা কিরামকে নসীহত করেন এবং তাদেরকে অনৈক্য ও মতানৈক্যের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। পক্ষান্তরে তাদেরকে ঐক্য ও বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্যে তাগিদ প্রদান করেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫২৪.** যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন শা'স ইব্ন কায়স নামক একজন বৃদ্ধ কাফির সমবেত আউস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক সাহাবা একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সাহাবা কিরামের এ দলটি কথাবার্তা ও আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। শা'স ইব্ন কায়স ছিল অন্ধকার যুগের একজন পঙ্গু বৃদ্ধ কট্টর কাফির। সে ছিল মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি অতিশয়

নিষ্ঠুর ও বড় প্রতিহিংসা পরায়ণ। সে মুসলিম উম্মাহ্র এ দলটির একত্ব, বন্ধুত্ব এবং অন্ধকার যুগের অনিষ্টকর শত্রুতা ভুলে গিয়ে ভাই ভাই হিসাবে ইসলামের যুগে পরস্পরের সুদৃঢ় বন্ধন দেখে ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং গুনগুন করে বলতে লাগল, 'বনী কিলাবের যে একদল ধর্মচ্যুত ব্যক্তিবর্গ (মুসলিম উম্মাহ্) এ শহরে (মদীনায়) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হয়েছে আল্লাহ্র কসম তাদের এ দলটি যতদিন আমাদের এখানে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের সাথে আমাদের সহ–অবস্থান করে আমাদের শান্তিলাভ করা সম্ভব হবে না,' এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে তার সাথে গমনকারী একটি ইয়াহূদী যুবককে সে বলল, তাদের প্রতি অগ্রসর হও, তাদের সাথে বস এবং তাদেরকে মহাপ্রলয়কারী বু'আস যুদ্ধ ও এর পূর্বেকার ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দাও। আর তারা যে সব কবিতা পাঠ করে তার কিছু তাদেরকে পুনরায় শুনিয়ে দাও। বু'আস যুদ্ধ আউস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। আর এ যুদ্ধে আউস সম্প্রদায় খায্রাজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। ইয়াহূদী যুবক কাফিরটি কথা যথাযথ পালন করল ও উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করে তুলল। এতে জনতা ক্ষেপে উঠে এবং পরস্পর ঝগড়ায় মত্ত হয়ে পড়ে ও একে অন্যের উপর ভিত্তিহীন গর্ববোধ করতে শুরু করে। এমনকি দু'টি গোত্রের দু'জন ব্যক্তি একে অন্যের উপর আক্রমণ করে বসে ও বিতর্কে উপনীত হয়। তাদের একজন হলো আউস গোত্রের বনী হারিছা ইব্ন আল-হারিছ, আউস ইব্ন কাওযী, অন্য একজন হলো খাযরাজ গোত্রের বনী সালমার জাব্বার ইব্ন সাখার। একজন অন্য জনকে বলল, যদি তোমরা চাও, তাহলে আমরা এখনও যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থাকে প্রত্যাবর্তন করাতে পারি। অর্থাৎ আমরা সে যুদ্ধকে পুনরায় বাধাতে পারি। তারপর দু'টি দলই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল এবং তারা বলতে লাগল, আমরা এরূপ করেছি, ঐরূপ করেছি, এসো, এসো, হাতিয়ার উঠাও, ক্ষমতা প্রমাণ কর ও প্রকাশ কর, চল বাইরে গিয়ে মাঠে পরস্পর ক্ষমতা প্রদর্শন করি। এ বলে তারা মাঠে বের হয়ে পড়ল এবং জনসাধারণও একে অন্যের সাথে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া–ফাসাদ শুরু করে দিল। অন্ধকার যুগে তারা যেসব আপন আপন মাহাত্ম্য ও গৌরব নিয়ে একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করত, সেগুলোকে আজও প্রমাণ করার জন্যে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা নিজ দলের একজনের দাবীর সমর্থনে অন্যজন করতে লাগল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কাছে ঘটনার সংবাদ পৌঁছে, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত মুহাজিরদেরকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং বলতে লাগলেন, হে মুসলিম উম্মাহ্ ! তোমরা আল্লাহ্কেই শুধু ভয় কর, তোমরা কি অন্ধকার যুগের অর্থহীন গৌরব প্রদর্শনে মত্ত হয়ে পড়েছ ! অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, ইসলামের মাধ্যমে অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুসংস্কার তোমাদের থেকে দূরীভূত করেছেন। এরই মাধ্যমে তোমাদেরকে কুফরী থেকে উদ্ধার করেছেন, আর তোমাদের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। এরপরও কি তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেতে চাও? তারপর মুসলিম উম্মাহ্ বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এটা ছিল বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচিত একটি কুমন্ত্রণা এবং দুশমনের একটি ষড়যন্ত্র। তাই তারা হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিলেন এবং অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। আর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্





(সা.)–এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বাণীসমূহ শ্রদ্ধার সাথে শুনলেন ও এগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার চরম শত্রু শা'স ইব্ন কায়স মুনাফিক যে ষড়যন্ত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চেয়েছিল আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্বাপিত করে দিলেন এবং শা'স ইব্ন কায়সের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল করেন– হে কিতাবিগণ ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহকে কেন প্রত্যাখ্যান করছ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষী রয়েছেন। সুতরাং যারা ঈমানদার বান্দা, তাদের পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তাদেরকে সঠিক পথে চলতে কেন বাধা দিচ্ছ। ..... এরপর আউস ইব্ন কায়সী ও জাব্বার ইব্ন সাখার এবং তাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর যারা তাদের সাথে সহযোগী হয়ে মু'মিন বান্দাদের মাঝে আবার অন্ধকার যুগের কুকর্মের প্রবণতাকে উস্কানি দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তাদের স্বরূপ বর্ণনার্থে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল করেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলের একটি দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা অত্র আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় মদীনাতুল মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিল। আর এসময়ের খৃষ্টানদের প্রতিও এ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পথ থেকে মু'মিনদের বিচ্যুত করার একটি পদ্ধতি ছিল এরূপ যে, যখন তাদেরকে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে প্রশ্ন করত, তখন তারা তাকে ভুল সংবাদ দিত। যদি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করত যে, তারা কি তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ্(সা.) সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পেয়েছে? তখন তারা বলত যে, তাদের কিতাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কোন প্রশংসা বা বর্ণনা দেখতে পায়নি।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫২৫.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করত, তোমরা কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে কোন বর্ণনা বা উল্লেখ তোমাদের কিতাবে পেয়েছ? তখন তারা প্রতি উত্তরে বলত, না এমনিভাবে তারা জনগণকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্(সা.) থেকে বিরত রাখত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিরোধিতা করত। তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত عوجا শব্দটির অর্থ হচ্ছে جاهلا অর্থাৎ অজ্ঞতা।

**৭৫২৬.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর অর্থ হচ্ছে لم تصدون عن الاسلام وعن نبى الله (অর্থাৎ তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার নবী ও ইসলামে এমন ব্যক্তিকে বাধা দিচ্ছ যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত কিতাবে যা পড়ছ তা সম্বন্ধে তোমরা সাক্ষী। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত কিতাবে পড়ছ যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং ইসলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দীন।

আর এই দীন ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অন্য কোন দীন গ্রহণীয় নয় এবং এ দীনের পরিবর্তে অন্য কোন দীন যথেষ্ট নয়। একথাটি তোমরা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ তাওরাত ও ইনজীল কিতাবদ্বয়ে লিখিত ও সংরক্ষিত দেখতে পেয়েছ।

**৭৫২৭.** রবী' (র.) থেকে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৫২৮.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। আল্লাহ্র পথে মুসলমানদেরকে বাধা দিতে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর তাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন জনগণকে পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করার ইচ্ছা পোষণ না করে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, সুদ্দী (র.)–এর অভিমত অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ

**হে ইয়াহূদী** সম্প্রদায়! তোমরা **হযরত** মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কেন বাধা সৃষ্টি কর? মু'মিনদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে কেন নিষেধ কর এবং তোমাদের কিতাবসমূহে তাঁর যে গুণাবলী তোমরা পেয়ে থাক, তা কেন গোপন করছ? এ অভিমত অনুযায়ী অত্র আয়াতে উল্লিখিত سبيل শব্দের অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আর অত্র আয়াতে উল্লিখিত تَبْغُونَهَا عِوَجًا –এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্যে ধ্বংস কামনা করছ। এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাসমূহ এবং এ সম্পর্কে আরো সম্ভাব্য অন্যান্য অভিমতগুলো আমার বর্ণিত উপরোক্ত তাফসীরের অনুরূপ। উপরে আমি বর্ণনা করেছি যে, এস্থানে سبيل শব্দের অর্থ হচ্ছে, ইসলাম এবং যা কিছু সত্য বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন।

(১০০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ○

**১০০. হে মু'মিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফিররূপে পরিণত করবে।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا –এর অর্থ হচ্ছে, হে আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় মু'মিনগণ ! আর الذين اوتوا الكتاب –এর অর্থ হচ্ছে, শা'স ইব্ন কায়স নামক ইয়াহূদী। যায়দ ইব্ন আসলাম (র.)–এর মাধ্যমে তার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ যায়দ ইব্ন আসলাম (র.)–এর অভিমত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তারা আরো বলেছেন, আনসারদের মধ্য হতে একজন অন্য একজনের সাথে কথা কাটাকাটি করেছিল। আর এক **ইয়াহূদী** তাদের মধ্যে হিংসা–বিদ্বেষ পুনরায় উদ্রেক করতে প্রয়াস পেয়েছিল। তারপর তারা





সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই ব্যক্তিটির নাম হচ্ছে ছা'লাবাহ ইব্ন আনামাতুল আনসারী।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫২৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি ছা'লাবাতু ইব্ন আনামাতুল আনসারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ও অন্য একজন আনসারীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। তাদের পাশ দিয়ে বানূ কায়নুকার একজন ইয়াহূদী যাচ্ছিল। সে পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে দু'টি গোত্র যথা আউস ও খাযরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠল, অস্ত্র ধারণ করল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ অত্র আয়াতে বলা হয়, যদি তোমরা অস্ত্র ধারণ কর ও যুদ্ধ কর, হানাহানি কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অকৃতজ্ঞ বলে গণ্য হবে।

**৭৫৩০.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আনসারদের গোত্রসমূহ বড় দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল যথা আউস ও খাযরাজ। আর এ দু'টি বড় গোত্রে অন্ধকার যুগ থেকে যুদ্ধ–বিগ্রহ লেগেই থাকত। তারা একে অপরকে নিজেদের শত্রু মনে করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মাধ্যমে তাদের উপরে দয়া ও ইহসান প্রদর্শন করলেন। তাদের মধ্যে যে যুদ্ধের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিল তা তিনি নির্বাপিত করলেন এবং তাদেরকে সুশীতল ইসলামের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, একদিন আউস সম্প্রদায়ের একজন লোক খাযরাজ সম্প্রদায়ের অপর একজন লোকের সাথে বসে বসে আলাপ করতে লাগল। তাদের সাথে উপবিষ্ট ছিল একজন ইয়াহূদী। সে তাদেরকে তাদের পূর্বেকার যুদ্ধ–বিগ্রহের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল এবং তাদের মধ্যে যে তিক্ত শত্রুতা অতীতে বিদ্যমান ছিল তার দিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। ফলে, তারা উভয়ে উত্তেজিত হয়ে একজন অপর জনকে গালিগালাজ করতে লাগল ও পরে হাতাহাতি করতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর একজন তার গোত্রের লোকদেরকে এবং অপরজনও নিজ গোত্রের লোকজনকে ডাকাডাকি করতে লাগল। উভয় গোত্র তখন হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং এক গোত্র অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দন্ডায়মান হল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন। এঘটনার খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘটনাস্থলে তাশরীফ আনলেন এবং উভয় দলকে শান্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর চেষ্টায় মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করল এবং নিজেদেরকে নিরস্ত্র করল । আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ সুতরাং অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ হে ঐসকল ব্যক্তিবর্গ, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর তরফ থেকে তাদের নবীগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন এসম্পর্কে অন্তরে বিশ্বাস রাখে ও মুখে স্বীকার করে, তোমরা যদি এমন একটি দলের অনুসরণ কর, যারা কিতাবী

এবং আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কুরআনুল কারীমের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, আর তারা তোমাদের যা আদেশ করে তা তোমরা গ্রহণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আল্লাহ্র রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি তোমাদের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর তোমাদেরকে পুনরায় কাফিরে পরিণত করবে। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত كَافِرِيْنَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে جاحدين অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রাসূল (সা.) যে সত্য নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে গণ্য করার পর অন্য কথায় ঈমান আনয়নের পর তোমরা তা পুনরায় অস্বীকার করবে। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের থেকে নসীহত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিঃসন্দেহে তোমাদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও শঠতার আশ্রয় নিয়েছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৩১.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাক, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাদের পথভ্রষ্টতা সম্বন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিশ্বাস কর না এবং তোমরা তোমাদের নিজস্ব অভিমতের বিরুদ্ধে তাদের নসীহত গ্রহণ করনা। কেননা, তারা তোমাদের পথভ্রষ্টকারী ও হিংসুটে দুশমন। বস্তুত তোমরা এমন সম্প্রদায়কে কেমন করে বিশ্বাস করতে পার যারা নিজেদের কিতাবকে অস্বীকার করেছে, পয়গাম্বরদেরকে হত্যা করেছে, তাদের নিজ ধর্ম সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অক্ষম বলে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, তারাই অভিযুক্ত দুশমন।

**৭৫৩২.** রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

(১০১) وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

**১০১. আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসূল রয়েছেন ; তা সত্ত্বেও কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে? কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে সরল পথে পরিচালিত হবে।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ -এর অর্থ, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর কেমন করে তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে? তারপর মহান আল্লাহ্র বাণী وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ অর্থ ঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পড়ে শোনান হয়। এসব দলীল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনুল করীমের তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নাযিল করেছেন।





মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ -এর অর্থ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল রয়েছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আরেকটি দলীল। তাঁর সাথে রয়েছে কুরআনের বাণীসমূহ। এসবই তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করে এবং তোমাদেরকে সৎ হিদায়াতের পথ দেখায়। আর তিনি তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি থেকে বিরত রাখেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের আত্মসচেতন করার জন্যে ইরশাদ করেন ঃ এতদ্‌সত্ত্বেও তোমাদের নবীর নবূওয়াতকে অস্বীকার করা এবং তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার এবং অজ্ঞতার যুগের ক্রিয়াকান্ডে প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের কোন প্রকার ওযর-আপত্তি পেশ করার কোন অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ তোমরা যদি জাহিলিয়াতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করে অর্থহীন ঝগড়া-ফাসাদে মত্ত হও এবং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিআমতকে ভুলে যাও ও অস্বীকার কর, তাহলে তোমাদের কোন গ্রহণযোগ্য ওযর পেশ করার অবকাশ থাকবে না। আর যদি তোমরা এরূপ হীন কর্মকান্ডের আশ্রয় নাও, তাহলে জেনে রেখ, কুরআনুল কারীমে রয়েছে যাবতীয় সুস্পষ্ট আয়াত এবং তোমাদের দোষত্রুটির সাক্ষ্য বহনকারী যাবতীয় প্রমাণাদি।

**৭৫৩৩.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ اَلْاٰيَةَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে দু'টি প্রকাশ্য নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। একটি নিদর্শন হলো, আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। যিনি ইন্তিকাল করেছেন। অন্য নিদর্শনটি হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব বা কুরআনুল কারীম, যা তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একটি রহমত ও নিআমত স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশিত হালাল ও হারামের বর্ণনা এবং তাঁর আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিবরণ।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া উপকরণগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দীন ও আনুগত্যকে আঁকড়িয়ে ধরবে, "فَقَدْ هُدِىَ" তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ তিনি সুস্পষ্ট নীতি এবং সঠিক ও সরল পথের সন্ধান পেয়েছেন। তারপর তিনি সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার মহা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবেন এবং জান্নাত লাভে সফল হবেন। যেমন ঃ

**৭৫৩৪.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اعتصام -এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা। আর العصم শব্দের অর্থ বিরত থাকা ও সংরক্ষণ করা। তাই কোন বস্তুর হিফাজতকারীকে عاصم বলা হয়। আত্মরক্ষাকারীকে معتصم বলে। معتصم প্রসঙ্গে ফারাযদুক নামে একজন প্রসিদ্ধ কবির একটি কবিতা উধৃত করা যায় ঃ

اَنَا ابْنُ الْعَاصِمِيْنَ بَنِىْ تَمِيْمٍ * اِذَا مَا اَعْظَمُ الْحَدَثَانِ نَابَا

অর্থাৎ আমি বনী তামীম গোত্রের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সন্তান, যখন কোন বড় ধরনের মুসীবত আসে, তখন তারা দু'জনে তা মুকাবিলা করে থাকেন।

আর এজন্য হাবলুন ( حَبْلٌ ) বা রজ্জুকে বলা হয় عِصَامٌ অনুরূপভাবে এমন উপকরণকেও عصام বলা হয়, যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন নির্বাহে সাহায্য নিয়ে থাকে। এ শব্দ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি আ'শা বলেনঃ

اِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ اَطِيْلُ السُّرَى * وَاٰخُذُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ عُصُمْ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভদ্রতার নিরিখে পরিমাপ করা হয়ে থাকে, আর প্রতিটি গোত্রে বা সমাজে বিদ্যমান নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনের বিধি-বিধানসমূহ হিসাবে উক্ত গোত্র বা সমাজের মানমর্যাদা ও সম্মান বিবেচ্য।

উধৃত কবিতায় اَلْعُصُمُ শব্দটি দ্বারা নিরাপত্তা ও দায়িত্বের উপকরণসমূহের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, اِعْتَصَمْتُ بِحَبْلٍ مِنْ فُلَانٍ وَاعْتَصَمْتُ حَبْلًا مِنْهُ وَاعْتَصَمْتُ بِهٖ অর্থাৎ আমি অমুকেরوَاعْتَصَمْتُهُ রজ্জু শক্ত করে ধরেছি। অন্য কথায়, আমি তার সাহায্য নিয়েছি। পুনরায় اعتصم শব্দটি باء সহকারে ব্যবহার করা উত্তম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা করেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

আবার বলা হয়ে থাকে واعتصمته অর্থাৎ ب ব্যতীত। যেমন একজন প্রসিদ্ধ আরবী কবি বলেছেন ঃ

اِذَا اَنْتَ جَازَيْتَ الْاِخَاءَ بِمِثْلِهٖ * وَاٰسَيْتَنِىْ ثُمَّ اعْتَصَمْتَ حِبَالِيَا

অর্থাৎ যখন তুমি ভ্রাতৃত্বের প্রতিদান অনুরূপভাবে প্রদান করলে এবং তুমি আমাকে আপন করলে পুনরায় তুমি যেন রজ্জুসমূহ মযবুত করে ধারণ করলে।

উপরোক্ত কবিতায় اعتصمتحباليا -তে باء ব্যতীত اعتصم শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষাভাষীরা বলে থাকে تَنَاوَلْتُ بِالْخِطَامِ বা تَنَاوَلْتُ الْخِطَامَ অর্থাৎ আমি লাগাম ধরেছিলাম وباء সহকারে অথবা باء ব্যতীত, উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। আবার বলা হয়ে থাকে تعلقت به বা تعلقته অর্থাৎ আমি তা ধারণ করেছিলাম। যেমন, অন্য একজন কবি বলেছেন ঃ

تَعَلَّقْتُ هِنْدًا نَاشِئًا ذَاتَ مِئْزَرٍ * وَاَنْتَ وَقَدْ قَارَفْتَ لَمْ تَدْرِ مَا الْحِلْمُ

অর্থাৎ পর্দানশীন হিন্দার প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে পড়লে, এতে তুমি একটা অন্যায় কাজ করলে অথচ তুমি তোমার বিবেকের তোয়াক্কা করলে না। এ বাক্যে تَعَلَّقْتُ শব্দটির পর باء উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে الهدى এবং الصراط শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ণনা করেছি এবং উপমা সহকারে বর্ণনা করেছি যে, এ দু'টি শব্দের অর্থ اسلام সুতরাং এখানে পুনরুক্তি করা পসন্দনীয় নয়।

উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ঝগড়া-বিবাদের কারণ নির্দেশ করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্যেই বলা হয়েছেঃ

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ





**অর্থ** ঃ আর আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত তোমাদের নিকট পঠিত হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে?

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৩৫.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্ধকার যুগে প্রতিমাসেই আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। এমনি সময় একদিন তাদের কয়েকজন একস্থানে উপবিষ্ট ছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধের আলোচনা শুরু হলো একপর্যায়ে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল, একে অন্যের উপর হামলা করার জন্যে অস্ত্র হাতে ধারণ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ করেন ঃ

(١٠٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

**১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরোনা।**

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঐ ব্যক্তিগণ, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে সত্য বলে স্বীকার করেছ।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ "اِتَّقُوا اللّٰهَ" অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে স্থির থেকো এবং যাবতীয় গুনাহ্ হতে বিরত থাক যথার্থভাবে তাঁকে ভয় কর। যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর আনুগত্য এমনভাবে করা হবে যাতে পরে আর তাঁর অবাধ্যতা করা হবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা এমনভাবে করা হবে যাতে পরে আর তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না। তাঁকে এমন ভাবে স্মরণ করা হবে যাতে তাঁকে আর ভুলা হবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন; 'হে মু'মিনগণ ! যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরা তোমাদের ইবাদতের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য স্বীকার কর এবং তাঁরই জন্যে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত পরিচালনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর। উপরোক্ত তাফসীরটি অধিকাংশ তাফসীরকার বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। যে সব তাফসীরকার উপরোক্ত তাফসীর সমর্থন করেন, তাঁরা তাদের দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন ঃ

**৭৫৩৬.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর অর্থ, এমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা, যেখানে কোন প্রকার নাফরমানী করা হবে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে স্মরণ করা, যেখানে তাঁকে কখনও ভুলা যাবে না, আল্লাহ্ তা'আলার এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যেখানে তাঁর কোন অকৃতজ্ঞতা থাকবেনা।

**৭৫৩৭.** অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

**৭৫৩৮.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৫৩৯.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৭৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৫৪৪. হযরত আমর ইব্ন মায়মুন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ এমনভাবে আনুগত্য স্বীকার করা যেন কোন দিনও তার নাফরমানী না করা হয়, এমনভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, যেন তাঁর প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ না হয়, তাঁকে এমনভাবে স্মরণ করা যেন কখনও তাঁকে ভুলে না যাওয়া হয়।

৭৫৪৫. হযরত আমর ইব্ন মায়মুন (রা.) থেকে অন্যসূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৫৪৬. হযরত রবী' ইব্ন খুছায়ম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করা, যেন কখনও তাঁর অবাধ্যতা করা না হয়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এমনভাবে প্রকাশ করা, যেন কখনও তাঁর অকৃতজ্ঞতা না হয়। তাঁকে এমনভাবে স্মরণ করা, যেন কোন সময় তাঁকে ভুলে যাওয়া না হয়।

৭৫৪৭. অন্য এক সনদেও হযরত রবী' ইব্ন খুছায়ম (র.) থেকে এ আয়াতাংশ সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনারয়েছে।

৭৫৪৮. হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এমনভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, যেন কখনও তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করা না হয়।

৭৫৪৯. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, حَقَّ تُقَاتِهِ বা যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলারইবাদত এমনভাবে করতে হবে যেন কখনও তাঁর অবাধ্য না হয়।

৭৫৫০. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রতি সম্বোধন করে বলেছেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ তিনি আরো বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حَقَّ تُقَاتِهِ –এর অর্থ এমনভাবে তাঁর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করতে হবে, যেখানে কখনও কোন নাফরমানী ও অবাধ্যতা থাকবে না, তাঁকে এমন একনিষ্ঠভাবে স্মরণ করতে হবে, যেখানে তাঁকে ভুলে যাবার কোন অবকাশ থাকবে না, তাঁর প্রতি এমন অন্তরঙ্গভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, যেখানে কোন অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠবে না।

৭৫৫১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حَقَّ تُقَاتِهِ –এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার এমনভাবে আনুগত্য করতে হবে যেখানে কোন অবাধ্যতা থাকবে না।





অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, حَقَّ تُقَاتِهِ –এর বিষয়টি সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে বুঝান হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ পাকের ইবাদত এমনভাবে করতে হবে যা আদায়ের ব্যাপারে কোন বিরুদ্ধাচারীর বিরোধিতার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৫৫২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লিখিত حَقَّ تُقَاتِهِ –এর অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র পথে যথার্থ জিহাদ করবে, মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুশীলনগুলো মেনে চলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি তারা লক্ষ্য করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা ইনসাফ কায়েম করবে, যদিও ইনসাফ কায়েম করতে তাদের পিতামাতা, ছেলেমেয়ে এমনকি তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারিগণ অত্র আয়াতের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবার বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেন ঃ তাই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতা চিরস্থায়ী, রহিতযোগ্য নয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৫৫৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের হুকুম বা কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায়নি। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথার্থ জিহাদ কর। তারপর তিনি এ আয়াতের তাফসীরে আরো কিছু বক্তব্য বর্ধিত করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

৭৫৫৪. তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তা না কর এবং তা করতে সমর্থ না হও, তাহলে তোমরা শুধু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

৭৫৫৫. তাউস (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি তোমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁকে ভয় করতে না পার, তাহলে তোমরা শুধু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, অত্র আয়াতের কার্যকারিতা অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর ঐ আয়াতটি হচ্ছে সূরা তাগাবুনের ১৬নং আয়াতাংশ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদের কল্যাণে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৫৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ –এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর আল্লাহ্

তা'আলা বান্দাদের দুর্বলতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাদের জন্যে কষ্ট লাঘব করে দেন ও কর্তব্য কাজ সহজ সরল করে দেন। আর এ আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতা রহিত করে দেন ও সূরা তাগাবুনের আয়াত فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অবতীর্ণ করেন। সুতরাং পরবর্তী আয়াতটিতে দয়া, মেহেরবানী, কষ্ট লাঘব ও সহজলভ্যতা পরিদৃষ্ট হয়।

**৭৫৫৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সূরা তাগাবুনে উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতটির কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। তাগাবুন সূরায় উল্লিখিত আয়াতটি হচ্ছে, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথা সাধ্য ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবা কিরাম থেকে যথাসাধ্য কর্মকান্ড আঞ্জাম দেবার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছেন।

**৭৫৫৮.** রবী' ইব্ন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর সূরা তাগাবুনে উল্লিখিত আয়াত فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অবতীর্ণ হয়। সূরায়ে তাগাবুনে উল্লেখিত আয়াতটির মাধ্যমে সূরা আলে-ইমরানে উল্লিখিত আয়াতটির কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায়।

**৭৫৫৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তা প্রতিপালন করতে সক্ষম হয়নি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে এ আয়াতের হুকুম রহিত করে দেন এবং অবতীর্ণ করেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাসাধ্য ভয় কর।

**৭৫৬০.** ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে কঠোর কাজ বান্দাদের উপর ন্যস্ত হয় এবং তারা বলতে থাকে, কে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে? অথবা বলেছেন, কে এর আমল করতে পারে? যখন এ সত্যটি প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে, বস্তুত এ আদেশটি তাদের জন্যে আমল করা কঠোর বা কঠিন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে এ আদেশটি রহিত করে দেন এবং দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ করেন আর আদেশ দেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমে পূর্বেকার আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতাকে রহিত ঘোষণা করেন। তবে পরবর্তী বাক্যাংশ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ –এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইব্ন যায়দ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দীনে ইসলাম ও ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়।

**৭৫৬১.** তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত জীবন বিধান বান্দাদের জন্যে নিআমত হিসাবে গণ্য ইসলাম ও ইসলামের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়।





(১০৩) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

**১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করো ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।**

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا – এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্ তা'আলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধর। অন্য কথায়, যে জীবন বিধান ইসলামকে মান্য করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এগুলোকে মযবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে রাখ। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত মহান কিতাব কুরআনুল কারীমে যে সব সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে তা হলো, যেমন পরস্পরে ভালবাসা, সত্য কথায় একমত পোষণ করা ও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা। اِعْتِصَام –এর অর্থ এর আগেও আমরা বর্ণনা করেছি। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত الحبل শব্দের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এটার দ্বারা এমন একটি উপকরণকে বুঝায়, যার মাধ্যমে যাবতীয় প্রয়োজন মিটান যায় ও লক্ষ্যবস্তু অর্জন করা যায়। আর এজন্যই নিরাপত্তাকেও حَبل বলা হয়ে থাকে। কেননা, এর মাধ্যমে ভয়–ভীতি দূরীভূত হয়ে যায় এবং অস্থিরতা ও বিহ্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসংগে বনী ছা'লাবার প্রসিদ্ধ কবি আ'শার কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন–

وَاِذَا تُجَوِّزُهَا حِبَالُ قَبِيْلَةٍ * اَخَذَتْ مِنَ الْاُخْرٰى اِلَيْكَ حِبَالَهَا

সূরা আলে-ইমরানের ১১২নং আয়াতেও অনুরূপ অর্থে حبل কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

আমরা যা বর্ণনা করেছি, অনেক তাফসীরকার এমত সমর্থন করেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৬২.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حبل কথাটির অর্থ جماعة (জনগণ)।

**৭৫৬৩.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حَبْل কথাটির অর্থ اَلْجَمَاعَة (জনগণ)।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, حَبْل শব্দটি দ্বারা কুরআন মাজীদ এবং কুরআনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে বুঝানহয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৬৪.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এমন মযবুত রজ্জুকে বুঝান হয়েছে যা আঁকড়িয়ে ধরতে আদেশ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল-কুরআনুল করীম।

**৭৫৬৫.** কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত حَبْلَ اللّٰهِ –এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও তাঁর নির্দেশ।

**৭৫৬৬.** আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত পথে শয়তান উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে সে ডাকে, বলে হে আল্লাহ্র বান্দা ! এদিকে এসো, এই (ভ্রান্ত) পথই প্রকৃত পথ। আল্লাহ্র বান্দাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যেই সে এরূপ আহবান জানিয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ্র প্রদত্ত রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর। আর আল্লাহ্র রজ্জু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরিত কুরআনুল করীম।

**৭৫৬৭.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি واعتصموا بحبل الله جميعا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত حَبْلَ اللّٰهِ –এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব।

**৭৫৬৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত حَبْلَ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে بعهد الله অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলারপ্রদত্তপ্রতিশ্রুতি।

**৭৫৬৯.** আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে بِحَبْلِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলারপ্রদত্তপ্রতিশ্রুতি।

**৭৫৭০.** আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ وَلَا تَفَرَّقُوْا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত حبل الله –এর অর্থ হচ্ছে আল-কুরআন।

**৭৫৭১.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত حَبْلَ اللّٰهِ –এর অর্থ হচ্ছে, আল–কুরআন।

**৭৫৭২.** আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনুল করীমইحبل الله অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত রজ্জু যা আসমান থেকেযমীন পর্যন্ত বিস্তৃত।

আবার কেউ কেউ বলেন, حبل الله –এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে একনিষ্ঠভাবে স্বীকার করে নেয়া।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৭৩.** আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে একনিষ্ঠভাবে আঁকড়িয়ে ধর।

**৭৫৭৪.** ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে বর্ণিত "الاسلام" –এর অর্থ হচ্ছে, وَلَا تَفَرَّقُوْا –এরপর তিনি বাকী আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَا تَفَرَّقُوْا –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) وَلَا تَفَرَّقُوْا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, "وَلَا تَفَرَّقُوْا" (তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত দীন–ই–ইসলাম এবং তাঁর কিতাবে উল্লিখিত তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর আনুগত্য স্বীকারে তোমরা ঐকমত্য পোষণ করবে এবং তাঁর আদেশ পালন করবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৭৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বিচ্ছিন্নতাকে অপসন্দ করেন। এ বিচ্ছিন্নতা তোমাদের মধ্যে অতীতে বিদ্যমান ছিল। এর কুফল উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলাতোমাদের তা থেকে সতর্ক করে দেন আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের জন্যে মনোযোগ সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বাণী শ্রবণ করা, আনুগত্য স্বীকার করা, পরস্পরকে স্নেহ–মহব্বত করা এবং জামাআতবদ্ধভাবে বাস করা ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা যা তোমাদের জন্যে পসন্দ করেন, তা তোমরা যথাসাধ্য তোমাদের জন্যে পসন্দ কর। ভাল কাজ করার শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকেই আসে।

**৭৫৭৬.** আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَفَرَّقُوْا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছেولاتعادواعليه অর্থাৎ তোমরা বৈরীভাব পোষণ কর না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলার একত্বতা স্বীকারে একনিষ্ঠতায় বৈরী ভাব পোষণ কর না বরং এ ব্যাপারে তোমরা একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্বের পরিচয়দেবে।

**৭৫৭৭.** আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ বনী ইসরাঈল একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মাত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই দোযখবাসী হবে, তবে একটিমাত্র দল বেহেশতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করা হলো, ঐ একক দল কোন্‌টি? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) তাঁর হাত ধরে বলেন, তারা হলো একত্রে বসবাসকারী লোকজন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্র আয়াতাংশটি পাঠ করেন ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

**৭৫৭৮.** আনাস ইব্ন মালিক (রা.)–এর নিকট থেকে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৫৭৯.** আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মানব জাতি ! তোমাদের কর্তব্য আনুগত্য প্রকাশ করা ও দলবদ্ধ থাকা। কেননা, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার রজ্জু যা আঁকড়িয়ে ধরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনুগত্য প্রকাশ ও দলবদ্ধ থাকার মধ্যে যদি কোন অপসন্দনীয় কিছু দেখতে পাও, তাহলে জেনে রেখ, তাও তোমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা যা তোমরা পসন্দ কর, তা থেকে উত্তম।

**৭৫৮০.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৫৮১.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا (তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। ) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর)–এর অর্থ হলো, ইসলামের উপর তোমাদের সমাবেশ এবং পরস্পরে প্রীতি–সৌজন্য দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ কর। اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ –এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আরবগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

বসরা শহরের কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন, وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ পর্যন্ত আয়াত শেষ করা হয়। তারপর فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ দ্বারা তার বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করা হয়। আর তাদেরকে মিল মহব্বতে আবিষ্ট হয়ে থাকার তওফীক প্রদানের পূর্বে তারা কি অবস্থায় ছিল তার বর্ণনা দেয়া হয়। আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা পূর্ববর্তী অংশের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানের উদাহরণ হলো, যেমন আমরা বলে থাকি اَمْسَكَ الْحَائِطَ اَنْ يَمِيْلَ অর্থাৎ পড়ে যাওয়া থেকে দেয়ালটিকে রক্ষা করল। এ বাক্যে যেন পড়ে না যায় কথাটি পূর্ববর্তী কথার বিশদ ব্যাখ্যা স্বরূপ পেশ করা হয়েছে।

কূফা শহরের কিছু সংখ্যক নাহুশাস্ত্রবিদ বলেন, اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ আয়াতাংশ পূর্ববর্তী আয়াতাংশ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ–এর تابع বা সম্পর্কযুক্ত আয়াতাংশ। কাজেই, পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে সঠিক অভিমত হলো, وَاِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ আয়াতাংশ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ-এর সাথে সম্পৃক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়। কাজেই, এ আয়াতাংশের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্ তা'আলার ঐ নিআমত স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দান করেছেন, যখন তোমরা তোমাদের একে অন্যের দুশমন ছিলে, শিরক ও কুফরীর কারণে, একে অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করেন। তারপর তোমরা একে অন্যের ভাই হয়ে গেলে। অথচ পূর্বে তোমরা ছিলে একে অন্যের শত্রু। এখন তোমরা তোমাদের মধ্যে ইসলামী প্রীতি ও একতার ন্যায় অমূল্য সম্পদ প্রতিষ্ঠিত করলে।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৫৮২.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তোমরা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র দেয়া নি'আমত স্মরণ কর। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, একে অন্যের সাথে লড়াই করতে, তোমাদের সবল দুর্বলের উপর জুলুম করত ও তাকে উচ্ছেদ করত। এমনি সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের নি'আমত দান করলেন, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সঞ্চার করেন। আল্লাহ্ তা'আলার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। একথা জেনে রেখ যে, পরস্পরের সম্প্রীতিই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আর বিচ্ছিন্নতাই আযাব।

**৭৫৮৩.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমতকে স্মরণ কর। অতীতে তোমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ–বিগ্রহ করতে, সবল দুর্বলের উপর জুলুম করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চার করলেন। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আনসারগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে নি'আমাত দান করেছেন এবং এ আয়াতে তা উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামী সম্প্রীতি এবং ইসলামী ঐকমত্য। আর তাদের মধ্যে যে শত্রুতার কথা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা ছিল যুদ্ধোত্তর শত্রুতা। ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে আউস ও খাযরাজ নামক দু'টি গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ايام العرب বলে এ যুদ্ধকে স্মরণ করে থাকেন। কথিত আছে, তাদের মধ্যে এ যুদ্ধ একশত বিশ বছর স্থায়ী ছিল।

**৭৫৮৪.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একশত বিশ বছর যাবত এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল। এরপর তাদের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। অথচ, তারা এ যুদ্ধে ছিল জড়িত। বস্তুত তারা একই মাতা–পিতার দুই সহোদর ভাইয়ের ন্যায়। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ ও শত্রুতা ছিল, যা অন্য কোন সম্প্রদয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলাইসলামের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটান। আর নবী করীম (সা.)–এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চার করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, অন্ধকার যুগে তারা শত্রুতাবশত দুর্ভাগ্যজনকভাবে একে অন্যের সাথে মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানি করত, একে অন্যের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত, তাদের মধ্যে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর ইসলাম তাদের মাঝে আবির্ভূত হলো। তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর আনুগত্য স্বীকার করল, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করল, তারা নিজেদের মধ্যে প্রীতি, ভালবাসা, একতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিল। একে অন্যের কাছ থেকে নিরাপত্তাবোধ করতে লাগল, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নিল। তাঁরা একে অন্যের ভাইয়ে পরিণত হলেন।

**৭৫৮৫.** হযরত আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা মাদানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ লোকদের থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, এক সময় বনী আমর ইব্‌ন আউফের একজন সদস্য সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত হজ্জ কিংবা উমরা করতে মক্কায় আগমন করে। সুওয়ায়দের সম্প্রদায় মোটাতাজা, স্বাস্থ্যবান, উত্তম বংশ ও মান-মর্যাদার জন্যে তাদের বংশের মধ্যে তাঁকে পরিপূর্ণ মানব হিসাবে গণ্য করত। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে আল্লাহ্ ও ইসলামের দিকে আহবান করলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সুওয়ায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলল, তোমার কাছে যা কিছু আছে, আমার সাথেও তা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্(সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সাথে কি রয়েছে? সে বলল, আমার সাথে রয়েছে লুকমানের হিকমত ও জ্ঞান বিজ্ঞান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, আমার কাছে তা উপস্থাপন কর। তখন সে রাসূলুল্লাহ্(সা.)-এর কাছে তা উপস্থাপন করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, এগুলো ভাল কথা, তবে তার চেয়ে উত্তম কথা আমার সাথে রয়েছে, আর তা হলো, কুরআন মজীদ, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে হিদায়াতের আলো হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কাছে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং তাকে ইসলামের প্রতি আহবান করলেন। তিনি ইসলামের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন, এগুলো খুবই ভাল কথা। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিদায় নিলেন ও মদীনায় পৌঁছলেন। কিছুদিন পর তাকে খাযরাজের লোকেরা নিহত করে। তবে তার দলের লোকেরা বলত যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন একজন মুসলমান। তার নিহত হবার ঘটনাটি বু'আছ যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল।

**৭৫৮৬.** আবদুল আশহাল গোত্রের একজন সদস্য আল হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী আবদুল আশহালের অন্য একজন সদস্য মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ বলেছেন, যখন আবুল হায়সার আনাস ইব্‌ন রাফি' মক্কা শরীফে আগমন করেন। তাঁর সাথে বনী আবদুল আশহালের কিছু সদস্য ও সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইয়াস ইব্‌ন মুআয ছিলেন অন্যতম। তাঁরা কুরায়শদের সাথে খাযরাজ সম্প্রদায়ের একটি চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে আগমন করেছিল। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অবগত হলেন ও তাঁদের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট হলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা যে বস্তুটি সম্পাদন করতে এখানে এসেছ, তার থেকে অধিকতর কল্যাণময় বস্তু আমার কাছে রয়েছে! তারা বললেন, ঐ বস্তুটি কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তা হলো, আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর বান্দাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি তাদেরকে সেই অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ডাকি, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের কাছে ইসলামের কথা তুলে ধরেন। কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করেন। ইয়াস ইব্‌ন মুআয ছিলেন একজন যুবক। তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, আমরা যে বস্তুটির জন্যে এখানে আগমন করেছি, তার চেয়ে উত্তম হলো এটা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবুল হায়সার আনাস ইব্‌ন রাফি' মক্কা শরীফের যমীন থেকে একমুষ্ঠি পাথর





হাতে নিয়ে ইয়াস ইব্‌ন মুআযের মুখমন্ডলে ছুঁড়ে বলতে লাগল, তুমি এসব কথা থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে দাও, আমার জীবনের শপথ, আমরা এখানে অন্য কাজে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াস ইব্‌ন মুআয চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের থেকে বিদায় নিলেন এবং তারাও মদীনা শরীফে চলে গেল। ঐ সময়ই আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বুআছের যুদ্ধ ছিল প্রবহমান। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তার কিছুদিন পরই ইয়াস ইব্‌ন মুআয পরলোক গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে প্রকাশ করতে তাঁর নবী (সা.)-কে সম্মানিত করতে এবং নিজের প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্ণ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আনসারগণের একটি দলের সাথে হজ্জের মওসুমে সাক্ষাৎ প্রদান করলেন। প্রতিটি হজ্জের মওসুমেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। এমনিভাবে সেবারও তিনি আকাবায় একদল খাযরাজ বংশীয় লোকের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। এ দলটির উপর আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দয়া ও রহমত অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার সম্প্রদায়ের মুহাদ্দিছগণ থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সাক্ষাতদান করলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তারা বলল, আমরা খাযরাজ গোত্রের একটি দল। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কি একটু বসবে না যাতে আমি তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা করতে পারি? তারা বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বৈঠকে কিছুকাল কাটাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে আহবান জানালেন এবং তাদের কাছে ইসলাম পেশ করলেন এবং তাদেরকে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে যা অবগত করায়েছিলেন তা হলো, ইয়াহূদীরা আনসারগণের সাথে তাদের শহরে বাস করত। তাদের কাছে আসমানী কিতাব ছিল এবং তারা লেখাপড়া জানত, অথচ তারা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। তাদের শহরে থেকেই তারা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহও করত। তাই যখন তাদের মধ্যে এরূপ কোন সংঘাত দেখা দিত, তখন ইয়াহূদীরা বলত, একজন নবী সহসাই প্রেরিত হবেন তাঁর আগমনের সময় অতি সন্নিকটে। তিনি আগমন করলে আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করব ও তাঁর সাথে যোগ দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব- যেমন আদ ও ইরাম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন ইসলামী দল যুদ্ধ করেছিল। মদীনাবাসীদের সাথে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কথাবার্তা বললেন এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র পথে আহবান জানালেন, তারা একে অপরকে বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা অবগত রয়েছ যে, তিনি এমন একজন নবী যার সম্বন্ধে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিত। কাজেই, এখন যেন তারা তোমাদের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান না আনতে পারে। তোমরা ঈমান নিতে তরান্বিত কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাদেরকে আহবান করেছিলেন, তাদের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন এবং তাঁকে বরণ করে নিলেন। আর তিনি ইসলামের যেসব আহকাম আল্লাহ্ তা'আলা থেকে পেয়ে জনসমক্ষে উপস্থাপন

করলেন, তাও তারা মেনে নিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে লাগলেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে ত্যাগ করলাম। কেননা, এদের মত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী দ্বিতীয় আর কোন সম্প্রদায় হয় না। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আপনার সাথী-সঙ্গী হবার তওফীক দান করবেন। আমরা তাদের কাছে গমন করব, আপনিও তাদেরকে আপনার দিকে উদাত্ত আহবান জানাবেন, আমরাও তাদের কাছে ইসলামের ঐসব বিষয় পেশ করব যার প্রতি আমরা সাড়া দিলাম। তাদেরকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে স্থির থাকতে তওফীক দেন। তাহলে তাদের কাছে আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী আর কেউ হবে না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিদায় নিলেন ও তাদের শহর মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা ইতিমধ্যে ঈমান আনলেন এবং ইসলামকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তারা মদীনায় তাদের নিজের সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে অবগত করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তারপর তাদের মধ্যে ইসলামের কথা প্রচার হতে লাগল। আনসারগণের কোন পরিবারই ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অবশিষ্ট রইল না। পূর্বে তাদের মধ্যে ইসলাম ও রাসূলের কথা চর্চা হয়নি। ফলে পরবর্তী বছরে হজ্জের মওসুমে আনসারগণের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় বারো ব্যক্তি মক্কা শরীফে আগমন করলেন এবং আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর এটাই আকাবায়ে উলা ( প্রথম ) বলে ইতিহাসে সুপরিচিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দস্তমুবারকে বায়আত গ্রহণ করেন। এ বায়আত ছিল মেয়েদেরকে বায়আত করার ন্যায়। তাতে জিহাদের উল্লেখ ছিল না। আর তা ছিল তাঁদের উপর যুদ্ধ ফরয হবার পূর্বেকার ঘটনা।

**৭৫৮৭.** হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণের ছয় ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যতা স্বীকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যেতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। তাই আমাদের আশংকা এ মুহূর্তে যদি আপনি আমাদের সাথে তাশরীফ নিয়ে যান, তাহলে আমাদের আশংকা, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি যাবেন, তার প্রতি পূর্ণ সাড়া নাও পেতে পারেন। কাজেই তাঁরা তাঁকে পরবর্তী বছরের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। তাঁরা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা আমাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করব। হয়ত ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এযুদ্ধ থেকে মুক্তি দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা চলে গেলেন এবং তাঁরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি প্রদান করলেন, অথচ তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এযুদ্ধ থেকে হয়তবা কখনও মুক্তি দেবেন না। আর তা ছিল বুআছের যুদ্ধেরদিন।

পরবর্তী বছরে তারা সত্তর জন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হন। তাঁরা ঈমান এনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের মধ্যে বারো জন নাকীব (নেতা) নির্বাচন করে দিলেন। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ





এবং তোমরা স্মরণ কর, মহান আল্লাহ্‌র সেই নি'আমাতকে যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন।

**৭৫৮৮.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, তোমরা একে অন্যের দুশমন হিসাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে, فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ -এর অর্থ, ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রীতি ও ভালবাসার সঞ্চার করেন।

**৭৫৮৯.** হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে, তবে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, যখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে যা রটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে তারা দু'দল একে অপরের উপর চড়াও হয়ে উঠল। একে অপরকে বলতে লাগল, আমাদের আর তোমাদের মধ্যে মুকাবিলা হবে উন্মুক্ত ময়দানে। তদনুযায়ী তারা যখন সবেগে উন্মুক্ত ময়দানে বেরিয়ে পড়ল, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে কারীমা নাযিল করেন। وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا الاية তারপর মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তাদের কাছে আগমন করলেন এবং তাদের কাছে কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ পাঠ করলেন। ফলে তারা একে অন্যের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপ একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন এবং তারা আবেগে এমনকি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ইমাম সুদ্দী (র.) মনে করেন যে, এ আয়াতাংশ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً -এ অন্তর্নিহিত যুদ্ধ দ্বারা সুমায়র ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের যুদ্ধকে বুঝান হয়েছে। সে ছিল বনী আমর ইব্‌ন আউফের একজন সদস্য। এর সম্বন্ধে মালিক ইব্‌ন আজলান তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ سُمَيْرًا اَرٰى عَشِيْرَتَهٗ * قَدْ حَدَبُوْا دُوْنَهٗ وَقَدْ اَنِفُوْا
اِنْ يَّكُنِ الظَّنُّ صَادِقِيْ بِبَنِيْ * النَّجَّارِ لَمْ يَطْعَمُوا الَّذِيْ عُلِفُوْا

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সুমায়র তার সম্প্রদায়কে অবগত করেছে যে, তারা ইতিপূর্বে তার পিছনে পড়ে রয়েছে এবং তারা এ অবস্থায় অবশিষ্ট থেকে যাবে যদি বনী নাজ্জার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটি সত্যিকার অর্থে রদবদল না হয়। আর তা হলো যে, তারা ঐ ব্যক্তিকে খাদ্য দান করবে না যাকে তারা তাদের সংস্পর্শে রেখেছে।

আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আলিমগণ বলেন যে, দুইটি সম্প্রদায় আউস ও খাযরাজের মধ্যে অতীতের বিরাজমান যুদ্ধকে যে শত্রুতা উস্কানি দিয়েছিল, তার প্রধানটি হলো মালিক ইব্‌ন আজলান খাযরাজীর আযাদকৃত দাসের হত্যাকান্ড। তার নাম ছিল হোর ইব্‌ন মুযায়না সে ছিল সুমায়র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং মালিক ইব্‌ন আজলানের জোটভুক্ত। তারপর এ শত্রুতার অগ্নি তাদের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার দাবানলকে নির্বাপিত করে দেন। এদিকে ইংগিত করে ইমাম সুদ্দী (র.) বলেছেন, حرب ابن سمير অর্থাৎ ইব্‌ন সুমায়র ধ্বংস হোক।

ইমাম সুদ্দী (র.) আরো বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আনসারগণকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন যথা সত্য কথা, ঈমানদারদের সহায়তা, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণকারী কাফিরদের কষ্ট দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করলে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে, একে অপরকে সত্যবাদী মনে করলে, তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ গ্লানি থাকলনা।

৭৫৯০. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন كَيْفَ اَصْبَحْتُمْ اِخْوَانًا অর্থাৎ আপনারা কেমন করে ভাই ভাইয়ে পরিণত হলেন? জবাবে তিনি বলেন, اصبحنا بنعمة الله اخوانا অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যমে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا (তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।)

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আনসারগণকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, তোমরা অগ্নিকুন্ডের কিনারায় পৌঁছে ছিলে। অন্য কথায় বলা যায়, হে আউস ও খাযরাজ সম্প্রদায়দ্বয়, তোমরা অগ্নিগর্তের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলে। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আনসারগণকে হিদায়াত করার পূর্ব মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ইরশাদ করেন যে তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া ইসলামের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবার পূর্বে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলে কিন্তু তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের উদ্রেক ও সংস্কার করে দেয়ায় তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। বস্তুত তোমরা জাহান্নামের এত নিকটবর্তী হয়েছিলে যে, তোমাদের মধ্যে ও এটায় পতিত হবার মাঝে কিছুই তফাৎ অবশিষ্ট ছিল না। শুধুমাত্র তোমাদের মৃত্যুর পরপরই তোমাদের কুফরীর দরুন তোমাদের এটার মধ্যে পতিত হয়ে চির দিনের জন্যে স্থায়ী হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত شفا শব্দটির অর্থ, ধার বা কিনারা। কাজেই شفا الحفرة-এর অর্থ গর্তের কিনারা। যেমন আমরা আরবী ভাষায় বলে থাকি شفا البئر ও شفا الركية অর্থাৎ ডোবা ও কূপের কিনারা। অনুরূপভাবে কবি রাজিয বলেছেনঃ

نَحْنُ حَفَرْنَا لِلْحَجِيْجِ سَجْلَهْ * نَابِتَةٌ فَوْقَ شَفَاهَا بَقْلَهْ

অর্থাৎ হাজীদের জন্যে আমরা কূপ খনন করেছি, এর কিনারার উপরিভাগে বালতি স্থাপন করা হয়েছে।

এ কবিতায় উল্লিখিত فوق شفاها-এর অর্থ, فوق حرفها অর্থাৎ এটার কিনারার উপরিভাগে। যেমন, বলা হয়ে থাকে هذا شفا هذه الركية অর্থাৎ এটা এ কূপের কিনারা। এটা الف مقصوره দ্বারা





পঠিত। বলা হয়ে থাকে هما شفوانها এগুলো তার দুই কিনারা। আল্লাহ্ তা'আলা তারপর ইরশাদ করেনঃ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অর্থাৎ তোমাদেরকে এ ডোবা থেকে রক্ষা করেছেন। এখানে ها ضمير-এর مرجع হচ্ছে الحفرة অর্থাৎ কূপ। প্রথমে شفا বা কূপের কিনারা সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। আবার কিনারাও কূপের অন্তর্ভুক্ত বিধায় কিনারা সম্বন্ধে খবর দিয়ে পরে ডোবা সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করা বৈধ বটে। যেমন, জারীর ইব্‌ন আতিয়া নামক কবি বলেছে–

رَاَتْ مَرَّ السِّنِيْنَ اَخَذْنَ مِنِّيْ * كَمَا اَخَذَ السِّرَارُ مِنَ الْهِلَالِ

অর্থাৎ প্রেমিকা যুগের বিবর্তন দেখল, আর যুগই সকলের আশা–ভরসা তথা প্রেমিকারও আশা–ভরসা গ্রাস করে থাকে। যেমন মাসের সর্বশেষ রাত, নয়া চাঁদের আলোককে গ্রাস করে তাকে।

এখানে প্রথমতঃ مرالسنين বা যুগের বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে আবার سنين সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উজ্জাজ নামক কবির কবিতা উধৃত করা যায়। তিনি বলেন–

طُوْلُ اللَّيَالِيْ اَسْرَعَتْ فِيْ نَقْضِيْ * طَوَيْنَ طُوْلِيْ وَطَوَيْنَ عَرْضِيْ

অর্থাৎ কালের চক্র আমার ধ্বংসকে তরান্বিত করেছে। আর একালই আমার জীবনক্ষণ ও মান ইয্যতকে নিজের সাথে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে নিয়েছে।

কবিতার প্রথমাংশে কালের চক্রের কর্ম সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশে কবির জীবনের সন্ধিক্ষণকে কালের একটি অংশ হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে।

## প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অবস্থান

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি এ সম্বন্ধে যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন।

**যাঁরা এমত সমর্থন করেছেন ঃ**

৭৫৯১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে এমন একটি গোত্র সম্বন্ধে ইংগিত করা হয়েছে, যারা ছিল সামাজিকভাবে ধিকৃত, উপজীবিকা অর্জনে ছিল হতভাগা, পথভ্রষ্টতায় ছিল সকলের অগ্রগণ্য, ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, তদানীন্তনকালের দুই পরাশক্তি– পারস্য ও রোমের মুকাবিলায় ছিল অসহায়। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, তাদের শহরে ঈর্ষা করা যায় এমন কোন জিনিস ছিল না। তারা হতভাগ্য জীবন যাপন করত। যাদের মৃত্যু হতো, তারা দোযখী হতো। আল্লাহ্‌র শপথ, ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ ভূ-পৃষ্ঠে তাদের চেয়ে হতভাগা জাতি এসেছিল কিনা, আমাদের জানা নেই। তারপর

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন দান করলেন। যার মাধ্যমে জিহাদের বিধান দেয়া হলো। আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য এভাবে রিযিকের ব্যবস্থা করলেন। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করলেন। ইসলামের বরকতে তাদেরকে যাবতীয় নি'আমাত দান করলেন যা তোমরা দেখছ। কাজেই, তোমরা আল্লাহ্ পাকের নি'আমতেরশোকর আদায় কর। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ অফুরন্ত নি'আমত দানকারী। আর তিনি শোকরগুযার লোকদের ভালবাসেন। তার অর্থ, যাঁরা শোকরগুযার আল্লাহ্ পাক তাদের নি'আমাত বৃদ্ধি করে দেন। কতইনা মহান আমাদের প্রতিপালক এবং বরকতময়।

৭৫৯২. হযরত রবী' ইব্‌ন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অবিশ্বাসী বান্দাহ্ ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন।

৭৫৯৩. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, তোমরা জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে যে মারা যেত, সে যেন জাহান্নামে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর মাধ্যমে দয়া পরবশ হয়ে তোমাদেরকে উক্ত জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

৭৫৯৪. হযরত হাসান ইব্‌ন হাই (র.) থেকে বর্ণিত, وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পরও অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করা।

মহান আল্লাহর বাণী كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মু'মিন বান্দাগণকে জানিয়ে দেন যে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহূদী আলিমরা তোমাদের জন্যে অন্তরে যে শত্রুতা পোষণ করে এ সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের গোপন ষড়যন্ত্রকে তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা যথাযথ পালন করতে হুকুম দিয়েছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ, তোমরা এসব নিষিদ্ধ কাব্য অন্ধকার যুগে যথেচ্ছা আঞ্জাম দিতে। আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগে তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের প্রতি তাঁর দেয়া নি'আমতের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)–এর বাণীর মাধ্যমে যাবতীয় দলীলাদি বর্ণনা করেছেন। যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পার এবং আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব থেকে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।





## কল্যাণের পথে আহ্বানকারী একদল থাকা চাই

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

**১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে; তারাই সফলকাম।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে মু'মিন বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল গড়ে উঠুক, যারা জনগণকে ইসলাম এবং তাঁর বান্দাদের জন্যে তাঁর অনুমোদিত ইসলামী শরীআতের দিকে আহবান করবে। তারা মানব জাতিকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত দীনের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দেবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করা, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে মান্য না করা ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করবে। তারা হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রতঙ্গের দ্বারা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ –এর অর্থ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সকলকাম। বেহেশ্‌তের নি'আমাতসমূহ তারা ভোগ করতে থাকবেন। অন্য জায়গায় আমরা الافلاح–এর অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

৭৫৯৫. সুহা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উছমান (রা.)–কে নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। হযরত উছমান (রা.) তিলাওয়াত করেন وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِيْنُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক গড়ে উঠুক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে বারণ করবে। আর তারা মুসীবতের সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৭৫৯৪. আমর ইব্‌ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন যুবায়র (রা.)–কে উক্ত আয়াত উপরে বর্ণিত পাঠ পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তারপর তিনি হযরত উছমান (রা.)–এর ন্যায় পূর্বোল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

৭৫৯৭. হযরত দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিশেষ সাহাবা এবং তারাই হাদীসে রাসূল (সা.)–এর বিশেষ বর্ণনাকারীও।

## ইয়াহূদ নাসারার মত হলে ধ্বংস অনিবার্য

(١٠٥) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

**১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।**

অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিন বান্দাগণকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, হে মু'মিন বান্দাগণ ! তোমরা ঐ সব ইয়াহূদ ও নাসারার ন্যায় হয়ো না, যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, মহান আল্লাহ্র দীনে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তারা সঠিক বিষয়টি জানার পরও তার বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বরখেলাফ করেছে এবং ধৃষ্টতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। কাজেই ইয়াহূদ ও নাসারাদের মধ্য থেকে যারা বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিয়েছে এবং স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর মতান্তর সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মহাশাস্তি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে মু'মিন বান্দাগণকে আদেশ দেন, হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের দীনে বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিয়ো না, যেমন করে ঐসব ইয়াহূদ ও নাসারারা তাদের দীনে বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিয়েছিল। অন্য কথায়, তাদের মত তোমাদের কাজ যেন না হয়, তোমরা তোমাদের দীনে তাদের সুন্নাত বা পদ্ধতি অনুসরণ করবে না। যদি তোমরা এসব নিষেধাবলীর নিকটে যাও বা এগুলো অমান্য কর, তাহলে তাদেরকে যেরূপ মহাশাস্তি স্পর্শ করেছে, তোমাদেরকেও উক্ত মহা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

**৭৫৯৮.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা ইয়াহূদ ও নাসারা। তারা যেরূপ বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিয়েছে ও স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা মতান্তরের সৃষ্টি করেছে, মুসলমানগণকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐরূপ করতে নিষেধ করেছেন। যেরূপ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ইয়াহূদ ও নাসারারা। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

**৭৫৯৯.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত। وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের আয়াতে মু'মিন বান্দাগণকে দলভুক্ত হয়ে থাকতে নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে মতান্তর ও বিচ্ছিন্নতার আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। আর তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্বে যারা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া দীনে মতবিরোধ ও ঝগড়ার সৃষ্টি করায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন।

**৭৬০০.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা ইয়াহূদ ও খৃস্টান সম্প্রদায়।

### শেষ বিচারের দিন ঈমান ও কুফরী অনুপাতে চেহারা উজ্জ্বল ও মলিন হবে।

(১০৬) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(১০৭) وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○





**১০৬. সেদিন কতেক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতেক মুখ কাল হবে; যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরীতে মগ্ন ছিলে।**

**১০৭. যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে শান্তিতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, তাদের জন্যে রয়েছে এমন একদিনে মহাশাস্তি যেদিন কতেক মুখ হবে উজ্জ্বল এবং কতেক মুখ হবে কাল।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ - অর্থাৎ যাদের মুখ কাল হবে, তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে? কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।

আয়াতাংশ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতাংশে একই কিবলার অনুসারী আমাদের মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে।

**যাঁরা এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন ঃ**

**৭৬০১.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ الخ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যেমন তোমরা শুনেছ, কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছিল। আমাদের ন্যায় তাবিঈগণের কাছে এ হাদীসটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, যেই সত্তার হাতে মুহাম্মাদ এর জীবন সমর্পিত, সেই সত্তার শপথ ! আমার সাহাবাগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক আমার জন্যে নির্ধারিত প্রস্রবণে পানি পান করার জন্যে আগমন করবে। তাদেরকে আমার কাছে আনা হবে এবং আমি তাদের প্রতি অবলোকন করব ও তাদেরকে আমা থেকে ছিনিয়ে যেতে নিয়ে তারা দৃষ্ট হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক ! তারা আমার সাহাবা, তারা আমার সাহাবা। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার প্রত্যাগমনের পর কি করেছে।

আয়াতাংশ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ –এর মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী সম্প্রদায়। তাদের কর্মফলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে থাকবে এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

**৭৬০২.** ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মধ্যে ঐসব মুসলিম ব্যক্তিবর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কুফরীর আশ্রয় নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

৭৬০৩. আবূ উমামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে বলেন, তারা খারিজী সম্প্রদায়। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে ঐসব মানব সন্তান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যাদের থেকে হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং হযরত আদম (আ.)-কে তাদের এ অঙ্গীকারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতির কথা কুরআনুল করীমে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত ঈমান ও প্রতিশ্রুতির পর তারা এ নশ্বর জগতে এসে কুফরীর আশ্রয় নিয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৬০৪. উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে। কাজেই, যাদের মুখ কাল হবে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন করার পর কি কুফরী করেছিলে? فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ কাজেই, তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত ঈমানের দ্বারা ঐ ঈমানকে বুঝানো হয়েছে যা হযরত আদম (আ.)-এর যুগে মতবিরোধ সৃষ্টি হবার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদম (আ.) থেকে তখন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর তারা সকলে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের স্বীকৃতি দিয়ে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলামী ফিতরাতে সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ছিল একই অভিমত পোষণকারী মুসলিম উম্মাহ্। হযরত আদম (আ.)-এর যুগে একই উম্মতভুক্ত থাকার পর তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করবেন তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছিলে? আর যারা স্বীয় ঈমানের উপর মযবুত থাকবে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ প্রশ্ন করবেন যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে দীন ও আমলকে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখকে করবেন উজ্জ্বল এবং নিজের সন্তুষ্টি ও জান্নাতে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ -এর মধ্যে মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৬০৫. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝান হয়েছে। তারা মুখ দ্বারা ঈমানের কালেমাকে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তর ও কাজকর্মের মাধ্যমে ঈমানকে অস্বীকার করে থাকে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত অভিমতই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সকল কাফিরকে বুঝান হয়েছে বলে অভিমত পেশ করেছেন। আর যেই ঈমান থেকে বিচ্যুত হবার বিষয়টি নিয়ে





লা'নত করা হবে তা হলো, আমাদের প্রতিপালক রূহের জগতে যখন প্রশ্ন করেছিলেন ؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তখন বনী আদম বলেছিল بَلَىٰ شَهِدْنَا অর্থাৎ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম বস্তুত মহান আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে সমগ্র মানব জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করবেন। একদলের মুখ হবে কাল এবং অপর দলের মুখ হবে উজ্জ্বল। কাজেই, স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, যখন দুই দল ব্যতীত অন্য কোন দল হবে না, তখন সমস্ত কাফির একদলভুক্ত হবে যাদের মুখ হবে কাল এবং সমস্ত মু'মিন অন্য একদলে দলভুক্ত হবে, যাদের মুখ হবে উজ্জ্বল। কাজেই, যেসব তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতাংশ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ -এর মধ্যে কিছু সংখ্যক কাফিরকে বুঝান হয়েছে, তাদের এ উক্তির কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে এ সংবাদ দ্বারা একদলভুক্ত করেছেন। আর তারা যখন একই দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন, তখন বুঝা গেল যে, তারা সকলে একবার মু'মিন অবস্থায় ছিল পরে তারা ঈমানকে পরিত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র এক অবস্থায় ঈমান পরিত্যাগ করার কথা বলা হওয়ায় এটা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে সমস্ত কাফিরকেই বুঝান হয়েছে। উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে আয়াতটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ তাদের জন্যে মহাশাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ শাস্তি এমন একদিন হবে, যেদিন একদলের মুখ হবে উজ্জ্বল এবং অপর দলের মুখ হবে কাল আবার যাদের মুখ হবে কাল তাদেরকে বলা হবে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করার পর, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। এ প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে ইবাদতকে একনিষ্ঠ করবে। এরূপ অঙ্গীকার প্রদানের পর কি তোমরা কুফরীর আশ্রয় নিয়েছিলে। যদি তাই হয়, তাহলে আজকের দিনে কঠিন আযাব ভোগ কর। যাদের মুখ হবে উজ্জ্বল, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারে সুদৃঢ় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ছিলেন অত্যধিক তৎপর, তারা নিজের দীন পরিবর্তন করেন নি, প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর তা ভঙ্গ করেননি, তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইবাদতের সাক্ষ্য দেয়ার পর তা প্রতিনিয়ত রক্ষায় করেছেন, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের ছায়ায় স্থান পাবেন। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুত অফুরন্ত নি'আমত উপভোগ করবেন। জান্নাতবাসীদের জন্যে যে সব নি'আমতের ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলো তারা পুরাপুরি উপভোগ করবেন। আর অনন্ত অসীম সময়ের জন্যে জান্নাতে স্থায়ী হয়ে যাবেন।

## আল্লাহ্ তা'আলা জগতবাসীর প্রতি জুলুম করেন না

(১০৮) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ○

**১০৮. এগুলো, আল্লাহ্‌র আয়াত, আপনার নিকট যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করছি। আল্লাহ্ বিশ্ব জগতের প্রতি জুলুম করতে চান না।**

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.)-এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ -তে বর্ণিত تِلْكَ শব্দটি এখানে هٰذِهِ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত

أيَاتُ اللهِ –এর অর্থ মহান আল্লাহ্র দেয়া উপদেশ, নসীহত ও প্রমাণসমূহ। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত نَتْلُوهَا عَلَيْكَ –এর অর্থ, نَقْرَؤُهَا عَلَيْكَ وَنَقُصُّهَا অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে পড়ছি এবং বর্ণনা করছি। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত بِالْحَقِّ –এর অর্থ, بِالصِّدْقِ وَالْيَقِيْنِ অর্থাৎ যথাযথ ও বিশ্বস্ততার সাথে। تِلْكَ أيَاتُ اللهِ এ আয়াতসমূহে দ্বারা হযরত নবী করীম (সা.)–এর আনসার সাহাবিগণের বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। এগুলোতে উল্লেখ রয়েছে বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী ও আহলে কিতাবের প্রসঙ্গ। আরো উল্লেখ রয়েছে তাদের কথা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, যারা মহান আল্লাহ্র দীনে পরিবর্তন করেছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তা লংঘন করেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে জানিয়ে দেন যে, তিনি এগুলো তাঁর নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছেন, তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর মাখলুকের কাকে তিনি কি শাস্তি দেবেন এবং তাকে আরও জানিয়ে দেন যে, তিনি কাকে কি পুরস্কার দেবেন। তিনি এও জানিয়ে দেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের কারো কারো মুখ হবে কাল, তারা মর্মন্তুদ ও মহাশাস্তি ভোগ করবে এবং তারা এ মহাশাস্তিতে চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ এ শাস্তি প্রশমিত হবে না। কিংবা তাদের থেকে রহিতও করা হবেনা। আবার তাদের মধ্যে যাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন, যেমন কিয়ামতের দিন তাদের মুখ হবে উজ্জ্বল, তাদের মান-মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ্ তা'আলা বৃদ্ধি করবেন এবং মহাসম্মানে তারা চিরস্থায়ী হবেন। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। প্রদত্ত নি'আমতের পরিমাণ হ্রাস করবেন না। কাউকেও কোন প্রকার অন্যায়ের সম্মুখীন হতে হবে না বরং তারা যে আমল করবে সে সব আমলের আপেক্ষিক গুরুত্ব রক্ষা করে তাদেরকে নি'আমত ও সম্মানে ভূষিত করবেন, তাদেরকে পুরাপুরি প্রতিদান প্রদান করবেন। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি জেনে রাখুন, তাদের মুখকে বিবর্ণ করার ব্যাপারে এবং তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে, তাদের মুখকে উজ্জ্বল করার বিষয়ে এবং তাদেরকে বেহেশতে অফুরন্ত নি'আমত প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করবেন না। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে যা প্রয়োজ্য, তাই করা হবে। তাতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে না। অনুরূপভাবে বান্দাদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, ঈমানদার ও অনুগতদেরকে পুরস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং কাফির ও নাফরমানদের প্রতি যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে, তার বিপরীত করা হবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসবের দ্বারা কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং মু'মিনগণকে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।

### জগতের সবকিছু মহান আল্লাহ্র এবং সবকিছুই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনশীল

(১০৯) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

**১০৯. আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব আল্লাহ্ তা'আলারই; আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই সব কিছু ফিরে যাবে।**

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, যারা একবার ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছে,





তাদের তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। তাদেরকে মহাশাস্তি প্রদান ও তাদের মুখকে কালো করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার যারা ঈমানের উপর সুদৃঢ় রয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন, সে সব ঈমানদারকে পুরস্কৃত করার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। তাদেরকে জান্নাতে চিরস্থায়ী করার কথাও বলেছেন। এব্যাপারে কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না বলেও তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্য কথায়, দুইটি গ্রুপের সাথে প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকার জুলুম করবেন না। কেননা, এরূপ করার কোন প্রয়োজনই অনুভূত নয়। বস্তুত বলা হয়ে থাকে যে, কোন জালিম লোক অন্যের প্রতি জুলুম করে নিজের মান-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চায় কিংবা নিজের রাজত্বের ও মালিকানার পরিধি বৃদ্ধি করতে চায়। কেননা, তার মান-সম্মান ও মালিকানা স্বত্ব অসম্পূর্ণ। তাই অন্যের প্রতি জুলুম করে নিজের মান-মর্যাদা ও ইয্যত-হুরমত এবং মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পায়। আর যার মান-সম্মান ও ইয্যত-হুরমত ষোলকলায় পরিপূর্ণ; যার রাজত্ব বিশ্ব জগতব্যাপী এবং যার মালিকানা স্বত্ব দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর পক্ষে অন্যের প্রতি জুলুম করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন উপকরণাদির মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বা ঘাটতি নেই বিধায় অন্যের উপর জুলুম করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে এসে নিজের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে জুলুম করার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ দোষ থেকে মুক্ত এবং তিনি খুবই মর্যাদা সম্পন্ন স্বত্তা। আর এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা নিজস্ব ফরমান وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ –এর পরে ইরশাদ করেছেন وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বজগতের প্রতি জুলুম করতে চান না। কেননা, আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে সব আল্লাহ্রই; আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই সব ফিরে যাবে।

এ আয়াতের প্রথমাংশ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ –এ اَللّٰهُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। তাই দ্বিতীয়াংশে পুনরায় اللهُ শব্দ উল্লেখ করে وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ বলার কারণ সম্বন্ধে আরবী ভাষাভাষিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

বসরার অধিবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরবিদ উল্লেখ করেছেন যে, তা হলো এরূপ, যেমন আরবগণ বলে থাকেন اَمَّا زَيْدٌ فَذَهَبَ زَيْدٌ অর্থাৎ তবে যায়দের ব্যাপারটা হলো যে, যায়দ চলে গিয়েছে(এখানে সে চলে গেছে বললে অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। অনুরূপভাবে একজন কবি বলেছেনঃ

لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ * نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيْرَا

অর্থাৎ কবি বলেন, আমি মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা করি না যে কোন বস্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে। কেননা, মৃত্যু ধনী ও দারিদ্র সকলকে আলিঙ্গন করে থাকে। কবি তার দ্বিতীয়াংশে মৃত্যুর পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার না করে পুনরায় মৃত্যু শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

কূফার কিছু সংখ্যক নাহুশাস্ত্রবিদ বলেন, আয়াতে বর্ণিত اللهُ শব্দকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার বিষয়টি উপরোক্ত কবিতায় موت শব্দটিকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার মত ব্যাপার নয়। কেননা, কবিতার দ্বিতীয় অংশে موت শব্দটি كناية হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুইবার موت শব্দ প্রকৃতপক্ষে একই শব্দ হিসাবে

ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে অনুরূপ নয়। কারণ, وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আলাদা একটি সংবাদ। তা আর وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ এক নয়। আয়াতের প্রত্যেক অংশই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য বহন করছে। প্রত্যেক অংশই অর্থের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক অংশের অর্থ বুঝতে অন্য অংশের অর্থ বুঝবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যেমন, কবি বলেছেন لا ارى الموت –এই বাক্যাংশটির অর্থ বুঝতে পরবর্তী বাক্যাংশের অর্থ বুঝা প্রয়োজন। কেননা, তা না হলে কবিতায় উল্লিখিত বিষয়টি পুরাপুরিভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে না।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটি আমাদের মতে উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার পাক কালামের শব্দের অপ্রচলিত অর্থে তাফসীর করা সমীচীন নয়, বরং সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত অর্থেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলার পাক কালাম ভাষার অলংকার শাস্ত্রে খুবই সমৃদ্ধ। কাজেই কালাম পাকের আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রকাশ্য অর্থ নেয়াই সর্বজনবিদিত ও সমর্থিত।

পুনরায় এ আয়াতাংশ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ –এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ঘোষণা করছেন যে, ভাল, মন্দ, নেককার বদকার সকলের সকল কাজ মহান আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করার বেলায় জুলুম করেন না।

## মুসলিম উম্মাহ্র বৈশিষ্ট্য ঘোষণা

(١١٠) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

**১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস করবে। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্যে তা ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ –এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, ঐসব মু'মিন বান্দা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিশেষ সাহাবী।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬০৬.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁরা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে ঘর–বাড়ী ত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিলেন।

**৭৬০৭.** অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁরা, যাঁরা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করেছেন।

**৭৬০৮.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করতেন নিশ্চয় এ আয়াতে كُنْتُمْ না বলে اَنْتُمْ বলতেন, তাতে আমাদের সবাইকে বুঝাত। কিন্তু তিনি ইরশাদ করেছেন كُنْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিশেষ সাহাবী ছিলেন এবং তাদের ন্যায় যারা ইসলামের খিদমত করেছিলেন। তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির উপকারার্থে ছিল তাদের আবির্ভাব। তাঁরা সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন।

**৭৬০৯.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.), আবূ হুযায়ফা (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.), উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) এবং মুয়ায ইব্‌নে জাবাল (রা.) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

**৭৬১০.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) বলেছেন, অত্র আয়াতাংশে আমাদের প্রথম যুগের ব্যক্তিবর্গকে বুঝান হয়েছে অর্থাৎ আমাদের শেষ যুগের ব্যক্তিবর্গ এ আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নন।

**৭৬১১.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা মহানবী (সা.)–এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেছিলেন।

**৭৬১২.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা হযরত উমর (রা.) তাঁর এক হজ্জ সফরে জনগণের মাঝে কিছু অপসন্দনীয় কাযকলাপ লক্ষ্য করলেন এবং অত্র আয়াতটি পাঠ করলেন كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এরপর বললেন, হে মানব জাতি ! তোমরা জেনে রেখ, যে ব্যক্তি চায় যে, তাকে উক্ত শ্রেষ্ঠ উম্মতভুক্ত করা হবে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্র দেয়া শর্ত পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

**৭৬১৩.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিশেষ সাহাবীবৃন্দ। অর্থাৎ তারাই ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনাকারী, ইসলামের প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াত প্রদানকারী এবং যাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্কে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী, তাই তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতটির তাফসীর হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

তোমরা যেহেতু সৎকাজের আদেশ প্রদান কর। অসৎ কাজ থেকে অন্যদের নিষেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, সেহেতু তোমাদের যুগে তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬১৪.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে তোমরা প্রেরিত। তবে এ শর্তে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে তোমরা যারা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে ও আল্লাহ্ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা দুখানের ৩২নং আয়াতে ইরশাদ করেন وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে তৎকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

**৭৬১৫. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ** كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ **–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে মানব জাতির উপকার সাধনে আবির্ভূত** হয়েছিলে, এ শর্তে যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে ছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ফরমান জারী করেছিলেন। যেমন– কুরআনুল কারীমের সূরা দুখানের ৩২নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে তৎকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম।

**৭৬১৬.** আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, তোমরা ছিলে মানব জাতির কল্যাণে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদেরকে তোমরা বন্দী বা শৃংখলাবদ্ধ করে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে সুযোগ করে দিয়েছিলে।

**৭৬১৭.** আতিয়া (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে তোমাদের শুভ আবির্ভাব।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর মধ্যে সাহাবা কিরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তারাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬১৮.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অতীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা





বর্তমান উম্মত থেকে বেশী ছিল না। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে বুঝান হয়েছে যে, তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬১৯.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ উম্মতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনা গিয়েছিল।

**৭৬২০.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (র.) বলেছেন, আমরাই আখিরী উম্মত এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে আমরাই অত্যধিক সম্মানিত।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তাফসীরে উপরোল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে হাসান (র.)–এর অভিমতটি উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য ও সমাদৃত।

**৭৬২১. হযরত বাহয (র.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তার পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেন, মনে রেখো, তোমরাই সত্তর উম্মতের সম্পূরক। আর তোমরাই তাদের মধ্যে সর্বশেষ এবং তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত।**

**৭৬২২. হযরত বাহয** (র.) তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে অন্য এক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা সত্তরতম উম্মতের সমাপ্তি ঘটালে, তোমরা তাদের মধ্যে উত্তম এবং মহান আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত।

**৭৬২৩.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বা শরীফের দিকে পিঠে হেলান দিয়ে বসে বলেন, আমরা কিয়ামতের দিন সত্তরতম উম্মত রূপে গণ্য হব, আমরা তাদের মধ্যে সর্বশেষ এবং আমরাই আল্লাহ্র নিকট উত্তম।

পরবর্তী আয়াতাংশ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ –এর অর্থ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া শরীআতের বিধানসমূহ পালন করতে আদেশ কর।

পরবর্তী আয়াতাংশ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরক করা থেকে এবং রাসূল (সা.)–কে মিথ্যা জ্ঞান করা থেকে বিরত রাখবে।

**৭৬২৪.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেবে, যেমন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার সত্যতা স্বীকার করে নেবে। আর যারা অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। বস্তুত 'আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই।" এ কলেমা স্বীকার করা সবচেয়ে বড় সৎকাজ। তারা তাদেরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর অসৎ কাজ হলো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)–কে অস্বীকার করা। আর এটা হলো সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ।

সৎকাজের মূল হলো, সৎকাজ মাত্রেরই সম্পাদন হবে সুন্দর, সমাদৃত এবং যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখে, মু'মিনগণের নিকট তা অপসন্দনীয় হবে না। আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যকেই সৎকাজ বলা হয়। কেননা, ঈমানদারগণ এটাকে সৎকাজ বলে গণ্য করে এবং এ কাজকে তারা কখনও অপসন্দ করেনা।

অসৎকাজের মূল হলো, যা আল্লাহ্ তা'আলা অপসন্দ করেন এবং তা করাকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ খারাপ মনে করে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীকে অসৎকাজ বলা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাকে যে বিশ্বাস করে, তারা তা করাকে খারাপ মনে করে থাকেন। আর তার আশ্রয় নেয়াকে জঘন্যতম অন্যায় বলেও বিবেচনা করে থাকেন।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ –এর অর্থ, তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, এ আয়াতাংশে কেমন করে বলা হলো كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে। অথচ, আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে এ উম্মতকেই অতীতের উম্মতদের মধ্যে তোমরা উত্তম উম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এর মাধ্যমে এরূপ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যারা অতীতে ছিল উত্তম উম্মত এবং পরে তারা পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন করেছে। জবাবে বলা যায়, আয়াতের ব্যাখ্যায় যেরূপ অনুধাবন করা হয়েছে তা এরূপ নয় বরং كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এর অর্থ اَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ অর্থাৎ "তোমরা উত্তম উম্মত"। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ অর্থ স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক (সূরা আনফাল ঃ ২৬), অন্য কথায় انتم বলে كُنْتُمْ এর অর্থ নেয় হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আ'রাফে ইরশাদ করেছেন। وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ অর্থ, স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিছেন। (আয়াতঃ ৮৬) কাজেই দেখা যায় এ ধরনের বাক্যে كان শব্দটির বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করা কিংবা না করা একই রূপ অর্থ বহন করে। অন্য কথায় كان এর বিভিন্ন রূপ উল্লেখ করে অনুরূপ অর্থ না নেয়া এবং উল্লেখ না করে অর্থ নেয়া উভয় রূপই আরবী ভাষাভাষীদের নিকট





সুপরিচিত আবার অত্র আয়াতে كان কে ناقصه হিসাবে গ্রহণ না করে تامه হিসাবেও গ্রহণ করা যায়। তখন আয়াতের সম্ভাব্য অর্থ দাঁড়াবে خُلِقْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اَوْ وُجِدْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ অর্থাৎ তোমাদের উত্তম উম্মত রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে কিংবা তোমাদেরকে উত্তম উম্মত রূপে পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ মনে করেন যে, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ عِنْدَ اللهِ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ অর্থঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট লাওহে মাহফূযে উত্তম জাতি ছিলে। বিশ্ব মানবের কল্যাণের লক্ষ্যেই তোমাদের আবির্ভাব। ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "প্রথম বারের দু'টি অভিমতই আমাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের মূল বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

আবার কেউ কেউ বলেন, "অত্র আয়াতাংশের গৃহীত অর্থ হচ্ছে كنتم خير اهل طريقة অর্থাৎ তোমরা ছিলে উত্তম পন্থা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা الامة শব্দটি ক্ষেত্র বিশেষে পন্থা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ অর্থাৎ "কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ ফাসিক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলা থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ( তারা) বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তা তাদের জন্যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও চিরস্থায়ী আখিরাতে কল্যাণকর হতো।" অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত منهم المؤمنون –এর অর্থ হচ্ছে ইয়াহূদ ও খৃষ্টান কিতাবীদের মধ্য থেকে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন; তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তাঁর ভ্রাতা এবং ছা'লাবাহ ইব্ন সা'য়াহ ও তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং রাসূল (সা.)–এর মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা প্রেরিত হচ্ছে তা তারা পুরাপুরিভাবে অনুসরণ করেছেন। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ–এর অর্থ হচ্ছে তাদের অধিকাংশই তাদের দীন থেকে বের হয়ে গিয়েছে। বস্তুত ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রয়েছে যারা তাওরাতের অনুসারী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আবার খৃস্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রয়েছে, যারা ইনজীলের অনুসারী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনকারী। আসলে দু'টি গ্রন্থেই মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাতে আরো উল্লেখ রয়েছে তাঁর প্রশংসা, নবূওয়াত লাভ এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র নবূওয়াতের স্বীকৃতি। অথচ ইয়াহূদ ও খৃস্টানদের অধিকাংশই এসবের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আর এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই হচ্ছে তাদের فسق বা সত্য ত্যাগ। তারা সত্যত্যাগী অথচ তারা দাবী করছে যে, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনে ভূষিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, اكثرهم الفاسقون অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

**৭৬২৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপী।

(١١١) لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ○

**১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করবে। তারপর তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না।**

ইমাম আবূ জাফর তাবরী বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে ও তোমাদের নবীকে অবিশ্বাস করে, তারা তোমাদেরকে সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তবে তারা তাদের শিরক ও কুফরী দ্বারা এবং ঈসা (আ.) ও তাঁর মায়ের সম্পর্কে ও উযায়র (আ.) সম্বন্ধে কটূক্তি করে তোমাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে, তোমাদেরকে তারা কষ্ট দিবে। তারা এ সব কিছু দ্বারা তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এ বাক্যে ব্যবহৃত استثناء হচ্ছে استثناء منقطع যা মূল বাক্যের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করে থাকে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষাভাষিগণ বলে থাকেন ما اشتكى شيئا الا خيرا অর্থাৎ সে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর অভিযোগ করেনি। এখানে الا শব্দটির পরবর্তী বাক্যাংশ পূর্ববর্তী অংশের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। এ ধরনের ব্যবহৃত বাক্য আরবদের কাছে অপরিচিত নয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬২৬.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের নিকট থেকে পীড়াদায়ক কথা ব্যতীত তারা তোমাদের অন্য কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

**৭৬২৭.** রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৬২৮.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, হযরত উযায়র (আ.), ঈসা (আ.) ও ক্রুশ সম্বন্ধে তাদের শিরক তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।

**৭৬২৯.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে মিথ্যা কথা শুনবে এবং তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ– وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবের মধ্যে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্বন্ধে মুসলমানদের প্রেরণার উদ্দেশ্যে





ইরশাদ করেন, যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এবং তারা পরাজিত হয়ে পলায়নের সময় তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু يولوكم الادبار আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরাজয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। কেননা, পরাজিত ব্যক্তি অন্বেষণকারী থেকে পলায়ন করে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে যখন দৌড়ায়, তখন সে তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেই দৌড়ায়। প্রাণ ভয়ে সে ছুটে চলে যায় এবং অন্বেষণকারী তার পিছে ধাওয়া করে। সেই সময় অন্বেষণকারীর দিকে পরাজিত পলায়নকারী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিন বান্দাগণ! তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে সাহায্য করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ্র ও আল্লাহ্ রাসূল (সা.)–কে অস্বীকার করেছে এবং তোমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কাফিরদের অন্তরে ভয়ভীতি ঢেলে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির, তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ঈমানদারগণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

**ইয়াহূদী জাতির শোচনীয় পরিণতি**

মাহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

**১১২. তারা মহান আল্লাহ্র আশ্রয় ও মানুষের আশ্রয়ের বাইরে যেখানেই থাকুক, সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা মহান আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছে এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের প্রতি নির্ধারিত রয়েছে। এটা এহেতু যে, তারা মহান আল্লাহ্র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত। এটা এহেতু যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লংঘন করত।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ –এর অর্থ, তারা নিজেদের উপর লাঞ্ছনা–গঞ্জনাকে পাওনা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ذِلَّة শব্দটি فعلة -এর পরিমাপে এসেছে। মূল শব্দটি ذُلّ অন্যত্র প্রমাণাদি সহ এ শব্দটির تحقيق পেশ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতাংশ أَيْنَمَا ثُقِفُوا –এর অর্থ حيثما لقوا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে যে সব ইয়াহূদী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বিশ্বের যেখানেই থাকুনা কেন, নিজেদের উপর লাঞ্ছনা–গঞ্জনাকে পাওনা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তারা মুসলমান কিংবা

মুশরিকদের শহরসমূহের মধ্যে মহান আল্লাহ্র আশ্রয় ও মানুষের আশ্রয়ের বাইরে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন লাঞ্ছনা–গঞ্জনার শিকার হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

৭৬৩০. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ ধরে ফেলেছেন। আর অগ্নিপূজকরা মুসলমানের ডাকে সাড়া হিসাবে جِزْيَة বা 'নিরাপত্তা কর' প্রদান করে চলেছে।"

৭৬৩১. হযরত হাসান (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর তাফসীর প্রসগে বলেন, তাঁর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুসলমানগণের পায়ের তলায় এনে দিয়েছেন।"

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত حَبْل–এর অর্থ এমন একটি শান্তি চুক্তি যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের থেকে নিজেদের জান–মাল ও জ্ঞাতি–গোষ্ঠির নিরাপত্তা বিধানের সুযোগ লাভ করে। মুসলিম ভূখন্ডে ধরা পড়ার পূর্বেই তারা মুসলমানগণের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

৭৬৩২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, حَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ –এর অর্থ, মহান আল্লাহ্র সঙ্গে চুক্তি। আর حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর অর্থ–মানুষের সঙ্গেচুক্তি।

৭৬৩৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ الا بعهد من الله وعهد من الناس অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সাথে চুক্তি এবং মানুষের সাথে চুক্তি।

৭৬৩৪. হযরত কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭৬৩৫. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, اِلاَّ بِعَهْدٍ مِّنَ اللّٰهِ وَعَهْدٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি।"

৭৬৩৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ اِلاَّ بِعَهْدٍ مِّنَ اللّٰهِ وَعَهْدٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি।"

৭৬৩৭. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, اِلاَّ بِعَهْدٍ مِّنَ اللّٰهِ وَعَهْدٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি।"





৭৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর অর্থ, মহান আল্লাহ্র দেয়া প্রতিশ্রুতি ও মানুষের সাথে সন্ধি। যেমন বলা হয়ে থাকে ذمة الله وذمة رسوله অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের দেয়া প্রতিশ্রুতি।

৭৬৩৯. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, الا بعهد من الله وعهد من الناس অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ও মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, হযরত আতা( (র.) বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতিই حبل الله অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার রজ্জু।"

৭৬৪০. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, حَبْل এর অর্থ প্রতিশ্রুতি, যাদের সাথে মুসলমানগণের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে তারা ইয়াহূদী।' ইব্ন যায়দ (র.) আরো বলেন, "আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়্যাহান নামক এক আনসারী আকাবা নামক স্থানে আনসারগণের আগমনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন ايها الرجل انا قاطعون فيك حبالا بيننا وبين الناس অর্থাৎ "হে মহান ব্যক্তি! আমরা অন্যান্য লোকের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছি।" এখানে প্রতিশ্রুতি বুঝাবার জন্যে حَبْل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার যমীনের কোথাও ইয়াহূদীদের জন্যে এ আয়াতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন নিরাপত্তার বিধান নেই।" তারপর তিনি সূরায়ে আলে-ইমরানের আয়াত পাঠ করেনঃ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আর আপনার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য ঘোষণা করছি। (সূরা আলে-ইমরান ৫৫)। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর যে কোন শহরে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সংমিশ্রণ ঘটলে খৃষ্টানদেরই প্রাধান্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আ'রাফের ১৬৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا অর্থাৎ দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি। তারা ইয়াহূদী।

৭৬৪১. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, الابعهد من الله وعهد من الناس অর্থাৎ ''আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের সাথে চুক্তি।"

৭৬৪২. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এ উল্লিখিত ب হরফটির متعلق (সম্বন্ধ) নিয়ে আরবী ভাষাভাষিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কূফার কোন কোন নাহুশাস্ত্রবিদ বলেছেন, بِحَبْلٍ –এ উল্লিখিত ب' হরফটির متعلق (সম্বন্ধ) একটি فعل مضمر যা বাক্যে প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপঃ

ضربت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا ان يعتصموا بحبل من الله

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিকে যারা আঁকড়িয়ে ধরেনি, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া গিয়েছে সেখানেই তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে يعتصموا –এর ন্যায় فعل টি উহ্য রয়েছে বলে ধরা হয়েছে। এরূপ অভিমতের সমর্থনে কূফী নাহুশাস্ত্রবিদগণ নিম্নে বর্ণিত দু'টি কবিতা পেশ করেছেন।

প্রথমত কবি বলেছেন

رَأَتْنِيْ بِحَبْلَيْهَا فَصَدَّتْ مَخَافَةً * وَفِى الْحَبْلِ رَوْعَاءِ الْفُؤَادِ فَرُوْقُ

অর্থাৎ "সে তার দুটো রজ্জুসহ সামনে অগ্রসর হয়ে আমাকে দেখল, তারপর সে ভয় পেয়ে ফিরে গেল। আর রজ্জুতে যেন অন্তরের ভয় ছড়িয়ে রয়েছে।" এ কবিতায় উল্লিখিত رأتنى بحبليها এর অর্থ اقبلت بحبليها অর্থাৎ তার দুটো রজ্জু সহকারে সামনে অগ্রসর হলো।"

দ্বিতীয় কবিতা বলেছেন

حَنَتْنِى حَانِيَاتُ الدَّهْرِ حَتَّى * كَأَنِّيْ خَاتِلٌ أَدْنُوْ لِصَيْدٍ
قَرِيْبُ الْخَطْوِ يَحْسِبُ مَنْ رَآنِيْ * وَلَسْتُ مُقَيَّدًا أَنِّيْ بِقَيْدٍ

অর্থাৎ "কালের চক্র আমাকে এমন কুঁজো করে দিয়েছে আমি যেন শিকারীর ন্যায় শিকার ধরার জন্যে কুঁজো হয়ে শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করছি।"

এখানে فعل متعلق –কে উহ্য রাখা হয়েছে এবং তার صله –কে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ধরনের متعلق فعل –কে উহ্য রেখে صله –কে প্রকাশ করার রীতিনীতি আরবী সাহিত্যে বিরল এবং আরবী ভাষা–ভাষিদের কাছে অপ্রিয়। তবে উপরের প্রথম উদাহরণটি যে উদ্দেশ্যকে প্রমাণ করার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না। কেননা, কবি বলেছেন, رَأَتْنِى بِحَبْلَيْهَا তাতে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে সে তাকে রজ্জুতে আঁকড়িয়ে ধরা অবস্থায় অবলোকন করেছে। কাজেই কবি সংবাদ দেন যে, স্ত্রীলোকটি তাকে দেখেছে, এমন অবস্থায় যে, সে দু'টি রজ্জুতে জড়িয়ে রয়েছে। বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে; তাই امساك কিংবা জড়িয়ে রয়েছে কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। আর باء صله টি رَأَتْنِى এর সাথে متعلق রয়েছে যেমন, বলা হয়ে থাকে أنا بالله তার অর্থ أَنَا مُكْتَفٍ بِنَفْسِهِ –। এখানে শ্রবণকারী বাক্যটির অর্থ অনায়াসে বুঝতে পারে এবং باء –এর متعلق কি হবে, তাও কোন প্রকার বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়াই হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে। এ বাক্যটি প্রকৃত অর্থে হবে أَنَا بِاللهِ مُسْتَعِيْنٌ অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ্র কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

বসরাবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেনঃ اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ –এ উল্লিখিত استثناء টি হচ্ছে استثناء منقطع অর্থাৎ প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যটি আলাদা। তিনি আরো বলেনঃ সূরা মারয়ামের আয়াত لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا –এ উল্লিখিত استثناء হলো استثناء منقطع অর্থাৎ এর পরের বাক্যটি পূর্বের বাক্য থেকে আলাদা।





আবার কূফাবাসী কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন, এখানে استثناء টি হলো استثناء متصل এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اى بكل مكان الا بموضع حبل من الله অর্থাৎ "প্রতিটি স্থানে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে তারা সেখানেই লাঞ্ছিত হবে। তবে যেস্থানে মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে। ضربت عليهم الذلة فى الامكنة الا فى هذا المكان অর্থাৎ এ স্থান ব্যতীত সর্বত্রই তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে।

এ তাফসীরের সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। المفصل নামক আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখক আল্লামা যারুল্লাহ্ জমখশারী (র.) ভুল করেছেন। তিনি এখানে استثناء متصل বলে মন্তব্য করেছেন। যদি তাঁর ধারণা মতে এখানে استثنا متصل হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, "যদি তাদেরকে আল্লাহ্ এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তারা লাঞ্ছিত হবে না। অথচ এটা ইয়াহূদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতিশ্রুতির আওতায় হোক কিংবা না হোক তারা সর্বত্রই লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এরূপ ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেও পেশ করেছি। কাজেই এ আয়াতে উল্লিখিত اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এ যদি استثنا متصل স্বীকার করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, "যদি কোন সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতি ও সন্ধির সাথে জড়িত পাওয়া যায়, তাহলে তারা কখনও লাঞ্ছিত হবে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যে গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন, তা তার বিপরীত অথবা তারা যে অবস্থায় বসবাস করছে তা তারও বিপরীত। এভাবে যারা এরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন, তারা যে ভুল করেছেন তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো যে, اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ –এ উল্লিখিত باء হরফের متعلق হলো ادخلت কেননা, الا এর পূর্বে বর্ণিত কথাটি চায় যে, باء হরফটির متعلق হোক ادخلت –। কাজেই এ আয়াতাংশ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا এর অর্থ হবে ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا অর্থাৎ তারা লাঞ্ছিত হয় যেখানেই তারা থাকুক না কেন।" তারপর প্রথমটির সাথে اتصال ব্যতীতই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ কাজেই এ استثناء হবে استثناء منقطع এবং অর্থ হবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতিশ্রুতিকে শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে। এরূপ ব্যাখ্যা কোন কোন প্রসিদ্ধ তাফসীরকারও পেশ করেছেন। তার উপমা হলো যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার ৯২ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً অর্থাৎ "কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র। এখানে خطاء শব্দটি যদিও منصوب (যবরযুক্ত) এবং তাতে الا –এর পূর্বের فعل টি عمل করেছে, তবে এটা استثناء متصل নয়। আর যদি استثنا متصل হতো, তাহলে তার জন্য خَطَاءً হত্যা করা বৈধ হতো। আসলে তা নয়, বরং তার অর্থ হবে কোন কোন সময় সে ভুলে হত্যা করে থাকে। অনুরূপভাবে অর্থ করা হয়ে থাকে اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ –। যদিও الا –এর পূর্ববর্তী

فعل পরবর্তী فعل–এর অনুরূপ, তবুও এখানে استثناء متصل নয়। যদি এরূপ হতো, তাহলে তার অর্থ হতো, কোন কোন সময় তাদের থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দূরীভূত হয়ে যায় বরং তার অর্থ, "তাদের সাথে সর্ব অবস্থায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা লেগেই রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী , وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযবের পাত্র হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযবের পতিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযবের যোগ্য হয়েই প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার গযব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। আয়াতে উল্লিখিত اَلْمَسْكَنَةُ শব্দের অর্থ অভাব–অনটন হেতু হীনতা ও দারিদ্র্য। الغضب من الله–এর ব্যাখ্যাও ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরবর্তী আয়াতাংশ তথা ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ–এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করার কারণেই তাদের এ দশা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার আম্বিয়া কিরামের সত্যতা প্রমাণ এবং তাদের উপর যে সব ফারায়েয অবতীর্ণ করা হয়েছে এদের বৈধতা প্রমাণের দলীলসমূহকে অস্বীকার করা। আর অন্যায়ভাবে মহান আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করা ও আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করার শামিল। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে সীমা লংঘন ও বাতিলের প্রতি তাদের নির্ভয় আসক্তি তাদের প্রতি প্রেরিত আম্বিয়া কিরামকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো ঃ তারা লাঞ্ছিত, যেখানেই তারা থাকুক না কেন। হ্যাঁ, যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত হয়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযবের পাত্র হয়েছে এবং হীনতা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত, প্রমাণ ও দলীলাদিকে অস্বীকার করার প্রতিফল মাত্র। তারা আম্বিয়া কিরামকে অন্যায়ভাবে, হিংসা ও বিদ্বেষবশত নির্মমভাবে হত্যা করত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি, কারণ, তারা কুফরী করেছে, আম্বিয়া কিরামকে হত্যা করেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের হুকুম লংঘন করেছে।

الاعتداء শব্দটির অর্থ অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, পুনরায় তা নিষ্প্রয়োজন। আহলে কিতাবদের জন্যে দুনিয়াতে যে অপমান এবং আখিরাতে যে শাস্তি রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দেয়েছেন। কারণ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সীমারেখাকে লংঘন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত হারামকে তারা হালাল মনে করেছে। হারামকে তারা হালাল বলে মেনে নিয়েছে। এসব বর্ণনার মাধ্যমে তাদেরকে অতীতের লোকদের প্রতি যে আযাব নাযিল করা হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে তারা ভবিষ্যতে এসব বর্ণনা নসীহত মান্য করে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কুকর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ না করে। আর এ কথাও যেন তারা জেনে নেয় যে, তাহলে তারাও পূর্ব–পুরুষদের পরিণতির শিকার হবে এবং তারাও পূর্ব–পুরুষদের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলার গযব ও অভিশাপের পাত্রে পরিণত হবে।





৭৬৪৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে নসীহত করে বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারনাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা এ ধরায় বসবাস করে গেছে নাফরমানী ও অবাধ্যতার দরুন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।

(١١٣) لَيْسُوْا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

**১১৩. তারা সকলে এক প্রকার নয়। আহলে কিতাবগণের একদল দীনের উপর কায়েম রয়েছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সিজদায় রত থাকে।**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তারা এক প্রকার নয় অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা কাফির তারা আদৌ এক নয়। বরং তাদের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য– ভাল এবং মন্দ। বিশেষভাবে বলা হয়েছে, لَيْسُوْا سَوَآءً তারা এক রকম নয়। আহলে কিতাবের এ উভয় দলের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আহলে কিতাব যদি বিশ্বাস স্থাপন করত, তা তাদের জন্যে মঙ্গল হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমানদার। আর তাদের অনেকেই ফাসিক বা সত্যত্যাগী। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন দুটো সম্প্রদায়ের পদ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করে বলেন, তাদের মধ্য থেকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এক রকম নয়। অর্থাৎ মু'মিন ও কাফির কস্মিনকালেও এক নয়। তারপর আল্লাহ্ তাআলা আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মু'মিন তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাদের প্রশংসা করেন। তারপর ফাসিক দলের আতংকগ্রস্ততা, অস্থিরতা, বেহেশ্‌ত হারানো-হীনতা, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, দুনিয়ার লঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করা এবং আখিরাতে দুর্ভোগের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যেমন–

لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۔ وَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۔ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۔

অর্থঃ তারা সকলে এক রকম নয়। আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে, তাঁরা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে ও সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করে। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তার প্রতিদান হতে তাদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের সম্বন্ধে অবহিত। (৩ ঃ ১১৩–১১৫)

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اُمَّةٌ قَائِمَةٌ আয়াতাংশ محل رفع–তে অবস্থিত এবং مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কূফা ও বসরার একদল আরবী ব্যাকরণবিদ এবং তাদের মধ্যে যারা متقدمين ( প্রবীণ–প্রাচীন ) তারা ধারণা করেন যে, এ স্থানে سواء কথাটির পর উল্লিখিত اُمَّةٌ قَائِمَةٌ আয়াতাংশ سواء–এর তাফসীর হিসাবে গণ্য। অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অবিচলিত একদল

রয়েছে, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। তাদের এবং অন্য একটি কাফির দলের লোকদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। অন্য কথায়, তারা একই রকমের নয়। তারা আরো মনে করেন যে, দ্বিতীয় দলটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, একটি দল–অবিচলিত দলটি উল্লেখ করায় অন্য দলটির অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য অনায়াসে বুঝা যায়। এ ধরনের ব্যবহারের দলীল হিসাবে আবূ যুয়ায়ব নামক প্রসিদ্ধ কবির কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। কবি বলেন

عَصَيْتُ اِلَيْهَا الْقَلْبَ اِنِّيْ لِاَمْرِهَا * سَمِيْعٌ فَمَا اَدْرِيْ اَرُشْدٌ طِلَابُهَا

অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি আমার অন্তরকে বিমুখ করে রেখেছি। নিঃসন্দেহে আমি দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমার অন্তর খুবই সতর্ক। তবে আমি পুরাপুরি বুঝতে পারি না দুনিয়া অন্বেষণকারীরা কি সত্য পথে আছেন, না অসত্য পথে আছেন? এ কবিতার শেষ পংক্তিতে اَمْ غَيْرُ رُشْدٍ কথাটি উহ্য রয়েছে। কেননা اَرُشْدٌ طِلَابُهَا কথাটির দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় যে, এখানে اَمْ غَيْرُ رُشْدٍ কথাটি উহ্য রয়েছে। অন্য এক বলে বলেছেন

اَرَاكَ فَلَا اَدْرِيْ اَهَمٌّ هَمَمْتَهُ . وَذُوْ الْهَمِّ قِدْمًا خَاشِعٌ مُتَضَائِلٌ

অর্থাৎ সর্বদা চেষ্টা করতে থাকলাম কিন্তু তার গুনগুন শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। তাদের গলার রগগুলো এক ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির দুটো পায়ের ন্যায় কম্পনরত? এতদসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি বলতে চায় سواء اقمت ام قعدت অর্থাৎ আমি দাঁড়িয়েছিলাম কিংবা বসে ছিলাম তা ছিল একই। এ বাক্যটির স্থলে যদি সে বলে سواء اقمت এবং ام قعدت না বলে, তাহলে এটা ভাষাবিদদের কাছে ভুল বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে বলবে سواء اقمت ام قعدت হ্যাঁ, তারা শুধু এমন বাক্যেই দ্বিতীয় অংশটি উহ্য থাকাকে মেনে নেয়, যেখানে প্রথম অংশটির দ্বারা বাক্যটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। অন্য কথায়, অর্থ ও ভাব অসম্পূর্ণ হলে তারা ঐ বাক্যটিকে শুদ্ধ বলে গণ্য করেন না। যেমন, বাক্যের মধ্যে যদি مَا اُبَالِيْ অথবা ما ادرى থাকে, তাহলে তারা ঐ বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ না করলেও বাক্যটিকে শুদ্ধ বলে গণ্য করে। যেমন, যদি কেউ বলে ما اُبَالِي اقمت তাহলে তা অর্থ প্রকাশ করে থাকে ما ابالى اقمت ام قعدت অর্থাৎ তুমি দাঁড়াও কিংবা বস তাতে আমার কোন কিছু আসে যায় না। اُبَالِى শব্দটির পর বাক্যের একটি অংশ উল্লেখ করলে পূর্ণ ব্যক্যটির অর্থ প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে তারা ধারণা করেন যে, ما ادرى শব্দটিও যদি কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার একটি অংশই দু'টি অংশের অর্থ প্রকাশ করে। তবে سواء শব্দ সম্বন্ধে তারা বলেন যে, বাক্যের প্রথম অংশ উল্লেখ করলে বাক্যের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না পাওয়ায় কিংবা একটি অংশ দ্বারা দু'টি আয়াতাংশের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ না হওয়ায় বাক্য শুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ –এর ব্যাখ্যায় তারা দ্বিতীয় অংশ উহ্য মনে করে তাদের প্রচলিত আরবী ভাষার ব্যাকরণের কায়দা ও কানুনের খিলাফ করেছেন। কেননা, তারা মনে করেন যে, سواء–এর পর দ্বিতীয় অংশ উহ্য থাকতে পারে না। অথচ এখানে তারা উহ্য মনে করে থাকেন। আর এভাবে তারা আয়াতের ব্যাখ্যায় ভুলের আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই سواء শব্দের এখানে অর্থ হবে পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট।





আবার কেউ কেউ বলেন, এ তিনটি আয়াত যা مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ থেকে শুরু হয়েছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের এমন একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদের ইসলাম গ্রহণ সন্তোষজনক বলে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৬৪৪.** হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম, ছালাবা ইব্ন সা'ইয়াহ্, উসায়দ ইব্ন সা'ইয়াহ, আসাদ ইব্ন উবায়দ এবং ইয়াহূদীদের আরো একটি দল ঈমান আনয়ন করেন, ইসলামকে সত্য ধর্ম রূপে গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা ও একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করেন, তখন ইয়াহূদী ও কাফিরদের মধ্যে যারা ধর্মযাজক, তারা বলল, আমাদের মধ্যে যারা দুষ্ট, তারাই মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। যদি তারা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হতো, তাহলে তারা কোন দিনও পূর্ব–পুরুষের ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করত না। তাদের এ মিথ্যা উক্তি খন্ডন করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ তিনটি আয়াত لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ থেকে وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন।

**৭৬৪৫.** অন্য এক সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৬৪৬.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মর্ম হলো, সম্প্রদায়ের সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়নি বরং তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বেঁচেও ছিলেন।

**৭৬৪৭.** হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উল্লিখিত اُمَّةٌ قَائِمَةٌ –এর দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম, তাঁর ভাই ছা'লাবাহ ইব্ন সালাম, সা'ইয়া, মুবাশির এবং কা'বের দুই ছেলে উসায়দ ও আসাদকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আহলে কিতাব ও যাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তারা এক সমান নয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৬৪৮.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, আহলে কিতাব ও উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.) সমান নয়।

**৭৬৪৯.** হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ সব ইয়াহূদী, উম্মতে মুহাম্মাদীর মত নয়। যাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বর্ণিত দু'টি অভিমতের মধ্যে ঐ অভিমতটি সঠিক, যারা বলেছেন, لَيْسُوْا سَوَاءً–এ আহ্লে কিতাব্ মু'মিন ও কাফির বান্দাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা এখানে শেষ হয়েছে। আর এ আয়াতাংশ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ

خبر ও مبتداء এ قائمة রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.), ইব্‌ন জুরাইজ (র.) ও কাতাদা (র.)–এর অভিমত অনুযায়ী এ আয়াতে আহলে কিতাবের যারা মু'মিন, তাদের গুণাগুণ বর্ণনা ও তাদের ভূয়াসী প্রশংসা করা হয়েছে। পুনরায় বলা যায় যে, أُمَّةٌ قَائِمَةٌ দ্বারা এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যারা হক ও সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত।

الأمة শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পুনরুক্তির প্রয়োজন অনুভূত নয়।

القائمة শব্দের অর্থ নিয়ে বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ, العادلة অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ।

**যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেনঃ**

৭৬৫০. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত أُمَّةٌ قَائِمَةٌ–এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, উম্মতে আদিলা, বা ন্যায়পরায়ণ।

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, القائمة এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কিতাব ও তার আদেশ মুতাবিক পরিচালিত দল।

**এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেন ঃ**

৭৬৫১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أُمَّةٌ قَائِمَةٌ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন একটি যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কিতাব ও তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭৬৫২. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أُمَّةٌ قَائِمَةٌ–এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, এমন একটি দল যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কিতাব এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭৬৫৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ–এ উল্লিখিত أمة قائمة–এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, أمة مهتدية অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায়, যারা সৎপথে পরিচালিত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশাবলীর প্রতি অনুগত, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী নিয়ে ঝগড়া করেননি এবং প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন অন্যরা প্রত্যাখ্যান করেছে ও তা ধ্বংস করে দিয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, أُمَّةٌ قَائِمَةٌ–এর অর্থ, أُمَّةٌ مُطِيعَةٌ অর্থাৎ এমন একটি দল, যাঁরা অনুগত।

**যাঁরা এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন ঃ**

৭৬৫৪. ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত امة قائمة–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এসব ইয়াহূদী এ উম্মতের সমমর্যাদার নয়। যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মহান আল্লাহর ফরমাবরদারীতে মগ্ন থাকেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (র.) এবং যারা তাদের অভিমত অনুসরণ করেছেন, তাদের অভিমত অধিক





গ্রহণযোগ্য। বলাই বাহুল্য, অন্য অভিমতগুলোও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.)–এর বর্ণিত অভিমতের নিকটবর্তী। কেননা, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত قائمة–এর মূল অর্থ, ন্যায়পরায়ণতা, আনুগত্যের ন্যায় কল্যাণকামী গুণগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত হিদায়াত, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কিতাব ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রবর্তিত শরীআতের বিধানসমূহকে যথাযথ প্রতিপালন ইত্যাদি। আর এগুলো, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর যারা সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন, তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ তথ্যের সন্ধান মিলে নিম্ন বর্ণিত হাদীসের মর্মকথায়।

৭৬৫৫. হযরত নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রবর্তিত ও নির্ধারিত শরীআতের বিধানসমূহের ধারক ও বাহক, তার উদাহরণ, এমন একটি সম্প্রদায়ের ন্যায় যারা একটি নৌকায় আরোহণ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্ণ উদাহরণটি উপস্থাপন করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রাহমাতুল্লাহ আলায়হি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া অনুশাসনের ধারক কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া আদেশ ও নিষেধাবলী পালন করার ব্যাপারে অটলচিত্তের অধিকারী। তাই এ আয়াতাংশের অর্থটি শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ দাঁড়াবেঃ

আহলে কিতাবের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে মযবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে রয়েছেন এবং কিতাবে প্রাপ্ত অনুশাসন ও রাসূলের সুন্নাতকে যথাযথ পালন করছেন।

মহান আল্লাহর বাণী– يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ–এর অর্থ, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। آيَاتِ اللهِ–এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে অবতীর্ণ উপদেশ ও নসীহতসমূহ। يَتْلُونَ ذَالِكَ آنَاءَ اللَّيْلِ–এর অর্থ, রাতের অংশে তারা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে গভীর ভাবে গবেষণা ও চিন্তা করেন آنَاءَ اللَّيْلِ–এর অর্থ, রাতের অংশসমূহ। শব্দ বহুবচন, তার একবচন أنى যেমন, কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন

حُلْوٌ وَمُرٌّ كَعَطْفِ الْقِدْحِ مِرَّتُهُ * فِيْ كُلِّ اَنْيٍ حَذَاءِ اللَّيْلِ يَنْتَعِلُ

অর্থাৎ তার বিবেক প্রতি মুহূর্তেই জুয়া খেলার গুটির কিনারার ন্যায় তিক্ত ও সুমধুর। রাতের প্রতিটি অতিক্রান্ত মুহূর্তে তার বিবেক জুয়ার গুটির ন্যায় জয়ের মালা কিংবা পরাজয়ের গ্লানি ডেকে আনে। রাতের প্রতিটি মুহূর্তেই সে নিজের জয়–পরাজয়ের জুতা পরিধান করে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলেন, اناء বহুবচন শব্দটির একবচন হচ্ছে انى অর্থাৎ الف مقصوره– এর সাথে শব্দটি পাঠ করতে হবে। যেমন امعاء শব্দটি বহুবচন কিন্তু তার একবচন হবে معى পুনরায় বিশ্লেষণকারিগণ أنى শব্দটির অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করছেন। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে রাতের ঘন্টা বা অংশসমূহ। উপরোক্ত অভিমত সমর্থনকারীদের উপস্থাপিত দলীল নিম্নরূপঃ

৭৬৫৬. বাশর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অত্র আয়াতাংশ الله اناء الليل–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়তাংশে উল্লিখিত اناء الليل–এর অর্থ হচ্ছে ساعات الليل অর্থাৎ রাতের ঘন্টাসমূহ।"

**৭৬৫৭.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ اناء اليل –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ساعات اليل অর্থাৎ রাতের ঘন্টা বা অংশসমূহ।

**৭৬৫৮.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) বলেছেন, আমরা আরবদের কাছে শুনেছি, তারা اناء اليل –এর অর্থ নিয়েছেন ساعات اليل অর্থাৎ রাতের ঘন্টাসমূহ।

আবার কেউ কেউ বলেন, اناء اليل –এর অর্থ হচ্ছে جوف اليل অর্থাৎ মধ্য রাত। এরূপ অভিমত পোষণকারীদের নিম্ন বর্ণিত দলীলটি প্রণিধানযোগ্য।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ**

**৭৬৫৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ يتلون ايات الله اناء اليل –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তবে اناء اليل –এর অর্থ হচ্ছে جوف اليل অর্থাৎ মধ্যরাত বা রাতের মধ্য ভাগ।

আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদেরকে, যাঁরা ঈশার নামায আদায় করে থাকেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬৬০.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্র আয়াতাংশ يتلون ايات الله اناء اليل –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে ঈশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত সম্প্রদায় এ সালাতটি আদায় করতেন। কিতাবীদের মধ্যে অন্যরা ঈশার নামায আদায় করত না।

**৭৬৬১.** আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবার পরও আমাদের সাথে ঈশার নামায আদায় করতে আগমন করলেন না। এরপর তিনি যখন আসলেন, তখন দেখা গেল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সালাত ইতিমধ্যে আদায় করে ফেলেছেন। আবার কেউ কেউ শুয়ে পড়েছেন। আমাদের অধিকাংশই জেগে রয়েছে। তখন তিনি আমাদেরকে সুসংবাদ শুনালেন এবং বললেন, কিতাবীদের কেহই ঈশার নামায আদায় করছে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ তারা সকলে এক রকম নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত তিলাওয়াত করে ও সিজদা করে।

**৭৬৬২.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনেন। আমরা ঈশার নামায জামাআতে আদায় করার জন্যে তাঁর অপেক্ষা করছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, এসময় পৃথিবীতে তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী কেউ নেই যে এরূপ নামায আদায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ





يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ তারা সকলে এক রকম নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল রয়েছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং সিজদা করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যারা মাগরিব ও ঈশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায আদায় করে থাকেন।

**যাঁরা এমত প্রকাশ করেছেন ঃ**

৭৬৬৩. হযরত মানসূর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এ আয়াত - لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ –এর মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে, যাঁরা মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায আদায় করে থাকেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন অভিমত অর্থের দিক দিয়ে একটি অন্যটির নিকটবর্তী। কেননা, মহান আল্লাহ্ তা'আলা এসব সম্প্রদায়ের গুণাবলী এরূপে বর্ণনা করেছেন যে, তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। এরাতের বেলা বলতে রাতের অংশ বিশেষ বুঝান হয়েছে, তা ঈশার সময়ও হতে পারে, তার পরবর্তী সময়ও হতে পারে। অনুরূপভাবে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ও হতে পারে এবং মধ্যরাতও হতে পারে। কাজেই রাতের যে কোন সময়ের আবৃত্তিকারী সম্বন্ধেই এ ঘোষণা হতে পারে। তবে যে সকল বিশ্লেষক বলেছেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত আবৃত্তিকারী দ্বারা ঐ সব আবৃত্তিকারীকে বুঝান হয়েছে, যারা ঈশার নামাযে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে থাকেন, এ অভিমত উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, এ নামায কোন আহলে কিতাব আদায় করে না। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)–এর উম্মতের এগুণটি বর্ণনা করে বলেন যে, তারা এ নামায আদায় করে। কিন্তু, আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরীর আশ্রয় নিয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বাণী অবিশ্বাস করে, তারা এ নামায আদায় করে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেছেন, এখানে السجود –এর অর্থ নামায, সিজদা নয়। কেননা, সিজদায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় না, এবং রুকূতেও কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ তাঁরা রাতের বেলায় নামাযের অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের তাফসীর এরূপ নয়, বরং আয়াতের অর্থ, مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَهُمْ مَعَ ذَالِكَ يَسْجُدُوْنَ فِيْهَا অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে একদল অবিচলিত মু'মিন বান্দা রয়েছেন, যাঁরা রাতের বেলায় নিজেদের নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। আর তারা এছাড়া

নামাযে সিজদাও করে থাকেন। কাজেই এ আয়াতে উল্লিখিত سجود–এর অর্থ, প্রকৃতপক্ষে সিজদা। আর এ সিজদা নামাযের একটি বিশেষ অঙ্গ।

(١١٤) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

**১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্য নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।**

ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী ঃ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ এ– উল্লিখিত يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত অবিচলিত একদল মু'মিন বান্দার কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখে এবং এ কথাও পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরে কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা ঐ সব মুশরিকের মত নয়, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যেরও ইবাদত করে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এমনকি যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতিদান, সওয়াব ও শাস্তি প্রদানকে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহর বাণীঃ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ–এর অর্থ, তারা জনগণকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর মাধ্যমে আনীত অনুশাসনগুলোকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে আদেশ করেন। আয়াতাংশ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–এর অর্থ, তারা জনগণকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করতে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত অনুশাসনকে অবিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। অন্য কথায়, তারা ইয়াহূদ ও খৃষ্টানদের সমতুল্য নয়, যারা জনসাধারণকে কুফরী করতে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর আনীত অনুশাসনকে অবিশ্বাস করতে আদেশ করে। তারা জনগণকে সৎকাজসমূহ আঞ্জাম দিতে নিষেধ করে থাকে। আর এসব সৎকাজ হলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা ও গ্রহণ করা।

আয়াতাংশ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ–এর অর্থ সৎকাজ সম্পাদনে তারা প্রতিযোগিতা করে। কেননা, তারা এ ধারণায় ভীত–সন্ত্রস্ত যে, তাদের মৃত্যু হয়ত তাড়াতাড়ি এসে যেতে পারে, তাতে তারা অতি সহসা এরূপ সৎকাজ আঞ্জাম দিতে পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করলেন, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী, তারা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাদের মধ্যে যারা ফাসিক ও অসৎ, তারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করায়, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করায়, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশাবলী অমান্য করায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আরোপিত অনুশাসনগুলোর সীমালংঘন করায় আল্লাহ্ তা'আলার গযবের পাত্রে পরিণত হয়েছে।





আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

(١١٥) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

**১১৫. উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে, তার প্রতিদান থেকে তাদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকিগণের সম্বন্ধে অবহিত।**

এ আয়াতের পাঠ পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেনঃ কূফাবাসী অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ নিম্নেরূপ পড়েছেন وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ অর্থাৎ يفعلوا ও يُكْفَرُوْهُ উভয় ক্ষেত্রে ياء সহকারে পড়েছেন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের গুণাবলী ও কার্যাবলীর ফলাফল হিসাবে এ বাক্যটি বিবেচিত। অর্থাৎ যেহেতু তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ করতে বারণ করেন, সেহেতু উত্তম কাজের যাকিছু তাঁরা করেন, তার প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না।

মদীনা তাইয়্যিবা ও হিজাযের অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং কূফাবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উভয় ক্ষেত্রে تاء সহকারে পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوْهُ –এর অর্থ হবে, হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর, তোমাদের প্রতিপালক তার প্রতিদান থেকে তোমাদের কখনো বঞ্চিত করবেন না।

বসরাবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উভয় ক্ষেত্রে উভয় পাঠ পদ্ধতি বৈধ বলে মনে করেন। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে تاء এবং ياء সহকারে পড়া বৈধ বলে মনে করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উভয় ক্ষেত্রেই ياء সহকারে পড়া আমাদের কাছে শুদ্ধ বলে পরিগণিত। অর্থাৎ নিম্নরূপ পড়া শুদ্ধ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ কাজেই এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ রাতের বেলায় তিলাওয়াতকারিগণ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁরা যা কিছু উত্তম কাজ করেন তার প্রতিদান থেকে তাঁদেরকে কখনও বঞ্চিত করা হবে না। এ পাঠ পদ্ধতি শুদ্ধ বলে মনে করার কারণ হলো, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই, এ আয়াতেও তাদের সম্পর্কেই সুসংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা, এ আয়াতকে অন্য কারো গুণ হিসাবে গণ্য করা এবং তাঁদের গুণ হিসাবে গণ্য না করার পিছনে কোন প্রকার প্রমাণ এখানে নেই। অধিকন্তু আমরা যে পাঠ পদ্ধতি শুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছি হয়ত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) ও অনুরূপ পাঠ করতেন।

**৭৬৬৮.** হযরত আমর ইব্ন আলা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি আয়াতের উভয় ক্ষেত্রেই ياء সহকারে পাঠ করতেন। কাজেই আমরা যে পাঠ পদ্ধতি শুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছি এ পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এ সম্প্রদায় যা কিছু উত্তম কাজ আঞ্জাম দেবে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদন করবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও এরূপ সৎকাজের ছওয়াব বাতিল করবেন না এবং এ কাজকে ছওয়াব শূন্য করবেন না। তিনি বরং এ সৎকাজের পরিপূর্ণ ছওয়াব ও প্রতিদান প্রদান করবেন, তার কারণে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং ওয়াদাকৃত বৃদ্ধি হারে প্রতিদান প্রদান করবেন।

كفر –শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে অন্যত্র প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছি এবং বলেছি যে كفر শব্দের প্রকৃত অর্থ " ঢেকে ফেলা," অর্থাৎ একটি দ্রব্যকে অন্যটি দিয়ে ঢেকে ফেলা। এ আয়াতাংশ فلن يكفروه –এর মধ্যে প্রকৃত অর্থটি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ –এর অর্থ, فلن يغطى على مافعلوامن خير অর্থাৎ তাঁরা যা কিছু উত্তম কাজ করেছেন, অন্য কিছু দিয়ে এগুলোকে ঢেকে রাখা হবে না। বা লুকিয়ে রাখা হবে না। তাহলে এগুলো প্রতিদান শূন্য হয়ে পড়ে থাকত বরং তাঁরা যা কিছু উত্তম কাজ করেছেন তা অস্বীকার করা হবে না। অর্থাৎ বেমালুম ভুলে যাওয়া হবে না। কাজেই তাদের সৎ কাজের সুফল পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে।

আমাদের এ তাফসীরকে বহু ব্যাখ্যাকারী সমর্থন করেছেন।

**যাঁরা এ তাফসীর সমর্থন করেনঃ**

**৭৬৬৫.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوْهُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, لن يضل عنكم অর্থাৎ " তোমাদেরকে বঞ্চিত" করা হবে না।

**৭৬৬৬.** হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন করে, নিষেধাবলী হতে বিরত থাকে এবং সৎকাজ সম্পন্নের ধারা প্রবাহিত রাখে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে প্রতিদান প্রদান করবেন আর আখিরাতের সুসংবাদ হিসাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সুমহান চরিত্রের অধিকারী হয়ে সত্যের প্রতি অবিচল থাকার উৎসাহ প্রদান হিসাবেও তাদেরকে এ পৃথিবীতে কিছুটা প্রতিদান প্রদান করে থাকেন।

(١١٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

**১১৬. যারা কুফরী করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র নিকট কখনও কোন কাজে লাগবে না। তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।**

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের মধ্য থেকে ঐ সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা ঘোষণা করছেন, যারা ফাসিক এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছে। আর তারা এমন ধরনের কাফির যে, তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু আল্লাহ্র তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন, তা অস্বীকার করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে যারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন এগুলোকে সার মনে করে ও এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা যে সব সম্পদ দুনিয়ায় অর্জন করেছে এবং যে সব বংশধর ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করে





আসছে এদের কিছুই তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার মহাশাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্য কথায়, এগুলো তাদের কোন উপকারে আসবে না। এমনকি দুনিয়াতেও যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিছুমাত্র শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি না হলে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের আযাব লাঘব করতে পারবে না। অন্য কথায়, কোন সাহায্যকারীই তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে না।

এখানে শুধু সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের কথা বিশেষভাবে বলা হলো কেন? উত্তরে বলা যায় যে, যে কোন ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি তার বংশের লোকদের মধ্যে অতিশয় নিকটবর্তী এবং বিপদ-আপদে তারাই সাহায্য করার জন্যে প্রথমে এগিয়ে আসে। আর তার সম্পদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেননা, মানুষ তার সম্পদের উপর অন্যের সম্পদের চেয়ে বেশী প্রভাব খাটায়। আর নিজের সম্পদই বিপদ-আপদের বেশী উপকারে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে আর কোন ব্যক্তি তার মাল-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না। এতে প্রমাণ হয় যে, অন্য আত্মীয়-স্বজন ও অন্যের মাল-দৌলত কস্মিনকালেও কাউকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের ভূমিকা অনেকটা গৌণ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা দোযখবাসী। আর তাদের দোযখ বা অগ্নিবাসী এজন্য বলা হয়েছে যে, তারা দোযখ বাস করবে, দোযখ থেকে কখনো বের হতে পারবে না। যেমন একজন অন্য জনের সাথে একত্রে থাকলে ও তার থেকে পৃথক না হলে আমরা বলে থাকি, সে তার সাথে বাস করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির বন্ধুকেও বলা হয় যে, তারা একত্রে বাস করে যদি তারা একে অন্যের থেকে পৃথক না হয়। তারপর সংবাদ দেয়া হয়, যে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা সেখানে সব সময়ের জন্য থাকবে। সেখান থেকে তারা পৃথক হতে পারবে না। আমরা যদি পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি, এগুলো অন্যান্য বস্তুর সাথে একবার মিলিত হয়, পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু দোযখবাসী কাফিরদের ব্যাপারটি এরূপ নয়। তারা দোযখে প্রবেশ করবে কুফরী ও নাফরমানীর কারণে। যেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। তারা দোযখের স্থায়ী বাশিন্দা হয়ে থাকবে। দোযখের জীবনের কোন সময়সীমা থাকবে না। আমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর এমন কথা ও কাজ থেকে যা দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হয়।

(١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

**১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যা, যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নি, তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন। এ আয়াতে কাফিরদের কার্যকলাপের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যদি কোন কাফির তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন কিছু ব্যয় করে, তাহলে তার এ

সম্পদ ব্যয় কোন কাজে আসবে না, তার কোন উপকার করতে পারবে না, প্রয়োজনে তার কোন সাহায্য বা উপকার করতে পারবে না। কেননা, সে মহান আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। কাজেই তার এ দান অর্থহীন। শীতল বায়ুর ন্যায়, যে বায়ু শস্যক্ষেত্র স্পর্শ করায় শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়। এ শস্যক্ষেত্রটির শস্য পাকার সময়ে পৌঁছে ছিল শস্যক্ষেত্রের মালিক এ শস্যক্ষেত্র থেকে উপকার লাভ করতে আশা করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রের মালিক নিজের উপর জুলুম করেছে; আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর কারণে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা লংঘনের দরুন। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা এ শীতল বায়ুর দ্বারা তার শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ শস্যক্ষেত্র দ্বারা মালিক উপকৃত হবার আশা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার জুলুমের দরুন শীতল বায়ু প্রবাহিত করে তা ধ্বংস করে দিলেন অনুরূপ অবস্থা হলো কাফিরের দানের। কাফির দান করে তার প্রতিদানের আশায় কিন্তু তার আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং তার আশা দুরাশায় পরিণত হবে। এখানে দানের উপমা দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের উপমা দিয়েছেন আর এটাকে শীতল বায়ুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এধরনের উপমা কুরআন মজীদের বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সূরা বাকারার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ الاية এ আয়াতের তাফসীরে আয়াতে উল্লিখিত উপমা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপঃ

এ পার্থিব জগতে তারা যা কিছু ব্যয় করে তার প্রতিদান বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের উপমা দিয়েছেন হিম প্রবাহের সাথে। তবে এ আয়াতে "তাদের প্রতিদান বিনষ্টের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত প্রকাশিত হওয়া" কথাটি উহ্য থাকা এজন্য বৈধ যে বাক্যের দ্বিতীয় অংশটির দ্বারা তা অনায়াসে বুঝা যায়। আর এ অংশটি হলো كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

এ আয়াতে উল্লিখিত النفقة শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, ব্যয়। আর সে ব্যয় যা জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৬৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত نفقة –এর অর্থ, পার্থিব জীবনে কাফির কর্তৃক ব্যয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ, অন্তরে যে সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাস করা হয় না, তা মুখে উচ্চারণ করা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৬৬৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِى هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ একজন কাফিরের অগ্রহণযোগ্য কথার উপমা হলো এমন একটি শস্যক্ষেত্র, যা এক জালিম সম্প্রদায় আবাদ করে থাকে, তারপর তা





একটি হিমশীতল বায়ু ধ্বংস করে দেয়। অনুরূপভাবে তারা যা ব্যয় করে, তা কোন কাজে লাগে না; বরং তাদের শিরক অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সাথে শিরক করা তাকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমত গুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হলো তাই যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

الحياة الدنيا বা পার্থিব জীবন কি, এ সম্বন্ধেও পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছি। এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

এ আয়াতে উল্লিখিত صِرٌّ শব্দের অর্থ, অত্যন্ত ঠান্ডা। দুর্যোগপূর্ণ ঝটিকাময় রাত শেষে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলাকালে উত্তর দিক থেকে ঘূর্ণায়মান ঝড় বইতে থাকলে যে ঠান্ডা বাতাস অনুভূত হয়, তাকেই صِرٌّ বলা হয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৭৬৬৯. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত صِرٌّ –এর অর্থ, "খুব ঠান্ডা বায়ু।"

৭৬৭০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এখানে উল্লিখিত صِرٌّ শব্দের অর্থ ভীষণ ঠান্ডা বায়ু।"

৭৬৭১. অন্য এক সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ريح فيها صر –এ উল্লিখিত صِرٌّ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "তার অর্থ, অতীব ঠান্ডা বায়ু।"

৭৬৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ريح فيها صرٌّ –এ উল্লিখিত صِرٌّ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ খুব ঠান্ডা বায়ু।

৭৬৭৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كمثل ريح فيها صر –এ উল্লিখিত صر শব্দের অর্থ, তীব্র ঠান্ডা বায়ু।

৭৬৭৪. হযরত রবী' (র.) থেকেও صر শব্দের অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত হয়েছে।

৭৬৭৫. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে صرٌّ শব্দের অর্থ বর্ণিত, তিনি বলেন, صرٌّ শব্দের অর্থ, তীব্র ঠান্ডা জনিত বায়ু।

৭৬৭৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كمثل ريح فيها صرٌّ –এ উল্লেখিত صر শব্দের অর্থ, এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠান্ডা।

৭৬৭৭. হযরত ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি كمثل ريح فيها صرٌّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত صر এর অর্থ, "এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠান্ডা এবং যা তাদের শস্য ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, " আরবরা এরূপ বায়ুকে ضريب বলে থাকেন। অর্থাৎ এমন বায়ু যা অত্যধিক ঠান্ডা এবং ফসলের ক্ষেতকে নষ্ট করে দেয়। তখন বলা হয়ে থাকে قد

ضرب الليلة اصابه ضريب অর্থাৎ "রাতের বেলায় শস্যক্ষেতে বায়ু আঘাত হেনেছে তাতে শস্য ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।"

৭৬৭৮. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি صر শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, ريح فيها صر -এর অর্থ, এমন বায়ু যা ঠান্ডা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কার্যাবলীর প্রতিদান ও ছওয়াব বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে অবিচার করেননি। অন্য কথায়, অন্যায়ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি কোন আচরণ করেননি, তারা যার যোগ্য নয় সেটা তাদের প্রতি চাপিয়ে দেয়া হয়নি কিংবা তারা যার যোগ্য নয় তাদেরকে সেটার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়নি। বরং তারা যার যোগ্য তাদের প্রতি সেটাই আরোপ করা হয়েছে এবং তারা যার যোগ্য তাদেরকে সেটারই যোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কারণ, তাদের এসব কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিবেদিত ছিল না, তাদের বিশ্বাস ছিল না আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি, তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অনুসরণকারী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না বরং তারা ছিল মুশরিক, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য ও আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাসী। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণের মাধ্যমে সতর্ক করে দিয়েছেন ও ফরমান জারী করেছেন যে, যদি কোন কর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ্ তা'আলাকে একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস না করে, আল্লাহ্ তা'আলার আম্বিয়া কিরামকে স্বীকার না করে, আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলগণ তাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না রাখে, তবে এরূপে বিভিন্ন দলীলের মাধ্যমে তার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, রিসালাত ও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসার পর এগুলোকে অস্বীকার করে সে তার নিজের প্রতি অন্যায় করল। আর সে এরূপ অবাধ্যতা ও বিরোধিতার পরিণতিতে নিজের জন্যে জাহান্নামের অগ্নিকে ঠিকানা করে নিল। অন্য কথায়, সে তার কৃতকর্মের কারণে নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার প্রাপ্য বা উপযুক্ত করে নিল এবং তাকে তা ভোগ করতেই হবে।

### আপনজন ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।

(١١٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

**১১৮. "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদের বিপন্ন করে তা—ই তারা কামনা করে। তাদের**





**মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি যদি তোমরা অনুধাবন কর।'**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা.) ও তাঁর রাসূল (সা.) তাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের দীনি ভাই ও স্বজন অর্থাৎ মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে তোমরা অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা। এ আয়াতে উল্লিখিত بِطَانَةً শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা দ্বারা কোন ব্যক্তির বন্ধুকে বুঝান হয়েছে। بطانة শব্দটির মূল হলো بطن অর্থাৎ পেট। তাই পেটের সংগে মিশে যে কাপড় থাকে, তাকে বলা হয় بطانة কোন ব্যক্তির বন্ধুকে উক্ত কাপড়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কেননা, উক্ত কাপড় যেরূপ মানুষের পেটের সাথে লেগে থাকে তদ্রূপ তার বন্ধুটিও তার অন্তরের গোপনীয় কথাগুলোর সাথে লেগে রয়েছে। বন্ধুটি দূরবর্তী লোক হওয়া সত্ত্বেও বহু নিকটবর্তী আত্মীয় থেকে গোপন কথা অধিক জানে। এজন্যেই তাকে শরীরের সাথে মিশে থাকা কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তারপর কাফিরদের কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মুসলমানগণের প্রতি তাদের অন্তর্নিহিত ও প্রকাশ্য শত্রুতা ইত্যাদি সম্পর্কে মু'মিন বান্দাগণকে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা কাফিরদের অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে তিনি ঘোষণা করেন لا يالونكم خبالا অর্থাৎ "তারা যেন তোমাদের অনিষ্ট করতে সমর্থ না হয়।" لايالونكم-এর মূল অক্ষর الو যার অর্থ, সামর্থ্য হওয়া। واحد مذكر حاضر-এর صيغه হবে الوت এবং مصدر হবে الوا বলা হয়ে থাকে مَا اَلَا فُلَانٌ كَذَا অর্থাৎ " অমুক তা করতে সমর্থ হয়নি। যেমন, বলা হয়ে থাকে مااستطاع فلا-। কোন এক বিখ্যাত কবি বলেছেনঃ

جَهْرَاءِ لَا تَاْلُوْ اِذَا هِيَ اَظْهَرَتْ * بَصَراً وَّ لَا مِنْ عَيْلَةٍ تُغْنِيْنِيْ

অর্থাৎ "দিনকানা মহিলাটি দ্বিপ্রহরে কিছুই দেখতে পারে না এবং কারো কোন প্রকার প্রয়োজন মিটাতেও সমর্থ হয় না।"

এ কবিতায় لاتالو শব্দের অর্থ, لاتستطيع অর্থাৎ সমর্থ বা সক্ষম হয় না। এখানে لايالونكم خبالا আয়াতাংশে মু'মিন বান্দাগণ ব্যতীত অন্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন।, কেননা, এরূপ বন্ধুত্ব তোমাদের অনিষ্ট করতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। অন্য কথায়, পরিণতিতে তোমাদের অনিষ্ট সাধনে তা কার্পণ্য করবে না। الخبل কিংবা الخبال শব্দের মূল অর্থ বিশৃংখলা। তারপর তা বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

৭৬৭৯. নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, যদি কেউ কোন বিশৃংখলা বা অরাজকতার শিকার হয়, তখন বলা হয়ে থাকে مِنْ اُصِيْبَ بِخَبْلٍ اَوْجِرَاحٍ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ এর অর্থ يَتَمَنَّوْنَ لَكُمُ الْعَنَتَ وَالشَّرَّ فِيْ دِيْنِكُمْ وَمَا يَسُوْؤُكُمْ وَلَا يَسُرُّكُمْ অর্থাৎ তারা তোমাদের ধর্মে ও কর্মে বিপন্নতা কামনা করে। তারা চায় যাতে তোমরা অসুখী হও, সুখী না হও।

কথিত আছে যে, এ আয়াত এমন ধরনের কিছু সংখ্যক মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের বন্ধু ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের সাথে মেলামিশা করত এবং তাদেরকে ইসলামের পূর্বের অন্ধকার যুগের সুসম্পর্কের দরুন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গণ্য করত। কাজেই ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এরূপ অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে নিষেধ করেন এবং তাদের সামাজিক আচার-আচরণে সাবধানতা অবলম্বন করতে উপদেশ প্রদান করেন।

**যাঁরা এমত সমর্থন করেন ঃ**

**৭৬৮০.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কিছু সংখ্যক মুসলমান ইয়াহূদীদের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রেখেছিল। কেননা, তারা অন্ধকার যুগে একে অন্যের প্রতিবেশী ছিল এবং একে অন্যের সাহায্য-সহায়তার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন এবং তাদের দ্বারা যে মুসলমানদের অনিষ্ট হতে পারে এ তথ্যটির প্রতি আলোকপাত করেন নাযিল করেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّهٖ -

**৭৬৮১.** হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত মদীনা তাইয়্যিবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হয়। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুসলমানগণকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন।

**৭৬৮২.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَّدُّوْا مَا عَنِتُّمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে মুনাফিকদের দলে প্রবেশ করতে, তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বারণ করেছেন।

**৭৬৮৩.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত مِنْ دُونكم -এর অর্থ মুনাফিক দল।

**৭৬৮৪.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতের অর্থ, হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্যাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা এবং মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ো না।

**৭৬৮৫.** আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন لاتستضيؤا بنار اهل الشرك ولاتنقشوا فى خواتيمكم عربيا আনাস (রা.) বলেন, আমি এ বাণীর অর্থ বুঝতে না পেরে সঙ্গীসহ ইমাম হাসান (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং সকলে তাঁকে এ বাণীর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জওয়াবে বলেন, لاتنقشوا فى خواتيمكم عربيا -এর অর্থ, তোমরা তোমাদের আংটিতে মুহাম্মাদ (সা.) শব্দটি অংকিত কর না। আর لاتستضيؤا بنار اهل الشرك -এর অর্থ,





তোমাদের কোন কাজকর্মে মুশরিকদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করনা। হযরত হাসান (রা.) বলেন, "এ তাফসীরের সত্যতা কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয়। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ

**৭৬৮৬.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً -এ উল্লিখিত بطَانَة শব্দ দ্বারা কার বন্ধুত্ব এখানে বুঝান হয়েছে এ সম্বন্ধে বলেন, "এখানে মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা নিষেধ করা হয়েছে।"

**৭৬৮৭.** ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, কোন মু'মিন বান্দা যেন তার ভাই ব্যতীত কোন মুনাফিকের দলভুক্ত না হয়।

**৭৬৮৮.** ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে মুনাফিকদের সাথে বন্ধত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর তিনি তাঁর তাফসীরের দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেনঃ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ الاية অর্থাৎ তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ -এর তাফসীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ, যা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে, তা-ই তারা তোমাদের জন্যে কামনা করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬৮৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ -এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, مَاضللتم অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা বিপদগামী হবে।

আবার কেউ কেউ তার নিম্ন বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করেছেন ঃ

**৭৬৯০.** হযরত ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ودّوا مَا عَنِتّم -এর অর্থ , انهم يودون ان تعتنوا فى دينكم অর্থাৎ তারা চায় যে, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে দুঃখকষ্ট ভোগ কর।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি এখানে কেউ প্রশ্ন করের যে, কেমন করে وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ বলা হলো। অন্য কথায়, البطانة থেকে এ বাক্যটি محل حال-এ রয়েছে। পূর্বের সংবাদ এখানে সমাপ্ত হয়েছে তাই لفظ ماضى কেমন করে ব্যবহার করা হলো অথচ حال সাধারণত اسم হয়ে থাকে এবং فعل مستقبل হয়ে থাকে فعل مَاضى কোন দিনও হয় না। এখানে কেমন করে وَدّوا مَاعَنِتّم বলে مَاضى -এর صيغه ব্যবহার করা হলো যা বৈধ নয়। উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকার ى যেরূপ ধারণা করেছে প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এরূপ নয়। ودّوا ما عنتم কথাটি البطانة থেকে حال হিসাবে গণ্য নয়। বরং এটা خبر ثانى যা প্রথমটি থেকে পুরাপুরি আলাদাও বটে, প্রথমটির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তখন আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা ঐ সব ব্যক্তিকে

বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। যাদের গুণাবলী এরূপ এবং যাদের গুণাবলী এরূপ। কাজেই দ্বিতীয় গুণের সংবাদটি (خبر) প্রথম গুণের خبر থেকে বিচ্ছিন্ন যদিও দুটো خبر ই একই ব্যক্তির গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন আরবী ভাষাভাষী মনে করেন, وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ কথাটি بطانة –এর صلة আর এ بطانة টি পূরবর্তী কথা لايالونكم خبالا –এর সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই এ সংযুক্ত صلة –এর পরে আর وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ – صلة –এর কোন প্রয়োজন অনুভূত নয়। তাই وَدُّوْا مَاعَنِتُّمْ কে দ্বিতীয় صلة হিসাবে গণ্য করার কোন কারণই থাকতে পারে না। তবে এ কথার উত্তরে পূর্বের ন্যায়ই বলায় যে, وَدُّوْا مَاعَنِتُّمْ কথাটি بطانة – مبتدا কথাটির হিসাবে গণ্য। তবে এটা প্রথম خبر থেকে বিচ্ছিন্ন خبر থেকে এটা بطانة নয় এবং এটা থেকে বিচ্ছিন্নও নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। অন্য কথায়, "হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমাদের লোকজন ব্যতীত অন্য লোকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে তোমাদের নিষেধ করছি। কেননা, তাদের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি শত্রুতা ভাব প্রকাশ পেয়েছে তারা তাদের কুফরীর উপর এখনও অটল রয়েছে, তাদের যারা বিরোধিতা করবে তাদের শত্রুতায় এখনও তারা অটল রয়েছে এবং গোমরাহীতে ডুবে রয়েছে। ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা রাখার প্রধান কারণ হলো এটাই। মূলত ধর্ম নিয়েই এদের শত্রুতা বা ধর্মের বিভিন্নতার দরুনই এরূপ শত্রুতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন এক দল অন্য দলের ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততদিন তাদের মধ্যে শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। পক্ষান্তরে হিদায়াত থেকে গোমরাহীর দিকে পুনরায় ধাবিত করার জন্যেই এ শত্রুতা বিরাজমান। পূর্বেও তারা এ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। তাই, মু'মিনগণকে পুনরায় মুনাফিকরা ঐ পথে ধাবিত করার জন্য শত্রুতা পোষণ করে থাকে এবং তাদের এ শত্রুতা মু'মিনগণের ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল বস্তু হিসাবে বিবেচিত। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ, ঈমানদারগণের ক্ষেত্রে মুনাফিক ও কাফিরদের শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, এজন্য যে, তাদের কেউ কেউ তাদের সর্দার ও পরস্পরের কাছে এরূপ শত্রুতা পোষণ করার জন্যে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। উপরোক্ত অভিমত পোষণকারীরা মনে করেন যে, এ আয়াতে যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তারা মুনাফিকের দল। যারা ইয়াহূদ ও মুশরিকদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে কুফরী বা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)–কে অস্বীকার করে, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৬৯১.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ –এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তার অর্থ, মুনাফিকরা তাদের স্বজনের কাছে মু'মিনগণের প্রতি তাদের শত্রুতার কথা ব্যক্ত করে। তারা মুসলমানগণকে প্রতারণা করে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

**৭৬৯২.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত من افواههم –এর অর্থ, মুনাফিকদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে।





ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "ব্যাখ্যাকারী হযরত কাতাদা (র.) থেকে আমরা যে মত বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তার কোন অর্থ হয় না। কেননা, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় কুখ্যাত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কাজেই কাফিরদের কাছে মুনাফিকদের শত্রুতা প্রকাশ পাওয়ার কথাটি তাৎপর্যবহ নয়।"

সাধারণত শত্রুতা দু'ভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমত, সুস্পষ্ট দলীল–প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যারা এ শত্রুতা পোষণ করে থাকে, তাদের প্রকাশভঙ্গির দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়। তবে যাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে মু'মিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তারা অবশ্যই তাদের কাছে পরিচিত হতে হবে। যদি পরিচিত না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বারণ করা সমীচীন হবে না। তারা তাদের কাছে নামে কিংবা গুণে পরিচিত হবে। আর যখনই তারা তাদের কাছে সুপরিচিত হবে, তখনই তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার কথাটি সমীচীন হবে। মুনাফিকদের অন্তরে মুসলমানগণ সম্পর্কে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা তাদের মিত্র কাফিরদের কাছে প্রকাশ করার বিষয়টি মু'মিনগণের কাছে বোধগম্য নয়, কেননা তারা মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ করে এবং মু'মিনগণের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলেও প্রকাশ করে থাকে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে তাদের নিজস্ব লোক ব্যতীত অন্য লোক অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশের মাধ্যমে মু'মিন বান্দাগণ মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত শত্রুতা সম্বন্ধে অবগত হন। তারা আরো অবগত হন যে, মুনাফিকরা চিরকালের জন্যই দোযখবাসী হবে। এ মুনাফিকরা যাদের কাছে তাদের শত্রুতার কথা প্রকাশ করে থাকে, তারা হলো আহলে কিতাব। এ আহলে কিতাবের সাথেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবা কিরামের শান্তি চুক্তি ছিল। তারা মুনাফিক নয়। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা কাফিরও নয়। যদি তারা মুনাফিক হতো, তাহলে তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করা হতো, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যদি তারা কাফির হতো, যাদের সঙ্গে মু'মিনগণের যুদ্ধ ছিল, তাহলে মু'মিনগণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতনা। তাদের ভৌগোলিক সীমারেখার দূরত্ব ও বিভিন্নতার কারণে। তবে তারা ছিল মদীনার ইয়াহূদী, যাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শান্তি চুক্তি ছিল।

البغضاء শব্দটি مصدر হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.)–এর বর্ণিত পাঠ পদ্ধতিতে এ শব্দটি مؤنث বা পুংলিঙ্গ مذكر হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে قَدْ بَدَا الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ শব্দটি مؤنث হওয়া সত্ত্বেও مذكر হিসাবে ব্যবহার হওয়া বৈধ। কেননা, مصدر –এর مؤنث হওয়াটা مؤنث لازم নয়। অন্য কথায়, এটা অপ্রকৃত مؤنث কাজেই مذكر হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া অবৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের সূরা হূদের ৬৭ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ "وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ" অর্থাৎ "তারপর যারা সীমা লংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।" এখানে اخذت না হয়ে اخذ হওয়াতে কোনরূপ ক্ষতি হয়নি। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আনআমের ১৫৭ আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ "فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ" অর্থাৎ "এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।" এখানে جاءتكم بينة না হয়ে جاءكم بينة হয়েছে, তাতে কোন অবৈধতার প্রশ্ন

উঠেনি। অথচ "اخذت" ও "جاءتكم" শব্দদ্বয় "صيحة وبينة" শব্দদ্বয়ের সাথে অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে। যেমন সূরা হূদের ৯৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ "তারপর যারা সীমা লংঘন করেছিল, মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।" আবার সূরায়ে 'আরাফের ৭৩ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে।"

উপরোক্ত আয়াতাংশে مِنْ أَفْوَاهِهِمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, তাদের থেকে যে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত তাদের মুখ থেকেই তা প্রকাশ পেয়েছে। এ আয়াতাংশের মধ্যে মু'মিনগণের প্রতি মুনাফিকদের তরফ থেকে যে কটু কথা প্রকাশ পেয়েছে, তা বুঝান হয়েছে। এজন্যেই ইরশাদ হয়েছে ঃ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ "তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ অর্থাৎ "এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর।" আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা হৃদয়ে তোমাদের যে শত্রুতা পোষণ করে তা তাদের মুখে প্রকাশিত শত্রুতা থেকে গুরুতর।

**৭৬৯৩.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "তার অর্থ তারা মুখে যে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে গুরুতর তাদের হৃদয়ের হিংসা-বিদ্বেষ।"

**৭৬৯৪.** রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তারা হৃদয়ে যে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করছে, তা তাদের মুখে প্রকাশিত বিদ্বেষ থেকে অধিক গুরুতর।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ "তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতাংশের মধ্যে মু'মিনগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, "হে মু'মিনগণ! নিজেদের ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব না করার ন্যায় উপদেশ সম্বলিত নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা তাদের কর্মকান্ড থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।" আয়াতাংশ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ -এর অর্থ, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপদেশ, নির্দেশ, নিষেধ অনুধাবন কর এবং এসব আদেশ-নিষেধ পালন করার উপকারিতা ও অমান্য করার পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পার।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ





## তোমরাই তাদেরকে ভালবাস অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না।

(١١٩) هَٰأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۗ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

**১১৯. "হুশিয়ার! তোমরাই কেবল তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা যখন একাকী হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। ( হে রাসূল ! ) আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়ে মর।' নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তর্যামী।"**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ -এর মধ্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐসব কাফিরকে ভালবাস, যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং মু'মিন বান্দাগণ ব্যতীত তাদের সাথে গভীর সুসম্পর্ক রাখতে বারণ করা হয়েছে। তোমরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক গভীর করে যাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না এবং তোমাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক তারা গভীর করতে চায় না বরং তারা সুযোগ অনুসন্ধান করে যে, কেমন করে তোমাদের সাথে শত্রুতা করা যায় ও তোমাদের কেমন করে প্রতারিত করা যায়। তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস কর।

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত الكتاب দ্বারা সমস্ত আসমানী কিতাবকে বুঝান হয়েছে। একবচনের صيغه উল্লেখ করে বহুবচন বুঝানোর রীতি আরবী ভাষায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, كَثُرَ الدِّرْهَمُ فِي أَيْدِي النَّاسِ অর্থাৎ "জনগণের হাতে মুদ্রা বেড়ে গেছে।" এখানে দিরহাম (মুদ্রা) একবচন দ্বারা অনেক অর্থ-সম্পদ বুঝান হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং জান যে, যাদের সাথে মু'মিন বান্দা ব্যতীত বন্ধুত্ব রাখার জন্যে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তারা ঐ সব কিতাবকে অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ওয়াদা-ইকরার করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবগুলোকে বিকৃত করে, ঐসব কিতাবে বর্ণিত তথ্যাবলী পরিবর্তন করে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে পরিবর্তন করে, তোমাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং এ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে কিতাবসমূহের কোন কোনটিকে একেবারে অস্বীকার করে, আবার কোন কোন কিতাবে মিথ্যা সংযোজন করে।

৭৬৯৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত بِالْكِتَابِ كُلِّهِ -এর অর্থ, মুসলমানগণ এবং অন্যদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ, তথা কুরআন ও কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাব। তিনি মু'মিনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আহলে কিতাব তোমাদের কিতাবকে অস্বীকার করে, তাই তারা তোমাদের সাথে যেরূপ শত্রুতা পোষণ করে, তোমরা তাদের সাথে অধিকতর শত্রুতা পোষণ করার অধিকার রাখ।"

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (রা.) বলেন, এ আয়াতাংশে هَا اَنْتُمْ اُولَاءِ বলা হয়েছে। هٰؤُلَاءِ اَنْتُمْ বলা হয়নি। هَا এবং اُولَاءِ -এর মধ্যে اَنْتُمْ কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো, যাদের প্রতি সম্বোধন হয়েছে, তাদের নামের প্রতি ইংগিত করা। আরবী ভাষাভাষিগণ هٰذَا এর মধ্যে এরূপ করে থাকে অর্থাৎ هَا ও ذَا -এর মধ্যে কিছু সংযোজন করে থাকে। আর এটা তখনই করা হয়, যখন নিকটবর্তী এবং কোন সংবাদকে পরিপূর্ণ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সমাপন করা লক্ষ্য হয়। যেমন, কেউ যদি কাউকে প্রশ্ন করে اَيْنَ اَنْتَ ( অর্থাৎ তুমি কোথায়? ) তখন সে উত্তরে বলবে هَا اَنَا ذَا অর্থাৎ "এই যে আমি এখানে।" هَا এবং ذَا এর মধ্যে انا শব্দটি স্বয়ং বক্তাকে বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা কখনও উপরোক্ত অর্থ বুঝাবার জন্যে هذاانا বলে না। তারপর প্রয়োজনে انا -এর পরিবর্তে দ্বিবচন ও বহুবচনের ضمير নেয়া হয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় তারা حرف تنبيه -কে পুনরাবৃত্তি করে থাকে। যেমন তারা বলে هَا انا هذا আর এরূপ নিকটবর্তী বুঝাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে। আর যদি নিকটবর্তী লক্ষ্য নয় হয় এবং সংবাদের পরিপূর্ণতাও উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তারা বলে থাকে هذاهو কিংবা هذاانت -। অনুরূপ اسم ظاهر -এর সাথেও তারা এরূপ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন তারা বলেন, هذاعمروقائما এখানে هذا কথাটি নিকটবর্তী বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। তবে এরূপ ব্যবহারের লক্ষ্য হলো هذا ناقص ও هذا صحيح এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা। تحبونهم আয়াতাংশ هَا اَنْتُمْ এর خبر হিসাবে বিবেচিত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দুটো দলের তথা মু'মিনগণ ও কাফিরদের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে এবং বিরোধী দলের প্রতি ঈমানদারগণের দয়া ও মেহেরবানী পক্ষান্তরে ঈমানদারগণের প্রতি কাফিরদের দুর্ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭৬৯৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি هَا اَنْتُمْ اُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার কসম করে বলছি, নিঃসন্দেহে মু'মিন মুনাফিককে ভালবাসে, তার সাথে নম্র ব্যবহার করে এবং তার উপর মেহেরবানী করে। মু'মিন যেরূপ মুনাফিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এরূপ যদি মুনাফিক মু'মিন-এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারত, তাহলে সে তাকে প্রাণে বধ করত।

৭৬৯৭. হযরত জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন-এর জন্যে মুনাফিকের চেয়ে, মুনাফিকের জন্যে মু'মিন অধিক উপকারী। কেননা, মু'মিন মুনাফিকের প্রতি মেহেরবানী করে থাকে। মু'মিনের উপর যদি মুনাফিক এরূপ অধিকার বিস্তার করতে পারত, যেরূপ মুনাফিকের উপর মু'মিন অধিকার বিস্তার করতে পারে, তাহলে মুনাফিক মু'মিনকে প্রাণে বধ করত।





৭৬৯৮. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর ব্যাখ্যায়ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর (র.) বলেন, مِنَ الْغَيْظِ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে যাদের বিবরণ দিয়েছেন, তারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী তথা মু'মিনগণের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে মুখে সুমধুর বাক্যের অবতারণা করে এবং বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি এবং "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা কিছু নিয়ে এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন, সবকিছুর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরূপ উক্তি করার পর যখন তারা মু'মিনগণের চোখের আড়াল হতো ও নিজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হতো তখন তারা মু'মিন ও মুসলমানগণের মধ্যে একতা, একাগ্রতা, সহৃয়তার বন্ধন, শৃংখলা ও পবিত্রতা অবলোকন করে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ক্রোধভরে অঙ্গুলির মাথা দাঁতে কাটত। কেননা, মুসলমানগণের মর্যাদা ও সম্মান দেখে তাদের গাত্রদাহ হতো।

আমরা যা বলেছি ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

**যাঁরা এমত প্রকাশ করেছেন ঃ**

৭৬৯৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, যখন মুনাফিকরা মু'মিনগণের সাথে সাক্ষাৎ করে, তারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, তারা তাদের সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ আয়াতাংশের মধ্যে তাদের অন্তরের রোষ ও ক্রোধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং তাদের ঘৃণ্য আচরণের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। অধিকন্তু, তারা যদি মু'মিনগণের ক্ষতি করার সুযোগ পায়, তাহলে তা হাতছাড়া করতে তারা রাযী নয়। তাদের এই জঘন্যতম ঘৃন্য আচরণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

৭৭০০. হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে, তিনি মুসলমানগণের প্রতি তাদের ক্রোধের কথা বলেছেন, কিন্তু তারা যদি সুযোগ পায়, ....... একথা বলেন নি।

৭৭০১. হযরত আমর ইব্ন মালিক নুক্রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রসিদ্ধ মুফাসসির জাওযা যখন এই আয়াত وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি বলতেন, অত্র আয়াতে বনূ আব্বাসের বিরোধী দল শুভ্র পোশাকধারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে উল্লিখিত الانامل শব্দটি انملة এর বহুবচন। কোন কোন সময় বহুবচনে انملة ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেছেন ঃ

اَوَدُّ كَمَا مَابَلَّ حَلْقِى رِيْقَتِى * وَمَاحَمَلَتْ كَفَّاىَ اَنْمُلِى الْعَشْرَا

অর্থাৎ "আমি তোমাদের দু'জনকে এত ভালবাসি যে, আমার গলায় রসনা জন্মে না এবং আমার দুই তালুর দশটি অঙ্গুলি তা সহ্য করতে পারে না।" এ কবিতায় انمل এর অর্থ হচ্ছে অঙ্গুলির পার্শ্ব বিশেষ।

৭৭০২. (ক) হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الانامل –এর অর্থ, অঙ্গুলির অংশ বিশেষ।

৭৭০২. (খ) রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭৭০৩. ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত الانامل শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, হাতের অঙ্গুলিসমূহ।

৭৭০৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশে عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তারা তাদের অঙ্গুলিসমূহ কর্তন করে।

পরবর্তী আয়াতাংশ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ –এ আল্লাহ্ পাক বলেন, বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত।

এ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি ঐসব ইয়াহূদীকে বলে দিন যাদের গুণাবলীর বিবরণ আপনাকে প্রদান করেছি এবং যাদের সম্বন্ধে আমি আপনাকে অবহিত করেছি যে, তারা যখন আপনার সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের অঙ্গুলিরে অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে, "তোমরা মুসলমানদের একতা, একাগ্রতা ও পরস্পর বন্ধুত্বের প্রতি ঈর্ষা–কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ কর।"

উপরোক্ত বাক্যটি আদেশসূচক বাক্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি একটি আহবান মাত্র। এতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের প্রতি বদদু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন কেননা, তারা মু'মিন বান্দাদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে দুঃখ–দুর্দশা দেখতে চায় এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হবার পর যেন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এ ছিল তাদের আন্তরিক কামনা। তারা মু'মিন বান্দাদের সুখে ও হিদায়াতপ্রাপ্তিতে জ্বলে পুড়ে মরে। সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি তাদেরকে বলুন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশে মৃত্যুবরণ করতে থাক। তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের ও আমাদের সকলের মনে যা রয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সবিশেষ অবহিত। অন্য কথায় যারা মু'মিন বান্দাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে বলে, আমরা মু'মিন বান্দা অথচ তারা অন্তরে মু'মিন বান্দাদের প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, এসব ব্যক্তি অন্তরে যা রয়েছে এমনকি সমস্ত মাখলুকাতের অন্তরে যা কিছু রয়েছে ভাল–মন্দ ও কটু চিন্তা–ভাবনা সবকিছু সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের ভাল-মন্দ আমল, ঈমান, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, মু'মিন বান্দা ও রাসূলের প্রতি তাদের সৎ-অসৎ উদ্দেশ্য এবং হিংসা–বিদ্বেষ ইত্যাদি সবকিছুর আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান প্রদান করবেন।





আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٢٠) اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ؗ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

**১২০. "যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তারা দুঃখিত হয়, আর যদি তোমাদের অমঙ্গল হয়, তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা দুশমনের উপর জয়লাভ কর, তোমাদের ধর্মে জনগণ ক্রমাগত প্রবেশ করতে থাকে, তোমাদের নবী (সা.)–কে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে জনগণ শুরু করে এবং তারা তোমাদেরকে দুশমনের মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় সাহায্য–সহায়তা করতে থাকে, তখন তোমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হও। পক্ষান্তরে তোমাদের এ আনন্দ ও খুশীর দরুন ইয়াহূদীরা দুঃখিত হয়। অন্যদিকে হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কোন সৈন্যদল পরাজিত হয় কিংবা তোমাদের দুশমন তোমাদের কিছু ক্ষতি করতে সমর্থ হয় অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তখন তারা খুবই আনন্দিত হয়। এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৭৭০৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের সারমর্মঃ ইয়াহূদীরা যখন মুসলমানগণের মাঝে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, দলবদ্ধতা এবং দুশমনের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের বিজয় লক্ষ্য করে, তখন তারা দুঃখিত হয় এবং আক্রোশে ফেটে পড়ে। পক্ষান্তরে যখন তারা মুসলমানগণের মধ্যে মতানৈক্য, মতবিরোধ লক্ষ্য করে, অথবা মুসলমানগণের কোন একটি দলের সাময়িক পরাজয় কিংবা বিপদ দেখে, তাতে তারা আনন্দিত হয়। এটা তাদের কাছে খুবই পসন্দনীয়। তাই ইয়াহূদীদের মধ্যে যদি কোন একজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন, তার অবস্থানকে পদদলিত করে দেন। তার দলীলকে বাতিলে পরিণত করেন এবং তার দোষ-ত্রুটি লোক সমাজে প্রকাশিত করে দেন। ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরায় আসতে থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার এটিই সিদ্ধান্ত।

৭৭০৬. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "তারা মুনাফিক"। তারা যখন মুসলমানগণকে দলবদ্ধ ও দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয়ী দেখতে পায়, তখন তারা আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং অত্যন্ত খারাপ জানতে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন তারা মুসলমানগণের অনৈক্য, মতবিরোধ কিংবা তাদের কোন সৈন্যদলের দুর্ঘটনার কথা শুনে, তখন তারা খুব খুশী হয় এবং এটা তারা খুবই পসন্দ করে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং মুত্তাকী হও, তাহলে তাদের এ চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তারা যা কিছু করে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

৭৭০৭. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, যখন তারা মু'মিনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসা লক্ষ্য করে, তখন তাদের জন্য তা পীড়াদায়ক হয়। পক্ষান্তরে, যখন তারা মু'মিনগণের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিরোধ লক্ষ্য করে, তখন তারা এতে খুশী হয়।

তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হও এবং তার আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাক। এভাবে ধৈর্য ধারণ কর, যেসব ইয়াহূদীর সাথে বন্ধুত্ব করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন কর, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সমুদয় নিষেধাজ্ঞাকে মেনে চল, তাকওয়া অবলম্বন কর, মহান আল্লাহ্র হক ও রাসূলের হক সম্বন্ধে সতর্ক হও তাহলে যেসব ইয়াহূদীর বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অবহিত করেছেন, মুসলমানদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে যারা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কোন ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও বসরার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ لاَيَضِرْكُمْ পড়েছেন অর্থাৎ ض এ تشديد বিহীন زير দিয়ে পাঠ করেছেন। আরবগণ বলেন, ضَارَنِى فُلاَنٌ অর্থাৎ "অমুক আমার ক্ষতি করল।" আরো বলেন, "يَضِيْرُنِىْ ضَيْرًا" অর্থাৎ " সে আমার প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে।" নিম্ন বর্ণিত বাক্যটিও আরবদের থেকে শুনা যায় مَا يَنْفَعُنِىْ وَلاَ يَضُوْرُنِىْ অর্থাৎ " সে আমার কোন উপকারও করছে না এবং ক্ষতিও করছে না।"

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি এ ধরনের কিরাআত প্রচলিত থাকত, তাহলে لاَيَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا পড়া বৈধ হতো কিন্তু আমি কাউকে এরূপ পড়তে শুনিনি ও জানিনি। মদীনাবাসী একদল এবং সাধারণত কূফাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ض এ পেশ এবং راء -তে تشديد দিয়ে পাঠ করেছেন। তাঁরা পড়েছেন لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا বলা হয়ে থাকে ضَرَّنِى فُلاَنٌ فَهُوَ يَضُرُّنِىْ ضَرًّا অর্থাৎ অমুক আমার ক্ষতি সাধন করল, অমুক আমার ক্ষতি সাধন করে থাকে প্রভূত ক্ষতি। لاَيَضُرُّكُمْ শব্দে ض -এ পেশ দিয়ে পড়া দুই কারণে হয়ে থাকে। প্রথমে ض অক্ষরটিতে মূলত جزم রয়েছে। কেননা, يَضُرُّ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিল يَضْرُرْ একই ধরনের দু'টি অক্ষর অর্থাৎ দ্বিত্ব হওয়ায় একটি অন্যটির মধ্যে ادغام হয়েছে। প্রথম ر -এর حركت টি ض -এ দিয়ে ض -কে পেশ সহকারে পড়া হয়ে থাকে ض ও ر নিকটবর্তী হওয়ার এরূপ পড়া বৈধ হয়েছে। তাই প্রথম ر টি حركت বিহীন করে উভয় ر -কে ادغام সহকারে পড়া হয়েছে এবং ض তে পেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হলো ض ও ر তে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। যেহেতু তা حالت رفعى -তে বিদ্যমান। আর এখানে لا অক্ষরটি ليس অক্ষরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।





পরবর্তী আয়াতাংশ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ -এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে যা কিছু করে, আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত পবিত্র শহরে তারা যেরূপ বিশৃঙ্খল, ঘটায় মহান আল্লাহ্র পথ থেকে তারা অন্যদেরকে বিরত রাখে, যারা ধর্ম-কর্ম পালন করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এ ধরনের অন্যান্য যেসব পাপের কাজ তার করে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্বন্ধে অবহিত রয়েছেন, কোন কিছুই মহান আল্লাহ্র কাছে অনবহিত নয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করতে সক্ষম এবং তিনি তাদেরকে এসব গর্হিত কাজের জন্যে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন।

**বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের বর্ণনা**

(١٢١) وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

**১২১. "স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"**

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং মুত্তাকী হও, তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতিই ইয়াহূদী কাফিররা করতে পারবে না। যদি তোমরা আমার আনুগত্যের সাধনায় ধৈর্যধারণ কর এবং আমার রাসূলের অনুসরণ কর, তবে আমি বদর যুদ্ধে যেমনি সাহায্য করেছি, তেমনি তোমাদেরকে সাহায্য করব। বদরের দিন তোমরা ছিলে দুরবস্থায়। পক্ষান্তরে হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আমার আদেশ অমান্য কর এবং আমার তরফ থেকে নির্ধারিত কর্তব্য পালনে অবহেলা কর, তথা আমার ও আমার রাসূলের বিধি-নিষেধ অমান্য কর, তাহলে উহুদের যুদ্ধ যে পরিস্থিতি তোমাদের হয়েছিল, সে অবস্থা পুনরায় হবে। কাজেই তোমরা ঐদিনের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের নবী (সা.) প্রত্যূষে ঘর থেকে বের হয়ে মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে নিয়োজিত করছিলেন। ...... এ আয়াতে পরবর্তী সংবাদ উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, বাক্যের বাচন ভঙ্গিতে তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে বিধায় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে- বিধেয় বর্ণনা করা হয়নি। আর তা হলো, উক্ত সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মুতাবিক ধৈর্য ধারণ করেনি এবং মহান আল্লাহ্কে প্রকৃতপক্ষে ভয় করেনি। পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলারনিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, তাহলে তাদের উপর থেকে তাদের দুশমনের ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিহত করবেন। তারপর তাদেরকে ঐসব বালা-মুসীবত সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা উহুদ প্রান্তরে তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। কেননা, তাঁদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিলেন এবং তারা এক মতে কাজ করতে পারেন নি। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ তাতে বুঝান হয়েছে ঐসব লোকদের, যাদেরকে মু'মিন ব্যতীত অন্যান্য লোক তথা ইয়াহূদী কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ ধরনের বর্ণনার পিছনে কি হিকমত রয়েছে, তা আমি অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এ আয়াতে উল্লিখিত দিনটি নিয়ে মতবিরোধের অবতারণা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উহুদ দিবসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭০৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পায়ে হেঁটে যান ও মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।"

**৭৭০৯.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উহুদের দিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট হতে উহুদের দিকে বের হয়ে যান এবং যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।"

**৭৭১০.** হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যুষে পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে উহুদ প্রান্তরের দিকে বের হয়ে গেলেন এবং মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে দাঁড় করাচ্ছিলেন।

**৭৭১১.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা ছিল উহুদের দিবস।

**৭৭১২.** ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন ছিল উহুদ দিবস।

**৭৭১৩.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উহুদ প্রান্তরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এগুলোর মধ্যে وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতাংশ অন্যতম।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধের দিন বুঝান হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭১৪.** হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের জন্যে মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্য থেকে যে অভিমতে বলা হয়েছে যে এখানে উহুদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেই অভিমত উত্তম। কেননা, পরবর্তী আয়াতে দুই গোত্রে সাহস হারাবার কথা উল্লেখ রয়েছে, আর তাফসীরকারগণের মধ্যে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন নি যে, উক্ত দু'টি গোত্রের দ্বারা আনসারের দু'টি শাখা গোত্র বনূ হারিছ ও বনূ সালিমাকে বুঝান হয়েছে। আরা এ কথায়ও দ্বিমত নেই যে, ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের দিন এ দুই শাখা গোত্রের কার্যকলাপ যা পরিলক্ষিত হয়, তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কথায়, খন্দকের যুদ্ধে এই দু'টি শাখা গোত্রের কার্যকলাপ অনুরূপ প্রকাশ পায়নি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অবহিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিন্ন মতামত স্বীকৃত।





যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এ আয়াতে কেমন করে উহুদের কথা বলা হয়েছে অথচ এটা স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমআর দিন জুমআর নামাযের পর পবিত্র মদীনায় স্বীয় পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করে জনগণের সাথে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে পড়েন।

**৭৭১৫.** ইব্ন হুমায়দ (র.) হতে। তিনি .... ইব্ন শিহাব যুহরী, ইব্ন কাতাদা, ইব্ন মুআয (র.) ও আমাদের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণিত, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমআর সালাত আদায় করার পর উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হন। প্রথমত তিনি ঘরে প্রবেশ করেন, যুদ্ধের বর্ম পরিধান করেন। এ দিন আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং লোকজনকে নিয়ে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে পড়েন। তিনি ইরশাদ করেন, "যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে পোশাক খুলে ফেলা কোন নবীর জন্যে সমীচীন নয়।" উত্তরে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্(সা.) যদিও জুমআর সালাতের পর দলবল নিয়ে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে ছিলেন, তাতে বুঝা যায় না যে, তিনি বের হবার সময় মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছিলেন, বরং যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বেও দুশমনের বিরুদ্ধে ঘাঁটিতে মু'মিনগণকে স্থাপন করতে পারেন। প্রকৃত ঘটনা ছিল এরূপ যে, মুশরিকরা বুধবার দিন উহুদ প্রান্তরে আস্তানা তৈরি করে। এ খবর মদীনা শরীফে মুসলমানগণের নিকট পৌঁছে। তারা বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তথায় অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমআর দিন জুমআর সালাত আদায় করার পর সাহাবা কিরামকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হন এবং শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবার প্রত্যুষে তিনি সেখানে পৌঁছেন।

**৭৭১৬.** ইব্ন শিহাব যুহরী (র.) ইব্ন কাতাদা (র.) ও অন্যান্যগণের নিকট থেকে এ বর্ণনা পেশ করেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বে কেমন করে ঘাঁটিতে মু'মিনগণকে দাঁড় করাচ্ছিলেন? জবাবে বলা যায় যে, দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বের হবার পূর্বে সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ বৈঠকে এক দিন কিংবা ঘটনার দুইদিন পূর্বে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গ্রহণ করেছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মুশরিকদের এগিয়ে আসার বার্তা ও উহুদে অবস্থান নেয়ার খবর শুনলেন, তখনি তিনি তড়িৎ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

**৭৭১৭.** ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমি এখন কি করতে পারি? তখন তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কুকুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন। আনসার সম্প্রদায় বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন শত্রু আমাদের শহরে এসে আমাদের উপর জয়লাভ করতে পারেনি। আর এখন আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন; কাজেই, তাদের জয়লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলকে ডেকে পাঠালেন । পূর্বে আর কখনও তাকে ডাকা হয়নি। তার থেকে পরামর্শ চাইলেন। সে বলল, আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে নিয়ে এসব কুকুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পসন্দ করতেন যে, দুশমনরা পবিত্র মদীনায়

এসে তাদের উপর হামলা করবে এবং মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ জায়গা থেকে যুদ্ধ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে আন–নু'মান ইব্‌ন মালিক আল–আনসারী (রা.) হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে জান্নাত থেকে বিমুখ করবেন না। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি (যুদ্ধ হলে) অবশ্যই (যুদ্ধ করে) জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ্(সা.) ইরশাদ করেন, "কেমন করে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে? জবাবে তিনি আরয করলেন, আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আর আমি যুদ্ধ থেকে কোন সময় পলায়ন করব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "তুমি সত্য বলেছ।" বর্ণনাকারী বলেন, সে দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের বর্ম চেয়ে পাঠালেন এবং তা পরিধান করেন। যখন সাহাবা কিরাম রাসূল (সা.)–কে যুদ্ধের বর্ম পরিধান করতে দেখলেন, তারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলেন, এবং বলতে লাগলেন, আমরা খুবই অন্যায় করেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে পরামর্শ দিই, অথচ তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার ওহী আসছে। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সামনে দণ্ডায়মান হলেন এবং ক্ষমা চাইতে লাগলেন ও বললেন, "আপনি যা ইচ্ছা করুন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ করার পূর্বে পোশাক খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে সমীচীন নয়।"

**৭৭১৮.** ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.), ইব্‌ন কাতাদা (র.), ইব্‌ন মুআয (র.) ও আমাদের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মুসলমানগণ শুনতে পেলেন যে, মুশরিকরা উহুদ প্রান্তরে অবস্থান নিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা করলেন। আমি স্বপ্নে একটি গরু দেখেছি এবং এ স্বপ্নের তাবীর কল্যাণ বলেই আমি বিবেচনা করেছি। আরো আমি স্বপ্নে আমার তরবারির বুকে আঘাত দেখিছি। তারপর আমি দেখেছি যে, আমি একটি মযবুত বর্মে হাত প্রবেশ করিয়েছি। আমি এ স্বপ্নে মদীনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে বলে তাবীর বা বিবেচনা করেছি। যদি তোমরা মদীনায় অবস্থান নাও এবং তাদেরকে তাদের অবস্থান নেয়া স্থান থেকে আহবান কর, পুনরায় যদি তারা সেখানেই অবস্থান নেয়, তাহলে তারা খুবই খারাপ জায়গায় অবস্থান নেবে। আর যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অভিমত মুতাবিক স্বীয় অভিমত প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অভিমতের ন্যায় মদীনায় অবস্থান করে যুদ্ধ বা মুকাবিলা করাটাই শ্রেয় মনে করলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা ত্যাগ করাকে পসন্দ করলেন না। তখন মুসলমানগণের মধ্যে যারা পরে শাহাদত বরণ করেছেন, তাদের কয়েকজন এবং যাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁদের কয়েকজন বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে দুশমনের মুকাবিলার জন্যে বাইরে নিয়ে চলুন। নচেৎ দুশমনেরা আমাদেরকে দুর্বল মনে করবে এবং তাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল বললো, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি মদীনায় অবস্থান করুন, মদীনা থেকে বের হয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হবেন না। আল্লাহ্র শপথ! যখনই আমরা মদীনা ত্যাগ করে শত্রুর দিকে ধাবিত হয়েছি, তখনই আমরা পরাজয় বরণ করেছি।





কাজেই তাদের মতামত আপনি পরিত্যাগ করুন। আর যখনই কোন শত্রু আমাদের শহরে প্রবেশ করেছে, তখনই তারা পরাজয় বরণ করেছে। তাই শত্রুদের তথায় অবস্থান করতে দিন। যদি তারা তাদের জায়গায় অবস্থান করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা মন্দ কারাগারে অবস্থান নিয়েছে। আর যদি তারা আমাদের শহরে প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের পুরুষগণ তাদের সম্মুখ যুদ্ধে উপনীত হবে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা উপর থেকে তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তারা যদি এমতাবস্থায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন, তারা এসেছিল। পক্ষান্তরে যারা যুদ্ধ করার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন, তাঁরা সদা সর্বদা শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুরোধ করছিলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মু'মিনগণকে ঘাঁটিতে স্থাপনের অর্থ, সাহাবা কিরামের সাথে যুদ্ধের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করা। এ আয়াতে উল্লিখিত تبوی শব্দটি আরবে বহুল প্রচলিত। যেমন বলা হয়ে থাকে بوات القوم منزلا اوبواته لهم অর্থাৎ " আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করলাম।" আরো বলা হয়ে থাকে انا ابوئهم المنزل تبوئة কিংবা ابوئ لهم منزلا تبوئة অর্থাৎ, "আমি তাদের জন্যে উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করে থাকি।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)–এর পাঠ পদ্ধতিতে تبوی শব্দটিকে لام সেলাহ্ (صله) সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ আর এরূপ صله সহকারে কিংবা صله বিহীন উভয় প্রকারে উল্লেখ করা সঙ্গত। যেমন বলা হয়ে থাকে رَدِفَكَ وَرَدِفَ لَكَ অর্থাৎ "সে তোমার সঙ্গী হলো।" আরো বলা হয়ে থাকে نقدت لها صداقها اونقدتها অর্থাৎ, " আমি তার মোহর আদায় করলাম।"

যেমন, কবি বলেছেন

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَنْبًا لَّسْتُ مُحْصِيَهُ * رَبَّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অগণিত পাপরাশির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতিপালক, তাঁর জন্যেই বান্দার সন্তুষ্টি ও আমল নিবেদিত।"

এ কবিতার পংক্তিতে উল্লিখিত استغفر الله ذنبا কথাটি মূলে ছিল اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِذَنْبٍ অর্থাৎ "পাপরাশির জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

আরবদের থেকে জনশ্রুতি হিসাবেও বর্ণিত, হয়েছে اَبَاتَ الْقَوْمُ مَنْزِلاً অর্থাৎ,"আমার সম্প্রদায় উত্তম স্থানে অবস্থান নিয়েছিল।" আরো বলা হয়ে থাকে انا ابيئهم اباءة অর্থাৎ "আমি তাদেরকে উত্তম জায়গায় স্থান করে দিয়েছি।" উটকে তার বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করালে, বলা হয়ে থাকে ابات الابل অর্থাৎ "আমি তাঁকে তার বাসস্থানে ফেরত নিয়ে আসলাম।" আরবীতে বলা হয়ে থাকে رَدَدْتُهَا اِلَى الْمَبَاءَةِ অর্থাৎ "রাত্রি যাপন করার জায়গায় আমি এটাকে ফেরত নিয়ে এলাম।" এ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَقَاعِدَ শব্দটি বহুবচন, একবচনে হবে مقعد আর তার অর্থ مجلس বা বসার জায়গা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাহলে আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়ঃ

"হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি ঐ ঘটনাটি স্মরণ করুন, যখন আপনি আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে বের হলেন ও মু'মিনগণের জন্যে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঘাঁটি স্থাপন করছিলেন।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ আপনার ও মু'মিনগণের দুশমন মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার স্থান নির্ধারণী পরামর্শ সভায় মু'মিনগণ আপনাকে যা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা সবই শুনেছেন।" মু'মিনগণ বলেছিলেন যে, দুশমনের সাথে মুকাবিলার জন্যে আমাদেরকে শহরের বাইরে নিয়ে চলুন, সেখানে আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। আর তাদের কথাও তিনি সবই শুনেছেন, যারা বলেছিল, " হে নবী! শত্রুর অবস্থান স্থলে শহর থেকে বের হয়ে যাবেন না, বরং আপনি মদীনায় অবস্থান করুন। যদি তারা আমাদের শহরে ঢুকে পড়ে, পুরুষগণ সম্মুখ যুদ্ধ করবে এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর হে মুহাম্মাদ! তাদের পরামর্শও আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণকারী। উধৃত পরামর্শসমূহের মধ্য থেকে কোন্‌টি উত্তম, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। অধিকন্তু যারা শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিল এবং যারা শহরে অবস্থান করে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিল, তাদের অন্তরের সদিচ্ছা সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত।

৭৭১৯. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তারা যা কিছু ব্যক্ত করছে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর শ্রবণকারী এবং তারা যা কিছু গোপন রাখছে সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত।

(١٢٢) إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

**১২২. "যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ পাক উভয়ের সহায়ক ছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে।**

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের ভাবার্থ, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শুনেছেন ও জেনেছেন যখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'টি গোত্র বনূ সালমা ও বনূ হারিছা সাহস হারাচ্ছিল।

**যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেনঃ**

৭৭২০. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো বনূ হারিছা ও বনূ সালিমা। তবে বনূ হারিছা ছিলেন উহুদ প্রান্তরের পাশে এবং বনূ সালিমা ছিলেন, 'সাল্‌য়া' -এর পাশে। আর এ ঘটনা ঘটেছিল খন্দকের যুদ্ধের দিন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে উহুদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন অনুভূত নয়।





৭৭২১. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ ঘটনাটি উহুদের যুদ্ধে ঘটেছিল। আর আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র গ্রহণ গ্রহণীয় অভিমত হলো, তারা ছিলেন বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। তাঁরা আনসারগণের শাখা গোত্র। তাঁরা যুদ্ধ থেকে পলায়নের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে এরূপ ঘৃণ্য কর্ম থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত কাতাদা (র.) আরো বলেন, "আমাদের কাছে এরূপ সংবাদও পৌঁছেছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এ গোত্রদ্বয়ের সদস্যগণ বলতে লাগলেন, যদি আমরা এরূপ ইচ্ছা না করতাম, এরূপ আয়াত অবতীর্ণ হতো না এবং আমরাও এরূপ আনন্দিত হতে পারতাম না। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতেই সংবাদ দিয়েছেন وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি শাখা গোত্রের ওলী সহায়ক ও অভিভাবক।

৭৭২২. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল উহুদের যুদ্ধের দিন। আর এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো আনসারের দু'টি শাখা গোত্র যথা বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। তিনি হযরত কাতাদা (র.)-এর ন্যায় অভিমত পেশ করেছেন।

৭৭২৩. ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক হাযার সৈন্য নিয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে বের হয়ে পড়লেন এবং সাহাবা কিরামকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেন বিজয় তাঁদেরই প্রাপ্য। তিন শত সৈন্য নিয়ে যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল প্রত্যাবর্তন করল, তখন আবূ জাবির আস-সালামী (রা.) তাদের পিছে পিছে গেলেন এবং তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল যে, তারা এটাকে ধর্ম যুদ্ধই মনে করে না আর যদি তিনি তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে চান, তাহলে যেন তিনি তাদের সাথে মদীনায় ফেরত আসেন।"

ইমাম সুদ্দী (র.) اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত যেতে ইচ্ছা করল যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ও ফেরত যাচ্ছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাত শত সৈন্য নিয়ে শত্রুর মুকাবিলার জন্যে রয়ে গেলেন।

৭৭২৪. হযরত ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইকরামা (র.) বলেছেন, এ আয়াত খায্‌রাজ গোত্রের শাখা গোত্র বনূ সালিমা এবং আউস গোত্রের শাখা বনূ হারিছা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আর এদের শীর্ষে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল-মুনাফিকদের সর্দার।

৭৭২৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ( রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত দু'টি শাখা গোত্র হলো, বনূ হারিছা ও বনূ সালিমা।"

**৭৭২৬.** হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাখা গোত্র হলো জাশাম ইবন খায্‌রাজ–এর বংশধর বনূ সালিমা এবং আউস সম্প্রদায়ের হারিছা ইব্‌ন নাবীতের গোত্র। এরা দু'টি শাখা গোত্র।

**৭৭২৭.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি গোত্র হলো, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে উদ্ধার করেন এবং তাদের দুশমনকে পরাজিত করেন।

**৭৭২৮.** হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে বর্ণিত, দু'টি গোত্র হলো বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা। আমরা আমাদের সাহস হারাবার উপক্রমকে অপসন্দ করি না। কেননা, এতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا অর্থাৎ," আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অভিভাবক।"

**৭৭২৯.** হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৭৩০.** হযরত ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন," এ ঘটনাটি ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের দিন।" এ আয়াতে উল্লিখিত أَنْ تَفْشَلَا শব্দের অর্থ, তাঁরা দু'টি দল। তাঁদের শত্রুর সাথে মুকাবিলায় দুর্বলতা প্রকাশ করছে কিংবা তারা সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে فشل فلان عن لقاء عدوه ويفشل فشلا অর্থাৎ " অমুক তার দুশমনের মুকাবিলায় সাহস হারিয়েছে কিংবা সে সাহস হারাচ্ছে।"

**৭৭৩১.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত الفشل অর্থ الجبن দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা সাহস হারিয়ে ফেলা।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেনঃ তারা দু'টি দল দুর্বলতার আশ্রয় নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্(সা.) ও মু'মিনগণ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল তার সঙ্গীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মু'মিনগণ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তবে পার্থক্য ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূলের ন্যায় তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের আশ্রয় নেয়নি এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার নিফাক (কপটতা)–ও ছিল না, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুর্বলতা ও সাহস হারাবার উপক্রম থেকে রক্ষা করলেন। তারপর তারা আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মু'মিনগণের সাথে যোগদান করলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল তারপর সাথী মুনাফিকদের সংগ ত্যাগ করলেন। তার তাঁদের এই দৃঢ়তার জন্যেও সত্যের উপর আঁকড়িয়ে থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং সংবাদ দিলেন যে কাফির দুশমনের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

**৭৭৩২.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার অর্থ, তাঁদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা দেখা দিয়েছিল, তা দমনকারী আল্লাহ্ তা'আলা।





তাঁদের মধ্যে দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা দেখা দিয়েছিল, তবে তাঁদের দীনে কোন প্রকার ত্রুটি দেখা দেয়নি। তাঁদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে কোন সন্দেহেরও উদ্রেক হয়নি। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহমত ও মেহেরবানী প্রদর্শন করে তাঁদের থেকে এ কুমন্ত্রণা ও কুতাব দূর করলেন। ফলে তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা ও নিরাশার বেড়াজাল ছিন্ন করে নিরাপত্তা লাভ করেন। তাদের ধর্মে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। তাই তাঁরা তাঁদের নবীর সাথে পুনরায় মিলে যান। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ মু'মিনগণের মধ্যে যাদের দুর্বলতা ও হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভরসা করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে তাদের কাজে সাহায্য–সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার তাওফীক দিবেন, বেড়াজাল দূর করবেন ও তার নিয়তে তাকে দৃঢ়তা দান করবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখ্য যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا –কে وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ পড়তেন। وَلِيُّهُمَا –এর স্থলে وَلِيُّهُمْ–পড়ার বৈধতার কারণ হলো, الطَّائِفَتَيْنِ– –এর تثنيه صيغه (দ্বিবচন শব্দ) দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ দুটো বিরোধীয় দল, যা বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

**১২৩. আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন বদরের যুদ্ধে, এমতাবস্থায় যে, তোমরা দুর্বল ছিলে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।**

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, কাফিরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট কতে পারবে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। আর তোমরা ছিলে তখন হীনবল অর্থাৎ তোমরা ছিলে সংখ্যায় কম এবং শত্রুর মুকাবিলায় অসহায়। তোমাদের সংখ্যা কম এবং তোমদের শত্রুর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। আর এখন তোমরা সংখ্যায় বেশী। কাজেই তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাক, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ঐদিনের ন্যায় এখনও তোমাদের সাহায্য করবেন। কাজেই, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহারের মাধ্যমে প্রতিপালককে ভয়কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ –এর অর্থ, "তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কেননা, তিনি তোমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করেছেন, তোমাদের দীন ও ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে প্রকাশ করেছেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা যে সত্যের সন্ধান পাইতে ব্যর্থ হয়েছে, তোমাদেরকে সেই সত্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা পথ প্রদর্শন করেছেন।"

**৭৭৩৩.** হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ –এর অর্থ, "তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম এবং শক্তিতে ছিলে দুর্বলতর। فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ –এর অর্থ, তোমরা আমাকে ভয় কর, আর তাই আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"

আয়াতে উল্লিখিত بدر শব্দের অর্থ নিয়ে একাধিক মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, "বদর নাম, এক লোকের একটি কূয়া ছিল। এ জন্য মালিকের নামানুযায়ী কূয়াটির নাম রাখা হয়েছিল বদর।"

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭৩৪.** ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বদর নামক এক ব্যক্তির একটি কূয়া ছিল, এ জন্য কূয়াটির নাম রাখা হয়েছিল 'বদর'।"

**৭৭৩৫.** শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ الخ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "বদর নামী এক ব্যক্তির একটি কূয়া ছিল। লোকটির নামানুসারে কূয়াটির নাম বদর রাখা হয়েছিল।"

কোন কোন তাফসীকার তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, "বদর' একটি স্থানের নাম। অন্যান্য শহর যেমন নিজ নামে অভিহিত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৭৩৬.** ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বদরকে বদর বলে নাম রাখার কারণ হলো, জুহায়না গোত্রের বদর নামক একজন লোকের একটি কূয়া ছিল।"

ইব্‌ন সা'দ (র.) বলেছেন যে, হযরত হারিছ বলেন, ওয়াকেদী (র.) বলেছেন, যখন উপরোক্ত তথটি তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর এবং মুহাম্মাদ ইবন সালিহ (র.)–এর কাছে ব্যক্ত করেন, তখন তাঁরা তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'সাফরা' কেন নামকরণ করা হলো? 'হামরা' কেন নামকরণ করা হলো? রাবেগ কেন নামকরণ করা হলো? এগুলো কিছুই নয়, এগুলো বরং জায়গার নাম। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন নু'মান গিফারী (র.)–কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমাদের বনী গিফারের উস্তাদগণের নিকট শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, এটা আমাদের কূয়া, এটা আমাদের উপনীত হবার স্থান, এটার মালিক কেউ কোন দিন ছিল না, যাকে বদর বলা হতো, এটা জুহায়না গোত্রে ও কোন শহরের নাম নয়, এটা বরং গিফারীদের জায়গা বলে স্বীকৃত। ইমাম ওয়াকেদী (র.) বলেন, এ বক্তব্যটিই আমাদের কাছে সুপরিচিত।

**৭৭৩৭.** ইমাম দাহ্হাক (র.) বলেন, বদর একটি কূয়ার নাম। মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী। মক্কা শরীফের রাস্তার ডান পাশে এটা অবস্থিত।

এ আয়াতে উল্লিখিত اَذِلَّةٌ শব্দটি ذليل শব্দের বহুবচন। যেমন اَعِزَّةٌ শব্দটি عزيز শব্দের বহুবচন, الِبَّةٌ শব্দটি لبيب শব্দের বহুবচন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ক্ষেত্রে اذلة শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা, তাঁরা





ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। তাঁরা ছিলেন তিন শত দশ জনের চেয়ে অধিক। অথচ, তাদের শত্রুর সংখ্যা ছিল এক হাযার থেকে নয় শতের মধ্যে। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা রাখা হয়েছে। তাঁদের এ নগণ্য সংখ্যার জন্যে তাঁদেরকে اذلة বলা হয়েছে। اذلة শব্দটির উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণ গ্রহণ করেছেন।

**৭৭৩৮.** হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় বদর নামক একটি কূয়া রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মুশরিকরা এখানে যুদ্ধ করেছিলেন। এটাই ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্(সা.)–এর প্রথম যুদ্ধ। এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেদিন সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা আজ তালূতের সঙ্গীদের সমান সংখ্যক। উক্ত দিবসে তালূত জালূতের মুকাবিলায় উপনীত হয়েছিল। তারাও ছিল তিন শত দশের অধিক। আর মুশরিকরাও সংখ্যায় ছিল এক হাযার কিংবা তার নিকটবর্তী।"

**৭৭৩৯.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ –এর অর্থ, তোমরা ছিলে নগণ্য। তিনশত দশের অধিক।

**৭৭৪০.** হযরত রবী' (র.) থেকেও কাতাদা (র.)–এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৭৪১.** হযরত ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ –এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, তার অর্থ, সংখ্যায় নগণ্য এবং শক্তিতে দুর্বল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ –এর ব্যাখ্যা আমি সেরূপই বর্ণনা করেছি। যেমন ঃ

**৭৭৪২.** হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ –এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা আমাকে ভয় কর।" কেননা, তাই হলো আমার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা।

**বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে**

(١٢٤) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

(١٢٥) بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

**১২৪. (হে রাসূল! আপনি) স্মরণ করুন যখন আপনি মু'মিনগণকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সহায়তা করবেন?**

**১২৫. হ্যাঁ নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সাবধান হয়ে চল, আর তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।**

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের প্রান্তরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে সংখ্যায় নগণ্য। আপনি মু'মিনগণকে তথা আপনার সাহাবিগণকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর প্রেরিত তিন হাযার সৈন্য দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন? এটা ছিল বদরের ঘটনা।"

তারপর বদরের দিন ফেরেশতাগণের উপস্থিতি এবং মু'মিনগণের প্রতি ওয়াদাকৃত কোন্ দিবসে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছিলেন এ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন ফেরেশতাগণ দ্বারা মু'মিনগণের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল শত্রুগণ যদি দ্রুতগতিতে তাদেরকে আক্রমণ করে। কিন্তু শত্রুরা আসেনি, তাই সাহায্যও প্রতিশ্রুতি মুতাবিক করা হয়নি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৭৪৩.** হযরত আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণের কাছে খবর পৌঁছল যে, কুর্য ইবন জাবির মুহারিবী মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাতে মুসলমানগণ শংকিত হয়ে পড়লেন। তাই তাদেরকে বলা হলো ঃ

اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ - بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

ভবিষ্যত পরাজয়ের সংবাদ অর্থাৎ এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিলের সংবাদ কুরযের কাছে পরাজয় সংবাদের ন্যায় পৌঁছায় সে প্রত্যাবর্তন করল। মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না এবং মু'মিনগণকেও পাঁচ হাযার সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হলো না।

**৭৭৪৪.** হযরত আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এখবর পৌঁছেল- তারপর তিনি উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত বলেন যে, আয়াতাংশ وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا -এর অর্থ কুরয ও তাঁর সঙ্গীগণ মুসলমানগণের শত্রুরূপে উপনীত হলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাযার চিহ্নিত সৈন্য দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। কুরয ও তার সঙ্গীদের কাছে পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছায় সে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং পাঁচ হাযার চিহ্নিত সৈন্যও অবতীর্ণ হয়নি। পরে তাদেরকে এক হাযার সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলমানগণের সাথে চার হাযার ফেরেশতা ছিল।

**৭৭৪৫.** হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "সম্পূর্ণটাই বদরের দিন নাযিল হয়েছে।"





**৭৭৪৬.** ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, কুরয ইব্ন জাবির আল-মুহারিবী বদরের প্রান্তরে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার ইচ্ছা রাখে। এ সংবাদে মুসলমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেনঃ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ তারপর মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ তার কাছে পৌঁছায় সে তার সঙ্গীদের নিয়ে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং মুসলমানগণকেও পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, "বদরের দিন এরূপ প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে দেয়া হয়েছিল। তার পর মু'মিনগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করেন এবং আল্লাহ্র নামে সতর্ক হয়ে যান। কাজেই, মহান আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি মুতাবিক তাদেরকে সাহায্য করেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭৪৭.** আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবার পর বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে নিয়ে এখন বদর প্রান্তরে যেতে পারতাম এবং আমার চোখ ভাল থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে ঐ গৃহটি সম্পর্কে সংবাদ দিতাম যেপথে ফেরেশতাগণ বেরিয়ে এসেছিলেন। তাতে আমি কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করি না।

**৭৭৪৮.** হযরত আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং অন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি বলেছিলেন, এখন যদি আমার চোখ ভাল থাকত ও আমি তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে অবস্থান করতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে ঐ গিরিপথটি দেখিয়ে দিতাম, যেখান থেকে ফেরেশতাগণ বের হয়ে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

**৭৭৪৯.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ গিফারের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছে "আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই বদর কূপের ধারে একটি গিরির চূড়ায় উঠেছিলাম, আমরা ছিলাম তখন মুশরিক। আমরা অপেক্ষা করছিলাম পরাজয় বরণকারী সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্যে। তাহলে আমরা লুটপাটকারীদের সাথে মিলিত হয়ে মনমত লুটপাটে অংশ নেব। আমরা একটি পাহাড়ে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন একটি মেঘের টুকরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। তার মধ্যে আমরা ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। একজন আহবায়ক বলছে হায়যুমকে সামনে বাড়তে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমার চাচাতো ভাই প্রকাশ্যে ঘোড়াটি দেখায় তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে। তবে আমি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়ে। পুনরায় নিজকে নিজে সামলেয়ে নেই।

**৭৭৫০.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন ব্যতীত অন্য কোন দিনে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেননি। অন্য দিনে তাঁরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখানোর মাধ্যমে মুসলিম যোদ্ধাদের সহায়তা করেছিলেন। নিজেরা তরবারি পরিচালনা করেননি।

**৭৭৫১.** হযরত আবূ দাউদ আল্-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি একজন মুশরিককে হত্যা করার জন্যে তার পিছু ধাওয়া করলাম। তার কাছে আমার

তলোয়ার পৌঁছার পূর্বে তার দ্বিখণ্ডিত মস্তক আমার সামনে এসে ভূমিতে পতিত হলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে কতল করে।

**৭৭৫২.** হযরত ইকরামা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত-গোলাম আবূ রা'ফি (রা.) বলেছেন- আমি হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর ক্রীতদাস থাকাবস্থায় আমাদের সে পরিবারে যখন ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে, তখন আব্বাস, উম্মুল ফযল এবং আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। হযরত আব্বাস (রা.) এ ব্যাপারে নিজ গোত্রের লোকদেরকে ভয় করতেন এবং তিনি তাদের বিরোধিতা করা পসন্দ করতেন না, সে জন্য তিনি নিজে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়টি গোপন রাখতেন। অথচ তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। মহান আল্লাহ্র দুশমন আবূ লাহাব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সে তার পরিবর্তে আসী ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরাকে বদরের যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। এরূপে তারা অনেকেই নিজেদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল। এরপর যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কুরায়শদের বিপর্যয়ের খবর আসল যে, মহান আল্লাহ্ কুরায়শদেরকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন, তখন আমাদের অন্তরশক্তিও সাহসে ভরে উঠল হযরত আবূ রাফি (রা.)-এর বলেন, আমি তখন শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলাম। যে কারণে আমি পেয়ালায় করে পানি পান করাবার কাজ করতাম। কিন্তু যুদ্ধের উক্ত খবর শুনা মাত্র আমি পানির পেঁয়ালাটি যমযম কূপের কিনারে নিক্ষেপ করে দিলাম এবং আল্লাহ্র কসম! আমি সেখানেই বসে পড়লাম। আমার নিকট উম্মুল ফযলও বসা ছিলেন। এমন সময় আমরা যখন যুদ্ধের খবর পেয়ে আনন্দ উপভোগ করছিলাম, তখন পাপিষ্ঠ আবূ লাহাব তার উভয় পা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে এসে যমযম কূপের নিকট আমার পিঠের দিকে পিঠ রেখে বসে গেল। তখন অন্যান্য মানুষ বলছিল যে, এ লোকটি যে এখানে আগমন করেছে সে হলো আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। হযরত আবূ রাফি (র.) বলেন, আবূ লাহাব আমাকে ডেকে বলল, ওহে ভাতিজা! এদিকে আমার নিকট এসো তোমার নিকট কি কোন সংবাদ আছে? হযরত আবূ রাফি (রা.) বললেন, তিনি তার নিকট বসে পড়লেন এবং অন্যান্য লোকেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ওহে ভাতিজা! মানুষের অবস্থা কি আমাকে জানাও! তিনি বললেন, অবস্থার কথা আর কি বলব, বলার মত কিছুই নেই।, তবে আমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলাম। যখন আমরা আমাদের তলোয়ার দিয়ে তাদের উপর আঘাত হানি, তখন তারা আমাদেরকে তাদের ইচ্ছা মত হত্যা করতে থাকে এবং বন্দী করতে থাকে। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তা সত্ত্বেও আমি কাউকে দোষারোপ করি না। আমরা আসমান-যমীন জুড়ে সাদা-কালো রং-এর ঘোড়ায় আরোহিত শ্বেতবর্ণের অনেকগুলো লোকের মুকাবিলা করলাম। যার সাথে কিছুরই তুলনা হয়না এবং যার স্থানে অন্য কিছুই স্থান পায় না। তারপর হযরত আবূ রাফি (রা.) বললেন, আমি একটি পাথরখন্ড হাতে নিয়ে বললাম, তাঁরা ফেরেশতা।

**৭৭৫৩.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আব্বাস (রা.)-কে যিনি বন্দী করেছিলেন তিনি বনী সালিমাহ্র ভাই আবুল ইয়াস্র কা'ব ইব্ন আমর। আবুল ইয়াস্র শক্তিশালী ছিলেন এবং আব্বাস ছিলেন সুঠাম দেহবিশিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম আবুল ইয়াসরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-





তুমি কিভাবে আব্বাসকে বন্দী করেছিলে? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছেন যাকে এর পূর্বে ও পরে আমি আর কখনো দেখিনি। তার আকৃতি এ ভাবের! এ ধরনের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন। উক্ত ঘটনায় তোমাকে অবশ্যই এক মেহেরবান ফেরেশতা সাহায্য করেছেন।

**৭৭৫৪.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।) হযরত কাতাদা (র.) তিলাওয়াত করে বলেন, প্রথমত তাঁদেরকে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। তারপর তাঁরা তিন হাযারে বর্ধিত হয়েছিল, তারপর তারা সংখ্যায় পাঁচ হাযারে পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- তোমরা যদি দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং সাবধানতার সাথে কাজ কর, তবে যদি তারা সত্বর তোমাদের উপর চড়াও হয় সে মুহূর্তে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাযার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তা হলো, বদর যুদ্ধের দিন। সেদিন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

**৭৭৫৫.** হযরত আম্মার অপর এক সনদে হযরত রবী' (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**৭৭৫৬.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট চিহ্নিত হিসাবে এসেছিলেন।

**৭৭৫৭.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, "ফেরেশতাগণ বদরের দিন ব্যতীত আর কোন দিন যুদ্ধ করেননি।"

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, তাদেরকে মহান আল্লাহ্ বদরের দিন প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন, যদি তারা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে ও তাঁর শত্রুদের সাথে যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাঁকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকে। কিন্তু তারা আহযাব-এর যুদ্ধের দিন ব্যতীত ধৈর্য ধারণ করেনি এবং ভয় করেনি। তাঁদেরকে তিনি সাহায্য করেছিলেন যখন তারা বনী কুরায়যাকে আহযাবের যুদ্ধে অবরোধ করেছিল।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭৫৮.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আউফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর-কে দীর্ঘ সময় যাবত অবরোধ করে রাখলাম। এরপর আমরা ফিরে এসে দেখলাম। নবী (সা.) মাথা ধৌত করছিলেন। এ সময় জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনারা অস্ত্র ত্যাগ করলেন, কিন্তু ফেরেশতাগণ এখানে অস্ত্র ত্যাগ করেনি। এরপর নবী (সা.) গোসল না করে এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথা জড়িয়ে নিলেন এবং বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আমাদেরকে আহবান জানালেন, আহবান বাণী শুনে আমরা দ্রুত এগিয়ে গোলাম এবং উভয় সম্প্রদায়কে অবরোধ করলাম। সে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন এবং অতি সহজেই আল্লাহ্ আমাদেরকে বিজয়ী করেন, তারপর আমরা আল্লাহ্র নি'আমত ও অনুদান নিয়ে ফিরে আসি।

কতিপয় বিশ্লেষক উপরোক্ত মতের বিপরীতে বলেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ ধৈর্য ধারণ করেনি, ভয় করে সতর্কতা অবলম্বন করেনি এবং উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি।

**যাঁরা মত পোষণ করেনঃ**

**৭৭৫৯.** ইব্‌ন জুরাইজ হতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত, তিনি আমর ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ইকরামা (রা.)-কে আল্লাহ্‌র বাণী بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا পাঠ করতে শুনেছেন। ইকরামা আরও বলেছেন যে, এ আয়াতের মধ্যে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সে দিনটি হলো বদর যুদ্ধের দিন। তিনি আরও বলেন, তারা উহুদের যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করেনি এবং আল্লাহ্‌কে ভয় না করে সাবধানতা অবলম্বন করেনি, যে জন্য উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি। যদি তাদেরকে সাহায্য করা হতো তবে তারা সেদিন পরাজিত হতো না।

আমর ইব্‌ন দীনার ইকরামাকে বলতে শুনেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে ( মুসলমানদেরকে ) কোন সাহায্য করা হয়নি, এমন কি একজন ফেরেশতা দ্বারাও সাহায্য করা হয় নি।

**৭৭৬১.** হযরত দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ এ আয়াতে তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলে পরবর্তী আয়াতে আবার পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা যে সাহায্যের কথা ঘোষণা করছেন। সে পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের জন্য প্রদান করেছিলেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি পরে যে পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ যদি মু'মিনগণ অন্তরে আমার প্রতি ভয় রেখে সাবধানতার সাথে কাজ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তবে আমি তাদেরকে পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব। কিন্তু মুসলমানগণ উহুদের রণক্ষেত্র হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে এবং পিঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে সাহায্য দেন নি।

**৭৭৬২.** হযরত ইব্‌ন যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا .... –এর আলোকে মু'মিনগণ মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে আমাদেরকে যেরূপে সাহায্য করেছিলেন, তদ্রূপ আমাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন না? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তিন হাযার ফেরেশতা নাযিল করে সাহায্য করবেন? তিনি তোমাদের এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। ধৈর্য ও ভীতি অবলম্বনে মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে আরও তোমাদের জন্য সাহায্য এসেছিল। কিন্তু হযরত ইব্‌ন যায়দ (রা.) বলেন, وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ... আয়াতাংশে যে সাহায্যের কথা মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, সে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শর্ত সাপেক্ষ ছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে এ অভিমতটি সঠিক, যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়ার জন্য।





ইরশাদ করেছেন اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ "তোমাদের জন্য তা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিন হাযার প্রেরিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন?" এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। তারপর আবার পরবর্তী আয়াতে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যে, যদি তারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে এবং মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে তাদেরকে আরও পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করবেন। উল্লিখিত আয়াতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তাদেরকে তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে বা পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। তবে এমনও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। যেমন কিছু বর্ণনাকারী সনদের সাথে বর্ণনা করে দাবী করে বলেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। অপরদিকে একথাও বলা অনুচিত হবে না যে, তাদেরকে সাহায্য করা হয় নি এবং এ কথা বলারও অবকাশ আছে, যেমন, কতিপয় বর্ণনাকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট বিশুদ্ধ রূপে এমন কোন বর্ণনা বা খবর নেই যাতে তিন হাযার বা পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা বা কোন কথা বলা বৈধ হবে না। তবে এমন কোন হাদীস বা বর্ণনা যদি থাকে যা দলীল–প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তখন উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এ বিষয়ের উপর স্পষ্ট কোন হাদীস বা বর্ণনা নেই, যা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে দু'রকম মত পোষণকারীদের যে কোন একটি সমর্থন করতে পার। কিন্তু বদরের যুদ্ধে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে, যা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সমর্থন করতে হবে। বদর যুদ্ধে সাহায্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন–

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ -

"যখন তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি জবাব দেন যে, আমি এক হাযার অনুসরণকারী ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব। (সূরা আনফাল ঃ ৯)

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করা না করার ক্ষেত্রে সাহায্য না করার প্রমাণই অধিক স্পষ্ট যদি তাদেরকে উহুদের যুদ্ধে সাহায্য করা হতো তবে তারা জয়ী হতেন এবং শত্রুপক্ষ যা লাভ করেছে তা মুসলমানগণই লাভ করতেন। মোট কথা, মহান আল্লাহ্ যে ভাবে ঘোষণা করেছেন সে ভাবেই মেনে নেয়া উচিত।

আমি امداد (সাহায্য)–এর মর্মার্থ এবং সবর ও তাকওয়ার মর্মার্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র বাণী وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا –এ আয়াতাংশের مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا –এর অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا অর্থ, مِّنْ وَّجْهِهِمْ هٰذَا তৎক্ষনাৎই তাদের পক্ষ হতে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭৬৩.** হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, من فورهم هذا –এর অর্থ, مِّنْ وَّجْهِهِمْ هٰذَا "যখনই তাদের পক্ষ হতে।"

**৭৭৬৪. ৭৭৬৫. ৭৭৬৬. ৭৭৬৭. ৭৭৬৮.** নং হাদীসসমূহে বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে হযরত কাতাদা (র.), হযরত হাসান (র.), হযরত রবী' (র.) ও হযরত সুদ্দী (র.) হতেও ঐ একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৭৬৯.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, "এ আয়াতাংশের অর্থঃ তাঁদের এ সফরকালে।" হযরত ইব্ন আব্বাস ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত, তার অর্থ, তাদের ক্রোধ ও আক্রমণের সময়।"

**৭৭৮০.** হযরত ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তার অর্থ, "যখই তাঁদের পক্ষ থেকে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৭৭১.** হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত, وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ মহান আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ, "বদরের যুদ্ধে তাদের যে অপ্রত্যাশিত গ্লানিকর পরাজয় ঘটেছিল তার প্রতিশোধ নওয়ার জন্যে তারা উহুদের যুদ্ধে তীব্রগতিতে মুহূর্তে মধ্যে আক্রোশে যে আক্রমণ করেছিল।"

**৭৭৭২.** হযরত উম্মে হানী (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ্ (রা.) বলেছেন, من فورهم هذا –এর অর্থ, "তাদের ক্রুদ্ধ আক্রমণের মুহূর্তে।"

**৭৭৭৩.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا–এর অর্থ, "তাদের ক্রোধ অর্থাৎ কাফিরগণ তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সে মুহূর্তে হত্যা করতে পারত না, এবং মুহূর্তটি ছিল উহুদের যুদ্ধেরসময়।"

মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক সনদে বর্ণিত, مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا-এর অর্থ, من غضبهم هذا "তাঁদের আক্রোশের মুহূর্তে।"

**৭৭৭৪.** হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, من فورهم هذا–এর অর্থ, "তাদের পক্ষ থেকে এবংতাদের ক্রোধের কারণে।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فور (ফাওর)–এর আসল অর্থ, কাজের প্রথম মুহূর্তে যা পাওয়া যায় বা হয়ে থাকে, তারপর অপরটির সাথে জড়িত হয়। যেমন বলা হয় فَارَتِ الْقِدْرُ –চুল্লীর উপর ডেগচি টগ্‌বগ্ করছে অর্থাৎ আগুনে উত্তপ্ত চুল্লীর উপর ডেগ্‌চিতে কিছু জাল দেয়া অবস্থায় তা জোশে টগবগ করতে থাকলে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর যেমন কেউ কেউ বলে থাকে مضيت الى فلان من فورى هذا –আমি মুহূর্তের মধ্যেই অমুকের নিকট পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ আমি এ মুহূর্তে আরম্ভ করেছি। কাজেই উক্ত আয়াতের মর্মার্থে বলা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা তাদের সাথীগণকে সাহায্য করার জন্য প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযান চালিয়েছিল। আর যারা আক্রোশাত্মক আক্রমণ অর্থ গ্রহণ করেছেন, তারা বলেছেন, এর অর্থ, তোমরা মুসলমানদের যারা বদর যুদ্ধে (মুশরিকদের) কুরায়শগণের উপর আক্রমণ করেছিলে তাদেরকে হত্যা করার জন্য, প্রথমেই যখন অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল, সে মুহূর্তে তোমাদেরকে পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ্ পাক সাহায্য করেছিলেন।





وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا "যদি তারা তোমাদের উপর মুহূর্তের মধ্যে চড়াও হয়।" এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা মু'মিনগণকে যে সাহায্যের কথা বলেছেন,তাতে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, মু'মিনগণকে সাহায্য করা হয়নি। যেহেতু মু'মিনগণ রণক্ষেত্রে তাদের শত্রুপক্ষের প্রক্রিয়ার উপর অটল থাকতে পারেন নি। শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তীরন্দায বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল, প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গায় দৃঢ়ভাবে অটল থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় না করে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়ারা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে কাফিরদের ফেলে যাওয়া যুদ্ধসামগ্রী অর্থাৎ গনীমতের মাল আহরণ করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করে। ফলে, প্রতিরক্ষা ব্যূহ খালি হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষ পেছন দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করায় মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তীরন্দাযগণ যুদ্ধের মাঠ হতে যে গনীমতের মাল আহরণ করেছিল, তা সবই কাফিরদের হস্তগত হয়ে যায়। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি মু'মিনগণ ধৈর্য ধারণ করেন, এবং মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেন তবে তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন।

অন্য একদল বলেছেন, কুরয ইব্ন জাবির নিজ গোত্রের এক বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যার্থে আগমনের প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলে, তাদের মনোবল দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন।

কুরয ইব্ন জাবির নিজ গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, সে জন্য তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু কুরয ইব্ন জাবির অবশেষে আসেনি, সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর সাহায্যও করেন নি। তবে যদি সে আস্‌ত, তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সাহায্য করতেন।

যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন তিনি বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করে মুসলমানগণকে সাহায্য করেছেন। যেহেতু আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ স্মরণ করুন, (হে রাসূল!) "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট যখন সাহায্য চেয়েছিলে, তিনি তা কবুল করেন যে, তোমাদেরকে তিনি তিন হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন, যারা একের পর এক পৌঁছে যাবে। এ আয়াতের মধ্যে যে এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, সে সাহায্য অবশ্যই করা হয়েছিল। কিন্তু, এক হাযারের উর্ধ্বে তিন হাযার বা পাঁচ হাযার ফেরেশতা প্রেরণ করে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু, সে শর্ত কার্যত পাওয়া না যাওয়ার কারণে আল্লাহ্ পাক কোন সাহায্য করেন নি। মহান আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তা তিনি কখনও ভঙ্গ করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, مُسَوِّمِيْنَ এ শব্দের মধ্যে যে واو বর্ণটি আছে, তার স্বরচিহ্ন (হরকত) নিয়ে একাধিক মত রয়েছে।

মদীনা ও কূফাবাসিগণের অধিকাংশ লোক উক্ত শব্দকে واو -এর উপর 'যবর' দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেসব ঘোড়াকে চিহ্নিত করেছেন।

কোন কোন কূফাবাসী ও বসরাবাসী واو -এর নীচে 'যের' দিয়ে পাঠ করেছেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিজেরাই নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উভয় স্বরচিহ্নের মধ্যে যারা 'যের' দিয়ে পড়েন, তাদেরটিই ঠিক। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসে 'যের' দিয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা চিহ্নিত করেছেন বলে অথবা তিনি যাদেরকে চিহ্নিতরূপে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি ইঙ্গিত নেই। যারা 'যের' হওয়া পসন্দ করেছেন তাতে মানুষ চিহ্নিত হওয়ার কথা যদি বলে, তবে এর কোন অর্থ ঠিক হবে না। ফেরেশতাগণ এরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট হওয়া বা এরূপ গুণের অধিকারী হওয়া অসম্ভবের বিষয় নয়। যেহেতু, তারা নিজেদেরকে এরূপে চিহ্নিত করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। যেমন– মানুষ প্রতিপালক আল্লাহ্র আনুগত্যে সন্তুষ্টিলাভের পর নিজেদেরকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা লাভ করে থাকে। কাজেই ফেরেশতাগণও নিজেদেরকে তদ্রূপ চিহ্নিত করার অধিকারী হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, সে সকল ফেরেশতা মানুষের ন্যায় তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিল, সেহেতু তাদের চিহ্নিত হওয়া তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এরূপ আকর্ষণীয় চিহ্নে চিহ্নিত ও পসন্দনীয় বৈশিষ্ট্য তখনই হতে পারে, যখন আনুগত্যে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে। আর যেহেতু মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রশংসার যোগ্য হয়, সে জন্য ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কাউকে এরূপ গুণে আখ্যায়িত করা হয় না। যেমন, হাদীছ। 'উমায়র ইব্ন ইস্হাক হতে বর্ণিত। যেহেতু সর্বপ্রথম এরূপ প্রতীকে বদরের দিনেই চিহ্নিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আদেশ করেছেন তোমরা বিশেষ প্রতীকে চিহ্নিত হও, যেমন ফেরেশতাগণ চিহ্নিত হয়েছিল।

**৭৭৭৭.** বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আবূ উসায়দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "যদি আমি বর্তমান চোখে দেখতাম এবং তোমরা আমার সাথে উহুদ পাহাড়ে যেতে, তবে ফেরেশতাগণ পাহাড়ের যে পথ দিয়ে হলুদ রং-এর পাগড়ী তাদের উভয় কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে বের হয়ে এসেছিলো, আমি তোমাদেরকে সে স্থানটি দেখিয়ে দিতাম।

**৭৭৭৮.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, بخمسة الاف من الملائكة مسومين-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, مسومين অর্থ, مُعَلَّمِيْنَ ( চিহ্নিত )। এ চিহ্ন হলো, সে সব ঘোড়ার গুচ্ছ লেজ এবং গর্দান ও কপালের কেশ দেখতে পশম বা তুলোর ন্যায়।

**৭৭৭৯.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, بخمسة الاف من الملائكة مسومين –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, চিহ্ন হলো, লেজের গুচ্ছ এবং সম্মুখের কেশর পশমী বা তুলোর ন্যায় ছিল। এ ছিল তাদের চিহ্ন।

**৭৭৮০.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, مسومين –এর অর্থ তাদের ঘোড়ার কপাল ও লেজসমূহ সেদিন যেন পশমী বস্ত্রে চিহ্নিত ছিল এবং তারা যে সকল ঘোড়ায় আরোহণ করে এসেছিল, সেগুলোসাদা-কালো চিত্রা রং-এর ঘোড়া ছিল।





**৭৭৮১.** হযরত কাতাদা (র.) হতে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি مسومين –এর ব্যাখ্যায় বলেন ঘোড়াগুলোর চিহ্ন ছিল কপালের পশম।

**৭৭৮২.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مسومين–এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতাদের ঘোড়ার অঙ্গসমূহ পতাকাধারী ছিল, যেমন তাদের কপাল ও লেজগুলো যেন পশমী ও সূতী বস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

**৭৭৮৩.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, সে দিন ফেরেশতাগণ সাদা-কালো মিশ্রিত রং এর ঘোড়ার উপর আরোহী ছিল।

**৭৭৮৪.** কাতাদা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

**৭৭৮৫.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مسومين শব্দের অর্থ معلمين (চিহ্নিত)

**৭৭৮৬.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর নিকট পশমের দ্বারা চিহ্নিত অবস্থায় এসেছিল। তারপর মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁদের ঘোড়াগুলোকে পশমের দ্বারা চিহ্নযুক্ত ও সজ্জিত করেছিলেন।

**৭৭৮৭.** হযরত উব্বাদ ইব্ন হামযা (রা.) থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ হযরত যুবায়র (রা.)–এর বেশে নাযিল হয়েছিলেন। তাদের মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ী ছিল। হযরত যুবায়র (রা.)–এর পাগড়ী হলুদ রং–এর ছিল।

**৭৭৮৮.** হযরত দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, مسومين অর্থ, ঘোড়াসমূহের কপাল ও লেজ পশমের দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

**৭৭৮৯.** হযরত হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের সময় ফেরেশতাগণ সাদা-কালো (চিত্রা) রং–এর ঘোড়ার উপর আরোহণ করে অবতরণ করেছিলেন। মাথায় ছিল তখন তাদের হলুদ রং–এর পাগড়ী এবং সেদিন হযরত যুবায়র (রা.)–এর মাথায় হলুদ রং–এর পাগড়ী ছিল।

**৭৭৯০.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধে হযরত যুবায়র (রা.)–এর গায়ে একখানা যর্দ রং–এর চাদর ছিল। তিনি সে চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে নেন। এরপর বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সকল ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন, তারা সকলেই মাথায় যর্দ রং–এর পাগড়ী নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন – আমরা যে সকল হাদীস পূর্বে বর্ণনা করেছি, তার কিছু হাদীসে দেখা যায় তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর

সাহাবিগণকে আদেশ করেছেন, তোমরা বিশেষ চিহ্ন ধারণ কর, যেহেতু ফেরেশতাগণ চিহ্ন ধারণ করেছেন; আবূ উসায়দ (রা.)–এর ভাষ্য হলো, ফেরেশতাগণ হলুদ রং–এর পাগড়ী মাথায় আগমন করেছিলেন এবং পাগড়ীর (এক মাথা) উভয় কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যারা বলেছে مسومين অর্থ পতাকা ধারন বা পতাকাবাহী ইত্যাদি আমরা مسومين শব্দের واو –এর নীচে যের পড়াকে যে পসন্দ করেছি, তা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ নিজেরাই প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করেছিলেন, যেমন এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যারা واو কে যবর দিয়ে পাঠ করেন তাঁরা উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় প্রমাণস্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

৭৭৯১. হযরত ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতার মধ্যে যুদ্ধের চিহ্ন ছিল।

৭৭৯২. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি بخمسة الاف من الملائكة مسومين প্রসঙ্গে বলেন ফেরেশতাগণের উপর যুদ্ধের চিহ্ন ছিল এবং এ চিহ্ন বদরের যুদ্ধেই ছিল। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। কাজেই উক্ত ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেছেন যে, তাদের উপর যুদ্ধের প্রতীক বা চিহ্ন ছিল, কিন্তু তারা এ চিহ্নে নিজেরা চিহ্নিত হয়নি যাতে তাদের প্রতি এ ইঙ্গিত করা যেতে পারে। এ জন্যে مسومين –এর واو কে 'যবর' দিয়ে পড়া উচিত, যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন, তাই তাদের চিহ্নিত হওয়া মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত।

السيماء অর্থ আলামত বা চিহ্ন। যেমন বলা হয়ে থাকে, তা একটি আকর্ষণীয় আলামত বা সুন্দর চিহ্ন। যেমন কবি বলেছেন–

غُلَامٌ رَمَاهُ اللّٰهُ بِالْحُسْنِ يَافِعًا * لَهُ سِيْمِيَاءُ لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرْ

মহান আল্লাহ্ গোলামটিকে এমন অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছেন যে, তার সৌন্দর্যের প্রতি তাকালে চক্ষুতে কোন কষ্ট হয় না, অর্থাৎ তার মধ্যে নয়নাভিরাম চিহ্ন। সুতরাং যখন কোন লোক এমন কোন চিহ্ন ধারণ করে, যা দ্বারা যুদ্ধের ময়দানে বা অন্য কোন স্থানে তাকে চিনা যায়, তখন বলা হয় যে, সে নিজকে নিজে চিহ্নিত করেছে।

(١٢٦) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

**১২৬. "আর এ তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন এবং যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকে এবং সাহায্য শুধু প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয়।"**

আল্লামা আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর সাহাবীদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন– যে সংখ্যক ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে তা ফেরেশতা প্রেরণ করে সাহায্য নয়; বরং ফেরেশতা প্রেরণের সুসংবাদটি হলো তোমাদের জন্য সাহায্য। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণ করে সাহায্যের কথা এজন্য





বলা হয়েছে, যাতে এ সুসংবাদ পেয়ে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তোমাদের মন স্থিরতা লাভ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের সংখ্যা অধিক এবং তোমাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ো না।

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ –সাহায্য শুধু আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা শত্রুদের মুকাবিলায় যে বিজয় লাভ করেছ, সে বিজয় তোমাদের কৃতিত্বের নয়, বরং এ জয় একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যেরই প্রতিফলন। তোমাদের বাহিনীতে ফেরেশতাগণ অংশগ্রহণ করায় তোমরা জয়ী হয়েছ, এরূপ ধারণা তোমরা করনা বরং আল্লাহ্র সাহায্যেই তোমরা এ বিজয় লাভ করেছ বলে ধারণা রাখতে হবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। তোমাদের বড় দলও সংখ্যাধিক্যের উপর তোমরা কোন ভরসা করনা। তোমাদেরকে যে সাহায্য করা হয়েছে, তা আল্লাহ্রই সাহায্য যে সাহায্য পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা করা হতো। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে শত্রুদের উপর তোমাদের এ বিজয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে শক্তিশালী করার ফলেই সম্ভব হয়েছে, যদিও তোমাদের লোকসংখ্যা অনেক ছিল। আল্লাহ্কে ভয় করে সংযত হয়ে সাবধানতার সাথে চল এবং শত্রুদের দল যত বড়ই হোক না কেন, তাদের মুকাবিলায় জিহাদে ধৈর্য ধারণ কর। অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তাদের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্যকারী। এ আলোকে বর্ণিত আছে ঃ

৭৭৯৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ (এতো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সাহায্য করেছেন)–এর ব্যাখ্যায় বলেন – আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণের কথা এ জন্য বলেছেন যে, এতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ বিশেষ সুসংবাদ মনে করবেন এবং তাদের উপস্থিতির খবরে মুসলমানদের মন শান্ত থাকবে, আর যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। বাস্তবে সেদিন অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেনি। মুজাহিদ (র.) বলেন, সেদিন বা তার আগে ও পরে বদরের যুদ্ধ ব্যতীত ফেরেশতাগণ কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি।

৭৭৯৪. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আমি তোমাদের দুর্বলতা ভালভাবেই জানি, তোমাদের জন্য সাহায্যর একমাত্র আমার নিকট থেকেই, আমার শক্তি, ক্ষমতা এবং প্রভাবই হলো তোমাদের সাহায্যে একমাত্র উৎস। সর্বময় প্রজ্ঞা এবং কৌশল ও হিকমতের আমি একক মালিক যা আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারোই নেই।

৭৭৯৫. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহায্য একমাত্র মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয়। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াও তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাঁর অনুগত ওলীগণের দ্বারা কাফিরদের নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে

মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মহা প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী। সুতরাং হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য আমার সাহায্য ও কলা-কৌশলের সুসংবাদ। তোমরা যদি আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদের জন্য ধৈর্য ধারণ কর এবং আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছি তা অনুসরণ কর তবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তোমাদের জন্য আমার সাহায্য থাকবে।

(١٢٧) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

**১২৭. "যারা কাফির এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।**

আল্লামা আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বদরের যুদ্ধে সে সাহায্য করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ আয়াতে طَرَف শব্দের অর্থঃ দল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এজন্য রাসূলকে অবিশ্বাস করছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তা এ কারণে যে, তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র একত্ববাদকে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত-কে অস্বীকার করেছে।

**৭৭৯৬.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ্র বাণী لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর অর্থ হল আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের এক দলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যারা বীর পুরুষ, নেতা ও সেনানায়ক ছিল তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

**৭৭৯৭.** হযরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপে বর্ণিত আছে।

**৭৭৯৮.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি অত্র لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ তা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। এই দিন আল্লাহ্ পাক কাফিরদের একটি অংশকে ধ্বংস করে দেন এবং অপর একটি অংশকে বাকী রেখেছেন।

**৭৭৯৯.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ ঃ এই দিন আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের আল্লাহ্ তা'আলা لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ আয়াতে ইরশাদ করেন। একটি অংশকে ধ্বংস করে দেন।

কারণ- মুনাফিকদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে মর্মানুসারে - "সাহায্য এক মাত্র মহান আল্লাহ্র নিকট থেকেই হয়, যে জন্য তিনি কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করবেন।" আবার কেউ এর অর্থ করেছেন, উহুদের শহীদানের সম্বন্ধে এ আয়াতে বলা হয়েছে।"





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮০০.** হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন। উহুদের যুদ্ধে আঠারো জন মুশরিক নিহত হয়েছিল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এ জন্য কাফিরদের এক অংশকে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিহ্ন করবেন। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে ইরশাদ করেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ "যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে কখনও মৃত মনে করনা বরং তাঁরা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁরা জীবিকাপ্রাপ্ত।"

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَوْ يَكْبِتَهُمْ -এর অর্থ ঃ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে জয়ী হওয়ার যে প্রত্যাশায় ছিল তাদের সে আশা পূরণ হয়নি, বরং আল্লাহ্" তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। বলা হয়েছে যে, اَوْ يَكْبِتَهُمْ -এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে এ জন্য সাহায্য করেছিলেন যে, যাতে কাফিরগণ তরবারির আঘাতে হালাক হয়ে যায়। অথবা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার খেয়ালে গর্ব সহকারে যে আশা-আকাংক্ষা করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে গর্ব খর্ব করে লাঞ্ছিত করেছেন।

فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ -"ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।" অর্থাৎ- তারা তোমাদের নিকট হতে যা প্রাপ্তির বা লাভ করার অভিলাষে ছিল, তার কিছুই লাভ করতে না পেরে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যাবে।

**৭৮০১.** হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাঁরা লাঞ্ছিত হবে, পরিণামে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। অর্থাৎ তাদের কাংক্ষিত কিছু না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

**৭৮০২.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَوْ يَكْبِتَهُمْ -এর অর্থ, আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তারপর তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

**৭৮০৩.** হযরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

**১২৮. "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী।"**

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে ইরশাদ করেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করা বা লাঞ্ছিত করা অথবা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা আমারই ইখ্তিয়ারে বা আমার ইচ্ছায়, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা সীমা লংঘনকারী

اويتوب عليهم কে اويكبتهم –এর উপর عطف হওয়ার কারণে منصوب বা যবর বিশিষ্ট হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, او কোন সময় –এর অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ حتى –এর অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ ليس لك من الامر شئ حتى يتوب عليهم এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই এমন কি তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তবে এখানে প্রথম অভিমতটি উত্তম। কারণ, কাফিরদেরকে ক্ষমা করার বা শাস্তি দেয়ার পূর্বে অথবা পরে সৃষ্টিকুলের কোন বিষয়ে একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারোই কোন কিছু করার নেই।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ –মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলা যায়– মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! আমার সৃষ্টির কোন বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। শুধু আপনার কাজ হলো– আমার আনুগত্য স্বীকার করে আমাকে মেনে চলার জন্য তাদেরকে আদেশ করবেন। তাদের কি হলো না হলো বা কি হবে না হবে এ বিষয়ে আপনার করণীয় বা ভাববার কিছুই নেই। আপনার কাজ হলো আপনি তাদের মধ্যে আমার নির্দেশ জারী করবেন। তাদের সমস্ত কর্ম আমার নিকট লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের যে কোন কাজের সমাধান দেয়ার মালিক আমি। তাদের কোন বিষয়ে আমি ব্যতীত সমাধান দেয়ার ক্ষমতা অন্য কারোই নেই। যারা আমাকে অমান্য করে বা আমাকে অস্বীকার করে এবং আমার বিরোধিতা করে, তাদেরকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেয়া আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করব– চাই দুনিয়াতে অবিলম্বে মৃত্যু দিয়ে তাদের প্রতিশোধ নেই, অথবা বিলম্বে পরকালে শাস্তি দিয়ে নেই। তা তারা আমাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নেব এবং সে শাস্তির উপকরণও আমি তাদের জন্য তৈয়ার করে রেখেছি। যেমন ঃ

**৭৮০৪.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি ইরশাদ করেন– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমি আমার বান্দাদের জন্যে আপনাকে যা আদেশ করছি তা ভিন্ন অন্য কিছু বলার বা করার আপনার কিছুই নেই। হয়তো আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দেব অথবা তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেব। কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী অর্থাৎ তারা আমাকে অমান্য করার ফলে শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর উপর নাযিল করেছেন। কারণ, তিনি উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মুশরিকদের আক্রমণে আহত হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের হিদায়াত প্রাপ্তি অথবা সত্যের প্রতি আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে বলেন– "যারা তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করছে তারা কিভাবে সফলতা লাভ করবে?"

এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

**৭৮০৫.** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম–এর সম্মুখের উপর ও নীচের দু'টি করে চারটি দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং যখমি হওয়ায় তিনি





মুখ-মন্ডল হতে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন। আল্লাহ্‌র নবী যে সম্প্রদায়কে তাদের প্রতিপালকের দিকে আহবান করায় তারা তাদের সে নবীকে এমনিভাবে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিলে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে! এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর প্রতি এ আয়াত নাযিল করেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ, তারা সীমা লংঘনকারী।"

**৭৮০৬.** অপর এক সূত্রেও হযরত আনাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

**৭৮০৭.** হযরত আনাস (রা.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**৭৮০৮.** হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর কপাল যখম হয় এবং তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় তখন তিনি বলেন, যে সবলোক তাদের নবীর সাথে এরূপ কাজ করে তারা সফলকাম হয় না। এ কথা বলার পরক্ষণেই আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

**৭৮০৯.** হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সব লোককে তাদের নবী আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেন আর সে সব লোক তাদের নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে তারা কিভাবে মুক্তি পাবে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এ আয়াতটি নাযিল হয়।

**৭৮১০.** হযরত আনাস (রা.) হতে অপর এক সনদেও অনুরূপ অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

**৭৮১১.** কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে নবী (সা.)-এর মুখমন্ডল আহত হলে ও সম্মুখের কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে গেলে আবূ হুযায়ফার গোলাম তাঁর মুখমন্ডল থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলছিলেন, তখন তিনি বললেন। ঐ সম্প্রদায় কি করে মুক্তি পাবে যাদের নবীকে তাদের রবের দিকে আহবান করার কারণে আঘাত করে রক্তে রঞ্জিত করে দেয়। তখনই আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

**৭৮১২.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন নবী (সা.) আঘাতপ্রাপ্ত হন, সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ও কপাল ফেটে যায় এবং তিনি মাটিতে পড়ে, যান, আর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, ঐ সময় আবূ হুযায়ফার গোলাম সালিম তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নবী (সা.)–কে বসিয়ে তাঁর চেহারার রক্ত মুছলেন। এমতাবস্থায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তিনি বললেন, সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কি হবে যারা তাদের নবীর সাথে এমন আচরণ করে, অথচ নবী তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করছেন। এরপরই আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

**৭৮১৩.** রবী' ইব্ন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর উপর উহুদের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয় এ যুদ্ধে মহানবী (সা.)–এর মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত হয়। তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা বদদু'আ করার ইচ্ছা

করেন। বললেন, এ সব লোক কিভাবে মুক্তি পাবে যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলেছে। নবী (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেন আর তারা তাঁকে শয়তানের দিকে ডাক দেয়। নবী (সা.) তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহবান করেন আর তারা তাঁকে ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তিনি তাদেরকে ডাকেন জান্নাতের দিকে, আর তারা তাঁকে ডাকে জাহান্নামের দিকে। এরপর তিনি তাদের উপর বদদু'আ করার ইচ্ছা করেন। তখন মহান আল্লাহ্‌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ্ দু'আ করা হতে বিরত থাকেন।

**৭৮১৪.** হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বদরের যুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের বাহিনীর যে পরাজয় সূচিত হয়েছিল, সে আক্রোশে মক্কার কাফিররা উহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য উপনীত হয়। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ উহুদের রণক্ষেত্রে মুশরিকদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন যাতে বদরের যুদ্ধে যে সংখ্যক কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, সে সমসংখ্যক মুসলমান উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)বলেন, সে সম্প্রদায় কিভাবে সফলতা লাভ করবে, যারা তাদের নবীর মুখমন্ডলকে রক্তে রঞ্জিত করে। অথচ নবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

**৭৮১৫.** কাতাদা ( র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এবং তাঁকে মুখমন্ডল যখম করে, এমন সময় হযরত আবূ হুযায়ফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রক্ত ধুয়ে ফেলছিলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা তাদের নবীর সাথে এরূপ জঘন্য কাজ করল, তারা মুক্তি পাবে কিভাবে? এ সময় মহান আল্লাহ্‌ আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

**৭৮১৬.** হযরত মাকসাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং মুখমন্ডল যখমি হয়েছিল, তখন তিনি উতবা ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে বদদু'আ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌! বছর শেষ না হওয়ার পূর্বেই সে যেন কাফির অবস্থায় মারা যায়। তারপর বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কাফির অবস্থায় সে মারা গিয়েছে।

**৭৮১৭.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মাথার সিঁথি পাথরের আঘাতে ফেটে গিয়েছিল এবং সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইব্‌ন জুরাইজ বলেন, আমাদের নিকট তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন, তখন আবূ হুযায়ফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর চেহারা মুবারক হতে রক্ত ধুয়ে ফেলছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতে থাকেন, যারা তাদের





নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করেছে অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছেন, এসব লোক কিভাবে মুক্তি পাবে। এ সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন- ......ليس لك من الامر شئ

অন্য এক দল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন একটা সম্প্রদায়ের উপর বদদু'আ করেছিলেন, তখন অত্র আয়াতখানি নাযিল হয়। যেমন এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

**৭৮১৮.** হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) চারটা দলের উপর বদদু'আ করায় আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ليس لك من الامر شئ এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি হিদায়াত করেছেন।

**৭৮১৯.** ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্‌! আপনি আবূ সুফিয়ানকে অভিশপ্ত করুন। হে আল্লাহ্‌! আপনি হারিছ ইব্‌ন হিশামকে অভিশপ্ত করুন, হে আল্লাহ্‌ ! আপনি সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে অভিশপ্ত করুন তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়।

**৭৮২০.** আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়েন। দ্বিতীয় রাকআত হতে মাথা উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌! আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ, সালামা ইব্‌ন হিশাম এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ কে নাজাত দান কর। হে আল্লাহ্‌! মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ! মুদার সম্প্রদায়ের উপর তাদের জীবন ধারণ কঠিন করে দাও। হে আল্লাহ্‌! ইউসুফ (আ.)-এর বংশধরদের ন্যায় তাদের খাদ্যাভাবে পতিত কর। এরূপ দু'আ করায় তখন ليس لك من الامر شئ এ আয়াতটি আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন।

**৭৮২১.** সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়িব ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল রহমান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (র.)-এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ফজরের নামাযের কিরাআত পাঠ করার পর তাকবীর বলে রুকূ করেন। তারপর 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদা' ঃ বলে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, হে আল্লাহ্‌ ! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবী রাবীআ এবং মু'মিনগণের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরকে মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ্‌! মুদার সম্প্রদায়কে নিষ্পেষিত কর এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ.)-এর সময়ে দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দান কর। হে আল্লাহ্‌! লাহ্‌য়ান, রি'লান ও যাকওয়ান এবং যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, তাদের সকলকে অভিশপ্ত কর। তারপর আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ আয়াতটি নাযিল করার পর তিনি উক্ত দু'আ হতে বিরত থাকেন।

(١٢٩) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

**১২৯. আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। নভমন্ডলে ও ভূমন্ডলের সীমারেখার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত তুমি ও তারা ব্যতীত যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ্র। তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন এবং যা ভাল মনে করেন আদেশ করেন। তাঁর আদেশ ও নিষেধ যারা অমান্য করে, তাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং তাদের মধ্যে যারা অপরাধ করে, তাদের যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি এমন ক্ষমাশীল যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তার পাপকার্যসমূহ এমনভাবে গোপন রাখেন যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় যাকে ইচ্ছা তার পাপ বা গুনাহ্সমূহ অন্যান্য সৃষ্টি হতে গোপন রাখেন ও ক্ষমা করে দেন বা মিটিয়ে দেন এবং পরম দয়ালু তাদের প্রতি তারা যত বড় গুনাহ্ করুক না কেন তিনি তাঁর সে দয়ায় অতি তাড়াতাড়ি তাদের সে গুনাহ্র জন্য শাস্তি প্রদান করেন না।

**৭৮২২.** ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু অর্থাৎ তিনি গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তিনি বান্দাগণের প্রতি দয়া করেন তারা যে পথেই থাকুক বা চলুক।

(١٣٠) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

**১৩০. "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার"।**

ইবন জারীর তাবারী (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মানুষেরা! তোমরা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, তখন তোমরা ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকে সূদ খেয়ো না, যেমন তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার যুগে খেতে। যারা জাহিলিয়াতের যুগে সূদ খেত বা গ্রহণ করত তাদের কেউ অন্য কোন লোককে কোন প্রকার অর্থ বা ধন-সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রদান করত। তারপর যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে যেত, তখন সে তার প্রদত্ত অর্থ সূদসহ ফেরত চাইত এবং বলত, তুমি যদি দিতে না পারো, তবে সূদে আসলে মিলে মূলধন হিসাবে আরও বাড়িয়ে তোমাকে করয হিসাবে প্রদান করলাম এবং তুমি গ্রহণ করে নিলে, এ শর্তের উপর সব অর্থই তোমার নিকট রয়ে গেল। তারপর উভয়ে এ কথার উপর চুক্তি করে নিত। অর্থ লগ্নি দিয়ে এরূপ করাকেই اَلرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً বা চক্রবৃদ্ধি সূদ বলা হয়। ইসলাম ধর্মে এরূপ সূদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করে দিয়েছেন।

**৭৮২৩.** আতা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– জাহিলিয়াত যুগে ছাকীফ সম্প্রদায় বনী মুগীরা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে করয প্রদান করত, করয ফেরত প্রদানের নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যেত, তখন তারা খাতকের নিকট এসে বলত, তোমাদেরকে করয আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং সূদে আসলে ফেরত দানের অবকাশ দিচ্ছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

**৭৮২৪.** ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করায় তোমরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ, তখন তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে যে সকল বস্তু আহার করতে বা গ্রহণ করতে সে সকল বস্তুর মধ্যে ইসলাম ধর্মে যা বৈধ নয়, তা তোমরা আর খেয়ো না বা গ্রহণ করনা।





**৭৮২৫.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে জাহিলিয়াত যুগের সূদকে বুঝান হয়েছে।

**৭৮২৬.** ইবন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার পিতা বলতেন, জাহিলিয়াত যুগে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের প্রথা ছিল। বাৎসরিক হারে সূদের উপর করয প্রদানের পর বৎসরান্তে প্রদত্ত করযের অতিরিক্তি কিছু পরিমাণ অর্থ (সূদ) করয সাথে যুক্ত হয়ে জমা হয়ে যেত। তারপর করয পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ এসে গেলে করয দাতা খাতকের নিকট উপস্থিত হয়ে বলত, আমার অর্থ দিয়ে দাও অথবা তুমি আমাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দাও। খাতকের নিকট যদি করয পরিশোধ করার মত কিছু থাকত, তবে তা দিয়ে দিত। আর যদি কিছু না থাকত, তবে অতিরিক্ত হারে আরো এক বছরের সময় নিত এবং এক বছর পর পরিশোধ করার জন্য চুক্তি করে নিত। যেমন–এক বছরের উটের পরিবর্তে দ্বিতীয় বছরের জন্য দু'বছর বয়সের উট দেয়ার শর্ত আরোপ করত। তৃতীয় বছরের জন্য হিক্কা (তিন বছর বয়স্ক উট), চতুর্থ বছরের জন্য চার বছর বয়স্ক উট। এমনিভাবে শর্তারোপের ফলে সূদ বেড়ে যেত, নগদ মুদ্রার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম ছিল। যেমন, একশত মুদ্রা করয প্রদানের পর তা পরিশোধ করতে না পারলে পরবর্তী বছর দু'শত মুদ্রা দিতে হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিশোধ করতে না পারলে তৃতীয় পর্যায়ে তা চারশত মুদ্রায় পৌঁছে যেত। এমনিভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে বছরের পর বছর বাড়তেই থাকত। অতএব, মহান আল্লাহ্ وَلَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً আয়াত দ্বারা এরূপ লেন-দেনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ

আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সূদের হুকুম পালনে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর না। এবং অন্যান্য বিষয়েও আল্লাহ্ যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তা পালনে আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ আনুগত্য ও সাবধানতার সাথে আল্লাহ্কে ভয় করে চললে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। ফলে সে নাজাত পাবে হয়ত সফলকাম হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমরা নাজাত পাবে এবং তার বন্দেগীর জন্যে যে ছাওয়াব রয়েছে তা পাবে। আর চিরদিন জান্নাতে বাস করবে।।

**৭৮২৭.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। হয়ত এর ফলে আল্লাহ্ থেকে নাজাত পাবে এবং ছাওয়াব লাভ করবে। যে সম্পর্কে তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

(١٣١) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

**১৩১. তোমরা সে অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! সূদ খাওয়া নিষিদ্ধ করার পরও যদি তোমরা তা খাও, তবে তোমরা যে দোযখের আগুনে পতিত হবে সে দোযখকে ভয় কর। যারা আমাকে বিশ্বাস করে না এ দোযখ তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং যারা আমার

আদেশ অমান্য করে, তারা যে জাহান্নামে পতিত হবে, তোমরাও যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ বা ঈমান এনেছ এরপর তোমাদের মধ্যে যারা আমার এ আদেশ অমান্য করে সূদ খাবে, তারাও সে জাহান্নামে পতিত হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮২৮.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে দোযখের আগুনকে ভয় কর, যে দোযখের আগুন সে সব লোকের জন্য বাসস্থান হিসাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যারা আমাকে অবিশ্বাস করে।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

(١٣٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

**১৩২. তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সূদ ইত্যাদির ব্যাপারে যে নিষেধ করেছেন এবং যে সব বিষয়ে রাসূল তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, সে সব বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে অনুসরণ কর এবং অনুরূপভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর। لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ তাহলে অবশ্যই তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না, বরং তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

কেউ কেউ বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেইসব সাহাবীকে তিরস্কার করা হয়েছে, যাঁরা উহুদ দিবসে তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন এবং যে সব স্থানে তাদেরকে অবস্থান করতে বলা হয়েছিল, তা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮২৯.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -এ আয়াতে সেই সব লোককে তিরস্কার করা হয়েছে। যারা উহুদ দিবস ও অন্যান্য দিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে।

(١٣٣) وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

**১৩৩. তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায় যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَسَارِعُوْا শব্দের অর্থ হলোঃ দ্রুততার সাথে অগ্রগামী হও। اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ যাতে তোমাদের পাপসমূহ আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বারা পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় যে গুনাহ্‌র কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, সে গুনাহ্‌সমূহ যাতে ঢাকা পড়ে যায়।





جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ আর দ্রুতগামী হও এমন জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃত আসমান ও যমীনের ন্যায়। সাত আসমান ও সাত যমীনের প্রত্যেক স্তরকে একটির সাথে আর একটিকে পর পর মিলিয়ে নিলে প্রশস্ত হবে, সে জান্নাতের প্রশস্ততাও তদ্রুপ হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৩০.** হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌পাকের বাণী وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ -এর ব্যাখ্যায় জান্নাতের বিস্তৃতি হলো সাত আসমান ও সাত যমীনের পরিধির ন্যায়। সাত আসমান সাত যমীনের সাথে মিলিত হয় যেমন কাপড়ের সাথে কাপড় মিলিত হয়, এরূপই হবে জান্নাতের পরিধি।

বলা হয়েছে যে, জান্নাত হলো, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির ন্যায়। এখানে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের বিস্তৃতির সাথে এর তুলনা করে বলা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ "তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণীর পুনরুত্থানের ন্যায়।

যেমন কবি বলেন ঃ كَاَنَّ عَذِيْرَهُمْ بِجَنُوْبِ سَلَّى * نَعَامٌ قَاقَ فِيْ بَلَدٍ قِفَارِ

যেমন অন্য কবি বলেছেন ঃ حَسِبْتَ بُغَامَ رَاحِلَتِيْ عَنَاقًا * وَمَا هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالْعَنَاقِ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে আর করা হয়েছে যে, এই জান্নাতের বিস্তৃতি হলো আসমান ও যমীনের পরিধির সমান, অতএব জাহান্নামের অবস্থান কোথায়? রাসূলুল্লাহ্(সা.) বললেন, এ দিনের আগমনের রাত্রির অবস্থান কোথায়? এ সম্পর্কে বর্ণনাসমূহ ঃ

**৭৮৩১.** হযরত ইয়ালা বিন মুর্‌রা (র.) থেকে বর্ণিত, রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস এর তানূখী নামক এক বৃদ্ধ দূত যে রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তার সাথে হিম্‌য়া নামক স্থানে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বললো আমি হিরাক্লিয়াসের চিঠি নিয়ে রাসূল করীম (সা.)-এর দরবারে হাযির হলাম। তার বাম পাশে উপবিষ্ট লোকটিকে এ চিঠিটি দিলাম এবং আমি বললাম তোমাদের মধ্যে কে চিঠিখানা পড়তে পারবে? তারা বললো, মুআবিয়া (রা.)। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ اِنَّكَ كَتَبْتَ تَدْعُوْنِيْ اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ আপনি লিখেছেন যে, আপনি আমাকে এ এমন বেহেশতের দিকে আহবান করেছেন, যার বিস্তৃতি আসমানসমূহও যমীনের ন্যায়, যা মুত্তাকিগণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে দোযখ কোথায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! রাত কোথায় থাকে দিন যখন আগমন করে?

**৭৮৩২.** হযরত তারিক ইব্‌ন শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, একদল ইয়াহূদী হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, জান্নাতের বিস্তৃতি যদি আসমান ও যমীনের সমান হয়। তাহলে দোযখ কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা দেখিয়ে দাও যখন রাত্রির আগমন হয় তখন দিন কোথায় যায়? তখন তারা বলল, " হে আল্লাহ্! আপনি তো তাওরাতের মত উদাহরণ তার নিকট হতে শুনালেন।

**৭৮৩৩.** হযরত তারিক ইবন শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) একদিন তাঁর সহচরগণকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় নাজরান হতে তিন দল লোক হযরত উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তারপর তারা হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল আপনি কি আল্লাহ্র বাণীঃ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ -এর প্রতি লক্ষ্য করেছেন? তাহলে দোযখ কোথায়? একথা শুনে উপস্থিত সকলে হৈ চৈ করে উঠলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, যখন রাতের আগমন ঘটে, তখন দিন কোথায় থাকে? যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় থাকে? এরপর তারা বলল। এ কথা তো তাওরাত হতে বের করা হয়েছে।

**৭৮৩৪.** তারিক ইব্ন শিহাব (র.) হযরত উমর (রা.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**৭৮৩৫.** তারিক ইব্ন শিহাব (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের মধ্য হতে একটি লোক হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, আপনারা বলেন, বেহেশত আসমান-যমীন সমবিস্তৃত। তাহলে জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত? তদুত্তরে হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি দেখতে পেয়েছ কি? যখন দিনের আগমন ঘটে, তখন রাত্রির অবস্থান কোথায়? আবার যখন রাতের আগমন হয় তখন দিনের অবস্থান কোথায়? তা শুনে ইয়াহূদী লোকটি বলল, তাওরাতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তখন তার এক সাথী বলল, তুমি তাঁকে এ খবর কেন দিলে? এরপর সে বলল, এ সম্বন্ধে কিছু বল না। কারণ সব কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস আছে।

**৭৮৩৬.** ইয়াযীদ ইব্ন আসাম (র.) থেকে বর্ণিত, কিতাবী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আপনারা বলেন, জান্নাত হলো আসমান যমীন সমবিস্তৃত। তাহলে জাহান্নামের অবস্থান কোথায়? ইব্ন আব্বাস (রা.) উত্তরে বললেন, তুমি দেখ না যখন রাত্রির আগমন ঘটে, তখন দিনের অবস্থান কোথায়? আর যখন দিন আসে তখন রাতের অবস্থান কোথায়?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ –এর অর্থ বেহেশতের বিস্তৃতি সাত আসমান ও সাত যমীনের সমান। আর তা মহান আল্লাহ্ এমন মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন, যাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তিনি যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছে, তার অনুসরণ করে চলে, আর তাঁর বিধি-বিধান লংঘন করে না এবং তাদের উপর করণীয় যে সকল কর্তব্য কাজ আরোপ করা হয়েছে, তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি করে না।

উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ

**৭৮৩৭.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, এ বাসস্থান এমন লোকদের জন্য যারা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্য করে।

(١٣٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ o

**১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।**





ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেন– যে, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান যমীনের সমান। তা সে সব মুত্তাকীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের ধন-সম্পদ সুখে-দুঃখে এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। এ ব্যয় দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য হোক অথবা এমন দুর্বল ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না তাকে শক্তিশালী করা জন্য হোক فى السراء সচ্ছল অবস্থায় অর্থাৎ অধিক অর্থ–সম্পদের কারণে আনন্দে আছে এবং সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে অনাবিল শান্তিতে জীবন যাপন। وَالضَّرَّاء শব্দটি মাসদার। যেমন قَدْ ضَرَّ فَلَانٌ فَهُوَ يُضَرُّ বলা হয় যখন কারো অসচ্ছলতা দেখা দেয় এবং জীবন যাপন কষ্টকর হয়।

**৭৮৩৮.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ –এর ব্যাখ্যায় বলতেন فِى العسر واليسر অর্থাৎ কষ্ট ও স্বস্তি। আলোচ্য আয়াতে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে তাহলে সে সব মুত্তাকীর জন্য যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ এর ব্যাখ্যা وَالْكَاظِمِيْنَ হলো, যারা ক্রোধ হজম করে, যেমন বলা হয় كظم فلان غيظه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার ক্রোধকে হজম করেছে। যখন কেউ তার ক্রোধকে দমন করে ফেলে তখন সে যেন নিজকে রক্ষা করে, ক্রোধকে এমন অবস্থায় হজম করা হয় যখন সে তার প্রতিপক্ষকে যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা রাখে এবং অন্যের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করে, সে মূলত বিপদগ্রস্ত হয়েই করে থাকে। সাধারণতঃ এ কারণে যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে থাকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত فلان كظيم مكظوم একথা তখনই বলা হয়, যখন কেউ দুঃখ–কষ্টের সাগরে ভাসমান থাকে। যেমন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ "وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ"

অর্থ "শোকের কারণে তার দু'টি চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে শোকাহত।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৪)। অর্থাৎ সে ছিল শোকে দুঃখে মুহ্যমান।

কেউ কেউ বলেছেন, পানি যে স্থান থেকে প্রবাহিত হয়, তাকে কাযায়িম (الكظائم) বলে। তা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হবার কারণে তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়। الغيظ শব্দটি مصدر বা শব্দমূল। যেমন, বলা হয়ঃ غاظنى فلان فهو يغيظنى غيظا এরূপ বলা হয়, যখন কেউ নিজেকে ক্রোধ থেকে হিফাজত করে। وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ এর অর্থঃ এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।" অর্থাৎ– মানুষের অন্যায় ও অপরাধজনিত কাজের জন্য কোন লোকের শাস্তি দেয়ার বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ক্ষমা করে দেয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ এর ব্যাখ্যাঃ

আলাহ্ সৎকর্মপরায়ণগণকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ– যেসব নেক আমলের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, যাঁরা তা আমল করে, আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য আসমান–যমীন সমবিস্তৃত জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আর যাঁরা উল্লিখিত বিষয়সমূহে আমল করে তাঁরাই 'মুহ্সিন' বা সৎকর্মপরায়ণ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৩৯.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সৎকাজগুলো হলো ইহসান। বর্ণনাকারী বলেন, যারা এ সব আমল করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

**৭৮৪০.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন। এ এমন এক সম্প্রদায় যারা দুঃখ কষ্ট সচ্ছল ও অসচ্ছলতা থাকাবস্থায় ব্যয় করে। মন্দের স্থলে যে ভাল কাজ করার সামর্থ্য রাখে, তার তা করা উচিত। সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকই দান করেন। আল্লাহ্ পাকের কসম, বনী আদমের মধ্যে সেই উত্তম, যে মজলুম অবস্থায় ক্রোধকে ধৈর্যের সাথে দমন করে।

**৭৮৪১.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিদান পাওনা আছ, সে দাঁড়াও। তখন কোন লোক দাঁড়াতে সাহস পাবে না, শুধু ঐ লোকই দাঁড়াবে যে মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হবে। তারপর তিনি উল্লিখিত আয়াতের- وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –এ অংশটুকু পাঠ করেন।

**৭৮৪২.** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ আয়াতাংশ উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করছেন– যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে অথচ সে মুহূর্তে ক্রোধের বশীভূত হয়ে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতাও রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লোককে নিরাপদ শান্তি ও ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেন।

**৭৮৪৩.** হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আয়াতাংশের উধৃতি দিয়ে বলেন, ক্রোধ সংবরণ করা যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ যারা আল্লাহ্র জন্য ক্রোধান্বিত হয় সে ব্যক্তি ক্রোধ করাকে হারাম মনে করে ক্ষমা করে দেয় এবং উক্ত ক্ষমায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশাবাদী হয়ে মাফ করে দেয় এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র বাণী وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ –এর খেয়াল করে অন্যায়কারীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে যে দেখে, আল্লাহ্ এরূপ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

(١٣٥) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

**১৩৫. আর যারা ( অনিচ্ছাকৃতভাবে ) কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে তা জেনে–শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।**





ইবন জারীর তাবারী (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী– وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً –এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আলোচ্য সূরার ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ নং আয়াতে যে সব কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো মুত্তাকীদের গুণাবলী আর আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, যার বিস্তৃতি আকাশমন্ডলী ও যমীনের সম পরিমাণ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৪৪.** ছাবিতুল বানানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান (র.)– কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি ঃ তারপর তিনি পাঠ করেন।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –তারপর তিনি পাঠ করেন– وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُوْا الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۔ اُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ –এরপর তিনি বলেন, এগুণ দু'টি একই ব্যক্তির।

**৭৭৪৫.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে দু'টি গুনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো الفاحشة অর্থাৎ অশ্লীল কাজ। অপরটি হলো ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ নিজের প্রতি জুলুম করা। الفاحَشة বর্জনীয় কাজ। অর্থাৎ তারা এমন লোক যারা অশ্লীল কাজ করে। الفاحشة যা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বহির্ভূত কাজ। الفحش অর্থঃ اَلْقُبْحُ অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের সীমা ও পরিমাণ লংঘন করা। অধিক লম্বাকৃতির ব্যক্তিকে বলা হয় فاحش الطول অর্থাৎ দৃষ্টি কটু লম্বা। যা অসুন্দর। এ থেকেই অপসন্দনীয় বাক্যকে كلام فاحش বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে الفاحشة শব্দের অর্থ ব্যভিচার।

**৭৮৪৬.** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً –এর ব্যাখ্যায় বলেন– কা'বার প্রতিপালকের কসম, সম্প্রদায় ব্যভিচার করল।

**৭৮৪৭.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'ফাহিশা' শব্দের অর্থ ব্যভিচার এবং আল্লাহ্পাকের বাণী اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ –এর অর্থ যে কাজ করা উচিত ছিল না তা করা। তারা এমন কাজ করেছে, তা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা। এ জন্য আল্লাহ্র শাস্তি অপরিহার্য করেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৪৮.** ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, জুলুম এক প্রকার ফাহিশা। আবার ফাহিশাও এক প্রকার জুলুম।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَذَكَرُوا اللّٰهَ–এর ব্যাখ্যা ঃ

তাঁরা আল্লাহ্কে স্মরণ করে। অর্থাৎ কোন পাপ কাজ করার জন্য যারা আল্লাহ্র আযাবকে স্মরণ করে। فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ -এর অর্থ তারা তাদের কৃত গুনাহ্সমূহের উপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায়। আর তাদের কৃত গুনাহ্সমূহ গোপন রাখার জন্য প্রার্থনা করে। ومن يغفر الذنوب الا الله-আর আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কে আছে যে গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করবে, অর্থাৎ পাপকে ক্ষমা করে আযাব থেকে মুক্তি দেয়ার আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গুনাহ্ মাফ করার ও গোপন রাখার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাক। لم يصروا على ما فعلوا –তারা যা করে ফেলে তার উপর তারা হঠকারিতা করে না। অর্থাৎ তারা তাদের সে গুনাহ্সমূহের উপর অটল থাকে না। তারা যে অন্যায় করে থাকে তা বর্জন করে। وهم يعلمون এবং তারা জানে অর্থাৎ তারা গুনাহ্র কাজ করার পর জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে সে গুনাহ্র কাজ করে না। যেহেতু তারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই তাদেরকে এসব কাজ করতে নিষেধ করেছে এবং আল্লাহ্ পাক সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যারা গুনাহ্ করবে তাদেরকে সে গুনাহ্র জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের উপর যে সকল কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল, সে সকল কাজ কেউ করলে মহাপাপ হিসাবে গণ্য করা হতো এবং তার শাস্তিও ছিল খুব কঠিন। তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য কিছু সহজ করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ আয়াতগুলো আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন।

**৭৮৪৯.** হযরত আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র.) ও তাঁর সঙ্গীগণ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। কেননা, তাদের মধ্য হতে যদি কেউ কোন গুনাহ্ করত, তা হলে সাথে সাথে তার ঘরের দরজায় গুনাহ্ ও গুনাহ্র কাফ্ফারার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁর উপর এ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ . اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ . وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যে কথা বলেছ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের জন্য তার চেয়ে একটি সুসংবাদ দেব? তারপর তিনি উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

**৭৮৫০.** আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেছেন, বনী ইসরাঈল–এর কেউ যখন কোন গুনাহ্ করত, তখন তাঁর সে গুনাহ্ ও গুনাহ্র কাফ্ফারার কথা তার





ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর লিপিবদ্ধ হয়ে যেত, কিন্তু আমাদের জন্য তার চেয়ে অনেক উত্তম বিষয় দান করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ্ এ আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

**৭৮৫১.** ছাবিতুল বানানী (র.) বলেন, যখন ومن يعمل سواء او يظلم نفسه আয়াতটি নাযিল হলো, তখন ইবলীস নিরাশ হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

**৭৮৫২.** ছাবিতুল বানানী (র.) বলেন, যখন এ আয়াতটি অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন ইব্লীস কান্নাকাটি করতে থাকে।

**৭৮৫৩.** হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু শুনতে পেতাম, তখনই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি লাভবান হয়ে যাই। হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনান যা সত্য। হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যদি কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়। এরপর উযূ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

**৭৮৫৪.** হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে কোন হাদীস শুনতে পেতাম মহান আল্লাহ্ আমাকে তাতে লাভবান করতেন। আর যদি কেউ রাসূলুল্লাহ্(সা.) হতে আমার নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তবে আমি তাঁকে সে হাদীসের বর্ণনার উপর শপথ করিয়ে নিতাম। তারপর যদি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট হতে স্বয়ং শুনেছেন বলে শপথ করতেন, তবেই আমি তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করতাম। তবে হযরত আবূ বকর (রা.) যা বয়ান করতেন, আমি তা গ্রহণ করে নিতাম। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, এমন কোন লোক নেই যে কোন গুনাহ্র কাজ করে, তারপর সে যদি উযূ করে, তারপর নামায পড়ে মহান আল্লাহ্র নিকট তার কৃত গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর সে লোকের গুনাহ্ মাফ হয় না অর্থাৎ অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

**৭৮৫৫.** অপর এক সনদে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) ব্যতীত যে লোকই আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, আমি তাকে শপথ করার জন্য বলতাম যে, তা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট স্বয়ং শুনেছেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) যা বলতেন সব সত্য বলে স্বীকার করে নিতাম। যেহেতু তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন কোন বান্দা নেই, যে গুনাহ্ করার পর সে গুনাহ্র উপর অটল থাকে বরং যখন সে গুনাহ্র কথা তার স্মরণ হয়ে যায় তখনই সে উযূ করে দু'রাকআত নামায আদায় করে এবং সে তার কৃত গুনাহ্র জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর তার গুনাহ্ মাফ হয় না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্র কাজ করার পর এভাবে মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ্ তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কেউ কেউ এর উপর আলোকপাত করে বলেন।

**৭৮৫৬.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) বর্ণনা করেছেন যে, وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, যদি তারা কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, অথবা কোন গুনাহ্‌র কাজ দ্বারা নিজের উপর জুলুম করে, তারপর স্মরণ করে যে, আল্লাহ্ পাক এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ কাজ করা আল্লাহ্ পাক তাদের উপর হারাম করেছেন, এ কথা স্মরণ হওয়ার পর সে জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করার দ্বিতীয় কেউ নেই। এরূপ দৃঢ়ভাব নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেন।

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তারা জেনেশুনে যা করে তার উপর যেদ করে না। এ আয়াতাংশের اصرار শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতাংশের অর্থ হলো যারা জেনেশুনে কোন গুনাহ্‌র কাজ করে তার উপর স্থির বা কায়েম থাকে না, বরং তারা তওবা করে এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৫৭.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ আয়াতাংশের প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা অবশ্যই হঠকারিতা হতে নিজেদেরকে বাঁচাও। কারণ অতীতকালে যারা হঠকারিতা করেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছিলেন তা হতে তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে বেঁচে থাকে নি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে তারা হারাম কাজ হতে বিরত থাকত না। তারা নিষিদ্ধ কাজ করত, এবং নিষিদ্ধ কাজ করে যে গুনাহ্ করত সে গুনাহ্ হতে তওবা করত না, এমন কি, সে গুনাহ্‌গার অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করত।

**৭৮৫৮.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "পূর্ব কালের লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন প্রকার ভয় না করে তাঁকে অমান্য করে গুনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত থাকত। এমন কি এ অবস্থায় তাদের মৃত্যু হতো।

**৭৮৫৯.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তারা আমার আদেশ অমান্য করার উপর অটল থাকে না, একবার আদেশ অমান্য করে গুনাহ্ করলেও পরে আর তা করে না। যেমন, যারা আমার সাথে অংশীদার বানায় তারা যত কিছুই করে, কিন্তু আমার প্রতি তারা অবিশ্বাসী।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেনঃ উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হলো, যখন তারা কোন কাজ করার খেয়াল করে বা গুনাহ্‌র কাজ করে, তখন এটা গুনাহ্‌র কাজ তা তারা জানে না।





**যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৬০.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দা কোন গুনাহ্‌র কাজ করার পর তওবা না করা পর্যন্ত হঠকারিতা বা اصرار হিসাবে গণ্য করা যায়।

**৭৮৬১.** মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা নিজ মন্দকর্মে যেদ ধরে না।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন اصرار –শব্দের অর্থ গুনাহ্‌র কাজ করে এর উপর নীরব থাকা এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৬২.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এ আয়াতাংশে উল্লিখিত يصروا শব্দের অর্থ তারা নীরব থাকে এবং গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে না।

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন اصرار শব্দের অর্থ সম্পর্কে যে কয়টি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে আমার মতে ইচ্ছা করে গুনাহ্‌র উপর কায়েম থাকা এবং গুনাহ্ হতে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তওবা না করা এ অর্থই উত্তম ও সঠিক। যাঁরা বলেছেন যে, গুনাহ্‌র উপর হঠকারিতা করা এর অর্থ সে সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাদের এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ যে লোক তার গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার উপর হঠকারিতা করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

সম্পূর্ণ আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, গুনাহ্‌র কাজ করার পর সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যদি হঠকারিতা করে, তবে ইস্তিগ্‌ফারের কোন কথাই হতে পারেনা, কারণ গুনাহ্ হতে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার অর্থ হলো গুনাহ্ হতে তওবা করা বা লজ্জিত হওয়া। ইস্তিগফার সম্বন্ধে যদি কিছু না জানে তা হলে কোনক্রমে গুনাহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে পারে না। নবী করীম (সা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে হঠকারী নয় যদিও সে দৈনিক সত্তর বার গুনাহ্ করে আর সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

**৭৮৬৩.** হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হঠকারিতা যদি গুনাহ্‌র কাজ হয়, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বাণী ঃ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً –এর কোন গ্রহণযোগ্য অর্থ হতে পারে না। কারণ, কোন গুনাহ্‌র কাজ দ্বারা যদি হঠকারিতা বুঝায়, তবে সে ব্যক্তি কোন কাজে যদি গুনাহ্‌গার হয়, তা হলে সে কাজের উপর তাকে আখ্যায়িত বা চিহ্নিত করা হতো এবং সে নাম মুছে

যেত না। যে কোন লোক যিনা করলে তাকে যিনাকার বলা হয় এবং যে খুন করে তাকে খুনী বলা হয়, তওবা করলেও তার এ নাম যায় না। তদুপরি অন্য যত গুনাহ্ করুক না কেন এ দোষণীয় নাম ঢাকা পড়ে না। উক্ত বর্ণনা দ্বারা এটা প্রণিধানযোগ্য এবং স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গুনাহ্ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী সে তার গুনাহ্র কাজে হঠকারিতা করছে না এবং হঠকারিতা করা কোন ঘটনার মধ্যে গণ্য হয় না।

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, তারা যে গুনাহ্ করে সে সম্পর্কে তারা জানে।

**৭৮৬৪.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেশুনে গুনাহ্ করে তার উপর রয়ে গেছে। গুনাহ্র জন্য তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করে নি।

কেউ কেউ বলেন– এর অর্থ হলো গুনাহ্র কাজে বা মহান আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করায় লিপ্ত হওয়া।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৬৫.** ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(١٣٦) أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

**১৩৬. তারাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম।**

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী أُولَٰٓئِكَ শব্দের দ্বারা সে মুত্তাকিগণকে বুঝান হয়েছে, যাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করা হয়েছে, যার বিস্তৃতি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিমাণ। মুত্তাকী কারা তার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা মুত্তাকী হবে, তাদের পুরস্কার হবে মার্জনা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে। আল্লাহ্ পাক যেসব কাজ করার জন্য নির্দেশ করেছেন যারা সে সব কাজ করে তার ছওয়াবের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেবেন যেসব গুনাহ্ তারা পূর্বে করেছিল। আর আল্লাহ্র আনুগত্যে তারা যে সৎ কাজ করে তার বিনিময়ে তাদের জন্য পুরস্কার হবে জান্নাত। সে জান্নাত এমনি ধরনের উদ্যান, যার পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। অর্থাৎ যে উদ্যানসমূহে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে সে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের ফাঁকে ফাঁকে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত এবং তাদের আমল অনুযায়ী নদীর শাখা-প্রশাখাসমূহ জান্নাতের বৃক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ –এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম! অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, তাদের পুরস্কার হবে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জান্নাতসমূহ। যেমন ঃ





**৭৮৬৬.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহ্ পাকের অনুগত, তাদের ছওয়াব কত উত্তম।

(١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

**১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে, কাজেই তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ –এর ব্যাখ্যা হলো, "যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো, তারা গত হয়ে গিয়েছে।" হে মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাথী সম্প্রদায় এবং ঈমানদারগণ! বহু বিধানে আদিষ্ট আদ ছামূদ, হূদ ও লূত প্রভৃতি সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে।

سُنَن –এর অর্থ, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসমূহ। যারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণকে আবিশ্বাস করেছে তাদের নিকট আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং নবীগণের প্রতি আর নবীগণের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য আমি তাদেরকে অনেক অবকাশ ও সুযোগ দিয়েছিলাম, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমার ও নবীগণের আদেশ অমান্য করার কারণে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি তাদের প্রাঙ্গনেই। তারপর পরবর্তিগণের জন্য তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তার চিহ্নসমূহ উদাহরণ ও উপদেশ রূপে রেখে দিয়েছি কাজেই, তাদের সে করুণ পরিণতি দেখে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– "তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখে নাও মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণতি কি হয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে সীমালংঘনকারীরা! যারা আমার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে নি, আমার পথে না এসে আমার সাথে অংশী স্থাপন করেছে এবং নবী-রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে। আমার একত্ববাদকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখে নাও। আমার আদেশের বিরোধিতার কারণে এবং আমার একত্ববাদকে অস্বীকার করার ফলেই তাদের এ পরিণাম ও অবস্থা হয়েছে। তাদের পরিণতি দেখে মনে রেখ এবং অনুধাবন কর যে, উহুদের প্রান্তরে মুশরিকগণ আমার নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবিগণের সাথে যে ঘটনার অবতারণা ও জুলুম করেছে, তাতে মুশরিকদের পরিণতি কি হতে পারে? কিন্তু, তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে পূর্ববর্তীদের ন্যায় যখন তখন কোন শাস্তি দেয়া হয় না, শুধু সময়ের অপেক্ষায় বা তারা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি ফিরে আসে কিনা,তার জন্য অবকাশ দেয়া হলো। তা না হয়, পূর্ব যামানার সীমা লংঘনকারীদের উপর যখন–তখন যে ভাবে শাস্তি নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এদের অবস্থাও তদ্রূপ হতো।

আমরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন ঃ

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৬৭.** হযরত হাসান (র.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– তোমরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে নেবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ.), লূত (আ.) এবং সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে কিরূপ শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৭৮৬৮. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ( নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন মতাবলম্বী গত হয়ে গেছে ) প্রসঙ্গে বলেন, এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মু'মিন এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন।

৭৮৬৯. অপর এক সনদে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন– তোমাদের পূর্বে বহু বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে গত হয়ে গেছে।

৭৮৭০. ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উপর যে বিপর্যয়ের কালোছায়া নেমে এসেছিল আর তাদের মধ্যে নির্মল প্রাণের আবেগ এবং তাদের মধ্য হতে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের গ্রহণ করে নেয়া এসব কিছু স্মরণ করার প্রতি এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানগণ যা করেছে তজ্জন্য এক দিকে তাদের প্রতি সতর্কবাণী, অপরদিকে প্রশংসা ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের প্রতি সতর্কবাণী ঘোষণা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ "নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বী বিলীন হয়েছে, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর আর দেখে নাও মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম কি হয়েছে।" অর্থাৎ "আদ, ছামূদ ও লূত সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে আমার প্রেরিত রাসূল ও নবীগণকে যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার সাথে যারা শিরক করেছে, তাদের উপরে দৃষ্টান্তমূলক গযব ও আযাব নাযিল হওয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিচরণ করলে তোমরা এসব কিছুর অনেক উদাহরণ ও চিহ্ন দেখতে পাবে এবং তোমরা এমন ধারণা করবে না যে, অনুরূপ করার ক্ষমতা আমার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উভয় পক্ষের প্রতি যা কিছু প্রদর্শন করছি এবং যা কিছু ঘটছে আমার হুকুমেই ঘটেছে। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি যে, তোমাদের অন্তরে কি আছে, তা আমি যাতে প্রকাশ্যভাবে প্রমাণের মাধ্যমে জানতে পারি।'

৭৮৭১. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এ পৃথিবীতে তাদের ভোগ বিলাস অতি সামান্য সময়ের জন্য। তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জাহান্নাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, سنن শব্দ سنة শব্দের বহুবচন। سنة শব্দের অর্থ হলো, অনুসরণীয় আদর্শ। তা থেকেই বলা হয়, سن فلان فينا سنة حسنة وسن سنة سيئة অর্থাৎ যখন কেউ কোন কাজ করে এবং অনুসরণ করা হয়, তখন কাজটি ভাল হোক কি মন্দ, এমন অবস্থায় বলা হয়, অমুক ভাল আদর্শ রেখে গেছেন, অথবা মন্দ নমুনা রেখে গেছে। যেমন কবি লবীদ ইব্‌ন রবীআর কথায় রয়েছেঃ

مِنْ مَعْشَرٍ سَنَّتْ لَهُمْ اٰبَاؤُهُمْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَّاِمَامُهَا

(প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই তাদের পূর্বপুরুষরা কিছু নমুনা রেখে গেছেন, সম্প্রদায় মাত্রের জন্যই রয়েছে আদর্শ ও নেতা)।

৭৮৭২. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, سُنَنٌ অর্থ, নমুনাসমূহ।





(١٣٨) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

**১৩৮. তা মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।**

ইব্‌ন তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের هذا শব্দটি দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নির্ধারণে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন هذا শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝান হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৮৭৩. হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে هٰذَا দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝান হয়েছে।

৭৮৭৪. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহর বাণী هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ সাধারণভাবে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং বিশেষভাবে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

৭৮৭৫. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন কুরআন মজীদ বিশেষভাবে সকল মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর মুত্তাকীদের জন্য এক বিশেষ হিদায়াত ও উপদেশ।

৭৮৭৬. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতেও অপর এক সনদে মুছান্না অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, هٰذَا দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন হে মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাহাবিগণ, আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে অবহিত করেছি, তা সমস্ত লোকের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৭৮৭৭. ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি একথাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্যে সে ব্যাখ্যাটি উত্তম ও সঠিক যে ব্যাখ্যাটিতে বলা হয়েছে هذا শব্দ দ্বারা এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মহান আল্লাহ্ মু'মিনগণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে বিধানসমূহ জানিয়ে দিয়েছেন। আর তাদেরকে তাঁর আনুগত্যের উপর বিশেষভাবে বাধ্য করেছেন এবং আল্লাহ্র ও তাদের শত্রুদের সাথে জিহাদে ধৈর্য ধারণের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ মহান আল্লাহ্র বাণী هذا দ্বারা উপস্থিত লোকদের প্রতি সম্বোধন করে ইশারা করা হয়েছে, চাই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যথাস্থানে দৃশ্যত উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক অথবা শ্রোতা হিসাবে যেখানেই থাকুক না কেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য যা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে দিলাম এবং তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে অবহিত করলাম তা সকল লোকের জন্যই ব্যাখ্যা আকারে সুস্পষ্ট বর্ণনা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৭৮.** হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, যে هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "সকল মানুষের জন্য তা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যদি তারা তা গ্রহণ করে।

**৭৮৭৯.** হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, " অশিক্ষিত লোকদের জন্য তা এক সুস্পষ্ট বর্ণনা।"

**৭৮৮০.** হযরত শা'বী (র.) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ (হিদায়াতও উপদেশ)–এর ব্যাখ্যাঃ এখানে هُدًى –এর অর্থ সৎপথ ও ধর্মীয় বিধানের দিশারী বা দিগ্‌দর্শন। مَوْعِظَةٌ এর অর্থ নিখুঁত ও সঠিক উপদেশ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৮১.** ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, هُدًى অর্থ ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং موعظة (উপদেশ) অর্থ– মূর্খতা বা অজ্ঞতা হতে বেঁচে থাকার জ্ঞান দান করা।

**৭৮৮২. হযরতশা'বী (র.) হতে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।**

৭৮৮৩. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, لِّلْمُتَّقِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে এবং আমি যা আদেশ করেছি তা জানে। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্র অনুগত এবং আল্লাহ্র আদেশাবলী সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে আর সে অনুযায়ী চলে বা আমল করে, তারাই মুত্তাকী।

(١٣٩) وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

**১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, বস্তুত তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।**

ইমাম তাবারী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম –এর অনেক সাহাবী হতাহত হয়েছিলেন। এ বেদনাদায়ক ঘটনায় সাহাবাগণকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইরশাদ করেন– হে মুহাম্মাদের সাথীগণ! তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না অর্থাৎ তোমাদের শত্রুদের সাথে উহুদ প্রান্তরে তোমরা যুদ্ধ করায় তোমাদের যে সকল লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছে সেজন্য তোমরা মনোবল হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড় না, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে এতে তোমরা হীনবল ও অনুতপ্ত হয়ো না। তোমরা অবশ্যই তাদের উপর বিজয়ী হবে যদি তোমরা পূর্ণ ঈমানদার হও। পরিণামে তোমাদেরই বিজয় এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকেই সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যদি আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং তোমাদের ও তাদের পরিণতি কি হবে এ সব সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর তাদেরকে যে খবর





দিচ্ছেন তাতে যদি তোমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে তোমরা পরিণামে অবশ্যই বিজয়ী ও সফলকাম হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৮৮৪. যুহরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর এত অধিক সাহাবী নিহত ও আহত হয়েছিলেন যে, তাঁরা শাস্তির ভয়ে প্রত্যেকে আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন মহান আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে এমন সান্ত্বনা প্রদান করেন যা তাদের পূর্বে যে সব নবী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের কোন সম্প্রদায়কে তা দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সান্ত্বনার যে অমিয় বাণীর প্রত্যাদেশ নাযিল করেছেন তাতে তিনি বলেন, وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ হতে لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عليهم القتل الى مضاجعهم পর্যন্ত আয়াতগুলোতে বিভিন্নভাবে সাহাবাগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

**৭৮৮৫.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)–এর সাহাবা কিরামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ পাক অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আল্লাহ্র রাহে শত্রুদের সন্ধান নেয়ার ব্যাপারে মনোবল হারাতে নিষেধ করেছেন।

**৭৮৮৬.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا এ আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) –কে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র রাহে জিহাদ অব্যাহত রাখতে তোমরা ভীত হয়ো না।

**৭৮৮৭.** মুজাহিদ(র.) হতে বর্ণিত, وَلَا تَهِنُوْا শব্দটির অর্থ হলো তোমরা দুর্বলমনা হয়ো না।

**৭৮৮৮.** মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে মুছান্না অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছে।

**৭৮৮৯.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا অর্থ হলো, তোমরা দুর্বল চিত্ত হয়ো না আর তোমরা চিন্তিতও হয়ো না।

**৭৮৯০.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَهِنُوْا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা হীনবল হয়ো না, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করো না আর তোমরা চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে। তিনি বলেন– পাহাড়ের গিরিপথে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণ পরাজিত হলেন, তখন তারা পরস্পর একে অপরকে বলতে থাকেন অমুকে কি করল? পরস্পর নিম্ন স্বরে মৃত্যুর খবর নিতে থাকে আর বলাবলি করতে থাকে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শহীদ হয়েছেন, তাই তাঁরা সকলেই চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ অশ্বারোহী মুশরিকদেরকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায়, আর সাহাবাগণ নিম্নভাগে পাহাড়ের গিরিপথে ছিলেন যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)– কে দেখতে পেলেন, আনন্দিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনার শক্তি ব্যতীত আমাদের

কোন শক্তিই নেই। এখানে যারা আপনার অনুগত, তাঁরা ব্যতীত আপনার আনুগত্য করার আর কোন একনিষ্ঠ লোক নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর এ দু'আ সময় একদল তীরন্দায পাহাড়ের দিকে উঠে যায় এবং মুশরিক অশ্বারোহীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে, যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাভূত করেন এবং মুসলমানগণ পাহড়ের উপরে উঠে পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়েই ইরশাদ করেছেনঃ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

**৭৮৯১.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَاتَهِنُوْا–এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা দুর্বল হয়ো না, وَلَاتَحْزَنُوْا " তোমাদের উপর যা কিছু মুসীবত এসেছে, তাতে তোমরা নিরাশ হয়ো না وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ বিজয় তোমাদের হবেই এবং শেষফল তোমাদে জন্যই اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আমার নবী আমার নিকট হতে তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তোমরা যদি তা সত্য বলে স্বীকার করে নাও।

**৭৮৯২.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ উহুদ পাহাড় দখল করার মনোভাব নিয়ে সম্মুখ পানে অভিযান চালায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন, "হে আল্লাহ্! তারা যেন আমাদের উপর জয়ী না হতে পারে।" এ সময়ই আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আয়াতটি নাযিল করেন।

(١٤٠) اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۚ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

**১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই। যাতে আল্লাহ্ ঈমানদারগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কাউকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন এবং আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "উক্ত আয়াতাংশের পাঠরীতিতে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

হিজায, মদীনা ও বসরার সাধারণ পাঠ পদ্ধতি হলো, আয়াতাংশের উভয় قَرْحٌ শব্দের قاف অক্ষরে 'যবর' দিয়ে পাঠ করা। তাতে অর্থ দাঁড়াবে– "হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবিগণ! যদি নিহত ও আহত হবার আঘাত তোমাদের অন্তরে লেগে থাকে, তবে মনে রেখো, তোমাদের শত্রুপক্ষ মুশরিকদের উপরও অনুরূপ নিহত ও আহত হবার আঘাত লেগেছে।

কূফার সাধারণ পাঠ পদ্ধতিতে তা পাঠ করা হয়েছে উক্ত আয়াতাংশের উভয় قاف অক্ষরে 'পেশ' দিয়ে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "যাঁরা উভয় قاف অক্ষরের মধ্যে 'যবর' দিয়ে পাঠ করেন, তাঁদের পাঠ পদ্ধতিই উভয় পাঠ পদ্ধতির মধ্যে সঠিক ও যথার্থ। ব্যাখ্যাকারগণের অভিন্ন মতে তার অর্থ হবে, 'নিহত ও আহত হওয়া।" কাজেই প্রমাণিত হয়ে যে, 'যবর' দিয়ে পাঠ করাই সঠিক।"





কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে قَرْحٌ ও قُرْحٌ যদিও দু'টি আলাদা পাঠ পদ্ধতি, তবু এর অর্থ একই হবে। প্রকৃত কথা হলো, আরবী বিশেষজ্ঞগণের মতে তাই প্রসিদ্ধ যা আমরা আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ "যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৭৮৯৩.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত আয়াতের মধ্যে قَرْحٌ(আঘাত)–এর মর্মার্থ আহত হওয়া ও নিহত হওয়া।

**৭৮৯৪.** মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে মুছান্নাও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**৭৮৯৫.** হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– যদি কেউ তোমাদের মধ্যে উহুদের দিনে নিহত হয়ে থাকে, তবে তোমরাও তো বদরের যুদ্ধে তাদেরকে নিহত করেছিলে।

**৭৮৯৬.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের উধৃতি দিয়ে বলেন, আয়াতের মধ্যে قرح শব্দটির অর্থ 'যখম'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ উহুদে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণকে বলেন, তোমাদের যারা উহুদের দিন আঘাতপ্রাপ্ত বা যখমী হয়েছ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের মধ্যে যখন সেদিন আহত ও নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন মহান আল্লাহ্ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তাদেরও তো অনুরূপ বিপর্যয় ঘটেছিল।

**৭৮৯৭.** হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ এ আয়াতের উধৃতি দিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণের মধ্যে তাঁদের পক্ষের যে আহত ও নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে খবরই اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ এ আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে তোমরা স্মরণ কর – তোমাদের শত্রুদেরও তো আঘাত লেগেছিল। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাহাবাগণকে সান্ত্বনা দেন এবং যুদ্ধের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

**৭৮৯৮.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন বলেন, قرح বা আঘাত অর্থ, "যখমীসমূহ"।

**৭৮৯৯.** ইব্ন ইসহাক (র.) –ও বলেছেন, قرح অর্থ যখম।

**৭৯০০.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধান্তে মুসলমানগণ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হযরত ইকরামা বলেছেন, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে ঃ

١– اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ـ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ـ

٢– اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ

٣– وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ ( سوره نساء ـ ١٠٤ ايت )

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

**৭৯০১.** ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, اِن يمسكم অর্থ, যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে। আমি মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর (সুদিন দুর্দিন বা জয়–পরাজয়) পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই।"

ইমাম আবু জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে বলেন, তা হলো, উহুদ ও বদরের দিনসমূহ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ এ আয়াতাংশে ঘোষণা করেন যে, আমি বিশ্বমানবের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটাই।

الناس অর্থ, মুসলমানগণ ও মুশরিক সম্প্রদায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের উপর বিজয়ী করেছিলেন, যাতে মুশরিকদের সত্তর জনকে মুসলমানগণ নিহত করেছিলেন এবং সত্তর জনকে বন্দী করেছিলেন। তারপর উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের উপর জয়ী করেছিলেন, যাতে সত্তর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন এবং সমসংখ্যক আহত হন।

**যাঁরা এমত সমর্থন করেনঃ**

**৭৯০২.** হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দিন ও কালের আবর্তন ঘটান। উহুদের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের উপর কাফিরদেরকে প্রতিপত্তি দান করেন।

**৭৯০৩.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শপথ করে বলেন, যদি আবর্তন-বিবর্তন না ঘটত, তবে মু'মিনগণ কষ্ট পেতেন না। বরং কাফিরদেরকে মু'মিনগণের উপর প্রাধান্য দান করা এবং মু'মিনগণকে কাফিরদের দ্বারা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিবেন কে মহান আল্লাহ্র অনুগত এবং কে অবাধ্য। আরো জানিয়ে দেয়া কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

**৭৯০৪.** হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বাস্তবে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)–এর সাহাবিগণকে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর কাফিরদের প্রাধান্য দান করেন। কাফিরকে মু'মিনের উপর প্রাধান্য দান করার মধ্যে আল্লাহ্ পাক কাফির দ্বারা মু'মিনদের পরীক্ষা করেন, যাতে জানা যায় যে, তাঁর অনুগত কে আর অবাধ্য কে? মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মুসলমানগণের





মধ্যে যাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল উহুদের যুদ্ধে সেটা তাদেরই কর্মের পরিণতি ছিল। অর্থাৎ রাসূলে পাকের নাফরমানীর ফল।

**৭৯০৫.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আবর্তনে এক দিন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আরেকদিন তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।

**৭৯০৬.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে নবী (সা.)–এর সামনে সাহসিকতা প্রকাশের সুযোগ দেন।

**৭৯০৭.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের দিনটি বদরের দিনের বিনিময় ছিল। উহুদের দিন মু'মিনগণ নিহত হয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শহীদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুশরিকদের উপর জয়ী হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকেও তাদের উপর বিজয় হিসাবেই দান করেছেন।

**৭৯০৮.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানদের যা ঘটবার ঘটে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পাহাড়ের উপর উঠেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে এগিয়ে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! তুমি কি বের হবে না? তুমি কি বের হয়ে আসবে না? যুদ্ধ হলো পালা বদল, একদিন তোমাদের জন্য, আর এক দিন আমাদের জন্য (অর্থাৎ জয়-পরাজয় আবর্তনশীল) তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারপর তাঁরা তাকে জবাবে বললেন, সমান নয়, সমান নয়, (অর্থাৎ জয় পরাজয়ে উভয়ের পক্ষ সমান নয়)। আমাদের নিহতগণ যাবেন জান্নাতে। আর তোমাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে। আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই; প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা বল, আমাদের মাওলা আল্লাহ্, তোমাদের মাওলা নেই। তারপর আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের হোবল দেবতা সর্ববৃহৎ, তোমাদের হোবল নেই; জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা বল, আমাদের আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশেষে আবূ সুফিয়ান বলল– তোমাদের ও আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল বদরে সোগরা; ইকরামা (র.) বলেছেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আয়াতাংশ নাযিল হয়।

**৭৯০৯.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ–এর ব্যাখ্যায় বলেন– এ আবর্তন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর উপর উহুদের দিন হয়েছিল।

**৭৯১০.** হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, আমি দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং পরিশোধন করার জন্য আবর্তন–বিবর্তন করি।

**৭৯১১.** মুহাম্মাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, الناس –এর অর্থ হলো, "শাসকগণ"।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ . "যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন,এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, যাতে তিনি মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং যাতে মু'মিনদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ রূপে কবুল করে নিতে পারেন। সেজন্যই মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দিনসমূহের আবর্তন ঘটান। এখানে ليعلم –এর পূর্বে যদি واو না হয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে ليعلم মিলিত হতো, তাহলে আয়াতটি নিম্নরূপ হতো।

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কিন্তু যখন ليعلم –এর পূর্বে واو হয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, এ বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারপর যে বাক্য আছে সে বাক্য পূর্ববর্তীর خبر (বিধেয়) আর ليعلم ক্রিয়াটির প্রথমে যে لام (লাম) আছে, সে 'লাম' তার সাথে সম্পৃক্ত (متعلق) । এতে আয়াতাংশের অর্থ হয় –"যাতে আল্লাহ্ তা'আলা জানতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে মু'মিন কোন্ ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। এখানেও তদ্রূপ অর্থ হবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, যাতে আল্লাহ জানতে পারেন, সে সব লোককে যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান এনেছে। কেননা, 'লাম'–এর অর্থ ব্যাখ্যায় اَىّ (আয়্যুন) ও من (মান) করা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ -এবং যাতে তোমাদের মধ্য হতে শহীদগণকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। পুরো আয়াতাংশের অর্থ হবে যাতে আল্লাহ্ সে সব লোককে জানতে পারেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে হতে যারা শহীদ, তাদেরকে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ যারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য আকাংক্ষিত, তাদেরকে সে শাহাদাতের মর্যাদায় যাতে ভূষিত করতে পারেন। شُهَدَاءَ (শুহাদা) শব্দটি শহীদুন شهيد –এর বহুবচন। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে ইবন জারীর তাবারী (র.) নিম্নে হাদীসগুলো উল্লেখ ও উপস্থাপন করেছেন।

**৭৯১২.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন এবং যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন সে সব লোককে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ যাতে মহান আল্লাহ্ মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আর ঈমানদারগণের মধ্যে যারা শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে তাদেরকে যাতে মর্যাদা দান করতে পারেন।

**৭৯১৩.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ –এ আয়াতাংশের উধৃতি দিয়ে বলেন, মুসলমানগণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিনে ন্যায় একটি দিন প্রদর্শন কর যাতে আমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। যাতে আমরা তোমার নিকট উত্তম বান্দা হিসাবে প্রমাণিত হতে পারি এবং





আমরা শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য বড়ই আকাংক্ষিত। তারপর তাঁরা উহুদের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করেন। আর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে শহীদরূপে গ্রহণ করেন।

**৭৯১৪.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ পাঠ করে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে তাদের শত্রুদের হস্তক্ষেপের কারণে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। তারপর তারা পাখীর পালকের ন্যায় হয়ে গিয়েছে, যাদের শুভ পরিণতি আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের সাথে।

**৭৯১৫.** ইব্ন জুরাইজ থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতাংশটি পাঠ করে তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, তারা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত লাভ করার জন্য আকাংক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর তারা উহুদ প্রান্তরে মুশরিকদের মুকাবিলা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করেন।

**৭৯১৬.** হযরত উবায়দ ইব্ন সুলায়মান বলেছেন, দাহ্হাক (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ আকাংক্ষা পেশ করতেন যে, বদরের দিনের মত কোন দিন যেন তারা দেখবে পায় যেদিন শাহাদতের সুযোগ আসে, যেদিন জান্নাত লাভের সুযোগ আসে। যেদিন রিযিক লাভের সুযোগ আসে। এরপর তাঁরা উহুদের দিন মুশরিকদের মুকাবিলা করে। আর তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ولا تقولوا لمن يقتل আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে (২ ঃ ১৫৪)

ইমাম আবূ জা'ফর বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থঃ আল্লাহ্ পাক জালিমদেরকে পসন্দ করেন না। অর্থাৎ সে সব লোক, যারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করার কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, তাদেরকে তিনি পসন্দ করেন না। যেমন ঃ

**৭৯১৭.** ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত, وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ- অর্থ আল্লাহ্ জালিমদেরকে পসন্দ করেন না। অর্থাৎ সেই মুনাফিকদের তিনি পসন্দ করেন না, যারা মৌখিকভাবে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে আর তাদের অন্তর নাফরমানীতে থাকে পরিপূর্ণ।

(١٤١) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

**১৪১. যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে পরিশোধন করতে পারেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যাতে আল্লাহ্ পাক সে সব মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারেন, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে সত্য বলে স্বীকার করেছে। কাজেই তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন মুশরিকদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে, যাতে একনিষ্ঠ কামিল মু'মিন যারা, তারা মুনাফিক হতে স্পষ্টভাবে পৃথক প্রমাণিত হয়ে যায়। যেমন ঃ

৭৯১৮. ইমাম মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে যে পরিশোধনের কথা বলেছেন, তার ভাবার্থ হলো, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন।

৭৯১৯. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৯২০. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে এরূপে পরিশোধন করেন, যাতে মু'মিন প্রকৃত সত্য মু'মিনে পরিণত হয়।

৭৯২১. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এ আয়াতাংশের উধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন।

৭৯২২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতেও অপর এক সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৯২৩. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো, মু'মিনগণের জন্য পরিশোধন ও কাফিরদের জন্য ধ্বংস।

৭৯২৪. ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে পরিশোধন করতে পারেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বিপদাপদে ফেলে এবং বালামুসীবত ও দুঃখকষ্টে ফেলে খাঁটি ও পূর্ণ মু'মিন করে দেন এবং তাদের কিরূপ ধৈর্য ও বিশ্বাস আছে, সেটা ও পরীক্ষা করেন।

৭৯২৫. হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেন, তাদের মধ্যে যারা বাকী থাকে, তাদেরকে পরকালে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ তিনি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করেন।

৭৯২৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ -এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেন।

৭৯২৭. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত করে দেবেন যতক্ষণ তারা কাফির থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করবে।

৭৯২৮. হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ -এর মর্মার্থ হলো, মুনাফিকরা মুখে যা কিছু বলে, তাদের অন্তরে তা নেই। আল্লাহ্ পাক তাদের এসব কথা বাতিল করে দেন। এমন কি, তাদের মধ্য হতেই তাদের কুফরী প্রকাশিত হয়, অথচ তারা তা তোমাদের নিকট গোপন রাখে।

(١٤٢) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

**১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না।**





ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ -এর সাহাবিগণ! তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি তোমাদের প্রতি রয়েছে। আর তোমাদের উত্তম স্থান তাঁর নিকট লাভ করতে পারবে! তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য তিনি যে আদেশ করেছেন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি সে আদেশ মেনে চলে ও মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে আর তা আমার মু'মিন বান্দাদের নিকট প্রকাশ পায় না এবং তোমরা কি মনে কর যে, যুদ্ধের সময় যারা আহত-নিহত হয়, দুঃখ-বেদনা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে সে ধৈর্যশীল তা তিনি জানেন না!

৭৯২৯. ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ "তোমরা কি মনে কর যে, আমার নিকট হতে বিনিময়ে মর্যাদা লাভ করবে আর আমি তোমাদেরকে দুঃখকষ্ট দিয়ে যাচাই করব না। কিন্তু তোমরা স্মরণ রেখ যে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে বিপর্যস্ত করব, যাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন্ ব্যক্তি অগ্রগামী ও অধিকতর অটল থাকে; এবং তোমাদের যে দুর্জয় বা বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে কে কি পরিমাণ ধৈর্যশীল।

(١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

**১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা সচক্ষে দেখলে।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবিগণকে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মাদ-এর সাহাবিগণ! তোমরা মৃত্যু (অর্থাৎ যে সব কারণে মৃত্যু ঘটে সেগুলো তোমরা) কামনা করতে, আর তা হলো যুদ্ধ। তারপর তোমরা যে মৃত্যু কামনা করতে, তা তো এখন তোমরা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছো। "তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তা কামনা করতে।" আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলার কারণ হলো- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কতিপয় সাহাবী যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি বা করেন নি, তাঁরা বদরের যুদ্ধের ন্যায় একটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে আকাংক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন, যাতে তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের ন্যায় প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যখন উহুদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন তাদের মধ্য হতে কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আর কিছু লোক ধৈর্য অবলম্বন করে অঙ্গীকার পূরা করেন, যা তারা যুদ্ধের পূর্বে মহান আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর তাঁদের মধ্যে যারা ধৈর্য ধারণ করে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭৯৩০. হযরত মুজাহিদ ( র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, বদরের যুদ্ধে কিছু মুসলমান অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তারা বদরের যুদ্ধের ন্যায় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য পরে প্রায়ই আকাংক্ষা প্রকাশ করতে থাকেন, যাতে তারা মর্যাদা ও প্রতিদান লাভ করতে পারেন যেমন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ লাভ করেছেন। কিন্তু যখন উহুদের যুদ্ধ শুরু হলো, তখন যে বিচ্ছিন্ন বা পিছপা হয়ে গেল, অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে নিজেরাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পশ্চাদপসরণ করে, যে কারণে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরে শাস্তি প্রদান করেন।

৭৯৩১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি এও বলেছেন যে, এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। আর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৭৯৩২. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হয় নি। যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মান-মর্যাদা ও বিনিময় বা প্রতিদানের কথা শুনে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তারা অনুরূপ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তারপর মদীনা শরীফের নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের প্রতি যুদ্ধের সুযোগ দেয়া হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ (নিশ্চয় তোমরা মৃত্যু (শাহাদত) কামনা করছিলে এবং পরবর্তী দুই আয়াতের শেষ শব্দ اَلشَّاكِرِيْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন।

৭৯৩৩. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। উহুদের দিন যখন তাদেরকে যুদ্ধের সুযোগ দেয়া হলো, তখন তারা পিছপা হলো।"

৭৯৩৪. হযরত রবী' (র.) বলেন, মু'মিনদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হয়নি। যারা উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। তাতে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তারা কামনা ও বাসনা প্রকাশ করতে থাকে, যদি তারা স্বচক্ষে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে পারত তবে তারা যুদ্ধ করত। তারপর মদীনার নিকটবর্তী স্থানে উহুদের দিন তাদেরকে যুদ্ধের সুযোগ দেয়া হলো। তারপর, মহান আল্লাহ্ তাদের মনোবাসনার বিষয়টি এবং তিনি সে, বিষয়টি যে বাস্তবে পরিণত করেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করে এ আয়াত নাযিল করেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৭৯৩৫. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর সাহাবিগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বলতেন, আহ! যদি আমরা নবী করীম ( সা.) –এর সাথে বদরের যুদ্ধে থাকতাম, তবে অবশ্যই আমরা ( যুদ্ধ) করতাম। তাদের এ আবেগের উপর তাদেরকে পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু মহান আল্লাহ্র নামে



শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ্ পাক সকলকে সত্যবাদী হিসাবে পান নি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৭৯৩৬. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম –এর সাহাবিগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হন নি। তাঁরা যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উচ্চ মর্যাদা দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা মহান আল্লাহ্র নিকট এবলে দু'আ করতে থাকেন– হে আল্লাহ্! আমরা আপনার দরবারে আরযী পেশ করি, আপনি আমাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিনের ন্যায় একটি দিন দেখান, যাতে আমরা আপনার নিকট উত্তম বান্দা হিসাবে প্রমাণিত হতে পারি। তারপর তাঁরা উহুদের যুদ্ধ দেখতে পান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৭৯৩৭. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ "মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা যা কামনা করতে এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা যে সত্যের অনুসারী ছিলে সে সত্যের উপর শাহাদাত বরণ করার সুযোগ লাভের সুযোগ কামনা করতে। অর্থাৎ যারা তাদের শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাঁরা এর পূর্বে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বঞ্চিত ছিল। ফলে তাঁরা পরে যে কোন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে শাহাদাতের মর্যাদা ও পরকালীন পুরস্কার লাভ করার জন্য খুবই আকাংক্ষিত হয়ে পড়েছিলেন বলে ভাব প্রদর্শন করেন অবশেষে শাহাদাত বরণ তাঁদের ভাগ্যে জুটেনি। সে ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, মানুষের হাতের তলোয়ার দ্বারা মৃত্যুকে তোমরা স্বচক্ষে দেখে নিলে, যা তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঘটে গেল। অথচ, তোমরা তাদের থেকে দূরে সরে গেলে– যে কারণে তোমরা আর শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারলে না।

(١٤٤) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

**১৪৪. "মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। কাজেই যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ্ শ্রীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। যেমন মানব জাতিকে মহান আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করার জন্য তিনি বহু

রাসূল প্রেরণ করেছেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রাণ নিজের নিকট নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এরও যখন নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। যেমন পূর্বে যে সকল রাসূল অতীত হয়ে গেছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকুল বিশেষভাবে মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময় (মুদ্দত) পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন। উহুদের রণক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর সাহাবিগণ হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে পড়েন। মুসলমানদের মধ্য হতে ঐ সময় যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গিয়েছিল, তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন "হে লোক সকল! মুহাম্মদ (সা.)–এর ইহজীবন শেষ হয়ে গেলে অথবা তোমাদের শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেললে, তোমরা কি তাতে ইসলাম থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? অর্থাৎ যে দীনের প্রতি তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ( সা.)–কে পাঠিয়েছিলেন, সে দীনকে ত্যাগ করে তোমরা কি মুরতাদ ( ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে? মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর এবং মুহাম্মাদ (সা.) যে বিষয়ের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন তার বিশুদ্ধতা ও তিনি তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র নিকট হতে যা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তার হাকীকত সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কি তোমরা তা পরিত্যাগ করে দীন থেকে ফিরে যাবে?

وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন– তোমাদের মধ্য হতে যে তাঁর দীন ত্যাগ করবে এবং ঈমান আনার পর আবার কাফির হয়ে যাবে, তাতে সে আল্লাহ্ তা'আলার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। মহান আলাহ্র প্রভাব–প্রতিপত্তি এবং বাদশাহীতে কখনও এক বিন্দু পরিমাণ দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর কোন শক্তি নেই, যার ফলে তাঁর বাদশাহী ও রাজত্বের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি–বিচ্যুতি ঘটতে পারে। বরং যে ব্যক্তি তার দীন পরিত্যাগ করে কুফরীতে লিপ্ত হবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে।

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ "আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সাধ্যানুসারে আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করুন বা নিহত হন যে ব্যক্তি তাঁর নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সে দীনে অটল থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

যেমনঃ

**৭৯৩৮.** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যারা আল্লাহ্র দীনের উপর অটল ছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ। হযরত আলী (রা.) বলতেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী আর মহান আল্লাহ্র বন্ধুগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্প্রেমিক।

**৭৯৩৯.** আলা ইব্ন বদর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর ( রা.) কৃতজ্ঞশীলদের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট সবচেয়ে অধিক মকবুল বান্দা ছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করেন।





**৭৯৪০.** ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করবে এবং তার দেয়া বিধান মেনে চলবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন যে, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ( সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্য হতে যারা পরাজিত হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ( সা.)–এর উপর এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ**

৭৯৪১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ হতে وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ পর্যন্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, উহুদের যুদ্ধে যে সকল সাহাবী হতাহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য হতে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্র নবীর ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্র নবী নিহত হননি। বিশিষ্ট সাহাবিগণের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলেন, তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছেন তোমরাও সে উদ্দেশ্য সাধনে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ

**অর্থ ঃ** মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। অতএব, তিনি যদি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পর তোমরা কি মুরতাদ হয়ে যাবে?

**৭৯৪২.** রবী (র) হতে বর্ণিত, বলেন, এক আনসার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে রক্তে গড়াগড়ি করছিলেন। সে সময় মুহাজিরগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে বললেন, ওহে! মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন এ খবর কি তুমি জান? জবাবে আনসার বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম –এর নিহত হওয়ার খবর যদি জানাজানি হয়ে থাকে, তবুও তোমরা তোমাদের দীনের যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন —

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তোমাদের নবী যদি মারা যান, তবে কি তোমরা তোমাদের ঈমান আনার পর তা ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাবে?

৭৯৪৩. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ( সা.) যখন উহুদ প্রান্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন, তখন সর্বপ্রথম মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তিনি গিরিপথে একটি তীরন্দায বাহিনী মোতায়েন করেন, এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, "তোমরা তোমাদের স্থান থেকে কিছুতেই সরে যাবে না যদিও আমরা তাদেরকে পরাস্ত করি এবং জয়ী হয়েছি দেখতে পাও। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জায়গায় অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরাজিত হব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.)-কে তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক

বানিয়ে দেন । তারপর যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.) ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) মুশরিক বাহিনীর উপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন। নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ আক্রমণ চালান এবং আবূ সুফিয়ানকে পরাজিত করেন। তা দেখে যখন মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ অগ্রসর হয়ে আসে, তখন তীরন্দায বাহিনী তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করেন। তারপর তীরন্দায বাহিনী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবিগণকে মুশরিক বাহিনীর স্থানে দেখতে পায়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র আহরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কিছু সংখ্যক তীরন্দায বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্দেশ কিছুতেই লংঘন করব না। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক তীরন্দায অন্যান্য মুজাহিদের সাথে মিশে যান। মুশরিক বাহিনীর বিশিষ্ট যোদ্ধা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ দূর থেকে তীরন্দায বাহিনীর সংখ্যা নগণ্য দেখতে পেয়ে সে তার অশ্বপিঠ থেকেই হাঁক মেরে মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দেয় এবং তীরন্দায বাহিনীর যাকে পায় তাকেই হত্যা করে আর নবী করীম (সা.)–এর পুরা বাহিনীর উপর তুমুল আঘাত হানে। মুশরিক বাহিনী খালিদের আক্রমণ দেখে, তারা সকলেই তীব্রভাবে দ্রুতগতিতে মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করে। অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। এ সময় বনী হারেছের ইব্‌ন কামিয়াহ্ নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর উপর পাথর দিয়ে আঘাত হানে। পাথরের আঘাতে তাঁর সম্মুখের চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মুখমন্ডলে পাথরের আঘাত লাগায় তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন। সাহাবিগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। কেউ কেউ পাহাড়ের উপরে উঠে অবস্থান নেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে স্থানে আক্রান্ত হয়েছেন, সেখানে থেকে আহবান করতে থাকেন ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আমার নিকটে আস! হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আমার নিকটে আস! বলে ডাকতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডাক শুনে ত্রিশ জন সাহাবী এসে তাঁর নিকট জড়ো হন। কিন্তু তাল্‌হা (রা.) এবং সহ্‌ল ইব্‌ন হানীফ ব্যতীত অন্যান্য সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সম্মুখ হতে চলে যান। হযরত তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। সে সময় তীর বিদ্ধ হয়ে তালহা (রা.)–এর একটি হাত ছিন্ন হয়ে যায়। তখন উবায় ইব্‌ন খালফ আল জামীহ্ সামনের দিকে এগিয়ে এসে শপথ করে বলে যে, সে অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, " বরং আমি তোমাকে হত্যা করব।" সে উত্তরে বল্‌ল, "হে মিথ্যাবাদী! তুমি কোথায় পালাবে?" এ কথা বলেই সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর হামলা চালায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বর্শা মেরে ধরাশায়ী করে ফেলেন। অথচ এতে সে সামান্য আহত হয় কিন্তু বর্শা আঘাতে সে মাটিতে পড়ে বলদের মত আওয়ায করতে থাকে। এমন সময় তার পক্ষের লোকেরা এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় আর তারা তাকে বলে তোমার তো কোন যখম নেই। সে তখন খেদোক্তির সাথে বলে উঠে, আমি তোমাদেরকে হত্যা করবই। যদি রবীআহ ও মুদার সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্র হয়ে বাধা প্রদান করে, তবে আমি তাদেরকেও হত্যা করব। কিন্তু সে বেশী সময় টিকে থাকে নি। এক দিন বা কিছু সময় সে পাষন্ড রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সে নেযার আঘাতেই মারা যায়। তখন





লোক জনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তার পূর্বে যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল, তাদের মধ্য হতে কতিপয় লোক হতাশ হয়ে পড়েন এবং দুঃখের সাথে বলে উঠেন, হায়! আমাদের জন্য রাসূল তো আর নেই, কে আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল থেকে রক্ষা করবে? এ মুহূর্তে আমরা আবূ সুফিয়ানের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিরাপত্তা লাভ করব। আর এদিকে ঘোষণা করা হয়, " হে সাথীরা! নিশ্চয় মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। কাজেই তারা এসে তোমাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে তোমাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও।" হযরত আনাস ইব্‌ন নযর তখন বললেন, " হে আমার সম্প্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম নিহত হয়ে থাকেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তো নিহত হন নি। তাই, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে জন্য যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন, তোমরাও সে জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" হে আল্লাহ্! তারা যা বলছে আমি তোমার নিকট সে জন্য ক্ষমা চাই। তারপর তিনি স্বয়ং তলোয়ার দ্বারা ক্ষীপ্র গতিতে আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধ করে নিহত হয়ে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকদেরকে আহবান করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থানরত সাহাবিগণের নিকট পৌঁছে যান। যখন সেখানে অবস্থানকারী সাহাবিগণ তাঁকে হঠাৎ একাকী দেখতে পেলেন, তখন তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করার জন্য ধনুকের মধ্যে একটি তীর রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা দেখে সাথে সাথে আওয়ায দিয়ে বললেন " আমি আল্লাহ্‌র রাসূল" । তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জীবিত পেয়ে সকলে উল্লসিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেও আনন্দ অনুভব করেন প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সাহাবিগণকে দেখতে পেয়ে। তারপর যখন সকলে একত্রিত হলো, তখন তাদের চিন্তা দূর হয়ে গেল এবং বিজয়ধ্বনি দিতে দিতে তাঁরা সকলে সম্মুখ পানে অগ্রসর হন এবং যা কিছু হারিয়েছেন তা আলোচনা করতে থাকেন। আর তাঁদের যে সকল সঙ্গী শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারেও বলাবলি করেন।

"হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়ে গেছেন, কাজেই তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ফিরে যাও।" এ কথা যারা বলেছে তাদের উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন— "মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়, পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"

**৭৯৪৪.** আবূ নাজীহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, يَنْقَلِبُ অর্থ يَرْتَدُّ অর্থাৎ যে দীন ইসলাম ত্যাগ করে ........।

**৭৯৪৫.** হযরত আবূ নাজীহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি তার রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। জনৈক মুহাজির সেপথে যাবার সময় আহত আনসারকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, ওহে! মুহাম্মাদ ( সা.) নিহত হয়েছেন এ খবর কি জানতে পেরেছ? আনসারী তদুত্তরে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি নিহত হয়ে থাকেন, তবে তো তিনি যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তোমাদের দীনের পক্ষ হতে লড়াই করতে থাক।

৭৯৪৬. ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত, আনাস ইব্ন মালেক (রা.)-এর চাচা আনাস ইব্ন নযর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হতে উমর (রা.) ও তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর নিকটে যান। তখন তাঁরা সামনাসামনি বসা ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা বসে আছ কেন? এমন কি হয়েছে যা তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তাঁরা বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা তাঁর পরে জীবিত থেকে কি করবে? তোমরা উঠ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তোমরাও সে জন্য মরো। তিনি সকলের সাথে মিলে যুদ্ধ করে নিহত হন।

৭৯৪৭. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ যখন উহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন একজন ঘোষণা করে দেন যে, "তোমরা শোন, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন, তাই তোমরা পূর্বের ধর্মে ফিরে যাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ এ আয়াতটি নাযিল করেন।

৭৯৪৮. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন মুসলমানদের মুখে যখন একথা বলাবলি শুরু হয়ে গেল, তখন وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ এ আয়াত নাযিল হয়।

৭৯৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধে একদল লোক নিয়ে পৃথক হয়ে পাহাড়ের টিলার উপরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন আর যখন মানুষ যুদ্ধের ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছিল, তখন এক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কি করলেন? তার নিকট দিয়ে যে লোকই যেত তাকেই জিজ্ঞেস করে। আর তারা জবাবে বলতেন, "আল্লাহ্র শপথ করে আমরা বলছি, তিনি কি করেছেন তা আমরা জানি না, তারপর সে বলল, আমার জীবন যাঁর হাতে আমি তাঁর শপথ করে বলছি যে, "যদি নবী করীম (সা.) নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমি তাদেরকে আমাদের বংশধর এবং আমাদের ভ্রাতৃবর্গের নিকট সমর্পণ করে দিব। তাঁরা বললেন, যদি মুহাম্মাদ (সা.) জীবিত থাকেন, তবে নিশ্চয় তিনি বিপর্যস্ত নন। বরং তিনি নিহত হয়েছেন, যদি তাই সত্য হয়, তবে ইচ্ছা হয় পালিয়ে যেতে পার। এ সময়ই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবীর প্রতি এ আয়াত নাযিল করেনঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

৭৯৫০. ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ এ আয়াতের আলোচনা কালে বলেছেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে তাঁর লোকজন দূরে সরে যায়, সেদিন তাঁর মুবারক মুখমণ্ডলের উপরিভাগ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তাঁর সম্মুখস্থ চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায়। সেদিন সংশয়ী, রোগাক্রান্ত ও পাপিষ্ঠ লোকেরা বল্ছিল যে, "মুহাম্মাদ যখন নিহত হয়ে গিয়েছে" এখন তোমরা তোমাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাও। তাদের সে কথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ (যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?)





৭৯৫১. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– তোমরা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছ, এ অবস্থায় তোমরা ইসলামের দাওয়াত দিতে পার, অথবা ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পার। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.) হয়তো মৃত্যু বরণ করবেন, অথবা নিহত হবেন এ দু'য়ের যে কোন একটি অবশ্যই হবে। শীঘ্রই তিনি মৃত্যু বরণ করবেন অথবা নিহত হবেন।

৭৯৫২. হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ......وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ যে বলাবলি করছিল যে, قُتِلَ مُحَمَّدٌ (মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে) এর অর্থ, সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হওয়া এবং দুশমনের মুকাবিলা থেকে সরে যাওয়া। এ কথার উপরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "যদি তোমাদের নবীর ইন্তিকাল হয়, অথবা তিনি শাহাদত বরণ করেন, তবে কি তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যাবে যেমন ইতিপূর্বে ছিলে। আর তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিত্যাগ করবে? এবং মহান আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবী তাঁর দীনের জন্য যা রেখে গেছেন তোমাদের জন্য তাও কি তোমরা ছেড়ে দিবে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে اِنَّهٗ مَيِّتٌ "নিশ্চয় তিনি মৃত্যু বরণ করবেন" এবং তোমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। তারপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর দীন থেকে সরে যাবে সে আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

৭৯৫৩. হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যখন লোকেরা পলায়ন করল, তখন রোগাক্রান্ত, সংশয়ী ও মুনাফিকরা বললো, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। অতএব, তোমরা তোমাদের পূর্ব দীনে ফিরে যাও। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপসংহারে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর অর্থ হলো– হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তো রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। কাজেই, যদি তিনি তিরোধান করেন অথবা তাঁকে শহীদ করা হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? মনে রেখো, কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে (তথা জিহাদ বা ইসলাম থেকে ফিরে গেলে) সে আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এখানে উক্ত আয়াতের মধ্যে اِسْتِفْهَامٌ (প্রশ্নবোধক) এর حرف টি جزاء (জাযা)-র স্থানে লওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ উক্ত استفهام-এর জবাবের মধ্যে প্রকাশ হবে। অনুরূপ استفهام-এর যে সব হরফ جزاء র উপর ব্যবহৃত, তার অর্থ জবাবের মধ্যে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে استفهام-এর জবাবে যে বাক্য ব্যবহৃত হবে, তাই হবে তার خبر (খবর)। এমতাবস্থায় جزاء সে خبر-এর শর্ত شرط হয়ে যাবে। তারপর তার جواب –এ যে শব্দ ব্যবহৃত হবে, তা جزاء –র পরে হওয়ার কারণে رفع বা পেশ হওয়ার পরিবর্তে جزم (জযম) বিশিষ্ট কিন্তু তা رفع র অর্থেই হবে। যেমন জনৈক কবি তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

حَلَفْتُ لَهٗ : اِنْ تُدْلِجِ اللَّيْلَ لَا يَزَلْ ✱ اَمَامَكَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوْتِى سَائِرُ

এতে لَايَزَلْ যদিও জযম বিশিষ্ট কিন্তু رفع এর অর্থ বহন করে। কিন্তু جزا-এর পরে ব্যবহৃত হওয়ায় جزم (জযম) বিশিষ্ট হয়েছে। এর উদাহরণ কুরআন মজীদের মধ্যে অনেক আছে, যেমন "اَفَائِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ" তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪) "فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ" কাজেই যদি তোমরা কুফরী কর কি করে আত্মরক্ষা করবে? [সূরা মুযযাম্মিল –১৭] উপরে যে নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, সে নিয়ম অনুযায়ী যদি فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ-এর স্থানে يَخْلُدُوْنَ হয়। কেউ কেউ বলেছেন যদি "اَفَائِنْ مِتَّ يَخْلُدُوْا" হয়, তাহলে আমার পূর্ব বর্ণনানুযায়ী رفع ও جزم উভয়টাই শুদ্ধ হবে। কাজেই ঐরূপ اِنْقَلَبْتُمْ এর স্থানে যদি "تَنْقَلِبُوْا" হয়, তখন এর মধ্যেও رفع ও جزمহওয়া শুদ্ধ হবে। দ্বিতীয়বার মহান আল্লাহ্‌র বাণী "انقلبتم" এর সাথে استفهام ব্যবহার করা হয় নি, যেহেতু বাক্যের শুরুতে استفهام ব্যবহার করায় আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন কারণ বাক্যের প্রথমে استفهام ব্যবহৃত হলে তা স্বয়ং তার স্থানকে বুঝায়।

এ জন্য কোন কোন পাঠরীতিতে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র বাণী "أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ" মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? ( সূরা ওয়াকিআ– ৪৭) এতে "ائذاكنا ترابا" এর মধ্যে استفهام থাকায় "ائنا" র সাথে استفهام এর حروف استفهام ব্যবহার না করাটা ভাল মনে করেছেন, কারণ সর্বজন স্বীকৃত পাঠরীতিতে যখন "اَفَائِنْ مَاتَ"-এর মধ্যে حرف استفهام থাকায় "انقلبتم"এর সাথে حروف استفهام ব্যবহার না করায় কোন ক্ষতি নেই, তখন এখানেও অনুরূপ হলে কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু তাতে অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। সমস্ত কুরআন মজীদের মধ্যে অনুরূপ আয়াত যত আছে প্রত্যেক স্থানে এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

(١٤٥)وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ۝

**১৪৫. আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মিয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দান করি এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু প্রদান করি এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কৃত করব।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উক্ত বাণীতে বলেন– হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং আল্লাহ্ পাকের অন্য যত সৃষ্টি আছে প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটা মিয়াদকাল নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যখন সে সীমিত সময় যার ফুরিয়ে যাবে, তখন তার মৃত্যু হবেই। যার জন্যে যে মিয়াদ আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সে মিয়াদ যখন তার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনি তার মৃত্যুর আদেশ করবেন, তখন সে অবশ্যই মরে যাবে। সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কখনও কারো ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে তার মৃত্যু হবে না।

৭৯৫৪. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا" –এর অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর জন্য একটি মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পৌঁছে যাওয়ার পর যখন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হবে, তখনই তিরোধান করবেন।





কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হলো وما كانت نفس تموت الا باذن الله আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোন প্রাণীরই মৃত্যু হবে না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী "كِتَابًا مُّؤَجَّلًا" শব্দদ্বয় نصب (নসব) অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আরবী ভাষাবিদগণ মতভেদ করেছেন।

বসরার কতিপয় নাহুবিদ বলেছেন, তাকীদার্থে نصب বিশিষ্ট হয়েছে। মূলত এটি "كَتَبَ اللّٰهُ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا" হবে। কুরআন মজীদের মধ্যে অনুরূপ যত শব্দ আছে তাকীদের জন্য সে সমস্ত শব্দ নসব বিশিষ্ট যেমন "حَقًّا" মূলে أَحَقَّ ذٰلِكَ حَقًّا ; অনুরূপ "وَعْدَ اللّٰهِ" ; رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ;"وصُنْعَ اللّٰهِ الذى اتقن" "وكتاب اللّٰه عليكم" এবং كل شئ এ ছাড়াও কুরআন মজীদের মধ্যে আরও অনেক শব্দ ও আয়াত আছে যার বিশ্লেষণও অনুরূপ।

কূফার কোন কোন নাহুবিদ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থ كتب اللّٰه اجال النفوس অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রাণীসমূহের মিয়াদকাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর উক্ত আয়াতাংশে বলা হয়েছে, "كِتَابًا مُّؤَجَّلًا" –এতে আলোচ্য আয়াতাংশের যে অর্থ প্রকাশিত তা থেকে নসব বা যবর হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ" এর মধ্যে "كَتَبَ" অর্থ বুঝা যায়। কূফার নাহুবিদ বলেছেন– কুরআন পাকের মধ্যে অনুরূপ যত শব্দ আছে সেগুলোতেও এ নিয়ম অনুসরণীয়।

কূফার অন্যান্য নাহুবিদ বলেছেন, যদি কোন লোকে বলে "زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا" তবে তার অর্থ হবে اَقُوْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا –যেহেতু ভাষ্যকার তার উক্তি বা বক্তব্যে যা প্রকাশ করে তার মধ্যে "القول" অর্থবোধক শব্দ প্রথমত উহ্য থাকে এরপর তার বক্তব্যে মনের ভাব উচ্চারিত হয়। যেমন حَقًّا-এর অর্থ اَقُوْلُ قَوْلًا حَقًّا অনুরূপ يَقِيْنًا ও ظَنًّا ইত্যাদি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, এখানে আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ কথাই ঠিক হবে, আয়াতের মধ্যে যে সকল مصدر (মাসদার) বা ক্রিয়ামূল জাতীয় শব্দ منصوب বা যবর বিশিষ্ট দেখা যায়, সেগুলোর পূর্বে উল্লিখিত আয়াতাংশের ভাবার্থের নিরিখে منصوب বা (যবর বিশিষ্ট)। যেহেতু ক্রিয়ামূল শব্দসমূহের পূর্বে যে সকল শব্দ উল্লেখ থাকে, তা যদিও অন্য শব্দ হয় কিন্তু সেগুলো ক্রিয়ামূল শব্দসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থ বহন করে।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্য হতে যাদের জন্য তাদের আমল বা কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট যে পুরস্কার আছে এবং যা চাইলেই পেয়ে যাবে, তা বাদ দিয়ে যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ পার্থিব ভোগ বিলাস জাতীয় পুরস্কার উপভোগ করতে চায়, তবে আমি তাকে পার্থিব সামগ্রী ও বিষয়াদি হতে কিছু প্রদান করি। অর্থাৎ তার জন্য ভাগ বন্টনে পার্থিব জীবিকা ও ভোগ্য বস্তু যা রয়েছে তা হতেই আমি তাকে প্রদান করি। কিন্তু পরকালে উপভোগের জন্য যে পুরস্কার আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন তার কিছুই সে পাবে না। মহান আল্লাহ্

বলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার আমল বা কাজের বিনিময়ে পারলৌকিক পুরস্কার চায় অর্থাৎ আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণগণের জন্য যে সকল পুরস্কার পরকালের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন তা থেকেই আমি তাকে পুরস্কার প্রদান করব। আল্লাহ্র পারলৌকিক পুরস্কার তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত।

**৭৯৫৫.** ইব্ন ইসহাক (র.) বর্ণিত, তিনি مَنْ يُّرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِيْدُ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় কিন্তু আখিরাতের প্রতি তার কোন লক্ষ্য নেই, আমি তাকে পার্থিব জীবিকাই প্রদান করি, যা তার বন্টনে ছিল। কিন্তু পারলোকিক জীবনের জন্য কিছুই সে পাবে না। আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার পেতে চায় আমি তাকে পারলৌকিক পুরস্কার প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা অবশ্যই দেব; আর পার্থিব জীবনে স্বাভাবিক ভাবে যা পাওয়ার তা তো সে পাবেই যেমন জীবিকা।

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, যে একমাত্র আমার অনুগত, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমার আদেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকে, তাকে পারলৌকিক জীবনে আমি সে সব পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করব যে সকল পুরস্কার আমি আমার ওলীদের জন্য তৈরি করে রেখেছি।

**৭৯৫৬.** হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক আখিরাতে দান করার জন্য যা ওয়াদা করেছেন তা পুরা করা, পাশাপাশি দুনিয়ায় যে রিযিক দেয়া হয়, তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(١٤٦) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

**১৪৬. আর কত নবী যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে বহু আল্লাহ্ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের পাঠরীতিতে বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত প্রকাশ পেয়েছে। وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ (এবং কত নবী) কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ কেউ কেউ وكاين এর হামযা –কে আলিফ –এর সাথে এবং يا ء –কে তাশদীদ বিশিষ্ট পাঠ করেছেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ আলিফকে মদযুক্ত এবং يا ء-কে হালকাভাবে পড়েছেন। এ দু'রকমের পাঠই প্রসিদ্ধ। এ দু'রকমের পঠনের যে কোনটি পড়া হোক না কেন সর্বসম্মতিক্রমে অর্থের মধ্যে কোন ত্রুটি বা পার্থক্য হয় না। অর্থ একই থাকে كاين من نبى এর অর্থ كم من نبى বহু নবী বা কত নবী ।





ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ – তাঁরা যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে বহু আল্লাহ্ ওয়ালা ছিলেন।" এ আয়াতাংশ পঠনেও কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও বসরার একদল বিশেষজ্ঞ قتل শব্দের কাফকে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন, আবার হিজায ও কূফার আরেকদল বিশেষজ্ঞ ' কাফ' –এর উপর 'যবর' দিয়ে তার সাথে আলিফ যুক্ত করে পাঠ করেছেন– যথা قَاتَلَ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, সকলের নিকট এ রূপে পাঠ করাই গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। কারণ, যদি قُتِلُوْا পড়া হয়, তাহলে পরবর্তী ক্রিয়া পদ যথা فَمَا وَهَنُوْا وَمَا ضَعُفُوْا শব্দ দু'টি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে না। যারা قُتِلَ পেশ দিয়ে পাঠ করছেন, তাদের যুক্তি হলো, এখানে নিহত দ্বারা নবী এবং নবীর সাথে আল্লাহ্ওয়ালাদের মধ্য হতে কতিপয়কে বুঝান হয়েছে। সমস্ত আল্লাহ্ওয়ালাকে বুঝায় নি। এত আরও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ওয়ালাদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়নি তারা হীনবল বা দুর্বল হয়নি। ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে উভয় পাঠ পদ্ধতির মধ্যে পেশ দিয়ে পাঠ করাই উত্তম।

ربيون শব্দটি معه – এর কারণে পেশ (مرفوع) যুক্ত হয়েছে, قتل এর কারণে পেশযুক্ত হয়নি। সম্পূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অর্থ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থঃ কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহ্ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি। বাক্যের মধ্যে একটি واو লুপ্ত আছে। কারণ নবী (সা.)-এর যুদ্ধের অবস্থা واو দ্বারা প্রকাশ পায়। এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা প্রকাশ পায় না। যেমন কোন ব্যক্তির কথা قتل الامير معه جيش عظيم প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ করেছে, তার সাথে বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, অর্থাৎ বিরাট সেনাবাহিনীসহ সে যুদ্ধ করেছে।

ربيون শব্দের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করেছেন। বসরার নাহুবিদগণ বলেছেন, যারা রব–এর ইবাদত করে অর্থাৎ ربيون–এর একবচন ربى । কূফার নাহুবিদগণের মতে, যারা রব–এর ইবাদতের নিসবতবিশিষ্ট হয় তাদেরকেও ربيون বলা হয় (راء যবর বিশিষ্ট) কিন্তু যারা আলিম ফকীহ্ এবং অতি মুহাব্বতওয়ালা তাদেরকেও ربيون বলা হয়। আমাদের মতে ربيون অর্থ অনেকগুলো দল। এক বচনে ربى –ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমি এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি অনেকেই সে ব্যাখ্যায় একমত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৯৫৭.** আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা অতি মুহাব্বতওয়ালা তাদেরকে ربيون বলা হয়।

**৭৯৫৮–৫৯–৬০.** আবদুল্লাহ্ (র.) হতে অনুরূপ আরো ৩টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

**৭৯৬১.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ربيون অর্থ বহুদল।

৭৯৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক দল।"

৭৯৬৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "হাজার হাজার।"

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন —

৭৯৬৪. "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" -এর ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাঁরা হলেন, বহু সংখ্যক আলিম।

৭৯৬৫. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ –এর ব্যাখায় বলেন, তাঁরা হলেন, আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ।

৭৯৬৬. হযরত হাসান (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা বহু দল ছিলেন। এ হাদীসের সনদে বর্ণনাকারী ইয়াকূব (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের পাঠরীতিতে জনৈক বর্ণনাকারী ইসমাঈল (র.) قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ পাঠ করেছেন।

৭৯৬৭. "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" –এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, তাঁরা হলেন বহুদল।

৭৯৬৮. হযরত হাসান (র.) হতে অপর এক সনদে বর্ণিত, তিনি قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা বহু আলিম ছিলেন এবং কাতাদা (র.) বলেন অনেক দল।

৭৯৬৯. ইকরামা (র.) বলেছেন رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ অর্থ অনেক দল।

৭৯৭০. অপর এক হাদীসে ভিন্ন সনদেও ইকরামা (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭০৭১. মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ –এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেন, তাঁরা ছিলেন অনেক দল।

৭৯৭২. অপর এক হাদীসে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৯৭৩. قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ –এর ব্যাখ্যায় রবী' (র.) বলেন, তারা বহু দল ছিলেন।

৭৯৭৪. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার অর্থ বহু দল যাদের নবী নিহত হয়েছেন।

৭৯৭৫. জাফর ইব্ন হাব্বান হতে বর্ণিত আছে যে, হাসান (র.) বলেছেন, رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ অর্থ ধৈর্যশীল আলিমগণ এবং ইব্ন মুবারক (র.) বলেছেন, ধৈর্যশীল মুত্তাকিগণ।

৭৯৭৬. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হলো অনেক দল। যাদের তাদের নবীগণ শহীদ হয়েছেন।

৭৯৭৭. সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ বাক্যাংশের অর্থ হলো অনেক দল।





৭৯৭৮. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" –এর অর্থ অনেক নবী– যারা জিহাদ করেছেন এবং তাদের সাথে অনেক দল শহীদ হয়েছেন।

৭৯৭৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الربيون অর্থ বহুদল।

কেউ কেউ বলেছেন, رِبِّيُّونَ শব্দটির অর্থ অনুসারী।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৭৯৮০. ইব্ন যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত, " وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ " এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, رِبِّيُّونَ শব্দটির অর্থ কয়েকটি – যথা অনুগামী, রক্ষক ও আল্লাহ্ওয়ালা। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে মুসলমানগণকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন যখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পরাজয় ডেকে এনেছেন যখন তাঁরা পরাজিত হন, তখন শয়তান চীৎকার করে ঘোষণা করে – মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে পরাজয় ঘটার ফলে সুযোগ পেয়ে শয়তান সাথে সাথে চীৎকার করে বলে, হে লোক সকল ! আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বংশধরদের নিকট প্রত্যাবর্তন কর। তারা তোমাদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান করবে।

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের সময় তারা আহত হওয়ার ফলে তাদের যে দুঃখ–দুর্দশা হয়েছিল, তাতে তারা দুর্বল হয়ে যায় নি এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধের কারণে তাদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়েছে তাতেও তারা মনোবল হারায় নি এবং তারা পেছনে হটেনি।

"وَمَا ضَعُفُوا" –এর অর্থ, তাদের নবী নিহত হওয়ার ফলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়নি।

وَمَا اسْتَكَانُوا –অর্থ, তারা নত হয়নি। অর্থাৎ তারা এরূপ লাঞ্ছিত হয়নি যাতে শত্রুদের নিকট নতি স্বীকার করে তাদের ধর্ম মেনে নেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ভয়ের সঞ্চারও হয়নি যাতে তারা কোন প্রকার ধোঁকায় পড়ে যাবে। বরং তারা শত্রুপক্ষের সামনে দিয়েই চলাফেরা করছে এবং ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর আদর্শ পালনে তারা নবীর আদর্শ পথে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও তাঁর অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁর প্রত্যাদেশ অনুসরণ করে চলতে থাকে।

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ –আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এমন লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ও তাঁর আনুগত্যে আর রাসূলের শত্রুর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণে যারা ধৈর্যশীল। শত্রুর আক্রমণে নবী নিহিত হওয়ায় যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় এবং শত্রুর নিকট নত হয়ে যায় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন না। যে ব্যক্তি নবী নিহত হওয়ার খবর পেয়ে শত্রুর ভয়ে হতাশ হয়ে পালিয়ে যায় আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না। আল্লাহ্ তাকেও ভালবাসেন না,

যে দুর্বলমনা হয়ে শত্রুর দলে প্রবেশ করে এবং নবীকে হারাবার ফলে দুর্বল হয়ে যায়। আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি অন্যান্য ব্যাখ্যাকারও আমার উক্ত ব্যাখ্যায় একমত।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ**

**৭৯৮১.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তাদের নবী নিহত হওয়ায় তারা মনোবল হারায়নি এবং দুর্বল হয়নি। وَمَا اسْتَكَانُوْا অর্থাৎ তারা তাদের সাহায্য হতে এবং তাদের দীন হতে প্রত্যাবর্তন করেনি বরং তাদের নবী যে বিষয়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধ করেছেন, তারাও সে বিষয়ের উপর যুদ্ধ করে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছেন।

**৭৯৮২.** হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা নবী (সা.)–এর নিহত হবার সংবাদে হীনবল হননি ও দুর্বলও হননি। وَمَا اسْتَكَانُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা তাঁদের ঈমান থেকে মুরতাদ হননি। নবী করীম (সা. ) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেন।

**৭৯৮৩.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَمَا وَهَنُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, فَمَا وَهَنَ الرِّبِّيُّوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ওয়ালাগণ হীনবল হননি। لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, مِنْ قَتْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সা.)–এর নিহত হবার সংবাদে। তিনি وَمَا ضَعُفُوْا এর ব্যাখ্যায় বলেন, مَا ضَعُفُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِقَتْلِ النَّبِىِّ অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সা.)–এর নিহত হবার সংবাদে তাঁরা দুর্বল হননি। وَمَا اسْتَكَانُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, مَاذَلُّوْاحِيْنَ অর্থাৎ তাঁরা নত হননি। রাসূলুল্লাহ ( সা.) যখন মহান আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করেন اَللّٰهُمَّ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّعْلُوْنَا –হে আল্লাহ্! তাঁরা যেন আমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে, তখন আল্লাহ্ পাক আদেশ করেন وَلَاتَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ‘তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং চিন্তা কর না, যদি তোমরা পূর্ণ মু'মিন হও, তবে তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে।”

**৭৯৮৪.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আাতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের নবীকে হারানোর কারণে হীনবল হয়নি। তারা শত্রুদের আক্রমণে দুর্বল হয়নি। তারা আল্লাহ্র পথে এবং তাদের দীনের জন্য যুদ্ধ করায় তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে এতে দুর্বলচিত্ত ও ক্লান্ত হয়নি। এটিই হলো সবর বা ধৈর্য। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

**৭৯৮৫.** ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, "وما استكانوا" অর্থ তারা ভীত হয় নি।

**৭৯৮৬.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "وَمَا اسْتَكَانُوْا" (এবং তারা নত হয়নি) অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তারা তাদের শত্রুপক্ষের নিকট নত হয় নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।





আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٤٧) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

**১৪৭. এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন! আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ (আর তারা কিছু বলেনি) অর্থাৎ আল্লাহ্ওয়ালাগণ কিছুই বলেনি। اِلَّآ اَنْ قَالُوْا (তবে তারা বলেছে) অর্থাৎ যখন তাদের নবী নিহত হন, তখন আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করুন।) এ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা ছিল না। অর্থাৎ তাদের নবী যখন নিহত হন, তখন তাদের উপর যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়া ব্যতীত তারা অন্য কিছু বলেনি। কাজে বাড়া-বাড়ির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা অর্থাৎ যখন কেউ কোন কাজে বা কোন বিষয়ে সীমার অতিরিক্ত কিছু করে বা কোন কাজে সীমালংঘন করে এখানে সে বাড়াবাড়ির কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে — “লোকটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছে”– এখানে এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সগীরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করুন এবং সীমা ছাড়িয়ে আমরা যা করেছি তা ক্ষমা করুন। কারণ সগীরা গুনাহ্ আমাদেরকে কবীরা গুনাহ্র দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের সগীরা ও কবীরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিন। উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা নিম্ন হাদীসগুলোতেও বর্ণিত আছেঃ

**৭৯৮৭.** ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا –এর অর্থ-আমাদের ভুল ত্রুটি।

**৭৯৮৮.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তিসমূহ এবং আমরা আমাদের নিজেদের উপর যে জুলুম করেছি।

**৭৯৮৯.** ইমাম দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র বাণী وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, গুনাহে কবীরাসমূহ।

**৭৯৯০.** তিনি অন্য এক সূত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**৭৯৯১.** হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা, আমাদের গুনাহ্সমূহ।

**৭৯৯২.** অন্য এক সনদেও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا –দুশমনের মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখো। আমাদেরকে সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত করনা, যারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হয় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক জায়গায় অনড় থাকে না।

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ –অবিশ্বাসীদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর অর্থাৎ যারা তোমার একত্ববাদকে এবং তোমার নবীর নবূওয়াতকে অস্বীকার করে তাদের মুকাবিলায় জয়ী হওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্র যে সকল বান্দা উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে শত্রুর আক্রমণে পলায়ন রত ছিলেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেন তাঁরা ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন যাতে ক্ষমা পেয়ে যান। আর তাঁদের শিষ্টাচারিতা ও আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, ওহে, তোমাদের নবী নিহত হওয়ার খবর যখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে। তখন তোমরা কি এরূপ করেছ, যে রূপ তোমাদের পূর্বে নবীগণের অনুসারী আল্লাহ্ওয়ালাগণ তাদের নবীগণ নিহত হওয়ায় করেছিলেন। তোমরা তাঁদের ন্যায় ধৈর্য অবলম্বন করেছ, তোমরা তোমাদের শত্রুদের প্রতি দুর্বল হওনি এবং নত হওনি। আর ধর্মত্যাগে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর নি, যেমন পূর্ববর্তী আল্লাহ্ওয়ালাগণ তাদের শত্রুর প্রতি দুর্বল হননি এবং নতি স্বীকার করেননি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য ও বিজয়ের প্রার্থনা করেছ, যেমন তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন। কাজেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক তাদের উপর সাহায্য করবেন, যেমন পূর্বে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ্র আদেশ পালনে যাঁরা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে ভালবাসেন এবং মহান আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে যাঁরা সুদৃঢ় থেকে যুদ্ধ করেন, মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে সাহায্য দান করেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে তাঁর শত্রুদের উপর বিজয় দান করেন।

৭৯৯৩. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ . এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, "তোমরা বল, যেমন তারা বলেছিল, তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তা একমাত্র তোমাদের গুনাহের কারণে হয়েছে। তারা যেভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে। তোমরাও সেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তোমাদের দীনের উপর চল, যেভাবে তারা তাদের দীনের উপর চলত। তোমরা পিঠ প্রদর্শন করে চলে যেয়ো না। তোমাদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় রাখার জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, যেমন তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিল। তারা যেভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তোমরাও সেভাবে তাঁর নিকট সাহায্য চাও।" এ সবটুকু তাদের কথাই ছিল, তবে তাদের নবী নিহত হওয়ায় তারা এরূপ করেনি তোমরা যেরূপ করলে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ পড়ার সময় قول শব্দের 'লাম' হরফটি সর্বসম্মতিক্রমে 'যবর' বিশিষ্ট পড়তে হয় এবং 'যবর' দিয়ে পড়াই পসন্দনীয়। কারণ اِلاَّ মারিফা হিসাবে ব্যবহৃত এবং যে সকল اسم (বিশেষ্য) কখনও মারিফা আবার কখনও নাকারা ব্যবহার হয়, তা না হয়ে যা মারিফা তা সব সময় মারিফা হওয়াই উত্তম, এ জন্য যে اِلاَّ–এর পড়ে اَنْ ব্যবহার হয় সে





اِلاَّ–এর পেছনে যে اسم থাকে তা যবর বিশিষ্ট হওয়া উত্তম, যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেই আছে যেমন

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا

(١٤٨) فَاٰتٰـهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

**১৪৮. তারপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করবেন। মহান আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।**

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, যাঁরা তাঁদের নবীগণ শহীদ হওয়ার পর ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে বহাল রয়েছেন এবং তাঁদের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর তাঁদের যাবতীয় কাজে মহান আল্লাহ্র সাহায্যের কামনায় রয়েছেন এবং নিজেদের নেতাগণের নীতসমূহ অবলম্বনে সাহসের সাথে মহান আল্লাহ্র পথে রয়েছেন, তাঁদের জন্য তিনি দুনিয়াতেই বিনিময় ও পুরস্কার দান করেছেন। যে পুরস্কার বা বিনিময় হলো তাঁদের মহান আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করা এবং শত্রুদের মুকাবিলায় বিজয় দান করা, আর স্বদেশে থাকা ও বসবাসের জন্য স্থায়ী করে দেয়া। وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ – পরকালের উত্তম পুরস্কার অর্থাৎ দুনিয়ায় তাঁরা যে সকল নেক আমল করেছেন, তার বিনিময়ে পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন, সে পুরস্কার হলো বেহেশ্ত ও বেহেশ্তের নিআমাতসমূহ।

৭৯৯৪. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় তাঁদেরকে বিজয়, প্রভাব ও বসবাসের সুযোগ-সুবিধা এবং তাদের শত্রুদের উপর সাহায্য দান করেছেন আর পরকালে যে উত্তম পুরস্কার দান করবেন, তা হবে বেহেশ্ত।

৭৯৯৫. হযরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৭৯৯৬. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "সাহায্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। আর وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর দয়া।

৭৯৯৭. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "দুশমনের মুকাবিলায় তাদের বিজয়।" আর حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ –এর ব্যাখ্যা হলো, বেহেশত ও তাঁর মধ্যস্থিত যা তৈরী রাখা হয়েছে। وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদের সৎ কাজের বিনিময়ে তাদেরকে ভালবাসেন। যাদের কর্মকান্ডের কথা আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, তাদের ন্যায় যারা সৎকাজসমূহ করে অর্থাৎ তাদের নবী শহীদ হয়ে যাওয়ার পরও যারা সে সব সৎ কর্মের উপর থাকে বা অনুরূপ কাজ করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকেও ভালবাসেন।

(١٤٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ٥

**১৪৯. "হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে। এতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا –এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, তাঁর শাস্তি, তাঁর আদেশ এবং তাঁর নিষেধে যারা বিশ্বাসী।

اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ইয়াহূদ ও নাসারাদের মধ্যে যারা তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে। যদি তোমরা তাদের মতামত ও উপদেশ গ্রহণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করবে। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলে অবিশ্বাসী বানাবে। فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর তোমাদের ঈমান হতে এবং যে দীনের প্রতি আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, তা থেকে তোমরা ধ্বংসের দিকে ফিরে যাবে। তোমরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তোমরা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদেরকে কাফিরদের কথা মেনে চলতে এবং তাদের উপদেশ গ্রহণ করতে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে নিষেধ করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৭৯৯৮.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ দীন থেকে দূরে সরে যাবে। আর দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

**৭৯৯৯.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদের কোন উপদেশ গ্রহণ কর না এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে কোন বিষয়ে তাদেরকে তোমরা বিশ্বাস কর না।

**৮০০০.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা আবূ সুফিয়ানকে মেনে চল, তবে সে ও তার সঙ্গীরা তোমাদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে।

(١٥٠) بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ٥

**১৫০. "আল্লাহ্‌ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।"**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অভিভাবক। হে মু'মিনগণ, কাফিরদের আনুগত্য করা থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন। বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনাকারী। যারা কাফির, তাদেরকে মেনে চলা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষাকারী। কাজেই তিনিই তোমাদের বন্ধু, তোমরা তাঁকেই মেনে চল, যারা





কাফির, তাদেরকে মেনে চল না। তিনি হলেন উত্তম সাহায্যকারী তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। ইয়াহূদ ও নাসারাদের মধ্যে যার নিকট তোমরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে, তাদের কেউ তোমাদের সাহায্যকারী নয়। তোমাদের সাহায্যকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্ এবং তিনি তোমাদের একমাত্র বন্ধু। তাই তোমরা একমাত্র তাঁকে শক্ত করে ধর। তোমরা একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও, অন্য কারো নিকট নয়। অন্যরা তোমাদেরকে ধোঁকা ও কষ্টের মধ্যে ফেলবে।

**৮০০১.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা মুখে যা বলেছ অন্তরেও যদি তা সত্য হয়, তবে মহান আল্লাহ্ ঠিকই তোমাদের বন্ধু এবং তিনি একমাত্র সর্বোত্তম সাহায্যকারী অর্থাৎ তোমরা তাঁকে মযবূত করে ধর, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাইও না এবং তোমরা দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেয়ো না।

(١٥١) سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ٥

**১৫১. কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিব, যেহেতু, তারা আল্লাহ্‌র শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহান্নাম তাদের আবাস ; কত নিকৃষ্ট বাসস্থান জালিমদের।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে বিশ্বাসিগণ! যারা তাদের প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে এবং মুহাম্মাদ (সা.)–এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তাদের মধ্য হতে যারা তোমাদের সাথে উহুদের প্রান্তরে যুদ্ধ করেছে, তাদের অন্তরে মহান আল্লাহ্ ভীতির সঞ্চার করে দেবেন। মহান আল্লাহ্‌র সাথে তারা অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, সে কারণে তারা ভয়-ভীতির মধ্যে পড়ে যাবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করে মূর্তিপূজা করার জন্য এবং শয়তানকে মেনে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রমাণাদি অবতীর্ণ না করা সত্ত্বেও তারা যা করছে তাতে তাদের অন্তরে হতাশা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের এবং বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছেন, সে সাহায্য ও বিজয় ততদিন পর্যন্ত লাভ করতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারসমূহ সুদৃঢ়ভাবে পালন করতে থাকবে এবং আনুগত্যে মযবূত থাকবে। তারপর মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দেন যে, তাদের শত্রুগণ যখন মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তিনি তাদেরকে কি করবেন? কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ অর্থাৎ তাদের বাসস্থান হবে দোযখের আগুনে, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের বাসস্থান হবে দোযখ। জালিমের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, সে সকল জালিমের বাসস্থান অত্যন্ত নিকৃষ্ট যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম ও অন্যায় করে, সে সকল কাজ করে যে কাজের কারণে মহান আল্লাহ্‌র আযাব অবধারিত হয়ে যায়, আর সে আযাবের জায়গা হলো দোযখ।

**৮০০২.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– যারা কাফির আমি তাদের অন্তরে অবশ্যই ভয়ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আমার

সাথে শরীক করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করছি। আমার সাথে শরীক করার জন্য তাদের প্রতি কোন প্রকার প্রমাণ বা হুকুম আমি নাযিল করিনি। অর্থাৎ তোমরা এরূপ কোন ধারণা কর না যে, পরিণামে তাদের জন্য কোন প্রকার সাহায্য আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার আদেশ আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তার উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। তোমাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তোমাদের বিপর্যয় ঘটেছিল। তোমরা আমার আদেশের বিরোধিতা করেছিলে এবং আমার নবীকে অমান্য করেছিলে।

৮০০৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা যখন মক্কার দিকে যাত্রা করল আবূ সুফিয়ান কিছু পথ অতিক্রম করে যাওয়ার পর লজ্জিত হয়ে পরস্পর বলতে লাগল মৃত প্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে তাদেরকে ফেলে আসা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তোমরা সকলে ফিরে চল এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দাও। সে মুহূর্তেই আল্লাহ্ তাদের অন্তরের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা মনে দিক দিয়ে সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা সেখানে জনৈক বেদুঈন পথিককে পেয়ে তাকে কিছু অর্থ দিয়ে বলল, মুহাম্মদের সাথে তোমার পথে সাক্ষাৎ হলে তাকে খবর দিও যে, তাদের উপর পুনরায় আক্রমণ করার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে ঘটনা জানিয়ে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘটনা জানতে পেরে তাদের সন্ধানে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছেন। এ দিকে আবূ সুফিয়ান যখন নবী (সা.)–এর দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করে বলেন —

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ الاية

(١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

**১৫২. আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। তারপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসী উহুদের সাহাবিগণ! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উহুদের যুদ্ধে তাঁর সে প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত





করেছেন। সে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি যা মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)–এর পবিত্র যবান দ্বারা তাদের প্রতি দিয়েছিলেন, আর সে ওয়াদা যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্দেশে ওয়াদাবদ্ধ ছিল। তীরন্দায বাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্দেশ ছিল যে, তোমরা তোমাদের স্থানে অনড় থাকবে। তোমরা যদিও দেখতে পাও যে, আমরা তাদেরকে পরাজিত করে ফেলেছি, তবুও তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জায়গায় অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই পরাজিত হব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্দেশ পালন করার শর্তে তাদেরকে আল্লাহ্ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

৮০০৪. ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের প্রান্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিযান শুরু করেন, তখন প্রথমেই তিনি তাঁর তীরন্দায বাহিনীকে তাদের স্থান নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর তারা পাহাড়ের পাদদেশ গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী যে দিক হতে আক্রমণ করতে পারে সেদিক মুখ করে পাহাড়ের পাদদেশে প্রত্যেকে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের যাকে যে জায়গায় মোতায়েন করা হলো, তোমরা আমাদেরকে বিজয়ী দেখতে পেলেও তোমরা কিছুতেই তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ কর না। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের স্থানে অনড় ও অটল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জয়ী থাকব। এরপর তিনি খাওয়াত ইব্‌ন জুবায়রের ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়রকে তাদের আমীর ( অধিনায়ক ) বানিয়ে দিলেন। তারপর মুশরিক বাহিনীর পতাকাবাহী তালহা ইব্‌ন উছমান মুখোমুখি এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা.)–এর বাহিনী। তোমরা তো মনে মনে ভাবছ যে, আল্লাহ্ তোমাদের তরবারি দ্বারা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং আমাদের তলোয়ার দ্বারা তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যাকে আমার তলোয়ার দ্বারা আল্লাহ্ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন অথবা আমাকে তার তলোয়ার জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেবে। তখন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করেন, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তার শপথ করে বলছি, আমি তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হব না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে আমার তলোয়ার দ্বারা দোযখে না পৌঁছান অথবা আমাকে তোমার তলোয়ারের আঘাতে জান্নাতে না পৌঁছান। তারপর আলী (রা.) তলোয়ার দ্বারা তার পায়ে আঘাত হানেন। আঘাতে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার পরনের কাপড় খুলে যাওয়ায় সে উলঙ্গ হয়ে গেল, এতে সে আলী (রা.)–কে বলল, তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম এবং রক্ত সম্পর্কের কসম, হে আমার চাচাত ভাই! তার এ কথায় হযরত আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দেন। এটা দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহু আকবর বলে ধ্বনি দেন। আলী (রা.)–কে তাঁর সাথীরা বললেন, তাকে শেষ করতে তোমাকে বাধা প্রদান করল কিসে? তিনি বললেন, সে উলঙ্গ হয়ে যাওয়ায় সে আমাকে কসম দিয়েছে, সে জন্য আমি লজ্জিত হয়ে গিয়েছি। এরপর যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম ও মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদ মুশরিকদের উপর একযোগে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন। নবী করীম (সা.) এবং অন্যান্য সাহাবিগণও এ সময় আঘাত হানেন যাতে আবূ সুফিয়ান পরাস্ত হয়। যখন মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী সেনা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন সে আক্রমণ চালাবার জন্য উদ্যত হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে

তীরন্দায বাহিনী তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন যাতে সে অসহায় হয়ে পড়ে। যখন তীরন্দায বাহিনী রাসূলুল্লাহ্ এবং অন্যান্য সাহাবাকে মুশরিক বাহিনীর জায়গায় দেখতে পান এবং তাঁরা গনীমতের মাল আহরণ করছেন দেখেন, তখন তারাও সেদিকে যাওয়ার জন্য নিজস্ব স্থান ত্যাগ করার পদক্ষেপ নিলে তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর আদেশ কিছুতেই লংঘন করব না। তবুও অনেকেই চলে গেল এবং যুদ্ধের ময়দানে অন্যান্যদের সাথে মিলে গেল। এ দিকে খালিদ গিরিপথে তীরন্দায বাহিনীর সংখ্যা কম দেখে সে ঘোড়ার উপর থেকে উচ্চরবে চীৎকার দিয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে তীব্রগতিতে আক্রমণ চালায়। মুশরিক বাহিনীর অন্যান্যরাও খালিদের আক্রমণ দেখে তারাও আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে পরাজিত করে এবং অনেককে আহত–নিহত করে।

৮০০৫. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু সংখ্যক লোককে তীরন্দাযগণের সামনাসামনি বসালেন, এবং খাওয়াত ইবৃন জুবায়র (রা.)-এর ভাই আবদুল্লাহ্ ইবৃন জুবায়র (রা.)-কে তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং তীরন্দায বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তোমরা নিজ নিজ স্থান থেকে কিছুতেই সরবে না। যদিও আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয়ী হয়েছি, তবুও তোমরা কেউ কারো স্থান ত্যাগ করবে না। যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয়ী হয়েছে, তবে তোমরা আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। এরপর যখন সকলে সম্মুখীন হলো, তখন মুশরিকরা পরাজিত হলো। এমন কি মহিলারা নিচ থেকে উপরে উঠে গেল এবং তাদের পায়ের খাড়ু বের হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, গনীমতের মাল গনীমতের মাল। আবদুল্লাহ্ নিম্ন স্বরে বললেন, ওহে! তোমরা কি জান না? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের নিকট থেকে কি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল। কিন্তু তারা গনীমতের মাল পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের অবস্থা পাল্টিয়ে দিলেন এবং মুসলমানদের এমন বিপর্যয় ঘটল যে তাদের মধ্য হতে সত্তর জন শহীদ হন।

৮০০৬. বারা (র.) থেকে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৮০০৭. হযরত ইবৃন আব্বাস (রা.) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আবূ সুফিয়ান শাওয়াল মাসের তিন তারিখের রাতে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ্ ( সা.)–ও উহুদ অভিমুখে বের হন এবং তার লোকদেরকে জানিয়ে দেন। এরপর সকলে সমবেত হন। তিনি যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন এবং মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দীকে তার সহকারী করেন। মুসআব ইবৃন উমায়র (রা.) নামক এক কুরায়শ ব্যক্তির হাতে পতাকা দেন এবং হামযা ইবৃন আবদুল মুত্তালিব (রা.) বর্মহীন সৈন্যদেরকে নিয়ে বের হন। আর হামযা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সম্মুখে রেখে অগ্রসর হন। মুশরিক বাহিনীর অশ্বরোহী সেনা খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ ইকরামা ইবৃন আবূ জাহিলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুবায়র (রা.)-কে পাঠান এবং তাকে বলে দেন– খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ মুকাবিলা করতে এসেছে, তুমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াও এবং একজনকে ঘোড়ায় চড়ার নির্দেশ দেন। বাকী সকলে একদিকে থাকেন। তারপর তিনি বলে





আমি তোমাদেরকে আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এ স্থান ত্যাগ করবে না। আবূ সুফিয়ান তাদের দেবতা লাত ও উয্যা নিয়ে সামনে আসে। যুবায়র (রা.)-কে আক্রমণ করতে বলার জন্য তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে পাঠান। অনুমতি পেয়ে যুবায়র (রা.) খালীদ ইবৃন ওয়ালিদ –এর উপর হামলা করে তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে পরাস্ত করে দেন। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন —

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ..... مَا تُحِبُّوْنَ

আর আল্লাহ্ পাক মু'মিনদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সাথে আছেন।

৮০০৮. মুহাম্মাদ ইবৃন উবায়দুল্লাহ্ যুহরী বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইবৃন ইয়াহ্য়া ইবৃন হিব্বান, আসিম ইবৃন উমর, এবং হুসায়ন ইবৃন আবদুর রহমান ইবৃন আমর প্রমুখ আমাদের কয়েকজন আলিম একত্র হয়ে এক জায়গায় বসে ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা উহুদের ঘটনাও আলোচনা করেন। সে আলোচনার মধ্যে পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের কথাও উথাপন করা হয়। তবে আরও যা বলেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ( সা.) উহুদ পাহাড়ের উপত্যকায় মাঠের এক পার্শ্বে গিয়ে অবতরণ করেন। উহুদ পাহাড় পিছে রেখে অবস্থান নেন এবং তিনি বলেন, তোমরা আমার নির্দেশ ব্যতীত যুদ্ধ আরম্ভ করবে না। কুরায়শগণ জুহরের সময় মাঠে বের হয়ে আসে। মুসলমানগণ যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ও অন্যান্য পশু চরছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি পশু চরার সুযোগ দিচ্ছেন, আমরা যুদ্ধ করব কি করে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে সারিতে দাঁড় করান, তাতে আমরা মাত্র সাত শত ছিলাম। অপরদিকে কুরায়শরাও সারিবদ্ধ হয়ে যায়। তারা সংখ্যায় তিন হাযার ছিল। তন্মধ্যে দু'শত ছিল অশ্বারোহী। তারা ডান দিকে খালিদ ইবৃন ওয়ালীদকে এবং বাম দিকে ইকরামা ইবৃন আবূ জাহিলকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবৃন জুবায়র (রা.)–কে তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তিনি সাদা কাপড়ের পতাকাবাহী ছিলেন এবং তীরন্দায ছিলেন পঞ্চাশ জন। তাদেরকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে মোতায়েন করেন এবং বলে দেন, আমাদের পেছন দিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ যেন না করতে পারে, সে দিকে সদা সতর্ক থাকবে এবং তাঁকে অটল থাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারপর যখন সকলে সামনা–সামনি নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু করল, যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন আবূ দুজানা ভিতরে ঢুকে আক্রমণাত্মক তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হামযা ইবৃন আবদুল মুত্তালিব(রা.) ও আলী ইবৃন আবূ তালিব (রা.) তুমুলভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য পাঠান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেন। ফলে তারা তলোয়ার দ্বারা তাদেরকে হত্যা করে খালী করে ফেলে নতুবা অবশ্যই যুদ্ধে তাদের পরাজয় ছিল।

৮০০৯. যুবায়র (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি হিন্দ বিন্ত উতবার অনুসারী এবং তার সাথীদেরকে দেখলাম তারা ছিল ব্যতিব্যস্ত ও পলায়নপর তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য। এ সময় সুড়ঙ্গ পথ

প্রহরায় রত তীরন্দায বাহিনী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য ছুটে গেল আর আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য স্থানটি উন্মুক্ত হয়ে গেল আমরা পুনঃ আক্রমণ করলাম। এসময় একজন চীৎকার দিয়ে বলল, মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। তাই আমরা থেমে গেলাম এবং অন্যান্যরাও থেমে গেল। তারপর আমরা সবার আগে সেনাপতির নিকট পৌঁছলাম।

**৮০১০.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা আমি তোমাদের জন্য পূর্ণ করেছি।

**৮০১১.** রবী' (র.) আল্লাহ্ পাকের বাণী لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ছিল উহুদের ঘটনার দিন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয় তোমরা জয়ী হবে। তোমরা তাদের গনীমতের মাল পেলেও তোমরা তা হতে কিছুই গ্রহণ করবে না যে পর্যন্ত তোমাদের কর্তব্য কাজ হতে অবসর না হবে, কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ লংঘন করল ও অবাধ্য হলো। তাঁর আদেশ অমান্য করে তারা গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তারা তা ভুলে গেল। তিনি তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা তার বিরোধিতা করল।

আল্লাহ্ পাকের বাণী – اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ (যখন তোমরা আলাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাস করতেছিলে।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণ! তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি তোমাদের জন্য উহুদের যুদ্ধে পূর্ণ করেছেন। تَحُسُّوْنَهُمْ শব্দের অর্থ تَقْتُلُوْنَهُمْ – অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। যখন কাউকে হত্যা করা হয়, তখন বলা হয়, حَسَّهٗ يَحُسُّهٗ حَسًّا

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮০১২.** আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ হতে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হত্যা করা।

**৮০১৩.** উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যখন তাদেরকে হত্যা করছিলে।

**৮০১৪.** মুজাহিদ হতে বণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে।

**৮০১৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যখন তাদেরকে হত্যা করছিলে।

**৮০১৬.** কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ অর্থ করেছেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

**৮০১৭.** রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, الحسن শব্দের অর্থ القتل অর্থাৎ হত্যা করা।





**৮০১৮.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, تَحُسُّوْنَهُمْ শব্দের অর্থ হলো تَقْتُلُوْنَهُمْ তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

**৮০১৯.** ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনিও تَحُسُّوْنَهُمْ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন القتل অর্থাৎ হত্যা।

**৮০২০.** হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, القتل অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে।

**৮০২১.** হযরত ইব্‌ন আব্বাস ( (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তাদেরকে যখন হত্যা করছিলে। باذنه অর্থ আমার হুকুম ও আমার আদেশ তোমাদের জন্য এবং আমার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে। যেমন ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন– আমার ক্ষমতায় তোমাদেরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কাফিরদের আক্রমণ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করা হয়েছে।

**৮০২২.** হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কর্তৃত্ব যখন তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল এবং তাদের হাত তোমাদের ব্যাপারে যখন গুটিয়ে আসছিল। حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ (যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর।)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এমন কি তোমরা যখন নিরাশ ও দুর্বল হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে এবং কর্তব্য কাজে বিবাদ করলে, অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে মত বিরোধ করলে, তোমাদের নবীর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করলে, তারপর তাঁর আদেশ লংঘন করলে এবং তিনি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করলে। অর্থাৎ তীরন্দায বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাদেরকে আদেশ করেছিলেন, তারা যেন তাদের কেন্দ্র এবং যাকে যেখানে স্থাপন করেছেন, সেখানে যেন অটল থাকে। যেমন, উহুদ পাহাড়ের গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর খালিদ ও তার সঙ্গীদের মুকাবিলায় মোতায়েন করেছিলেন, যাতে শত্রুপক্ষের তারা পাহাড়ের পেছন দিক হতে আক্রমণ না করতে পারে। সে জন্য তীরন্দায বাহিনীকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছিল।

مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ –যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখাবার পর। অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে অবস্থার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসিগণ! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার পর এবং বিজয় দেখানোর পর তোমাদের যে বিপর্যয় হলো, তীরন্দায বাহিনীকে রাসূলুল্লাহ্ যেখানে অনড় অবস্থায় থাকার জন্য মোতায়েন করেছিলেন, সে স্থান ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যে তোমাদের বিজয় ছিল। যা তিনি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ পরিস্থিতির উপর পূর্বেও কিছু লোকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাদের কোন বর্ণনা এ বিষয়ের উপর উল্লেখ করা হয়নি, তাদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮০২৩.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ –এর অর্থ হলো اختلفتم فى الامر অর্থাৎ তোমরা নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে। وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ আল্লাহ্‌র নবী (সা.) তীরন্দায বাহিনী হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তা লংঘন করেছে এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে আদেশ করেছিলেন, তার বিরোধিতা করেছে। সুতরাং তারা যা পাওয়ার আকাংক্ষা করে আসছে তাদেরকে তা দেখিয়ে দেয়ার পর তাদের শত্রুরা প্রত্যাবর্তন করে তাদের উপর হামলা চালায়।

**৮০২৪.** হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু সংখ্যক লোককে উহুদের যুদ্ধের দিন পেছনের দিকে মনোনীত করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা এখানেই থাকবে। আমাদের দিকে যে অগ্রসর হবে তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেবে। আমরা বিজয়ী না হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে থাকবে। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ জয়ী হলেন, তখন পেছনে যাদেরকে প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে মোতায়েন রাখা হয়েছিল, তারা মতভেদ করে বসল। যখন তারা দেখতে পেলেন যে, মহিলারা পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে এবং গনীমতের মাল পড়ে আছে, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে। এক দল বলল, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর নিকট চলে যাও। তারপর গনীমতের মাল আহরণ কর। দ্বিতীয় এক দল বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম –এর আদেশ মেনে চলব। আমরা আমাদের জায়গায় অনড় থাকব। যারা উক্ত দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কথাই উক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাকের বাণী مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا এখানে الدنيا শব্দের অর্থ الغنيمة অর্থাৎ তোমাদের কিছু লোক গনীমতের মাল চেয়েছিল। وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ যারা বলেছে আমরা রাসূলুল্লাহ্(সা.)–কেই মেনে চলব, আমরা আমাদের জায়গায় অটল থাকব। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নিকট গিয়ে পৌঁছে। যখন তাদের মধ্যে মতভেদ চলছিল, তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা বিরাজ করছিল। আল্লাহ্ বলেন, وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ যা তোমরা ভালবাসা (বিজয় ও গনীমতের মাল), তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।

**৮০২৫.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِذَا فَشِلْتُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শত্রুপক্ষ দেখে সাহস হারালে تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَرْضِ এর অর্থ اختلفتم অর্থাৎ নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে। وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যা ভালবাস (বিজয় ও গনীমতের মাল) তা তোমাদেরকে দেখাবার পরে তোমরা অবাধ্য হলে। আর তা হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের দিন। তারা নবী করীম (সা.)–এর নির্দেশ লংঘন করেছে এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের প্রতি যে অঙ্গীকার ছিল তারা তা ভুলে গিয়েছিল এবং তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা অমান্য করে বিরোধিতা করেছে। এ কারণেই তারা যে বিজয়ের কামনা করেছিল তাদেরকে সে বিজয় দেখিয়ে দেয়ার পর তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে তিনি জয়ী করেন।





**৮০২৬.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, الفشل-এর অর্থ الجبن অর্থাৎ সাহস হারিয়ে ফেলা।

**৮০২৭.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ অর্থ বিজয়।

**৮০২৮.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَشِلْتُمْ–এর অর্থ, তোমরা সাহস হারালে। تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ –এর অর্থ اختلفتم فى امرى অর্থাৎ তোমরা আমার নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ করেছিলে। عَصَيْتُمْ –এর অর্থ– তোমরা তোমাদের নবীর আদেশ অমান্য করেছ। مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ –এর অর্থ নিশ্চিত বিজয় যাতে কোন সন্দেহ ছিল না, তবে পরাজয়ের বা বিপর্যয়ের কারণ শত্রু পক্ষের মহিলা ও তাদের মালামালসমূহ।

**৮০২৯.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ এখানে مَا تُحِبُّوْنَ শব্দ দ্বারা বিজয় বুঝান হয়েছে।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ –তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল, অর্থাৎ উহুদ পাহাড়ের গিরিপথে মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী আসার পথে থাকে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মোতায়েন করেছিলেন, তারা তাদের সে স্থান ত্যাগ করে দুনিয়ার মোহে পড়েছিল এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলে গিয়েছিল। এ সময় তারা মুশরিকদের পরাজয় দেখেছিল وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ তীরন্দায বাহিনীর মধ্য হতে একদল, যারা নিজ নিজ জায়গায় অটলভাবে মোতায়েন ছিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে অটলভাবে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এবং তাদের এ কাজে মাহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে বিনিময় বা পুরস্কার ও পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর নির্দেশ মেনে নিয়েছিল।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৮০৩০.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ যারা গনীমতের মালের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছে, তারাই হলো দুনিয়াদার আর যারা অটল অবস্থায় স্বীয় জায়গায় রয়েছে এবং বলেছে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর আদেশের বিপরীত কিছু করব না, তারা হলো পরকালের আশাবাদী।

**৮০৩১.** হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে ও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**৮০৩২.** ইমাম দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র নবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে একটি দলকে মনোনীত করেন–তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গায় অটল থাকবে এবং তাদেরকে আরও বললেন, তাদেরকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন নিজ স্থান ত্যাগ না করে। কিন্তু নবী করীম (সা.) যখন

আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করে দিলেন, তখন তীরন্দায বাহিনীও দেখতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে পরাস্ত করে দিয়েছেন। তা দেখে তাঁদের মধ্য হতে কিছু লোক "গনীমতের মাল, এ মাল যেন তোমাদের হাতছাড়া না হয়" বলতে বলতে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাদের কয়েক জন নিজ নিজ জায়গায় অনড় রয়ে গেলেন এবং বললেন, যে পর্যন্ত আমাদের নবী (সা.) আদেশ না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আমাদের স্থান ত্যাগ করব না। তাদের এঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াতাংশ নাযিল হয়। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) এঘটনার পর বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিনের পূর্বে আমার জানা ছিল না যে, নবী (সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোক আছে, যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি তার লোভ–লালসা আছে।

**৮০৩৩.** হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়, তখন তীরন্দাযগণের মধ্যে অনেকেই বললেন, তোমরা লোকজনের এবং নবী (সা.)–এর নিকট যাও, আর বল, তারা যেন তোমাদের আগে গনীমতের মাল আহরণ না করে। যাতে অংশের মধ্যে কম–বেশী না হয়। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বললেন, আমরা নবী (সা.)-এর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যে যেখানে আছি স্থান ত্যাগ করব না। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ আয়াতাংশ নাযিল করেন। এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন জুরাইজ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেছেন, যে আমরা সে দিন পর্যন্ত জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বিষয়বস্তু কামনা করে।

**৮০৩৪.** হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এমন লোক, যারা গনীমতের মাল সংগ্রহ করে এবং وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ তারা এমন লোক, যাদের পিছে কাফিররা ধাওয়া করে এবং হত্যা করে।

**৮০৩৫.** হুসায়ন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের দিন مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমি জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা দুনিয়া কামনা করে।

**৮০৩৬.** ইমাম সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এক নেককার বান্দা হতে বর্ণনা করেছেন, সে বলেছে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি সে দিন পর্যন্ত কোন সময় ধারণা করিনি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সাহাবিগণের মধ্যে কেউ দুনিয়ার প্রতি লোভ–লালসা করতে পারেন। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা যা ইরশাদ করেছেন সে পর্যন্ত।

**৮০৩৭.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, যখন তিনি দেখলেন যে, তারা গনীমতের মাল আহরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত কোন সময় ধারণা করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সাহাবিগণের মধ্য হতে কারো অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ থাকতে পারে।





**৮০৩৮.** হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, সে দিন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সাহাবিগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যে লোক দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আকাংক্ষিত।

**৮০৩৯.** ইব্‌ন ইস্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা এমন লোক, যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গনীমতের মাল লাভের কামনা করে এবং যে আনুগত্যের উপর পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে আর যে আনুগত্যের প্রতি আদিষ্ট তা ছেড়ে দেয়। وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ হচ্ছেন তারা, যারা পারলৌকিক পুরস্কার কামনা করেন, অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে পারলৌকিক পুরস্কার লাভের আশায় দুনিয়ার ব্যাপারে যে কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে, তার বিরোধিতা পরিহার করেন, নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকেন।

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ( তারপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের থেকে যা কামনা করেছ এবং তাদের পরাস্ত করার যে খেয়াল তোমাদের অন্তরে ছিল এবং তোমরা তাদের উপর জয়ী হওয়ার ছিলে, তা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেওয়ার পর বাস্তবে তা তোমরা লাভ করা হতে বঞ্চিত হয়েছ এবং আমার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা, তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতা করা আর পরকালের উপর ইহকালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তোমরা যা করেছ, সে সব কারণে তোমাদেরকে তার শাস্তি স্বরূপ তাদের সাথে তোমাদের পরিস্থিতিকে তিনি পাল্টিয়ে দিয়েছেন لِيَبْتَلِيَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, যাতে তোমাদের মধ্য হতে যারা কপট বিশ্বাসী, আর প্রকৃত বিশ্বাসী উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ হয়ে যায়।

**৮০৪০.** ইমাম সুদ্দী (র .) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ পুনরায় আক্রমণের জন্য যে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সে কথাটাই আল্লাহ্ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন। তোমাদের উপর হতে তিনি তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন।

**৮০৪১.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ পুনরায় তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে এ দলটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে বদরের যুদ্ধে যত সংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল মুসলমানদের তত লোক শহীদ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর চাচাও শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সম্মুখের দন্ত পাটির চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায়, তিনি মুখমন্ডলে আঘাত পান। তিনি তাঁর মুখমন্ডল হতে রক্ত মুছতে থাকেন আর বলেন–এ জাতি কিভাবে সাফল্য লাভ করবে, যে জাতি তাদের নবীর সাথে এমন আচরণ করে। যে নবী তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের প্রতি আহবান করেন। ঐ মুহূর্তে لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ নাযিল হয়। (সূরা আলে-ইমরান, ১২৮) তারপর যখন তারা বলল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ হতে وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

৮০৪২. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ আয়াতাংশ পাঠ করে বলেন, তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন এবং যা হয়েছে তা তোমাদের কিছু গুনাহ্‌র কারণে হয়েছে।

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ –অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ (নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা! এবং তোমাদের যাকে যেখানে অটল ভাবে মোতায়েন থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সে নির্দেশ অমান্যকারীরা। তোমরা যে অপরাধ করেছ, সে অপরাধের শাস্তি তিনি ক্ষমা করেছেন যে গুনাহ্ বা অপরাধের কারণে তোমাদেরকে শত্রুদের কাছে পরাস্ত করেছেন, তা তার চেয়েও অনেক বড় গুনাহ্ ছিল, কারণ তিনি তোমাদের পুরা দলের মূলোৎপাটন করেন নি। যেমন,

৮০৪৩. মুবারক (র.) বলেন, হাসান (র.) নিজের এক হাত দিয়ে অপর হাতের উপর থাপ্পড় মেরে বলেছেন, তিনি (মহান আল্লাহ্) কিভাবে তাদেরকে ক্ষমা করলেন! অথচ তাদের কারণে সত্তর জন শহীদ হলেন। আর রাসূলের চাচাও শহীদ হলেন এবং তাঁর সম্মুখের চারটি মুবারক দাঁত ভেঙ্গে গেল। তিনি মুখমন্ডলে আঘাত পেলেন। হাসান (র.) আরও বললেন, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যখন আমাকে অমান্য করেছ, তখন আমি তোমাদেরকে ধ্বংস না করে বরং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মুবারক বলেন, হাসান (র.) তারপর বলেছেন, সে সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র পথে ছিলেন, আল্লাহ্‌র দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতেন। তবে তাদেরকে যে একটি কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তিনি আদেশ করেছেন তারা সে কাজ করেছেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি! যদিও তারা সে নির্দেশ মানে নি কিন্তু তাঁরা সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছেন এবং তাঁরা অনুতপ্ত ও বিষণ্ন। পাপী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার সুযোগ হয়েছে, প্রকৃত পাপী সব রকমের গুনাহ্‌র কাজে সাহসী, যে কোন জটিল কাজেও পদক্ষেপ নেয়, দাম্ভিকতার পোশাক ধারণ করে এবং বেপরোয়া মনোভাবের হয়ে যায়।

৮০৪৪. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করেন নি।

৮০৪৫. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তিনি গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তোমরা তোমাদের নবীর সাথে যে অপরাধ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে যে ধ্বংস করেন নি বরং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন আমি তোমাদের উপর পুনরায় অনুগ্রহ করেছি।

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল সে সব লোকদের প্রতি, যারা তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী এবং তাঁর রাসূলের উপর





বিশ্বাসী। যে সব গুনাহের জন্য তারা অবধারিত শাস্তির যোগ্য, আল্লাহ্ পাক তাদের সে সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। যদিও কোন গুনাহের জন্য শাস্তি দেন, তবুও তা তাদের প্রতি অনুগ্রহ, যেহেতু তারপরও তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বহু নিয়ামত রয়েছে। যেমন ঃ

৮০৪৬. ইব্ন ইসহাক (র.) وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে মু'মিনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, কোন কোন গুনাহ্‌র জন্য তাড়াতাড়ি দুনিয়াতেই শাস্তি দেন। আর এ শাস্তি শিক্ষা গ্রহণের জন্য দিয়ে থাকেন ও মারাত্মক গুনাহের জন্য। ধ্বংস করে দেন না। অন্যায় অপরাধের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা রহমত স্বরূপ দেয়া হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে ঈমান থাকায় তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হয়।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٥٣) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

**১৫৩. "স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন তোমরা উর্ধ্বমুখে ছুটছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদেরকে বিপদের পর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ, অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখবোধ না কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত আছেন।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন,

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে রণভূমি থেকে ছুটে ছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি না তাকিয়ে পলায়ন করে তোমরা যে গুনাহ্ করেছ, তখন তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক সমূলে ধ্বংস করেন নি, বরং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছেন।

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ اذ تصعدون পঠন পদ্ধতিতে স্বরচিহ্ন ব্যবহারে একাধিক মত পেশ করেছেন, হাসান বসরী ব্যতীত হিজায, ইরাক ও শাম দেশের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ تصعدون শব্দের تاء (তা) বর্ণে 'পেশ' এবং ع বর্ণে ' যের' দিয়ে পাঠ করেছেন এবং এটি আমাদেরও পঠনরীতি। কেননা, এ রীতিই সর্বসম্মতিক্রমে জোরদার। এর বিপরীত পঠনরীতিকে তারা পসন্দ করেননি।

৮০৪৭. হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি تاء ও ع উভয় বর্ণের উপর 'যবর' দিয়ে পাঠ করতেন। تصعدون শব্দে যারা تاء কে পেশ দিয়ে এবং ع–কে যের দিয়ে পাঠ করেছেন, তারা অর্থের দিকে লক্ষ্য করে পাঠ করেছেন। তাঁরা শত্রুদের নিকট পরাজিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করেছিলেন। যেমন উবায় –এর পঠনরীতিতেও ওয়াদী শব্দটি উল্লেখ রয়েছে– اذ تصعدون فى الوادى –।

৮০৪৮. হারূন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমান্তরাল ভূমি, মাঠ এবং গিরিপথে যে পলায়ন করা হয়, তা হলো صعود–اصعاد নয়। তবে পাহাড় পর্বত ও টিলা অর্থাৎ উঁচু স্থান দিয়ে যদি পলায়ন করা হয়, তবে তাকে আরবীতে صعود বলা হয় এবং সে হিসাবে উক্ত শব্দ ব্যবহার হয়। কারণ صعود অর্থ কোন কিছুর উপর উঠা, চড়া, আরোহণ করা। তারা আরো বলেন, সমান্তরাল ভূমিতে চলা বা অবতরণ করা হলো আরবীতে اصعاد–এর অর্থ বের হওয়া। যেমন কেউ কেউ বলেছেন اصعدنا من الكوفة الى خراسان অর্থাৎ আমরা কূফা হতে খুরাসান সফরে বের হয়েছি। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন যে, যখন মুসলমানগণ তাঁদের শত্রুর নিকট পরাজিত হলেন, তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের থেকে পলায়ন করেছিলেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮০৪৯. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এবং তোমরা পেছনে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। অর্থাৎ উহুদের দিন সে মুহূর্তে তারা পলায়নপর হয়ে রণভূমিতে অবতরণ করেছিল। নবী করীম (সা.) তাদেরকে তাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। তিনি ডেকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আমার নিকট এসো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ। তোমরা আমার নিকট এসো।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিন্তু হাসান বসরী (র.) তাঁর অভিমতের উপর প্রমাণ সাপেক্ষে বলেন, যখন মুসলমানগণ মুশরিকদের নিকট পরাজিত হলেন, তখন তারা পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। হাসান বসরী (র.)–এর অভিমতের উপর কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার একমত।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮০৫০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের রণক্ষেত্রে যখন মুশরিকগণ মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে, তখন তাদের কেউ কেউ মদীনায় চলে যায়। আর কেউ কেউ পাহাড়ের উপরে উঠে অবস্থান করে। এ দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে "হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার নিকট এসো, আমার নিকট এসো" বলে ডাকতে থাকেন। তারা পাহাড়ের উপর উঠেছে বলে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–ও তাদেরকে বিশেষভাবে ডেকেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰىكُمْ –।

৮০৫১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে পৃথক হয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে তিনি পেছন থেকে তাদেরকে ডাকতে থাকেন।

৮০৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছে।

৮০৫৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তারা পালিয়ে যাবার জন্য পাহাড়ে উঠেছে।

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন– আমরা উল্লেখ করেছি যে, উভয় পঠন পদ্ধতির মধ্যে تاء –কে পেশ দিয়ে এবং ع –কে যের দিয়ে পাঠ করা উত্তম সুতরাং যারা এর ব্যাখ্যায় পাহাড়ে উঠা বা আরোহণ





করা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদের চেয়ে যারা ভূমিতে অবতরণ বা চলাফেরা অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা উত্তম।

وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ (এবং তোমরা পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করোনি)–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– তোমরা পেছনের দিকে তোমাদের কারো প্রতি তাকাও না এবং তোমরা পরস্পর কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য কর না

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰىكُمْ–এবং রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পেছন থেকে ডাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে রাসূলে বিশ্বাসী সাহাবিগণ! তোমাদের পেছন হতে রাসূল তোমাদেরকে ডাকছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পেছন হতে হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার নিকট এসো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! আমার নিকট এসো বলে ডাকছেন।

৮০৫৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের পেছন দিক হতে আহবান করছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে ফিরে এসো। তোমরা আমার দিকে ফিরে এসো।

৮০৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী করীম (সা.) তাদেরকে আহবান করছিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার নিকট ফিরে এসো।

৮০৫৬. সুদ্দী (র.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৮০৫৭. ইব্‌ন ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ পাক নবী (সা.)–এর আহবান সত্ত্বেও তাদের পলায়নের বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে বলছেন যে, তারা মহানবীর আহবানের প্রতি মনোযোগ দেয়নি।

৮০৫৮. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তা ছিল উহুদের দিন যখন মুসলিম যোদ্ধারা নবী (সা.)–এর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ – এরপর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কষ্টে করে পর কষ্ট দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য যেন দুঃখবোধ না কর। তোমরা যা কর,আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত আছেন।'

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের নবী হতে পলায়ন করার কারণে, তোমাদের শত্রুর সাথে মুকাবিলায় হতাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করার কারণে তোমাদের উপর কষ্টের উপর কষ্ট নেমে এসেছে। সে কষ্ট হলো শাস্তি। আর শাস্তি হলো শত্রুকে তাদের উপর জয়ী করে দেয়া। যাতে তারা এর পরিবর্তে যা পেয়েছে তাতে তারা পুন্যই লাভ করেছে। কেননা, তা ছিল তাদের কর্মফল যাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বিনিময় প্রদান কর্তা প্রত্যেক কাজের বিনিময় প্রদান করেন। তাই সে কাজ ভাল হোক বা মন্দ হোক। অথবা

বিনিময় এরূপও হতে পারে যেমন, পায়ের পরিবর্তে পা, অথবা হাতের পরিবর্তে হাত। আল্লাহ্ পাকের বাণী ثُوَابٌ অর্থ বিনিময়। তা সম্মানজনকও হতে পারে আবার শাস্তিমূলকও হতে পারে। যেমন, কবির কথা

اَخَافُ زِيَادًا اَنْ يَكُوْنَ عَطَاؤُهُ * اَدَاهِمَ سُوْدًا اَوْ مُحَدْرَجَةً سُمْرًا

এখানে عَطَاءُ শব্দ বখশীশ বা দানকে শাস্তি হিসাবে গণ্য করেছে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছার বাইরে বা অপসন্দনীয় খারাপ কিছু করলে তখন বলে থাকে. لَاُجَازِيَنَّكَ عَلٰى فِعْلِكَ وَلَاُثِيْبَنَّكَ ثَوَابَكَ –আমি অবশ্যই তোমার কাজের বিনিময় প্রদান করব। আমি অবশ্যই তোমার পুরস্কার পৌঁছিয়ে দেব।

غَمًّا بِغَمٍّ অর্থ غَمًّا عَلٰى غَمٍّ যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে (طه ٧١) وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ (আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবই। তোমাকে কষ্টের উপর আবার যে কষ্ট দিয়েছেন তিনি অবশ্যই এর বিনিময় দান করবেন। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছেন غَمًّا بِغَمٍّ –এর অর্থও তদ্রূপ। কারণ, এর তাবার্থ এরূপ হতে পারে– তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক এক কষ্টের উপর আবার যে শোক দিয়েছেন, তার বিনিময় অবশ্যই আল্লাহ্ পাক দান করবেন। কষ্টের পর কষ্ট বা শোকের উপর শোক। এখানে প্রথম কষ্ট কি এবং দ্বিতীয় কষ্ট কি? এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম কষ্ট হলো রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিহত হওয়ার বিষয় নিয়ে মানুষ যে বলাবলি করেছে। দ্বিতীয় কষ্ট হলো উহুদের রণক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই নিহত ও আহত হওয়া।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮০৫৯.** হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা সে দিন বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিহত হয়েছেন। এটাই ছিল তাদের প্রথম কষ্ট। দ্বিতীয় কষ্ট হলো, সাহাবিগণের নিহত হওয়া ও আহত হওয়া। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের মধ্যে মোট সত্তর জন শহীদ হয়েছেন। তন্মধ্যে ছেষট্টি জন আনসারও চার জন মুহাজির ছিলেন। لِكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ (যাতে যেন তোমরা তোমাদের হস্তচ্যুত বিষয়ের জন্য দুঃখ না কর)। অর্থাৎ তিনি বলেন, হস্তচ্যুত বিষয় জনগণের গনীমতের মাল নিয়ে এবং তোমরা যে আহত ও নিহত হয়েছ এ বিষয় নিয়ে তোমরা কোন চিন্তা বা দুঃখ করবে না।

**৮০৬০.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহা বিপদের উপর বিপদ। প্রথম বিপদ বা বিপর্যয় হলো, নবী করীম (সা.)–এর নিহত হওয়ার খবর। দ্বিতীয় বিপদ হলো– কাফিরদের ফিরে এসে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করা। যাতে তাদের মধ্য হতে সত্তর জন নিহত হন, যে কারণে তাঁরা নবী করীম (সা.) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁরা পাহাড়ের উপর দিকে ছুটে যেতে থাকেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে তাঁদের পেছন দিক থেকে ডাকতে থাকেন।

**৮০৬১.** হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অপর সনদেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।





অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তাদের প্রথম শোক ছিল– তাদের মধ্য হতে যাঁরা নিহত ও আহত হয়েছিলেন, সে আহত ও নিহত হওয়ার শোক দ্বিতীয় শোক ছিল– রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিহত হওয়ার খবর ঘোষণাকারীর আওয়াযে তারা শুনতে পেয়ে শোকার্ত হয়ে পড়েছিলেন।

**যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ**

**৮০৬২.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি غَمًّا بِغَمٍّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম শোক হলো– আহত ও নিহত হওয়া, দ্বিতীয় শোক হলো নবী করীম (সা.)–এর নিহত হওয়ার সংবাদ। এ খবর শুনে তারা আহত–নিহতের কথা এবং তারা যে গনীমতের মালের আশা করেছিলেন। তা ভুলে গিয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেই ইরশাদ করেছেনঃ لِكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ ( যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে এবং তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে যাতে তোমরা তার উপর দুঃখ না কর।)

**৮০৬৩.** রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম শোক আহত ও নিহত হওয়ার সংবাদ। দ্বিতীয় শোকছিল যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিহত হওয়ার খবর শুনেছিলেন। দ্বিতীয় শোক আহত ও নিহত হওয়ার এবং তারা গনীমতের মালের যে আশা করছিল তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোককে ভুলিয়ে দিয়েছিল। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যাতে তোমাদের যা হস্তচ্যুত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছে তাতে তোমরা দুঃখ না কর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, প্রথম কষ্ট বিজয় ও গনীমতের মাল হতে তাদের বঞ্চিত হওয়া দ্বিতীয় কষ্ট হলো–পাহাড়ের গিরিপথে পেছন দিক থেকে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের হঠাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করা। মুসলমানগণের উপর আক্রমণ করায় যে বিপর্যয় ঘটেছে এবং মুসলমানগণের অনেকে যে পালায়ন করেছে এ সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, যখন মুসলমানগণের উপর বিপর্যয় ঘটল এবং মুসলমানগণ পলায়ন করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান এসে মুসলমানগণের উপর আক্রমণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধের মাঠে ছিলেন। তারা পরাজয়ের মুহূর্তে পেছনের দিকে হটে যাচ্ছিল। তাঁরা আবূ সুফিয়ানের পুনঃ আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আবূ সুফিয়ান তার দলবল সহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে।

**এ বিষয়ে হাদীসে যা উল্লেখ হয়েছে ঃ**

**৮০৬৪.** হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে ডাকার জন্য এগিয়ে যান। ডাকতে ডাকতে তিনি পাহাড়ে অবস্থানকারিগণের নিকট পৌঁছে যান। তারপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে দেখতে পেলেন, তখন তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে তীর নিক্ষেপ করার জন্য তার ধনুকে তীর রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা দেখেই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্! (আল্লাহ্র রাসূল) এ অবস্থায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জীবিত পেয়ে খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতিরক্ষায় যারা থাকবে, তাঁদের মধ্যে নিজেকে দেখে তিনিও খুশী হন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মাঝখানে রেখে সকলে এক জায়গায় সমবেত

হলেন। তারপর তারা বিজয়ের কথা, হস্তচ্যুত বিষয়ের কথা এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের কথা আলোচনা করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এমন সময় আবূ সুফিয়ান আক্রমণ করার জন্য তাঁদের দিকে অগ্রসর হয়। আবূ সুফিয়ানকে তাঁরা দেখতে পেয়ে নিহতদের সম্পর্কে যে আলোচনা করছিলেন তা তাঁরা বন্ধ করে দেন। কারণ, তাঁরা আবূ সুফিয়ানের লক্ষ্যস্থল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। হে আল্লাহ্ ! এ দলটিকেও যদি তুমি মেরে ফেল, তবে আমরা কি তোমার ইবাদত করব না। তারপর তিনি সাহাবিগণকে ডাকলেন। তাঁরা এসে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে নীচে নামিয়ে দেন। তখন আবূ সুফিয়ান উচ্চ আওয়াযে বলল, আজ হানযালার পরিবর্তে হানযালার দিন। হোবলের বিজয়ের দিন এবং বদরের বদলে বদর। এ দিনেই তারা হানযালা ইবনুর রাহেবকে হত্যা করেছিল। তিনি অপবিত্র ছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করায়েছিলেন। হানযালা ইবন আবূ সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আবূ সুফিয়ান সে সময় বলল, আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমরকে বললেন, তুমি বল, আমাদের মাওলা আছে তোমাদের তো মাওলা নেই। তখন আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছেন? সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ আছেন। সে বলল, তোমাদের সে তো এক বড় বিপদ স্বরূপ ছিল। যাক, আমি তার সম্পর্কে কিছু বলিনা, নিষেধও করি না। এবং খুশীও না, নারাযও না। তারপর আল্লাহ্ পাক তাদের উপর আবূ সুফিয়ানের আক্রমণের উল্লেখ করে ইরশাদ করেনঃ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ "ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদে ফেলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য দুঃখিত না হও।" গনীমতের মাল ও বিজয় হস্তচ্যুত হওয়া প্রথম কষ্ট এবং দ্বিতীয় কষ্ট হলো তাঁদের উপর শত্রুদের আক্রমণ। যখন তাঁরা গনীমতের মাল হস্তচ্যুত হওয়ার এবং নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে দুঃখ করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান পেছন দিক থেকে ঝাপটা মেরে আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে তাঁরা সে দুঃখ ও শোকের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

**৮০৬৫.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, আমাদের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে হতে তাঁরা উহুদ সম্পর্কে হাদীসের আলোচনা করেন এবং তাঁরা বলেন, সেদিন মুসলমানগণ যে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে বিপর্যয়ের কারণে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এক ভাগ নিহত, দ্বিতীয় ভাগ আহত এবং তৃতীয় ভাগ পরাজিত। যুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কি ঘটবে তা কেউ জানত না। শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে পাথর মারতে শুরু করে। যে পাথর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দেহের এক পার্শ্বে ও এক অঙ্গে লাগে। পাথরের আঘাত তাঁর সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে এবং মুখমন্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং ঠোঁট ফেটে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি উতবা ইবন শায়বাহ ও আবূ ওয়াক্কাস এ ঘটনা করেছিল। পতাকাধারী মাস'আব ইবন উমায়র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্নিকটে থেকে শত্রুর মুকাবিলা করে শহীদ হয়ে যান। ইবন কুমাইয়া লায়ছী তাঁর উপর আঘাত করেছিল। সে মনে করেছিল এ লোকই রাসূলুল্লাহ্ (সা.), তাই সে কুরায়শদের কাছে গিয়ে ঘোষণা করে দেয় "আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি।"





**৮০৬৬.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, পরাজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রথমে কে শনাক্ত করে ছিলেন? অথচ মানুষেরা বলছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। যেমন, ইবন শিহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনী সালেমার মিত্র কা'ব ইবন মালিক (রা.) বলেন, মিগফার বৃক্ষের নীচে নবী করীম (সা.)-এর উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় দেখে আমি চিনতে পেরেছি। তাঁকে দেখেই আমি উচ্চস্বরে বললাম, হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা সুসংবাদ শুনো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এখানে আছেন, আমি চুপ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ইশারা করলেন। যখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনতে পারলেন, তখন সকলে তাঁর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের গিরিপথের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর সাথে তখন আলী ইবন আবী তালিব, আবূ বকর ইবন কুহাফা; উমর ইবনুল খাত্তাব, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ্, যুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং হারিছ ইবন সিমাত প্রমুখ মুসলমানদের দলে ছিলেন। পাহাড় থেকে যখন উচ্চস্বর বিশিষ্ট কুরায়শদের এক লোক গর্জন করে হাঁক দিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র দরবারে আরয করে বললেন, হে আল্লাহ্! তারা যেন আমাদের উপর চড়াও না হয়। এরপর উমর (রা.) এবং তাঁর সাথে কয়েকজন আনসারের একটি দল মিলে আক্রমণ করে তাদেরকে পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন খালি শরীরে ছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে যখন একটি বড় পাথরের উপর ওঠার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু উপরে ওঠার শক্তি পান নি, তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ্ নীচে বসে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার উপর দিয়ে উঠে যান। তারপর আবূ সুফিয়ান প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যত হয়। তখন সে পাহাড়ের উপর উঠে উচ্চরবে চীৎকার করে বলতে থাকে– তুমি পুরস্কার পেয়েছ তো এবং বলল, যুদ্ধ হলো আবর্তনশীল এক বদরের পর আরও বদর আছে। হোবল দেবতা মহান, যে তোমাদের দীনের উপর জয়ী হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমরকে বললেন, উঠ এবং তাকে জবাব দাও, বল, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আমাদের নিহতগণ জান্নাতে এবং তোমাদের নিহতগণ জাহান্নামে। উমর (রা.) যখন এ জবাব দেন, তখন আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলল, হে উমর! আমার নিকট এসো, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন, তার কাছে যাও এবং তার পরিস্থিতি দেখ। উমর (রা.) তার নিকট গেলেন। আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলল, আল্লাহ্র শপথ করে আমি তোমাকে বলছি, হে উমর! মুহাম্মাদকে কি আমরা নিহত করেছি? হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ্র কসম! না তিনি তো এখন তোমার কথা শুনছেন। আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলল, তুমি আমার নিকট ইবন কামিইয়া হতে অনেক বেশী সত্যবাদী এবং ইবন কামিইয়ার দিকে ইশারা করে সে তাদের নিকট যা বলেছে তা বলে দিল। সে বলেছে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। তারপর আবূ সুফিয়ান এক চীৎকার দিয়ে বলল, সে তোমাদের দ্বারা বিকলাঙ্গ হয়েছিল। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি খুশীও নই, অখুশীও নই এবং নিষেধও করিনি আর আদেশও করিনি।

**৮০৬৭.** ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, غَمًّا بِغَمٍّ -এর অর্থ কষ্টের পরে কষ্ট। তোমাদের ভাইদের নিহত হওয়া, তোমাদের উপর তোমাদের শত্রুর বিজয় এবং যে ব্যক্তি তোমাদের নবী নিহত হওয়ার কথা

বলেছে, তার সে কথায় তোমাদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে তোমাদের উপর পর পর যে বিষাদের পর বিষাদ নেমে এসেছে, তা এ জন্য যাতে তোমরা স্বচক্ষে তোমাদের শত্রুর উপর তোমাদের বিজয় দেখার পর তোমাদের যে কাংক্ষিত বস্তু হস্তচ্যুত হয়েছে এবং তোমাদের নিহত হওয়ায় তোমাদের বেদনাদায়ক বিপর্যয় ঘটেছে তা যেন প্রশমিত হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ –আল্লাহ্ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাদের মধ্যে বিপদের যে দুঃখ বেদনা এবং অন্তরের শোক ও দুঃখ আল্লাহ্ পাক দূর করে দিয়েছেন। তাদের নবী নিহত হয়েছেন বলে শয়তানের যে মিথ্যা প্রচারণা ছিল মহান আল্লাহ্ তার জবাব দান করেছেন। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে তাদের পেছনে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেল তাতে তারা মুসলমানদের প্রতি হেয় প্রতিপন্ন হয়ে গেল, মুসলমানদের উপর তারা যে বিজয় লাভ করেছে তারও গুরুত্ব কমে গেল। তাদের উপর যে বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা–ও সহজ হয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ যখন তাদের নবী নিহত হওয়ার খবর মিথ্যায় পর্যবসিত করলেন, তখন মুসলমানদের সব রকমের দুঃখ-বেদনা ও শোক-তাপ প্রশমিত হলো।

**৮০৬৮.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের সঙ্গীগণ নিহত হওয়ায় তারা দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। তারপর তাঁরা যখন পাহাড়ের গিরিপথে গিয়ে সারিবদ্ধ হলেন, তখন আবূ সুফিয়ান এবং তার সাথীরা গিরিপথের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এ সময় মুসলমানগণ ভেবেছিলেন যে, নিশ্চয় তারা তাদের আক্রমণ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এটাও তখন তাদের চিন্তার ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তাদের মধ্যে আগের যে দুঃখ ও শোক ছিল তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। বা তারা নতুন বিপদ আসন্ন দেখতে পাওয়ায় পূর্বের শোক ও দুঃখের কথা ভুলে গিয়েছিল। সম্ভবত এ নিরিখেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

ইব্ন জুরাইজ বলেন, عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, গনীমতের মাল থেকে যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার জন্য তোমরা দুঃখ না কর। আর তোমাদের জীবনের উপর যে বিপদ এসেছে এর জন্য তোমরা আক্ষেপ করনা।

**৮০৬৯.** উবায়দ ইব্ন উমায়র হতে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হরব এবং তার সাথীরা এসে গিরি–পথের নিকট অবস্থান নেয়। তারপর সে ডাক দিয়ে বলল, এ দলে ইব্ন আবী কাবাশাঃ আছে কি? সকলে নীরব থাকেন। তাই আবূ সুফিয়ান বলল, কা'বার শপথ! সে নিহত হয়েছে পুনরায় সে বলল, এ দলে আবূ কুহাফার পুত্র আছে কি? সকলেই নীরব থাকেন। সে আবার বল্ল, কা'বার শপথ! সে নিহত হয়েছে। তারপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, দলের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব আছে কি? কোন উত্তর না পেয়ে সে বলল, কা'বার রবের শপথ, সেও নিহত হয়েছে। তারপর আবূ সুফিয়ান বলতে লাগল বদরের বিনিময়ে আজ হোবল দেবতা জয়ী হলো এবং হান্‌যালার মুকাবিলায় হানযালা বিজয়ী হলো। এখন আর তোমরা তোমাদের দলের মধ্যে আমাদের জ্ঞানবান ব্যক্তি ও নেতাদের মতো লোক আর পাবে না। তারপর





রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমরকে বললেন, ঘোষণা কর, আল্লাহ্ই একমাত্র মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ এখানেই রয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আর এই যে রয়েছেন আবূ বকর (রা.) আর আমিও রয়েছি এখানে। দোযখবাসী ও জান্নাতবাসী কখনও এক বরাবর নয়। জান্নাতবাসীরাই কৃতকার্য। আমাদের যাঁরা শাহাদত বরণ করেছেন, তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর তোমাদের নিহতরা যাবে দোযখের অগ্নিকুন্ডে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ

**৮০৭০.** ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যখন তোমরা রণভূমিতে অবতরণ করছিলে এবং তোমরা পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না অথচ রাসূল (সা.) তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তারপর তারা প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্লাহ্র শপথ করে বলেন, আমরা তাদের মুকাবিলা করবই এবং তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করব। তারা আমাদের থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে বললেন, ছেড়ে দাও। তোমাদের এ পরাজয় হয়েছে আমার কথা অনুসরণ না করার কারণে। এমন সময় অন্যান্য সকলে তাদের নিকট এসে উপস্থিত হন। তারা শোক–তাপ ও দুঃখ–বেদনা ভুলে গিয়েছে। তারা বাহাদুরীর সাথে তাদের তলোয়ার ঘুরাতে থাকে, যখন তারা এখানে এসেছিল, তখন তাদের ছিল শুধু পরাজয়ের দুঃখ। এ অবস্থার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ইশারা করে তাদেরকে বলেন, এ অবস্থা আমি এ জন্যই করেছি যাতে নিহত হওয়ার কারণে এবং তোমাদের যা হস্তচ্যুত হয়েছে সে জন্য তোমরা দুঃখ না কর। এ জন্যই তিনি তোমাদেরকে কষ্টের পর কষ্ট দিয়েছেন। এ ঘটনা উহুদের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সব মত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সেই অভিমতটি উত্তম যে ব্যক্তি فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– হে, মু'মিনগণ! মুশরিকদের গনীমতের মাল হতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া আর তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্তি হতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বঞ্চিত করার শোক এবং তোমরা যা পেতে চেয়েছিলে তা তোমাদেরকে আমি দেখাবার পর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করায় এবং তোমরা তোমাদের নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করায় হতাহত হয়েছ। তা প্রথম কষ্ট। দ্বিতীয় কষ্ট হলো, তোমরা তোমাদের নবী নিহত হওয়ার যে খবর পেয়েছিলে, এরপর পুনরায় তোমাদের উপর তোমাদের শত্রুর আক্রমণ। এতে তোমরা মনে মনে ভাবছিলে তোমরা তাদের মধ্য হতে যদি হতে, তবে তো তোমাদের এ বিপর্যয় আসত না। এতে বোঝা যায় যে, আয়াতের এ ব্যাখ্যাটাই উত্তম, যা لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ আল্লাহ্ পাকের এ বাণীর প্রকাশ্যত বিপক্ষে। নিঃসন্দেহে তারা যা পাওয়ার (অর্থাৎ গনীমতের মাল লাভ করা) এবং মুশরিকদের উপর বিজয়ী হওয়ার যে আশাবাদী ছিল, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতি عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ দ্বারা বুঝা যায়। وَلَا مَا أَصَابَكُمْ তাদের যা হয়েছে বা তারা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। চাই নিজেদের দেহের মধ্যে হোক বা তাদের ভাইদের উপরে হোক। উপরোক্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় কষ্টের বিষয়টি এ দু'টির মধ্যে কোনটি নয়, বরং তৃতীয় একটি বিষয়। কারণ যারা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথী ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে সব মু'মিন বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে কষ্টের পর কষ্ট দিয়েছেন।

তাদের দ্বিতীয় কষ্টের যে কারণ তার জন্যে যেন দুঃখ বা শোক আর না করে যা হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বে তাদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে সেটিই হলো প্রথম কষ্টের কারণ। যেমন পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে ইরশাদ করেছেন لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ-এর ব্যাখ্যাও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন– তোমাদের যা হস্তচ্যুত হয়েছে, তজ্জন্য যেন তোমরা দুঃখ না কর। অর্থাৎ তোমাদের শত্রুর উপর বিজয় ও তাদের গনীমতের মাল লাভ করার জন্য তোমরা যে আশা আকাংক্ষা করছিলে, তা তোমরা লাভ করতে পারনি, সে জন্য তোমরা কোন দুঃখ ও অনুতাপ কর না এবং তোমাদের সঙ্গী ভাইদের মধ্য হতে যারা আহত হয়েছে ও নিহত হয়েছে তাতে তোমাদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে তাতে যেন তোমরা কোন দুঃখ না কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ যে ভাবে তাঁদের অভিমতসমূহ প্রকাশ করেছেন আমরা সে ভাবেই তা উপস্থাপন করলাম।

**৮০৭১.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করার প্রত্যাশায় ছিলে তা হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ায় তোমরা তার জন্য এবং তোমরা বিজয়ী হতে না পারায় তোমাদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে সে জন্য তোমরা কোন প্রকার শোক কর না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–এর ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কিছু কর যেমন– তোমাদের শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মাঠে অবতরণ, তাদের নিকট তোমাদের পরাজয়, তোমরা তোমাদের নবীকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর সে জন্য তোমাদেরকে তোমাদের পেছন থেকে তাঁর ডাকা এবং তোমাদের শত্রুপক্ষের যা তোমরা পাওয়ার আশা করেছিলে তা হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার উপর তোমাদের দুঃখ করা, আর তোমাদের অন্য যে সব দুঃখ–বেদনা তোমাদের অন্তরে আছে আল্লাহ্ বিশেষভাবে এসব কিছু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছেন। তিনি তোমাদের এ সব কিছুরই বিনিময় দান করবেন।

(١٥٤) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۭ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۭ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

**১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর এক দল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে**





**নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে। যা তোমার নিকট তারা প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বল, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।**

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদেরকে এক শোক দেয়ার পর আবার তোমাদেরকে যে শোকাভূত করেছেন, সে শোকের পর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ শান্তি নাযিল করেছেন, সে শান্তি একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের উপর তিনি নাযিল করেছিলেন। যারা মুনাফিক ও সন্দেহ পোষণকারী তাদের উপর নাযিল করা হয়নি। এরপর আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের উপর যে শান্তি নাযিল করেছেন তা কি ধরনের শান্তি– তা হচ্ছে তন্দ্রা স্বরূপ। نعاسا তন্দ্রা শব্দটি امنة থেকে بدل (বদল) হওয়ায় যবর বিশিষ্ট হয়েছে। কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ يَغْشٰى طَائِفَةً এর يغشى ক্রিয়াপদটি কি يغشى হবে, না تغشى হবে এ নিয়ে একাধিক মত পেশ করেছেন। হিজায, মদীনা, বসরা ও কূফার কিছু সংখ্যক কারী বলেছেন। يَغْشٰى হবে, আর কূফার একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ বলেছেন, স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া পদ হিসাবে تَغْشٰى হবে। যারা পুংলিঙ্গ হিসাবে يغشى পাঠ করেন, তারা বলেন, তন্দ্রা এমন এক অবস্থা যা বিশ্বাসিগণের এক দলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু امنة ( আমানাতান ) বা শান্তি তা করে না। সে জন্যেই نُعَاسًا শব্দটি পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত। যারা স্ত্রীলিঙ্গ রূপে পাঠ করেন, তাদের যুক্তি হলো اَمَنَةً শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় তার ক্রিয়াপদও স্ত্রীলিঙ্গ হবে। সে হিসাবে তারা تغشى পাঠ করেন।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন–আমি মনে করি উভয় অভিমতই ঠিক। উভয় রূপে সর্বত্র পড়া হয়ে থাকে। কারণ উভয় পঠন পদ্ধতির যে কোন একটি পড়া হোক না কেন, তাতে অর্থ একই থাকে। অর্থের দিক দিয়ে কোন পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, এখানে শান্তি হলো তন্দ্রা এবং তন্দ্রা হলো শান্তি। মর্মার্থে উভয় সমান। পাঠকারী যে ভাবে পাঠ করবে ( উভয় অবস্থার) তাতে কোন ত্রুটি হবে না। পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় এরূপ আছে সবখানে উভয় রূপে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্ পাকের বাণী اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ ۔ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۔ كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ (৪৪ ঃ ৪৩–৪৫)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۔ ( ৭৫ ঃ ৩৭ )

প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমানদেরকে এখানে কেন দু'দলে বিভক্ত করা হলো ? একদলকে তন্দ্রা বিজড়িত শান্তি প্রদান করা হলো। অপর দল অবাস্তব ধারণা নিয়ে নিজেরা উদ্বিগ্ন? আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, দু'দলে বিভক্তির কারণ ব্যাখ্যাকল্পে নিম্নে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮০৭২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে যাওয়ার পর যখন উহুদের যুদ্ধ প্রান্তর হতে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন মুশরিকরা নবী করীম (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা আবার আগামী বছর বদরে মিলিত হবে। নবী করীম (সা.) তাদেরকে শুধু হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে জবাব দেন। কিন্তু মুসলমানগণ শংকিত হয়ে যান যে, তারা মদীনায় অবতরণ করে আক্রমণ করতে পারে। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালেন, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি দেখ যে, তারা তাদের সামানপত্র নিয়ে বসে আছে এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে ঠিক করছে তবে মনে কর তারা মক্কায় চলে যাচ্ছে। আর যদি দেখ যে, তারা ঘোড়ার উপর বসে আছে এবং মালপত্র যত্রতত্র পড়ে আছে, তবে মনে করতে হবে যে, তারা মদীনায় অবতরণ করবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, তোমরা সংযতভাবে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যা কিছু ঘটুক না তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তারা যুদ্ধের জন্য আগ্রহী। তারপর সে দূতটি গিয়ে দেখতে পেল যে, তারা তাদের মালপত্র নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, তারা চলে যাচ্ছে। এখবর সে খুব জোরে আওয়ায করে বলে দিল। যখন মু'মিনগণ তা জানতে পারলেন এবং দেখলেন, তখন তারা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছু মুনাফিক বাকী রয়ে গেল। তারা ঘুমাল না। তারা ভেবেছিল যে, মুশরিকরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করতে পারে। তারপর আল্লাহ্র নবী যখন জানিয়ে দিলেন যে, যদি তাদের মালপত্র নিয়ে তারা উঠে যায়, তবে নিশ্চয় তারা চলে যাবে, এরপর তারা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন প্রবল পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

৮০৭৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে দিন তাদের তন্দ্রা বিজড়িত প্রশান্তি এসেছে যা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তোমাদের একদলকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং অপর এক দল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল।

৮০৭৪. হযরত আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের রণক্ষেত্রে যাদের উপর শান্তিদায়ক তন্দ্রা এসেছিল আমিও তন্মধ্যে একজন ছিলাম, এমন কি কয়েকবার আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গিয়েছিল। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অর্থাৎ ছড়ি বা তলোয়ার–এর যে কোন একটা।

৮০৭৫. আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে আমি মাথা উঁচিয়ে এদিক–ওদিক লক্ষ্য করলাম কাউকে দেখতে পেলাম না, তবে ঢালের নীচে তন্দ্রায় সকলকে ঝিমাতে দেখলাম।

৮০৭৬. আবূ তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যাদের তন্দ্রা এসেছিল তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

৮০৭৭. হযরত আবূ তালহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি তাদের মধ্য হতে





একজন ছিলেন, যাদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি আরো বলেছেন তন্দ্রার কারণে আমার হাত হতে তলোয়ার পড়ে যেত আর আমি তা উঠিয়ে নিতাম।

৮০৭৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবূ তালহা (রা.) তাদেরকে বলেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম, যাদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি বলেন, তন্দ্রার কারণে আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যেত। আমি উঠিয়ে নিতাম আবার পড়ে যেত। আবার উঠিয়ে নিতাম। আবার পড়ে যেত। অপর একদল যারা মুনাফিক তারা শুধু নিজেদের চিন্তায় বিব্রত ছিল। তারা আল্লাহ্ পাক সম্বন্ধে অসত্য ধারণা পোষণ করছিল যা জাহিলী যুগের মূর্খতা সুলভ ধারণা ছিল।

৮০৭৯. আবদুর রহমান ইব্ন মুসাওয়ার ইব্ন মাখরামা (র.) তাঁর পিতা হতে আমি আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.)-কে ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, উহুদের দিন আমাদের উপর তন্দ্রা পেয়েছিল।

৮০৮০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, এ ঘটনা উহুদের দিনের। তারা সে দিন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যারা মু'মিন ছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক তন্দ্রা দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, যা ছিল শান্তি ও রহমত।

৮০৮১. রবী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮০৮২. একই সনদে মুছান্না অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে রবী' امنة نعاسا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে তন্দ্রা পেয়ে বসেছিল আর তা তাদের জন্য শান্তি স্বরূপ হয়েছিল।

৮০৮৩. আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ বলেছেন, তন্দ্রা যুদ্ধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে এবং তন্দ্রা সালাতের মধ্যে আসে শয়তান হতে।

৮০৮৪. হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র প্রতি যাঁরা বিশ্বাসী তিনি তাঁদের উপর তন্দ্রা নাযিল করেন শান্তির জন্য। তাতে তাঁরা নির্ভয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন।

৮০৮৫. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি أَمَنَةً نُّعَاسًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ তাঁদের উপর তন্দ্রালুতা দান করেন, যা তাঁদের জন্য শান্তিদায়ক হয়েছে। আর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ তালহা (রা.) বলেন– সেদিন আমার তন্দ্রা এসেছিল, তন্দ্রায় আমি ঝিমিয়ে পড়ি, এমন কি আমার হাত থেকে আমার তলোয়ারখানা পড়ে যেতে থাকে।

৮০৮৬. হযরত আবূ তালহা (রা.) এবং যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা উহুদের দিন আমাদের মাথা উঁচিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, সবাই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং এ আয়াত তিনি তিলাওয়াত করলেন ثُمَّ أَنْزَلَ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا –।

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) وَطَائِفَةٌ مِّنْكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে এক দল ছিল যারা নিজেদের প্রাণের চিন্তায়ই বিব্রত ছিল। সে দলটি হলো মুনাফিকের দল। তাদের নিজেদের প্রাণের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাদের ছিল না। তাদের নিজেদের নিহত হওয়ার চিন্তা ছিল, এবং কোন বিষয়ে লিপ্ত হলে তারা মৃত্যুর ভয় করত। তাদের চোখ থেকে নিদ্রালুতা পালিয়ে যায়। তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যাচার মূর্খতাসুলভ চিন্তা করত। যা মহান আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনকারীদের মধ্যে বিদ্যমান মহান আল্লাহ্র হুকুমের বিরূপ মন্তব্য করত এবং মহান আল্লাহ্র নবী পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের মধ্যে ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্ পাক তার নবীকে অপমান করেন এবং কাফিরদেরকে তাঁর উপর বিজয়ী করেন। আর তারা বলে, আমাদের কি করণীয় কোন ক্ষমতা আছে? যেমন ঃ

৮০৮৭. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দলটি মুনাফিকের দল। তারা শুধু নিজেদের চিন্তাই করে। অন্যান্য লোককে নিরুৎসাহিত করা। ভয় প্রদর্শন করা, এবং সত্য বিষয়ে অপমান করা– এ হলো তাদের বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে তারা অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। মহান আল্লাহ্র হুকুমে তারা সন্দেহ পোষণকারী। তারা বলে, "আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে এসে নিহত হতাম না।" তাদের এ অবাস্তব ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন —

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ-

৮০৮৮. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় দলটি হলো মুনাফিকদের। তারা শুধু তাদের নিজেদের প্রাণের জন্যই চিন্তা করত। মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুলভ ধারণা পোষণ করত তারা বলত, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো।

৮০৮৯. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন, وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ –এর ব্যাখ্যা হলো, তারা হলো মুনাফিক। তারা নিহত হবার ভয়ে চিন্তিত ছিল। আর তাদের পরকালের কোন আশা ছিল না।

৮০৯০. ইব্ন যায়দ (র.) وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো মুনাফিক। ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ –এর দ্বারা মুশরিকদের বুঝান হয়েছে।

৯০৯১. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ –এর অর্থ হলো "মুশরিকদের ধারণা।"

৯০৯২. হযরত রবী' (র.) ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ –এর অর্থে বলেন, তা হলো, মুশরিকদের ধারণা।

وَيَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَايُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا -





তারা বলে যে, একাজে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? হে রাসূল! সকল বিষয় আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে, যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, তারা বলে, যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকত, তবে আমরা এখানে এভাবে নিহত হতাম না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের طَائِفَةٌ শব্দ দ্বারা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা বলেছে, আমাদের তো এ সব ব্যাপারে কোন অধিকার নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবী (সা.)–কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতে।

যদি এসব ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকত, তবে আমরা এভাবে যুদ্ধে বের হতাম না তাদের সঙ্গে যারা আমাদের হত্যা করেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮০৯৩. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে বলা হয়েছিল, আজকের দিন বনূ খাযরাজ নিহত হয়েছে। তদুত্তরে সে বলল, আমাদের হাতে কি কোন ক্ষমতা আছে? আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)–কে বলেন, আপনি বলে দিন, ক্ষমতা তো সবই মহান আল্লাহ্র। এ কাজ মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে। তিনি নবীকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন এ সব মুনাফিককে যে, সমস্ত ক্ষমতাই আল্লাহ্র। তিনি তাঁর ক্ষমতা যেদিক ইচ্ছা সেদিকেই কাজে লাগাতে পারেন। নিজ ক্ষমতা বলে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। ইচ্ছা অনুযায়ী যখনই যা চান, তার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি মুনাফিকদের অপকর্মের কথা প্রকাশের দিকে ফিরে আসেন এবং বলেন, তাদের অন্তরে কুফরী এবং তারা মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণকারী। তাদের অন্তর এমন যে, তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা আপনার নিকট প্রকাশ করে না। তারপর আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)–এর নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন সে সকল কপটতা ও অপকর্ম, যা তারা গোপন রাখত এবং যে অনুতাপ মুসলমানদের সাথে তারা উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হওয়ায় চাক্ষুষভাবে তাদের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে, তাও তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাদের কুফরী ও কপটতা প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, তারা বলছে, আমাদের কিছু করার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। অর্থাৎ এ সব মুনাফিক বলছে যে, এ যুদ্ধ যে মুশরিকদের সাথে তা যদি আমরা আগে জানতাম, তা হলে আমরা তার সাথে এ যুদ্ধে বের হতাম না, আর উহুদের যেখানে তারা নিহত হলো, আমাদেরও কেউ নিহত হতো না। উল্লেখ করা হয়েছে, এ কথাটা বনী আমর ইব্ন আউফের ভাই মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র বলেছে।

৮০৯৪. যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলছি। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আমি মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র –এর উক্তি শুনতে পেয়েছি, যখন আমাকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন আমি তন্দ্রার মধ্যে থেকেও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছি। সে বলেছে, যদি আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না।

৮০৯৫. যুবায়র (রা.) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ –এর মধ্যে كله শব্দের পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ كله –এর لام –কে যবর দিয়ে পড়েছেন। বসরাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ كل –কে اسم মনে করে পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং لله হলো اسم –এর খবর। যারা যবর দিয়ে পড়েন, তারা বলেছেন, بدل ( বদল) হিসাবে যবর দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা যবর দিয়ে পড়ছি, এর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ কিরাআত বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু অন্য পাঠ পদ্ধতিতে যারা পেশ দিয়ে পড়ছেন, তা অর্থ ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের দিক দিয়ে সঠিক নয়।

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন তাদেরকে যাদের বৈশিষ্ট্য আমি বর্ণনা করেছি তারা মুনাফিক, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে থাক, মু'মিনদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত না হও এবং তাদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না কর, তবে তোমাদের কপটতা এবং তোমাদের শিরক করা অর্থাৎ যা কিছু তোমরা গোপন রাখবে আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য তা প্রকাশ করে দেবেন। لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে লেখা ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো।। আর যেখানে ধরা পড়া অবধারিত, সেখানে সে ধরা পড়ত।

وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ অর্থাৎ তা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–হে মুনাফিকের দল! তোমাদের যা কিছু ঘটেছে তা এ জন্য যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের গৃহ হতে বের হয়ে আসতে হবে তোমাদের মৃত্যুস্থানের দিকে। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও সংশয় লুক্কায়িত আছে তা আল্লাহ্ পাক যখন বের করবেন, তখন তাতে তোমাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে যাবে। যেমন এ ঘটনায় তোমাদের অন্তরে যে কপটতা ছিল তা ধরা পড়ে গেল এবং মু'মিনদের জন্য তা পরীক্ষা হয়ে গেল। তোমাদেরকে তাঁদের থেকে পৃথক করে ফেললেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর ওলীগণকে এবং আনুগত্যশীল বান্দাদেরকেও পরীক্ষা করেন তোমাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও রোগ আছে তা থেকে, তোমাদেরকে চিহ্নিত করেন একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের মধ্য হতে।

وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ –এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তিনি পরিশোধন করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, যাতে তোমাদের অন্তরে নিহিত আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও মু'মিনদের জন্য শত্রুতা বা বন্ধুত্বকে তারা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে ।





وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ –অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে ভাল–মন্দ এবং ঈমান ও কুফরী যা আছে সে সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। তাদের গোপনীয় ও জাহেরী বিষয়সমূহের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না, এক বিন্দু পরিমাণ বিষয়ও তাঁর নিকট রক্ষিত থাকে। তিনি তাদের সব কিছুরই বিনিময় প্রদান করবেন।

**৮০৯৬.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে দোষী করেছেন, তাদের অন্তরের অনুতাপ উল্লেখ করেছেন, তারপর তিনি তাঁর নবী (সা.)–কে বলেন, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে এবং এ স্থানে উপস্থিত না হতে, তবু নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো। তা এ জন্য যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ পাক তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। অর্থাৎ তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে এবং তারা যা গোপন রাখতে চায় এর কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না।

**৮০৯৭.** হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাকের বাণী قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করা মু'মিন বান্দাদের উপর আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন। আর যত লোক যুদ্ধ করে তারা তো সকলে নিহত হয় না বরং সে লোকই নিহত হয় যার জন্য নিহত হওয়া অবধারিত।

(১৫৫) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

**১৫৫. যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, মুশরিকদের সাথে মুকাবিলায় উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথীগণের মধ্য হতে যারা পশ্চাদপসরণ করে ফিরে গিয়েছিল তারা তাদের (মুশরিকদের) নিকট পরাস্ত হয়েছিল।

تَوَلَّوْا –শব্দটি تَفَعَّلُوْا ওযনে ঘটিত এর অর্থ পশ্চাদপসরণ করা। যেমন বলা হয় সে তার পিঠ ফিরিয়ে ফেলেছে।

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ – অর্থ ঃ উহুদ প্রান্তরে মুশরিক ও মুসলমানদের মুকাবিলা হওয়ার দিন।

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ –শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে গুনাহ্র কাজের দিকে আহবান করেছে। الزَّلَّة মূল হতে اِسْتَزَلَّ হয়েছে। তা اِسْتَفْعَلَ –এর ওযনে অর্থ ভুল–ভ্রান্তি।

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا –তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ তারা কিছু গুনাহ্র কাজ করার কারণে।

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ –আল্লাহ্ পাক নিশ্চয় তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের গুনাহ্সমূহের শাস্তি দূরীভূত করে দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, তাদের গুনাহ্সমূহের কারণে তাদের যে শাস্তি হতো আল্লাহ্ পাক বিশেষভাবে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

حَلِيْمٌ –অর্থ সহনশীল অর্থাৎ তিনি এমন ধৈর্যশীল যে, যে তাঁর নাফরমানী করে এবং তাঁর আদেশ–নিষেধের বিরোধিতা করে আল্লাহ্ পাক তার প্রতিকারে তাড়াতাড়ি করেন না।

উক্ত আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারা কে? এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা হতে পিঠ প্রদর্শন করেছিল।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৮০৯৮.** আসিমের পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমআর দিন হযরত উমর (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবার মধ্যে তিনি সূরা আলে–ইমরান পাঠ করেন। খুতবা দেয়ার সময় তাঁকে অবাক চেহারা দেখা যাচ্ছিল। যখন তিনি সূরার اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তিনি বললেন, যখন উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদেরকে পরাস্ত করলাম, তখন আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে উঠে গেলাম। আবার আমি নিজেকে দেখলাম যে, আমি নীচের দিকে অবতরণ করছি। অপরদিকে তখন মানুষ বলাবলি করছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন, আমি বললাম যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হয়েছেন এ খবর যে বলছে এমন কাউকে তো আমি পাচ্ছি না। যদি আমি সে লোককে পেতাম, তবে আমি তাকে খুন করে ফেলতাম। এ খবর শুনে আমরা সকলে পাহাড়ের উপর এক জায়গায় জমা হয়ে গেলাম। তখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

**৮০৯৯.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ...... اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ –এ আয়াতে উহুদের দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথীগণের মধ্য হতে কতিপয় লোক রণক্ষেত্র হতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, শয়তানের প্রবঞ্চনায় এবং শয়তান তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করায় তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। অবশ্য আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেছেন।

**৮১০০.** রবী' (র.) হতেও অত্র আয়াত সম্পর্কে কাতাদার অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যারা মদীনা শরীফে প্রবেশ করেছিল তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছে।

**যাঁরা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ**

**৮১০১.** সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তাঁরা পরাজিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গীগণ তাঁর নিকট হতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের কিছু লোক মদীনা





শরীফে প্রবেশ করেন। আর কিছু লোক পাহাড়ের উপরে গিয়ে অবস্থান নেন। মদীনা শরীফে যাঁরা চলে যান, তাঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ان الذين تولوا منكم আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রসঙ্গে।

**যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১০২.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– ইকরামা (র.) বলেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ ...... –এ আয়াত রাফি ইব্ন মুআল্লাসহ কয়েকজন আনসার এবং আবূ হুযায়ফা আবূ ইব্ন উত্‌বা ও অন্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ –আয়াতাংশে যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ কোন শাস্তি দেন নি।

**৮১০৩.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, উছমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা.) উকবা ইব্ন উছমান ও সা'দ ইব্ন উছমান (রা.) ( এ তিন জনের মধ্যে দ'জন আনসার) বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে পৌঁছেন। তারপর তাঁরা তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। পরে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ( সা.)–এর নিকট ফিরে আসেন। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা সেখানে গিয়ে দীর্ঘ সময় ছিলে।

**৮১০৪.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ –এ আয়াত সম্পূর্ণ পাঠ করে বলেন, শয়তান যাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল, তন্মধ্যে উছমান ইব্ন আফফান (রা.) সা'দ ইব্ন উছমান ও উকবা ইব্ন উছমান (রা.) নামক দু'জন আনসার ছিলেন।

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ – অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন। যে দিন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

**৮১০৫.** ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ –অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। তাদেরকে কোন শাস্তি দেন নি।

**৮১০৬.** ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, উহুদের দিন যাঁরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র যে ঘোষণা রয়েছে وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ আমি জানি না যে, এ ক্ষমা কি শুধু সে বিশেষ দলের জন্যই না কি সমস্ত মুসলমানের জন্য ছিল !

ইতিপূর্বে আমরা اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা করেছি।

(١٥٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

**১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে ও তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে, অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে**

**তারা মারা যেত না এবং নিহত হতো না। এমন ধারণা দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকই জীবন দান ও মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, ওহে! যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সত্য জেনেছে এবং মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহ্র নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা বিশ্বাস করেছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহ্ পাককে এবং তাঁর রাসূল (সা.)–কে অবিশ্বাস করেছে, তারপর তাঁর নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছে। তারা যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং নিজ বাসস্থান হতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর তারা তাদের সে সফরে মারা যায়, অথবা তারা যুদ্ধে নিহত হয়, তখন তারা তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমরা যদি আমাদের নিকট থাকতে, তবে তোমরা নিহত হতে না। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাদের মধ্য হতে যে যুদ্ধে নিহত হয় বা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়ে মারা যায়, তাদেরকে বলে, তারা যদি আমাদের নিকট হতে বের হয়ে না যেত, তবে তাদের মৃত্যু হতো না এবং নিহতও হতো না। আল্লাহ্ পাক তাদের ধারণা দ্বারা অন্তরে আক্ষেপ সঞ্চার করেন। অর্থাৎ তারা এ সব এ জন্য বলে, যাতে আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে দুঃখ ও শোক সৃষ্টি করে দেন। অথচ তারা জানে না। যে, এ সব কিছুই মহান আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা মু'মিনগণকে মুনাফিকদের ন্যায় হতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও তার সাথীরা।

৮১০৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ..... يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে যাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তারা হলো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল ও তার সাথী যারা মুনাফিক।

৮১০৮. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল ও তার সঙ্গীগণের বক্তব্য।

৮১০৯. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে সমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৮১১০. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সকল মুনাফিকের ন্যায় হয়ো না, যারা তাদের ভাইদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নিষেধ করে এবং যখন কেউ মারা যায় বা নিহত হয়, তখন বলে, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত, তবে মারা যেত না বা নিহত হতো না।





আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ (যখন তারা দেশে দেশে সফর করে)–এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, দেশে দেশে ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করা এবং জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন দেশে যাওয়া।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৮১১১. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থ দেশে দেশে ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করা। অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, এ সফর দ্বারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্যে দেশে দেশে সফর করাকে বুঝানো হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৮১১২. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ – এর অর্থ হলো, দেশে দেশে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্যে ভ্রমণ করা। দেশে দেশে ভ্রমণ করা অর্থ হলো – বিভিন্ন দেশের দূর দূরান্তের সফরে যাওয়া। اَوْكَانُوْا غُزًّى – অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র পথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। غُزًّى শব্দটি غَازِى –এর বহুবচন।

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ পরিণতিতে আল্লাহ্ পাক তাদের আক্ষেপ সঞ্চার করেন। এখানে حَسْرَةً – অর্থ আক্ষেপ। অর্থাৎ তাদের অন্তরে দুঃখ অনুতাপ।

৮১১৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের فِىْ قُلُوْبِهِمْ প্রসঙ্গে বলেছেন, মুনাফিকদের কথাই তাদের দুঃখের কারণ হয়, যা তাদের কোন উপকারে আসে না।

৮১১৪. মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮১১৫. ইব্ন ইসহাক (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় এ বিষয়টি তাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ – আল্লাহ্ পাকই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন আল্লাহ্ পাক জীবন ও মৃত্যুদান করেন এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা মৃত্যু দিতে পারেন। যা তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদে অনুপ্রাণিত করা এবং জিহাদে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করা। আর দুশমনদের ভয় তাদের অন্তর থেকে দূরীভূত করা। যদিও তাদের সংখ্যা হয় কম এবং তাদের ও আল্লাহ্ পাকের শত্রুদের সংখ্যা হয় অধিক। আর এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতেই। আর কারো মৃত্যুও হয় না এবং শহীদও হয় না, যে পর্যন্ত না সে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়। যখন অবস্থা এমনই, তখন তাদের কারুর মৃত্যু হলে বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন অর্থাৎ তোমরা ভাল–মন্দ যত

কিছুই কর, তা আল্লাহ্ নিশ্চয় দেখেন। কাজেই হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর হিসাব রাখেন। প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন।

আমরা এ পর্যায়ে যা ব্যাখ্যা করেছি। ইবন ইসাহাক (র.) ও তাই ব্যাখ্যা করেছেন।

৮১১৬. ইবন ইসহাক (র.) থেকে وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তাদের মৃত্যুর যে নির্ধারিত সময়, আল্লাহ্ পাক তাঁর ক্ষমতা বলে যাকে ইচ্ছা সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা বিলম্বেও ঘটাতে পারেন।

(১০৭) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

**১৫৭. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তা অপেক্ষা শ্রেয়।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্ তার মু'মিন বান্দাগণকে সম্বোধন করে বলেন, হে মু'মিনগণ! সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে; জীবন-মরণ তাঁরই নিকট; এতে তোমরা মুনাফিকদের মত কোন সন্দেহ করো না, বরং এ কথার উপর বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ কর, নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত এবং পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধে নিহত হয় না এবং সফর অবস্থায় মারা যায় না। তারপর মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার উপর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ করা ও নিহত হওয়া মহান আল্লাহ্‌র জিহাদ করা হতে বিরত থেকে অর্থ-সম্পদ জমা করে তা ভোগ-উপভোগ করার চেয়ে এবং শত্রুর মুকাবিলা করতে বিলম্ব করার চেয়ে অনেক উত্তম।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

৮১১৭. হযরত ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যু নিঃসন্দেহে অবধারিত। মহান আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া উত্তম, এ বিষয় যদি তারা জানত, তবে তারা মৃত্যু ও নিহত হওয়ার ভয়ভীতি ত্যাগ করত এবং ধন-সম্পদ জমা করত না।

(১০৮) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ۟لَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○

**১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।**

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের যদি মৃত্যু হয়, অথবা তোমরা যদি নিহত হও, তবে অবশ্যই তোমাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল মহান আল্লাহ্‌র নিকট এবং একত্রিত হওয়ার স্থান। তারপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কৃতকর্মের ফল প্রদান করবেন। কাজেই যাতে তোমরা





মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পার, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং বেহেশত লাভ করতে পার, তার প্রতি আগ্রহশীল হও এবং প্রাধান্য দাও। আর এ সব কিছু অর্জিত হবে মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং তাঁর আনুগত্য অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। কিন্তু তোমরা পার্থিব সম্পদ যতই অর্জন কর এবং জমা করবে না কেন তার কিছুই বাকী থাকবে না, সবই লয় হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে বিরত থাকা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক হতে দূরে সরিয়ে দেবে এবং তা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যাবে, পরিণামে তা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮১১৮. হযরত ইবন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা নিহত হও বা মরে যাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল আল্লাহ্‌র নিকট। তোমাদেরকে পার্থিব জীবন যেন প্রলুব্ধ না করে এবং তোমরাও তার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ো না, তবেই জিহাদ এবং মহান আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যে আগ্রহ ও আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

(১০৯) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

**১৫৯. (হে রাসূল!) আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন ; যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে দূরে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন। তারপর আপনি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভাল বাসেন।**

৮১১৯. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ মূলে فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ছিল। আল্লাহ্‌র বাণী وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ এখানে فظ –অর্থ ভীতিপ্রদ, غليظ القلب – অর্থ দয়ামায়াহীন কঠিনচিত্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন গুণবিশিষ্ট ছিলেন যেমন আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসায় ইরশাদ করেছেনঃ তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র দয়ায়, আপনার প্রতি তিনি পরম দয়ালু এবং আপনার প্রতি যারা ঈমান এনেছেন, তাদের প্রতিও আপনার সে সকল সাহাবীর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি কোমলহৃদয় হয়েছিলেন, আপনার অনুসরণ করায় এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ করায় আপনি আপনার আচরণ সহজ করেছেন এবং তাদের প্রতি সুন্দর ও প্রশংসনীয় আচরণ প্রদর্শন করেছেন, এমন কি যে আপনাকে দুঃখ দিয়েছে, সে দুঃখ আপনি ধৈর্য সহকারে মেনে নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদি

তাদেরকে সে জন্য আপনি শাস্তি দিতেন এবং কঠোর ব্যবহার করতেন, তবে তারা আপনাকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত এবং আপনার অনুসরণ করত না। আর আমি আপনাকে যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি, তার মূল্যায়ন করত না, তবে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং তাদের সাথে আপনার প্রতিও দয়া করেছেন। কাজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছেন।

**৮১২০.** وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তাঁকে রূঢ় ও কঠোর আচরণ জাতীয় চরিত্র হতে পবিত্র রেখেছেন। তিনি তাঁকে মু'মিনদের জন্য সান্নিধ্য লাভের উপযোগী দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু বানিয়েছেন। তাওরাত গ্রন্থে তাঁর প্রশংসার কথা উল্লেখ আছে, তাতে রূঢ় ও কঠোর ব্যবহারের কোন কথা উল্লেখ নেই এবং হৈচৈ ও হাল্লা–চিল্লার কোন কথা বা বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তিনি দুর্ব্যবহারের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা হলো তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**৮১২১.** হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) উল্লিখিত আয়াত فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা.)–এর কয়েকটি মহৎ গুণের কথা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। সাধারণের প্রতি তাঁর সহৃদয়তা, তাদের দুর্বলতার প্রতি তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা। কঠিন বিষয়ের উপর সামান্য ধৈর্যও যদি থাকত, তবে সে সকল বিষয়ে নবী করীম (সা.)–এর আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য, সামান্য কিছু জ্ঞান থাকলেও তারা বিরোধিতা করত না।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ – অর্থাৎ তারা তোমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যেত।

**৮১২২.** ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –এর অর্থ– তবে তারা তোমার নিকট হতে ফিরে যেত।

**৮১২৩.** ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো "অবশ্যই তারা তোমাকে ছেড়ে যেত।"

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যদি আপনি কারো সংকল্প গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহ্ পাকের উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তার প্রতি নির্ভরশীলদের কে পসন্দ করেন।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনার মু'মিন সাহাবিগণের মধ্যে যারা আপনার অনুসারী হয়, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমার নিকট হতে যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তার উপর ঈমান আনার পর যারা আপনার সাথে দুঃখজনক এবং অপসন্দনীয় কাজ করেছে তাদের ক্ষমার জন্য আপনার রব –এর নিকট দু'আ করুন। তারা যে গুনাহ্ করেছে তজ্জন্য তারা শাস্তিযোগ্য হয়ে গেছে।

**৮১২৪.** ইব্ন ইস্হাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, তারা আপনাকে ছেড়ে দিত।





**৮১২৫.** ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ অর্থ – তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদার গণের মধ্য হতে যারা গুনাহ্তে জড়িত, তাদের সে গুনাহ্সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে আল্লাহ্ পাক কি জন্য এবং কেন পরামর্শ করতে নির্দেশ করেছেন? এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে তাঁর সাহাবিগণের সাথে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছে এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় তাদের মনের খুশীর জন্য এবং দীনের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ করতে আদেশ করেছেন। তাহলে তারা দেখতে পাবে ও বুঝতে পারবে যে, তিনি তাদের থেকে শুনতে চান, জানতে চান এবং তাদের সাহায্য কামনা করেন। যদিও আল্লাহ্ পাক তাঁকে যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে তার কলা–কৌশল ও প্রশাসনে এবং যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জাম স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন।

**৮১২৬.** কাতাদা (র.) মহান আল্লাহ্র বাণী وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ –এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন তাঁর সাহাবিগণের সাথে যাবতীয় কাজে পরামর্শ করেন, অথচ তাঁর নিকট আসমানী ওহী আসত। কেননা, পরামর্শ হলো, অতি উত্তম। কোন জাতি যখন একে অন্যের পথে পরামর্শ করে, এবং সে পরামর্শ দ্বারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তখন মহান আল্লাহ্র পথ প্রদর্শনের উপর সংকল্প এসে যায়।

**৮১২৭.** হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন তাঁর সাহাবিগণের সাথে যাবতীয় কাজে পরামর্শ করেন। কেননা, এটা অতি উত্তম তাঁদের জন্যেই।

**৮১২৮.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ – আপনি কাজকর্মে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অর্থাৎ তাঁরা যেন বুঝতে পারে যে, আপনি তাদের কথা শুনেন এবং তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। যদিও আপনি তাদের মুখাপেক্ষী নন কিন্তু তাদের মনে সান্ত্বনা দিবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের রাসূল (সা.) যদিও মতামত পেশ করায় এবং কাজ কর্মসমূহে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পাবেন তুবও পরামর্শের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন, তখন অবশ্যই তার মধ্যে আল্লাহ্র রহমত ও হিকমত নিহিত আছে।

**৮১২৯.** ইব্ন ওয়াকী ধারাবাহিক সনদে দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাহ্হাক (র.) شاورهم فى الامر –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)–কে পরামর্শ করার জন্য যে আদেশ করেছেন, তাতে আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ এবং মর্যাদা নিহিত আছে।

**৮১৩০.** হাসান (র.) হতে ধারাবাহিক সনদে আল–কাসিম বর্ণনা করেছেনঃ হাসান বলেছেন, যে জাতি পরামর্শ করেছে, তারা তাদের কাজকর্মসমূহে সঠিক পথ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কাজকর্মে তাঁর সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করার জন্য আদেশ করেছেন। সে সব বিষয়ে যদিও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সরাসরি ক্ষমতা দান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জ্ঞান দান করেছেন। এসব কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। তুবও তাঁদের সাথে এ জন্যে পরামর্শ করতে আদেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে মু'মিনগণ দীনের কোন বিষয়ে জটিলতার সম্মুখীন হলে তাঁরা তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁর সুন্নাতের উপর চলতে থাকবে। আর তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যে কাজ করেছেন যেমন তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করতেন যা ভবিষ্যতে তাঁর পরে অন্যন্যাদের প্রতি উদাহরণ হিসাবে তাদের দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে অব্যাহত থাকবে। সুতরাং তারাও কাজেকর্মে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে ভুল করবে না। তাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও পরামর্শের জন্য একত্রিত হবে।

এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় পবিত্র কুরআনে وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ – অর্থঃ পরস্পরের পরামর্শ হলো মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৩১.** সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.) বলেছেন وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ –এ আদেশ মু'মিনদের জন্য। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে কোন হাদীস তাদের নিকট নেই, সে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেবে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেছেন, উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে সঠিক মত হলো – মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)-কে আদেশ করেছেন যে, তাঁর শত্রুপক্ষ হতে কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে সে সম্বন্ধে এবং রণকৌশল সম্পর্কে তিনি যেন তার সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে নেন। এতে যাদের ইসলাম সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান নেই যাতে সে শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা থেকে রক্ষা পেতে পারে, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতিটা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আবেগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে তাঁর উম্মত্গণ যখন কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন তাদের কি করতে হবে সেটাও তারা জানতে পারবে। ফলে তারা পরমর্শক্রমে উদ্ভূত জটিলতা সমাধান করতে সক্ষম হবে। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হলে তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-কে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে সঠিক বিষয় অবহিত করতেন এবং দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর তাঁর উম্মাগণের মধ্যে যখন তারা তাঁর উক্ত সুন্নাতের অনুসরণ পূর্বক কোন কাজে সঠিক ও সত্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য সকলে স্বার্থ ও মোহ ত্যাগ করে এবং সঠিক পথ হতে যেন বিচ্যুতি না ঘটে, এ খেয়ালে পরামর্শ করলে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করেন।





فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ( তারপর কোন কাজে সংকল্প করলে তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে) এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি যখন দীন ও দুনিয়ার কোন কাজে জটিলতার সম্মুখীন হও, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ কর। আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি আমার সে আদেশ পালন করে সামনে এগিয়ে চল, তোমরা সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে তাদের অভিমত গ্রহণ কর এবং তোমার সিদ্ধান্তে তাদেরকে এক ঐকমত্যে নিয়ে এসো। তারা তোমার পক্ষে বলুক বা বিপক্ষেই বলুক তাদেরকে একমতে নিয়ে এসো এবং যে কাজ সম্মুখে উপস্থিত হবে সে কাজ কর বা না কর যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের উপর নির্ভর কর এবং প্রতিটি কাজে দৃঢ় থাক আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মর্যী ও হুকুমের উপর রাযী ও খুশী থাক। আল্লাহ্র সমস্ত মাখলুকের কোন অভিমত বা মন্তব্য এবং তাদের সাহায্য-সহায়তা লক্ষ্য না করে একমাত্র আল্লাহ্র মর্যী ও হুকুমে সন্তুষ্ট থাক।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ –যাঁরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আল্লাহ্র হুকুমের উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি যা আদেশ করেন তা মেনে চলে। আল্লাহ্র সে আদেশ তার মর্যী অনুযায়ী হোক বা না হোক।

**৮১৩২.** ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। যারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ হলো আমার নিকট হতে যে আদেশ তোমার প্রতি আসছে অথবা দীনের ব্যাপারে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে আদেশ তা বাহ্যত তোমার জন্য এবং তাদের জন্য কল্যাণকর না হলেও আমার উপর দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তা করে যাবে। যারা তোমার বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা তোমার সহযোগিতা করে তাদের মুওয়াফিক মত। تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ( তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। ) অর্থাৎ বান্দাদের মধ্য হতে তুমি সন্তুষ্ট ও খুশী থাক, যেহেতু যারা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

**৮১৩৩.** কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ( তারপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। )। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)-কে আদেশ করেছেন যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করবেন ও আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য পদক্ষেপ নেবেন, তখন যেন তিনি সে কাজে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হন।

**৮১৩৪.** রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ –এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আদেশ করেছেন যে, যখন তিনি কোন কাজ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন, তখন তিনি যেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে কাজ করেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٦٠) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

**১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার আর কেউই থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহায়তা করেন তবে কোন মানুষই তোমাদের উপর আর জয়ী হতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকা অবস্থায় কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। যদিও পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করুক না কেন। সুতরাং শত্রুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং তোমাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার কারণে তোমরা শত্রুদেরকে ভয় করো না। যতদিন পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর অটল থাকবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে অবিচল থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিজয় ও সফলতা তোমাদেরই পদচুম্বন করবে, তাদের নয়। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এর মানে হল, তোমাদের কর্তৃক আল্লাহ্‌র হুকুমের না ফরমানী করা এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য বর্জন করার ফলে আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে সাহায্য না করে তোমাদের বিষয়টি তোমাদের উপরই ন্যস্ত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা অন্য কারো সাহায্যের আশা করতে পার না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সাহায্য তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তোমরা আর কাউকে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না। তাই তোমরা আমার হুকুম বর্জন করো না, উপেক্ষা করোনা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্য। যদি এরূপ কর তবে আমার সাহায্য না করার কারণে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতিপালকের উপরই তোমাদের ভরসা করা উচিত। তাই তোমরা সমস্ত সৃষ্টিকে বর্জন করে একমাত্র তারই উপর ভরসা কর। তারই উপর সন্তুষ্ট থাক এবং সর্বান্তকরণে মেনে নাও তার ফয়সালাকে। এ প্রত্যয়ের সাথে শত্রুদের সাথে তোমরা লড়াই করলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং স্বীয় মদদ প্রদান করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।





**৮১৩৫.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ –এর মর্মার্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাহায্য করলে তোমার উপর জয়ী হওয়ার আর কোন মানুষই থাকবে না। অর্থাৎ কোন অসহযোগীর অসহযোগিতা তখন আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে সাহায্য না করেন তবে কোন মানুষই তোমাকে সহযোগিতা করতে পারবে না। আল্লাহ্ ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে? সুতরাং মানুষের মনতুষ্টির জন্য আমার হুকুম বর্জন করো না। বরং আমার হুকুম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানুষের মন রঞ্জনের বিষয়গুলো উপেক্ষা করে চল। আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। কোন মানুষের উপর নয়।

(١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

**১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা, তা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।**

**ব্যাখ্যা ঃ** এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। হিজায ও ইরাকের একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞআয়াতটিকে এভাবে পাঠ করেন, (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ)। তাদের মতে আয়াতাংশের অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের মাল থেকে যুদ্ধ লব্ধ যে সম্পদ মুসলমানদেরকে দান করেছেন তা হতে কোন কিছু সাহাবীদের থেকে গোপন করা বা লুকিয়ে রাখা নবীর পক্ষে অসম্ভব। যারা আয়াতটি এ পাঠ প্রক্রিয়ায় তিলাওয়াত করেন তাদের কেউ কেউ প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে, বদরের যুদ্ধের গনীমতের মালামালের মধ্য হতে একটি চাদর হারিয়ে যায় তখন নবী (সা.)–এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী লোকদের থেকে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল যে, সম্ভবতঃ চাদরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে রেখে দিয়েছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৩৬.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বদরের দিন গনীমতের মালামাল হতে একটি লাল রঙের চাদর হারিয়ে যায়। তখন কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল যে, হয়তো চাদরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অন্যায়ভাবে

কোন বস্তু গোপন করা তা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে তা সহ সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

**৮১৩৭.** খুসায়ফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতটি কিভাবে তিলাওয়াত করেন يَغُلَّ –এর ى –কে যবর এবং غ –কে পেশ দিয়ে , না يُغَلَّ –এর ى –কে পেশ এবং غ –কে যবর দিয়ে তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, না। বরং আমরা শব্দটিকে يَغُلَّ ( ى কে যবর দিয়ে) পড়ে থাকি। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এতো নবীর থেকে গোপন রেখে তার সর্বনাশ করা হয়েছে।

**৮১৩৮.** ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের সময় একটি লাল চাদর হারিয়ে যায়। তখন নবী (সা.)–এর সাহাবিগণের কেউ কেউ বলতে লাগল, সম্ভবতঃ নবী (সা.) তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ –। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এতো তার থেকে গোপন করে রেখে তার সর্বনাশ করা হয়েছে।

**৮১৩৯.** ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন একটি চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–ই নিয়েছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ।

**৮১৪০.** সাঈদ ইবন জুবাইর ও ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন يَغُلَّ শব্দটি ى –এর যবরের সাথে। ইকরামা ও অন্যান্যরা এ কথাটি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন একটি চাদর হারিয়ে গেলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, হয়তো তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ । অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়।

**৮১৪১.** সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের গনীমতের মালামালের থেকে একটি লাল রঙের চাদর হারিয়ে গেলে নাযিল হল, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ । অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়।

**৮১৪২.** সুলায়মান আল্-আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (রা.) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ – আয়াতাংশের ى –কে পেশ দিয়ে তিলাওয়াত করতেন। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হবে নবী (সা.)–কে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপনকারী হিসাবে পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। এ শুনে ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, হ্যাঁ এভাবেই তার সর্বনাশ করা হয়। তারপর তিনি বললেন, একটি চাদর সম্পর্কে কিছু





কথাবার্তা হতে থাকলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, চাদরটি হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের দিন গোপন করে রেখেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীর পক্ষে অসম্ভব।

يُغَلَّ শব্দের ى –কে যারা ى বর্ণে যবর এবং غ বর্ণে পেশ দিয়ে পাঠ করেন তাদের কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি সৈন্যদের ঐ অগ্রগামী দল ( طلائع ) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। তারপর গনীমতের মাল হস্তগত হলে রাসূল (সা.) তাদেরকে গনীমতের মালের কোন হিস্যা প্রদান করেন নি। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি নাযিল করেন। তাকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর এরূপ অসম বন্টন তার জন্য সমীচীন হয়নি। বরং তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল অন্যদের ন্যায় অগ্রগামী দলকেও এ বন্টনের মধ্যে শরীক রাখা এবং গভীরভাবে একথা জানা যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত গনীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে তার করণীয় কি ছিল। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)–কে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং সহযোগী লোকদের থেকে কাউকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অন্য কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার তাঁর নেই।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৪৩.** ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নবীর জন্য সমীচীন নয় মুসলমানদের কোন দলকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অন্য দলকে বঞ্চিত করা। এবং অসম বন্টনের মাধ্যমে কারো প্রতি জুলুম করা বরং তার জন্য উচিত হল, ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করা, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হুকুমের অনুকরণ করা এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক ফয়সালা করা। তিনি আরো বলেন, এজন্য তিনি তাকে নবী বানান নি যে, তিনি তার সঙ্গীদের থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করবেন। তিনি যদি এরূপ করেন তবে তো তা রেওয়াজে পরিণত হয়ে যাবে এবং লোকেরা এর অনুকরণ করবে।

**৮১৪৪.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ পড়তেন এবং বলতেন, এর মানে হল গনীমতের মাল পেয়ে কাউকে এর হিস্যা দেয়া এবং কাউকে এর থেকে বঞ্চিত করা।

**৮১৪৫.** দাহ্হাক (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদল সেনাবাহিনী طَلَائِع (অগ্রগামী বাহিনী) হিসাবে কোথাও প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি গনীমতের মাল পেয়ে এর থেকে এ অগ্রগামী বাহিনীকে কিছুই প্রদান করলেন না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ । অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করা নবীর পক্ষে অসম্ভব।

**৮১৪৬.** দাহ্হাক (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবীর জন্য সমীচীন নয়, তার সঙ্গীদের একদল মানুষকে গনীমতের মাল প্রদান করা এবং অপর

দলকে বঞ্চিত করা। বরং এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য উচিত ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আল্লাহ্‌র হুকুমকে অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক ফয়সালা করা।

**৮১৪৭.** দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবীর জন্য শোভনীয় নয় গনীমতের মাল পেয়ে তা তাঁর কোন কোন সঙ্গীকে প্রদান করা এবং অন্য কাউকে উপেক্ষা করা। বরং তাঁর জন্য উচিত সকলের মাঝে সমভাবে বন্টন করা।

يَغُلَّ শব্দের ى বর্ণে যবর এবং غ বর্ণে পেশ দিয়ে যারা পাঠ করেন তাদের কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি মানুষের প্রশংসাবাণী হিসাবে নবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ নবী (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত প্রত্যাদেশ তথা ওহী থেকে লোকদের নিকট কিছুই গোপন করেন না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৪৮.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ-وَمَنْ يَغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -এর মানে হল, নবীর জন্য সমীচীন নয় লোকদের থেকে। ভয়-ভীতি এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সম্বলিত বিধানসমূহ গোপন করা, যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে এসব সহ সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতটি যারা এভাবে তিলাওয়াত করেন তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হল, নবীর জন্য খিয়ানতকারী হওয়া সমীচীন নয়। অর্থাৎ উম্মতের সাথে খিয়ানত করা নবীদের কাজ নয়। غل الرجل - অর্থ হল সে খিয়ানত করেছে। এর مضارع হল يَغُلُّ । এবং মূলধাতু হল غلول - খিয়ানত করা। অনুরূপভাবে باب افعال হতে اَغَلَّ الرجل يُغِلُّ اغلالاً ও উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শুরায়হ্ (র.) বলেছেন, لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ -অর্থ ধার গ্রহণকারী যদি খিয়ানত না করে তবে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি চামড়াসহ গোশত চুরি করে তবে বলা হয় اَغَلَّ الْجَازِرُ -।

এ সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তাফসীরকারগণ ও অনুরূপ বলেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৪৯.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ -এর মানে হল, নবীর পক্ষে খিয়ানত করা শোভনীয় নয়। নবীর পক্ষে খিয়ানত করা যেহেতু শোভনীয় নয় তাই তোমরা ও খিয়ানত করো না।

**৮১৫০** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ -এর মানে হল খিয়ানত করা। মদীনা ও কূফার কিরাআত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যান্যগণ আয়াতটিকে (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُغَلَّ) - ى বর্ণে পেশ এবং غ বর্ণে যবর দিয়ে পড়ে থাকেন। যারা এভাবে তিলাওয়াত করেন তাদের মধ্যেও একাধিক মত রয়েছে।





কোন কোন তাফসীরকারের মতে এর মানে হল, নবী (সা.)-এর থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করা তার সাহাবীদের জন্য শোভনীয় নয়। তারপর اصحاب (সাহাবী) শব্দটিকে বাদ দেয়া হয়। এতে يُغَلَّ ক্রিয়াটি فعل مجهول হওয়ার কারণে কর্তাহীন থেকে যায়। এ হিসাবে এর ব্যাখ্যা হল, নবীর সাথে খিয়ানত করা আদৌ সমীচীন নয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৫১.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতটিকে وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُغَلَّ পড়তেন এবং বলতেন, এর মানে হল, নবী (সা.)-এর সাথে খিয়ানত করা শোভনীয় নয়।

**৮১৫২.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُغَلَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মু'মিন লোকদের থেকে যারা নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন তাদের জন্য নবী (সা.)-এর থেকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করে রাখা আদৌ শোভনীয় নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে যখন তার কতিপয় সঙ্গী তার থেকে কোন বস্তু গোপন করে রেখেছিল।

**৮১৫৩.** কাতাদা (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُغَلَّ -এর মানে হল, নবী (সা.)-এর সঙ্গীদের জন্য তার থেকে কোন বস্তু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখা আদৌ সমীচীন নয়।

**৮১৫৪.** রবী'ইব্‌ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُغَلَّ -এর অর্থ হল, নবী (সা.)-এর সঙ্গী সাহাবীদের জন্য সমীচীন নয় তাঁর থেকে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, এ আয়াত বদর যুদ্ধের দিন নবী (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। যখন তাঁর কতিপয় সাহাবা তাঁর থেকে কিছু বস্তু গোপন করে রেখে দিয়েছিল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হল, নবী (সা.)-এর প্রতি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অপবাদ আরোপ করা সমীচীন নয়। এবং সমীচীন নয় তার প্রতি খিয়ানত ও চুরির অপবাদ আরোপ করা। তাঁরা বলেন, يُغَلَّ শব্দটি এখানে يُغَلَّلُ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর باب تفعيل -এর - عين كلمة -কে تخفيف করে ঃ ثلاثى المجرد -এ নিয়ে يُغَلَّ বানানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাআতের মাঝে আমার নিকট উত্তম কিরাআত হল ঐ সমস্ত লোকদের কিরাআত যারা পড়েন وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ( ى - বর্ণে যবর এবং غ বর্ণে পেশ দিয়ে)। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করে রাখা নবীদের কাজ নয় এবং যে এভাবে আত্মসাৎ করবে সে কখনো নবী হতে পারবে না।

এ কিরাআতটিকে এজন্য আমি গ্রহণ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ -এর পরবর্তী আয়াতাংশ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তাসহ উপস্থিত হবে এবং পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকারী এবং আত্মসাৎকারী ব্যক্তিকে ভীষণভাবে ধমক দিয়েছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আত্মসাৎ করাকে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং তার বান্দাদেরকে وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতাংশের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীদের কাজ নয়। বস্তুত এ আয়াতের দ্বারা যদি সাহাবাদেরকে নবী (সা.)-প্রতি আত্মসাতের অপবাদ আরোপ করা হতে নিবৃত্ত করা উদ্দেশ্য হত তবে আয়াতের মাঝে আত্মসাতের উপর ধমকনী দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা এবং মন্দ ধারণা পোষণ করার ব্যাপারে ধমক দেয়া হত। মূলতঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ -এর পর অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করার ব্যাপারে ধমক সম্বলিত আয়াতাংশ উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করা নবীর শান নয় এবং এ কাজ নবী চরিত্রের পরিপন্থী। কেননা আত্মসাৎ করা মহাপাপ। নবীর পক্ষে এরূপ কাজ অসম্ভব।

কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার চেয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই আমার নিকট সর্বাধিক উত্তম, তা হল, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَخُونَهُ أَصْحَابُهُ অর্থাৎ নবী (সা.)-এর সাহাবাদের জন্য তাঁর সাথে খিয়ানত করা সমীচীন নয়। আসল ব্যাপারও মূলতঃ তাই এবং আল্লাহ্ তা'আলাও وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ -এরপর আত্মসাৎ করার ব্যাপারেই ধমক দিয়েছেন। এ হিসাবে يَغُلَّ শব্দের ى বর্ণে পেশ এবং غ বর্ণে যবর দিয়ে পড়ার কিরাআতকে বিশুদ্ধ বলে হুকুম দেয়ার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কেননা يَغُلَّ শব্দকে مبنى للمفعول পড়ার অবস্থায় এর অর্থও হয় অনুরূপই। অর্থাৎ নবী (সা.)-এর সাহাবাদের জন্য তাঁর সাথে খিয়ানত করা শোভনীয় নয়। এরূপ হলে তাদের পক্ষে তার সাথে গনীমতের মালের ব্যাপারে খিয়ানত করা সম্ভব হতো।

এরূপ প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সাহাবাদের জন্য কি অন্য লোকদের সাথে খিয়ানত করা জায়েয ছিল? যদি থাকতো তবেই তো তাদেরকে নবী (সা.)-এর সাথে খিয়ানত করার ব্যাপারে নিষেধ করা যেতো।

যদি তারা বলে, হ্যাঁ জায়েয ছিল। তবে তো তারা ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালাকে উপেক্ষা করল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কারো সাথে খিয়ানত করাই জায়েয রাখেন নি।

আর যদি বলে, না, জায়েয নেই। অর্থাৎ নবী এবং নবী (সা.) ছাড়া কারো সাথেই খিয়ানত করা তাদের জন্য জায়েয ছিল না।

তবে বলা হবে, তাহলে নবীর সাথে খিয়ানত করতে পারবে না, বিশেষভাবে একথা বলার কি অর্থ হতে পারে? অথচ রাসূল (সা.)-এর সাথে খিয়ানত করা এবং কোন ইয়াহূদীর সাথে খিয়ানত করা





উভয়ই খিয়ানতকারীর জন্য হারাম। আমানতদার ব্যক্তির জন্য কি উভয়ের নিকট আমানতের মাল পৌঁছিয়ে দেয়া আবশ্যক নয়? বিষয়টি যেহেতু এরূপই। তাই এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা তাই যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে খিয়নত ও আত্মসাৎ করা নবী (সা.)-এর কাজ নয়। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরাও খিয়ানত করতে পারবে না। বরং তোমাদের জন্য আবশ্যক হল তোমাদের নবীর তরীকা অবলম্বন করা। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যা ইব্ন আতিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ আছে। আত্মসাৎ ও খিয়ানতেই অবৈধতা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ধমক দিয়ে বলেন, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যে কোন বস্তু গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তাসহ হাযির হবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(অর্থ ঃ আর কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন তা সে নিয়ে আসবে।) -এর ব্যাখ্যা-

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল, কেউ মুসলমানদের গনীমত ও ফাঈ এর মাল হতে কিছু অন্যায়ভাবে খিয়ানত করলে, যা সে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে তাসহ সে কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৫৫.** আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং ওয়াজ নসীহত করলেন। তারপর তিনি বললেন, একব্যক্তি কিয়ামতের দিন ছাগল কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে। ছাগলটি ভ্যা-ভ্যা করতে থাকবে। তখন সে বলবে হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, তোমাকে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে এব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের অপর এক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অশ্বকাঁধে উপস্থিত হবে। এবং তা চীৎকার করতে থাকবে। তখন সে লোকটি বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো এ বিষয়ে তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। তোমাদের অপর এক ব্যক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য ঘাড়ে করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে, এবং বলবে হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, তোমাকে সাহায্য করার আমার কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে এর পরিণতির কথা জানিয়েই দিয়েছি। তোমাদের আরেক ব্যক্তি স্বীয় কাঁধে গাভী বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। তখন গাভীটি হাম্বা-হাম্বা করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম নই। আমি তো এ সম্পর্কে তোমাকে পূর্বেই বলে দিয়েছি। অন্য এক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এক গাঠুরী কাপড় কাঁধে হাশরের ময়দানে হাযির হবে। আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সহায়তা

করুন। আমি বলব, আমি তোমাকে কোন উপকার করতে সক্ষম নই। আমি তো তোমাকে এ সম্বন্ধে জানিয়েই দিয়েছি।

**৮১৫৬.** আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, তার পৃষ্ঠোপরে একটি নফ্স (দাস–দাসী) চীৎকার করছে।

**৮১৫৭.** আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং বললেন আত্মসাৎ করা মহাপাপ। তারপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় আমি না পাই যে, তার কাঁধের উপরে আত্মসাৎকৃত উট চীৎকার করছে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বাঁচান। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

**৮১৫৮.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি তোমাদের সে লোকটিকে চিনব যে কিয়ামতের দিন একটি ছাগল বহন করে উপস্থিত হবে। ছাগলটি ভ্যা–ভ্যা করতে থাকবে। তখন সে আমাকে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তখন বলব, আল্লাহ্র নিকট তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। আমি তো তোমাকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের সে লোকটিকেও চিনব যে কিয়ামতের দিন স্বীয় উট বহন করে হাযির হবে এবং উটটি ডাকতে থাকবে। তখন সে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তাকে বলব, আজ আল্লাহ্র নিকট তোমার ব্যাপারে করণীয় আমার কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে এ পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঐ লোকটিকেও চিনব কিয়ামতের দিন যে, একটি ঘোড়া পৃষ্ঠোপরে বহন করে উপস্থিত হবে এবং ঘোড়াটি হ্রেষারব করতে থাকবে। সে তখন হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বলে ডাকতে থাকবে। আমি তাকে বলে দিব, আজ আল্লাহ্র নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই নেই। আমি তো তোমাকে পূর্বেই এ সম্পর্কে বলে দিয়েছিলাম। আমি সে লোকটিকেও চিনব যে কিয়ামতের দিন চামড়ার একটি পুরাতন মশক নিয়ে উপস্থিত হবে। সে আমাকে হে মুহাম্মাদ (সা.)! হে মুহাম্মাদ (সা.)! বরে ডাকতে থাকবে। তখন আমি তাকে বলব, আজ আল্লাহ্র নিকট তোমার ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই। আমি তো তোমাকে এ সম্পর্কে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

**৮১৫৯.** আবূ হুমায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে সাদকা উসূল করার জন্য কোথাও প্রেরণ করেন। তিনি বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কয়েক ব্যক্তিকে তা বুঝে রাখার জন্য পাঠালেন। তাঁরা সাদকা উসূলকারীর নিকট পৌঁছলে তিনি বলতে লাগলেন যে, এগুলো আমার এবং এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের একথা শুনে তারা বললেন, এগুলো আপনার হল





কেমন করে? তিনি বললেন, এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। প্রেরিত সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এসে এ সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। এ সংবাদ শুনে নবী (সা.) ঘর হতে বেরিয়ে এসে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আমার কি হল? আমি একদল লোককে সাদকা উসূলকারী হিসাবে কোথাও প্রেরণ করি। তারপর তাদের কেউ বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে আসে। তারপর সে মাল বুঝে রাখার জন্য লোক পাঠালে সে বলে, এগুলো আমার এবং এগুলো তোমাদের। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে যদি সত্যবাদী হয় তবে সে তার বাবা মায়ের বাড়ীতে অবস্থান করা অবস্থায় তাকে হাদিয়া দেয়া হয় না কেন? তারপর তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি কাউকে যদি কোন কাজে প্রেরণ করি এবং সে যদি এর থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখে তবে যা সে গোপন করেছে তা স্কন্ধে বহন করে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে সুতরাং উচ্চস্বরে চীৎকার করা অবস্থায় উট, হাম্বা–হাম্বা করা অবস্থায় গাভী এবং ভ্যা–ভ্যা করা অবস্থায় বকরী স্কন্ধে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া থেকে তোমরা সকলেই আল্লাহ্কে ভয় কর।

**৮১৬০.** আবূ হুমায়দ আস সাঈদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আয্দ গোত্রের ইবনুল উতবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে বনী সলায় গোত্রের সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করলেন। তিনি সাদকা উসূল কার্য শেষ করে এসে বললেন, এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের আর এগুলো আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা নিজ গৃহে বসে থেকে দেখনা কেন, হাদিয়া তোমাদের নিকট আসে কিনা? তারপর তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করে বললেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের কতিপয় ব্যক্তিকে কোন কাজের কর্মকর্তা নিয়োগ করি যার অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রদান করেছেন। তারপর সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের তথা রাষ্ট্রের আর এগুলো আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। সে তার বাবা মায়ের বাড়ীতে বসে থেকে দেখুক। হাদিয়া তার নিকট আসে কিনা? যার অধিকারে আমার প্রাণ সে মহান সত্তার শপথ– তোমাদের যে কেউ এ থেকে কোন কিছু অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা স্কন্ধে বহন করে আসবে। সুতরাং এরূপ করবে না। অবশ্যই আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনব যে কিয়ামতের দিন স্বীয় উট নিজ স্কন্ধে বহন করে আসবে আর তা চীৎকার করতে থাকবে, গাভী স্কন্ধে বহন করে আসবে এবং তা হাম্বা–হাম্বা করতে থাকবে অথবা ছাগল বহন করে আসবে এবং তা ভ্যা–ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর উভয় হস্ত উত্তোলন করে বললেন, আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ( যা আমার দায়িত্বে ছিল)?

**৮১৬২.** আবূ হুমায়দ (র.) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে। তুমি তোমার বাবা মায়ের বাড়ীতে বসে থেকে দেখ, হাদিয়া তোমার নিকট আসে কিনা? তারপর তিনি তাঁর উভয় হস্ত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। এরূপ করে তিনি বললেন আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি (যা আমার দায়িত্বে ছিল)? আবূ হুমায়দ (র.) বলেন, এ ঘটনাটি আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে।

**৮১৬২ (ক).** আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি এবং উমর (রা.) সাদকা সম্পর্কে আলোচনা করতে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়সকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সাদকা আত্মসাৎকারী সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেন নি, তিনি বলেছেন, তা থেকে একটি উট বা একটি ছাগল আত্মসাৎ করবে সে তা বহন করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা.) বলেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

**৮১৬৩.** ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.)–কে সাদকা উসূলকারী রূপে প্রেরণকালে বললেন, হে সা'দ! কিয়ামতের দিন চীৎকারকারী উটবহন করা অবস্থায় তোমার যেন উপস্থিত হতে না হয়। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না এবং এ অবস্থায় আসবও না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেন।

**৮১৬৪.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.)–কে কোন বিষয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করার পর তার নিকট এসে বললেন, হে সা'দ! চীৎকারকারী উট কাঁধে বহন করা অবস্থায় কিয়ামতের দিন উত্থিত হওয়া থেকে বেঁচে থাক। এ কথা শুনে সা'দ (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমি করলেই তো এরূপ হবে। তিনি বললেন হ্যাঁ, তাই! তারপর সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানি আমি চাইলে আমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং এ পদ থেকে আমি ক্ষমা চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে এ পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

**৮১৬৫.** আবদুর রহমান ইব্নুল হারিস (র.) স্বীয় দাদা উবায়দ ইব্ন আবূ উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, মুসলমানদের যে সব সন্তান মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেছে তিনি তাঁদের মাঝে প্রথম। তিনি বলেন, দাউস গোত্রের সাদকা আদায় করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আমি আমার কর্ম সম্পাদনের জন্য যেদিন বের হবার সংকল্প করলাম সেদিনই আবূ হুরায়রা (রা.) আমার কাছে এলেন এবং আমাকে সালাম করলেন। আমি ও তার নিকট গেলাম এবং সালাম দিলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমার এবং উটের অবস্থা কেমন হবে; তোমার এবং গাভীর অবস্থা কেমন হবে, তোমার এবং ছাগলের অবস্থা কেমন হবে? এরপর তিনি বললেন, আমি আমার মাহবুব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটি উট গ্রহণ করবে সে ঐ উট নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে এবং সে উট চীৎকার করতে থাকবে। যে ব্যক্তি একটি গাভী অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে সে ঐ গাভী নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে এবং ঐ গাভী হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটি ছাগল গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন এ ছাগল কাঁধে নিয়ে সে উপস্থিত হবে এবং ঐ ছাগল ভ্যা–ভ্যা করতে থাকবে। সুতরাং তোমরা বিশেষভাবে গরু আত্মসাৎ করা হতে বেঁচে থাক। কেননা সেদিন এর শিং হবে খুব ধারাল এবং খুর হবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ।





**৮১৬৬.** আবদুর রহমান ইব্নুল হারিস (র.) স্বীয় দাদা উবায়দ ইব্ন আবূ উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে দাউস গোত্রের সাদকা উসূলের দায়িত্ব দেয়া হলে কার্য সম্পাদন শেষে আমি আসলাম। এ সময়ে আবূ হুরায়রা (রা.) আমার নিকট এসে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, বল তোমার এবং উটের খবর কি? হাদীসের পরবর্তী অংশ যায়দের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে অতিরিক্ত একথা উল্লেখ আছে যে, সে কিয়ামতের দিন ঐ উট কাঁধে বহন করে আসবে এবং তা চীৎকার করতে থাকবে।

**৮১৬৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কখনো গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হস্তগত হলে তিনি কোন ঘোষণাকারীকে এ মর্মে ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দিতেন যে, কোন ব্যক্তি একটি সুঁই বা এর চেয়ে ছোট বস্তুও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। কেউ একটি উট ও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। যদি করে তবে সে ঐ উট পৃষ্ঠোপর করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এবং তা উচ্চ রবে চীৎকার করতে থাকবে। তোমাদের কেউ একটি ঘোড়া ও অন্যায়ভাবে গোপন করতে পারবে না। যদি কেউ গোপন করে তবে সে অশ্ব পিঠের উপর বহন করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। এবং ফ্যালফ্যাল করতে থাকবে।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

**অর্থ ঃ** তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। এর ব্যাখ্য–

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ –এর মানে হল, তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। এতে কোন প্রকার কম করা হবে না। যার সাথে যে আচরণ করা সমীচীন তার সাথে সেই আচরণ করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করে তাদের প্রাপ্য বিষয়ে তাদেরকে ঠকানো হবে না। যেমন

**৮১৬৮.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। এতে কোন প্রকার কম করা হবে না এবং জুলুম ও করা হবে না।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ

(١٦٢) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

**১৬২. আল্লাহ্ যাতে রাযী, এর যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের মানে হল, সম্পদ আত্মসাৎ করা অথবা বর্জন করার মাধ্যমে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তারা কি ঐ ব্যক্তিদের মত যারা সম্পদ আত্মসাৎ করত। আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে?

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৬৯.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, যে আল্লাহ্ যাতে রাযী যে তারই অনুসরণ করে সে কি তার মত যে আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়েছে। এর মানে হল, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে না, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়েছে অর্থাৎ অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে?

**৮১৭০.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আদায় করে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

**৮১৭১.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট যে তারই অনুসরণ করে, এতে চাই মানুষ সন্তুষ্ট হোক বা নারাজ হোক সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে মানুষকে রাযী করতে গিয়ে বা মানুষকে নারাজ করার কারণে আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং আল্লাহ্র গযবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে এবং যার আবাস জাহান্নাম আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল? এরূপ দু' ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? ভালভাবে অনুধাবন কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের এতদুভয় ব্যাখ্যার মাঝে আমার নিকট উত্তম ব্যাখ্যা হল দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.)–এর ব্যাখ্যা। কেননা, এ আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মসাৎ সম্পর্কে সতর্ককরণ এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিবরণের পর উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ মান্যকারী ব্যক্তি এবং অমান্যকারী ব্যক্তি উভয়টি সমান? না তারা সমান নয়। উভয়ের মান আল্লাহ্র নিকট সমান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ মান্যকারীর জন্য রয়েছে জান্নাত আর অমান্যকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ হিসাবে أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ –এর মানে হল, যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করা বর্জন করেছে, বর্জন করেছে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পাপ কর্মসমূহ আল্লাহ্র ফরমাবরদারীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে। মোট কথা যে সর্বকাজে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করেছে এবং তার অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে? পরিণামে সে জাহান্নামে আবাস স্থাপন করার যোগ্য হয়ে যায়?





এতদুভয় মানুষ কি সমান? না তারা কখনো সমান নয়। وَبِئْسَ الْمَصِيرُ –এর মানে হল, কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল ঐ সমস্ত লোকদের যারা আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হয়েছে প্রত্যাবর্তন স্থল। তথা জাহান্নাম।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ

(١٦٣) هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

**১৬৩. আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের ; তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)–এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং যারা আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়েছে আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের। যারা আল্লাহ্র রিযামন্দীর পথে চলবে তাদের জন্য রয়েছে সম্মান ও মহাপুরস্কার। আর যারা আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৭২.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে তার স্তর বিদ্যমান রয়েছে। কারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুগত এবং কারা অবাধ্য তা আল্লাহ্র নিকট অস্পষ্ট নয়।

**৮১৭৩.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ (আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের) এ কথার মানে হল আমল হিসাবে আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের মানে হল لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র রিযামন্দীর অনুসরণ করে তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক বহু মর্যাদা।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৭৪.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা।

**৮১৭৫.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ –এর ব্যাখ্যা ঃ নেক্কার ও বদকার যে যাই করুক, মহান আল্লাহ্ পাক তা সবই দেখেন। কারো কোন আমলই মহান আল্লাহ্র নিকট গোপন নেই। উভয় দলের আমলই তিনি তন্ন–তন্ন করে হিসাব রাখেন। কাজেই ভাল–মন্দ যে যা আমল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পুরাপুরি বদলা দিবেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮১৭৬. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কারা মহান আল্লাহ্র অনুগত এবং কারা মহান আল্লাহ্র অবাধ্য তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অস্পষ্ট নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٦٤) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

**১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের প্রতি বিশেষ ইহসান করেছেন যে, তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হল, মু'মিনগণের মধ্য হতে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। مِنْ اَنْفُسِهِمْ মানে হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভাষাভাষী একজনকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অন্য ভাষার কাউকে নবী বানিয়ে পাঠান নি। এরূপ হলে তারা তাঁর কথা বুঝতে সক্ষম হতো না।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ –তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত কিতাব তিলাওয়াত করেন।

وَيُزَكِّيْهِمْ –তিনি তাদেরকে যে আদেশ নিষেধ করেন, তারা তা পুরোপরি ভাবে মান্য করে এভাবে তিনি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পাকসাফ করেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ –তিনি তাদেরকে ঐ কিতাব শিক্ষা দান করেন। যা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাদের নিকট এর অর্থ ব্যাখ্যা বিবৃত করেন।

وَالْحِكْمَةَ –এর মানে হল সুন্নাত, তরীকা বা নিয়ম যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মুবারক যবানে মু'মিনগণের জন্য প্রবর্তন করেছেন এবং বর্ণনা করিয়েছেন।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ –যদিও উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার পূর্বে তারা لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল, অর্থাৎ কাফির বা কুফ্রীতে নিমর্জিত ছিল এবং হিদায়েতের আলো হতে অন্ধ ছিল। হককে হক বলে জানতো না এবং বাতিলকে বাতিল মনে করতো না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি তাফসীরকারগণের অনেকেই অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮১৭৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের দু'আ এবং তাদের পক্ষ হতে কোন আগ্রহ ব্যক্ত করা ব্যতিরেকে। বস্তুতঃ এ উম্মতকে অন্ধকার হতে আলোর দিশা দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে সরল পথ দেখানোর নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্র বিশেষ দয়া ও রহমত। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - الحكمة–এর অর্থ সুন্নাত। وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ –এ আয়াতের অর্থ তা নয় যা খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে। তারা বলে, দীনের ব্যাপারে কর্মই হল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যদি কেউ কর্ম ত্যাগ করে তবে তার রক্ত বহিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন যারা ছিল অজ্ঞ, তারপর তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এমন এক কওমের প্রতি তিনি তার নবীকে প্রেরণ করেছেন যাদের মাঝে কোন ভদ্রতা শালীনতা এবং আদব আখলাক ছিল না। তারপর তিনি তাদেরকে ভদ্রতা শালীনতাও আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

৮১৭৮. ইব্ন ইসহাক (র.) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ..... لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে ঈমানদার বান্দারা! তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর আয়াত তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তোমাদের আমল এবং তোমাদের কর্ম পরিশোধন করেন, তোমাদেরকে ভাল মন্দ শিক্ষা দেন যেন তোমরা ভালকে চিনে সে মত আমল কর এবং মন্দকে চিনে এর থেকে বেঁচে থাক। তোমরা তার আনুগত্য করলে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি তোমাদেরকে জানিয়ে দেন যেন তোমরা বেশী বেশী আনুগত্য কর এবং আবাধ্য আচরণ করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করা হতে বিরত থাকলে তিনি তাও তোমাদের জানিয়ে দেন যেন তোমরা এ প্রক্রিয়ায় তার অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে এর প্রতিদান লাভ করতে সক্ষম হও। وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ যদিও তারা পূর্বে মূর্খতার অন্ধকারে নিমর্জিত ছিল, নেকী কাকে বলে তা জানতো না এবং গুনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাও করত না। হক সম্পর্কে তারা ছিল বধির এবং হিদায়েত সম্পর্কে তারা ছিল অন্ধ।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٦٥) اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

**১৬৫. কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত এল তখন তোমরা বললে, এ কোত্থেকে আসল?**

**অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপাদ ঘটিয়েছিলে। বল এ তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে ; আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

–এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ –এর মানে হল, যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত আসল অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন কতিপয় সাহাবী শহীদ হওয়ায় এবং কতিপয় সাহাবী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তারা যে মুসীবতে পড়েছিল। অথচ বদরে সত্তর জন মুশরিক নিহত হয়েছিল। قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا –অথচ হে মুমিনগণ! উহুদে তোমাদের উপর যে মুসীবত এসেছিল বদরে এর দ্বিগুণ মুসীবত তোমরা মুশরিকদেরকে পৌঁছিয়েছিলে। অর্থাৎ বদরের দিন তোমরা সত্তরজন কাফির হত্যা করেছিলে এবং সত্তরজন বন্দী করেছিলে। قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا –উহুদে মুসীবতগ্রস্ত হয়ে তোমরা পরস্পর বলাবলি করছ যে, এ মুসীবত কোত্থেকে এল, কোন দিক থেকে এল? এবং কেমন করে এল? অথচ আমরা মুসলমান এবং তারা হল মুশরিক। আমাদের মাঝে এমন নবী ও আছেন যার নিকট আসমান থেকে ওহী আসে। আর আমাদের শত্রুরা তো হল আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী এবং মুশরিক। এ বিপদ আমাদের উপর কেমন করে ঝেঁকে বসল? এর উত্তরে আল্লাহ্ বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী আপনার সাহাবীদেরকে বলে দিন, তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে তা তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। কেননা তোমরা আমার হুকুম অমান্য করেছ এবং আমার আনুগত্য বর্জন করেছ। সুতরাং এ বিপদ তোমাদের ছাড়া আর কারো পক্ষ হতে আসেনি। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –আল্লাহ্ তার সৃষ্টির ব্যাপারে যা ইচ্ছা করেন, ক্ষমা হোক বা শাস্তি হোক সব বিষয়েই তিনি সর্ব শক্তিমান।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ –এর যে ব্যাখ্যা আমি পূর্বে পেশ করেছি এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একমত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাদের মাঝে একাধিক মত বিদ্যমান রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেহেতু তোমরা নবী (সা.)–এর বিরুদ্ধাচারণ করেছ। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তোমরা মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা বর্জন কর এবং তাদেরকে সুযোগ দাও তারা যেন মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে এবং তোমাদের জনপদের ভেতর ঢুকে পড়ে। (তখন তাদের উপর আক্রমণ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।) কিন্তু তোমরা তা উপেক্ষা করেছ এবং এ কথা বলেছ যে, আমাদেরকে নিয়ে চালুন আমরা মদীনার বাইরে গিয়েই তাদের সাথে লড়াই করব।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৭৯.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا –এর মানে হল উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সত্তর জন শহীদ হয়েছিল। অবশ্য বদরের যুদ্ধের তারা মুশরিকদেরকে দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিল। অর্থাৎ তাদের সত্তর জনকে হত্যা করেছিল এবং সত্তর জনকে বন্দী করেছিল। قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ –তোমরা বলছ এ বিপদ কোত্থেকে এল, হে নবী!





আপনি বলে দিন, এ বিপদ তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। এর ব্যাখ্যা হল, উহুদ যুদ্ধের দিন কুরায়শ দলপতি আবূ সুফিয়ান ও তার মুশরিক বাহিনী উহুদের প্রান্তরে সমবেত হওয়ার পর নবী (সা.) তাঁর সঙ্গী সাহাবীদেরকে বললেন, এ দুর্ভেদ্য ঢালের অভ্যন্তরে থেকেই আমি লড়াই করব। অর্থাৎ মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভেতরে আসার সুযোগ দাও। এখানেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। একথা শুনে কতিপয় আনসারী সাহাবী বললেন, হে নবী! মদীনার রাস্তায় শাহাদাত লাভ করা আমাদের নিকট পসন্দনীয় নয়। অন্ধকার যুগে ও মদীনার অভ্যন্তরে আমরা যুদ্ধ হতে দেইনি। ইসলাম উত্তর কালে এখানে কেমন করে আমরা যুদ্ধ হতে দিতে পারি? সুতরাং কুরায়শ কওমের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে নিয়ে চলুন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় লৌহ বর্ম এবং যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হতে লাগলেন। তখন মুসলমান সৈন্যরা পরস্পর একে অপরকে ভৎসনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদেরকে এক কাজের প্রতি ইংগিত করেছেন। আর তোমরা তাকে পরামর্শ দিয়েছ অন্যভাবে (এ ঠিক নয়)। সুতরাং হে হামযা! আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলুন আমাদের পরামর্শ আপনার পরামর্শের অনুগত থাকবে। তারপর হামযা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের কওমের লোকেরা একে অপরকে পরস্পর ভৎসনা করছে এবং বলছে, আমাদের পরামর্শ আপনার পরামর্শের অনুগত থাকবে। (তাই আপনি আপনার নিজ ইচ্ছা মুতাবিক কাজ করুন)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, রণ সজ্জায় সজ্জিত হওয়ার পর তা পূর্ণতায় না পৌঁছিয়ে রণ পোশাক খুলে ফেলা তা নবীর জন্য সমীচীন নয়। অচিরেই তোমরা মুসীবতের সম্মুখীন হবে। তখন সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্র নবী এ বিপদ কি বিশেষ কারো জন্য আসবে না ব্যাপকভাবে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা তা দেখতে পাবে। তারপর আমাদেরকে বলা হল যে, তিনি একটি গাভী যবেহ করতে স্বপ্নে দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা হল, তার সাহাবিগণ শাহাদাত বরণ করবে। স্বপ্নে তিনি এও দেখেছেন যে, "যুলফিকার" নামক তার তরবারিটি ভেঙ্গে গিয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল হযরত হামযা (রা.)–এর শাহাদাত। উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাকে "আসাদুল্লাহ্" বলা হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বপ্নে এও দেখছেন যে, একটি ভেড়া যবেহ করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা হল, শত্রু সৈন্যদের অশ্বারোহী দলের ভেড়া অর্থাৎ উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা নিহত হবে। উহুদের দিন সে নিহত হয়েছে। তার হাতে ছিল মুশরিক লোকদের পতাকা।

**৮১৮০.** রবী' (র.) থেকে ও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে, তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا –এর মানে হল, তোমরা যে পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছ এর দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ –তখন তারা বলল, এ বিপদ কোত্থেকে এল? বল, নাফরমানীর কারণেই তোমরা এ বিপদের মুখোমুখি হয়েছ।

**৮১৮১.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের উপর একটি মুসীবত এসেছিল অথচ বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের কতেককে হত্যা এবং কতেককে বন্দী করে এর দ্বিগুণ

মুসীবত পৌছানো হয়েছিল। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا –এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

**৮১৮২.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন মুসলমান সৈন্যরা মুশরিকদের সত্তর জনকে হত্যা করে এবং সত্তর জনকে বন্দী করে। আর মুশরিক লোকেরা উহুদের দিন সত্তর জন মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। এ সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا – তোমরা বলছ এ বিপদ কোত্থেকে এল? আমরা তো মুসলিম। আল্লাহ্‌কে রাযী করার নিমিত্তে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আর এরা তো হল মুশরিক। এর জবাবে আল্লাহ্ বলেন, قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ বল, নবী (সা.) তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অমান্য করার কারণেই তোমাদের উপর এ বিপদ আপতিত হয়েছে। এ তোমাদের কৃতকর্মেই পরিণাম। অন্য কারো হতে এ বিপদ আসেনি।

**৮১৮৩.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাহাবিগণ বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে আমরা বিপদে পড়েছিলাম এ কারণে যে, বদরের যুদ্ধে আমরা যুদ্ধ বন্ধুদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলাম এবং উহুদের যুদ্ধের দিন অমান্য করেছিলাম নবী (সা.)–এর নির্দেশ। তাই যারা আমাদের থেকে নিহত হয়েছে তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে আছে তারা পবিত্র অবস্থায় বেঁচে আছে। সর্ববস্থায় আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট।

**৮১৮৪.** হাসান ও ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই বলেন, সাহাবীদের ভুল ছিল এই যে, নবী (সা.) তাদেরকে বলেছিলেন, যুদ্ধে জয় হওয়ার পর আমার সঙ্গীগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে না। কিন্তু তারা তাদের অনুসরণ করে উহুদের দিন।

**৮১৮৫.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উহুদের যুদ্ধে মসূলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা বিপদে পড়েছিলেন, তাদের কথা আলোচনা করে বলেন, সেদিন সত্তর জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا । বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ সত্তরজন কাফিরকে বন্দী করেছিলেন এবং সত্তর জনকে হত্যা করেছিলেন। উহুদের এ বিপর্যয়ের পর সাহাবিগণ বলতে লাগলেন এ বিপদ কোত্থেকে আসল? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে রাসূল আপনি বলুন, এ বিপদ তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি হিসাবে এসেছে। যেহেতু তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হুকুম অমান্য করেছ।

**৮১৮৬.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তোমরা যে পরিমাণ বিপদে পড়েছ বদরের যুদ্ধের দিন তোমরা মুশরিকদেরকে এর দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলে।





**৮১৮৭.** ইব্‌ন ইস্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপদের পড়েছিল এর আলোচনা করে أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ –আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তারপর এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধে যদি তোমাদের ভ্রাতাগণ বিপদে পড়ে থাকে তবে তা তাদের অন্যায়ের কারণেই এমনটি হয়েছে। এতেও কিছু আসে যায় না। কেননা এর পূর্বে বদরের যুদ্ধে তো তোমরা তাদেরকে দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলে। অর্থাৎ তাদের কতেক কে হত্যা করেছ এবং কতেককে হত্যা করেছ এবং কতেককে বন্দী করেছ। উহুদের যুদ্ধে তোমাদের নবী তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমরা তা অমান্য করেছিলে এবং বর্তমানে এ নাফরমানীর কথা তোমরা ভুলে গিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে যা কিছু ইচ্ছা করেন প্রতিশোধ নেয়া হোক বা ক্ষমা করা হোক সব বিষয়েই তিনি সর্বশক্তিমান।

**৮১৮৮.** দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا –আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তোমরা যে পরিমাণ বিপদে পড়েছ। বদরের দিন এর দ্বিগুণ বিপদে তোমরা মুশরিকদের কে ফেলেছিলে।

কোন কোন তাফসীরকার قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ হল, হে নবী তাদেরকে বলে দিন, এ বিপদ তোমাদের পক্ষ হতেই এসেছে। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা না করে তোমরা যে তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। এ কারণেই তোমরা বিপদে পড়েছ।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৮৯.** উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদের সত্তর জনকে বন্দী করেছিলেন এবং সত্তর জনকে হত্যা করেছিলে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা দু'টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করা ১. হয়। মুশরিকদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর এবং এর দ্বারা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের হিফাজত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে তোমাদের সত্তর জন শহীদ হবে। ২. অথবা তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। এ কথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, আমরা তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করব এবং পরবর্তীতে আমাদের সত্তর জন শহীদ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবিগণ মুশরিকদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন এবং উহুদে তাদের সত্তর জন শহীদ হল। বর্ণনাকারী উবায়দা (র.) বলেন, তারা উভয় প্রকার কল্যাণ কামনা করলেন।

**৮১৯০.** উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতটি বদরে যারা বন্দী হয়েছে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার এবং ইচ্ছা করলে তোমরা তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করতে পার। তবে

মুক্তিপণ গ্রহণ করলে তোমাদের থেকেও এ পরিমাণ লোক শাহাদাত বরণ করবে। একথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, আমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করে এগুলোকে কাজে লাগাব এবং আমাদের থেকে এ পরিমাণ শহীদ হোক এটা আমাদের কাম্য।

**৮১৯১.** আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল (আ.) নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনার লোকেরা কাফিরদেরকে যে বন্দী করেছে তা আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় নয় এবং তিনি আপনাকে দু'টি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তা হল, হয় তাদেরকে হত্যা করুন, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের খালাস করে দিন। তবে মুক্তিপণ গ্রহণ করলে আপনাদের থেকেও এ পরিমাণ লোক আগামীতে শহীদ হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলকে ডেকে পরামর্শে বসে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! বন্দীরা আমাদের ভাই-বন্ধু। সুতরাং আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। বরং তাদের থেকে আমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করব এবং এ অর্থ দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। পরবর্তীতে এ পরিমাণ সংখ্যা আমাদের শহীদ হবে। এতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সত্যিই উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয় বদরের যুদ্ধ বন্দীদের সমপরিমাণ সংখ্যা।

আল্লাহ্‌পাকের বাণী ঃ

(١٦٦) وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

**১৬৬. যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌রই নির্দেশক্রমে হয়েছিল ; এ ছিল মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।**

**এর ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত يوم -এর অর্থ হল, উহুদ যুদ্ধের দিন এবং التقى الجمعان -এর অর্থ হল মুসলমান এবং মুশরিকদের দু'দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হওয়া। সেদিন মুসলমানদের যে বিপর্যয় হয়েছিল তা হল এই যে, সে দিন মুসলমানদের কতেক শহীদ হয়েছিল এবং কতেক আহত হয়েছিল। فَبِاِذْنِ اللّٰهِ -এ সব কিছু আল্লাহ্‌র নির্দেশ তথা তাকদীরের ফয়সালা অনুসারেই হয়েছে, আয়াতে উল্লেখিত ما শব্দটি مبتداء متضمن معنى شرط এবং فاء হল فاء جزائية -এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا -এর অর্থ হল, উহুদের যুদ্ধের দিন দু'দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার সময় মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী ঈমানদার এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য করা। যেন মু'মিন লোকেরা মুনাফিকদেরকে চিনতে পারে এবং কারো ব্যাপার কারো নিকট অস্পষ্ট না থাকে। وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর ব্যাখ্যা পূর্বে আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করেছি তা ইব্‌ন ইসহাক (র.) ও তাই বলেছেন।





**৮১৯২.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ -যখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের সম্মুখীন হলে তখন তোমাদের যা করণীয় তা করার সময় এবং আমার পক্ষ হতে সাহায্য আসা এবং কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের পর তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আমার নির্দেশেই ঘটেছিল। উদ্দেশ্য হল, মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করা এবং জানা ঐ সমস্ত লোকদের যারা তোমাদের মাঝে মুনাফিক। অর্থাৎ তাদের নিফাককে প্রকাশ করে দেয়া ঃ

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٦٧) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ○

**১৬৭. মুনাফিকদেরকে জানাবার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করো, অথবা শত্রুদেরকে রুখে দাঁড়াও। তখন মুনাফিকরা বলল, যদি আমরা কোন নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যুদ্ধ দেখতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমরা অংশ গ্রহণ করতাম। এই মুনাফিকরা ঈমানের তুলনা, নাফরমানীর নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশী। তারা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই এবং আল্লাহ্‌পাক খুব ভালভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের প্রান্তরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রওয়ানা হলেন, মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল ও তার সঙ্গীরা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণকে রেখে ফিরে আসতে উদ্যত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে বললেন, এসো, আমাদের সঙ্গে থেকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর ; অথবা তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দ্বারা আমাদের শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত কর। এ কথা শুনে তারা বলল, আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা লড়াই করবে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম এবং তোমাদের সাথে থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, কিন্তু তোমাদের এবং তাদের মাঝে লড়াই হবে বলেই তো আমরা মনে করি না; যে নিফাক তারা নিজেদের মনে লালন করতেছিল তা প্রকাশিত হল, অবশ্য তারা মুখে বলল, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ (যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম), তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবিগণের প্রতি যে বিদ্বেষ অন্তরে লালন করত; একথা তো এর পরিপন্থী। যেমন নিম্ন বর্ণনাসমূহে রয়েছে।

৮১৯৩. ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ এক সহস্র সৈন্য নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং যেতে যেতে মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী সওত নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করে এবং বলে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! হে লোক সকল! কোন্ কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব; তা আমাদের বোধগম্য নয়। তারপর সে আরোও কতিপয় মুনাফিকসহ ফিরে আসে; এ দেখে বনূ সালামার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম তাদের নিকট গিয়ে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক সকল! তোমরা নিজ নবী ও নিজ সম্প্রদায়কে শত্রুদের হাতে অপদস্ত করোনা এবং তাদেরকে শত্রুদের মুখে রেখে পলায়ন করোনা। এ কথা শুনে তারা বলল, আমরা যদি জানতাম যে, সত্যি সত্যিই, তোমরা শত্রুদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতাম না। আমরা জানি, এখানে কোন লড়াই হবেনা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়া ছাড়া তারা যখন কোন কথাই বলছে না, তখন বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, দূর হও, আল্লাহ্‌র শত্রুরা ভাগো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করুক। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখবেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে যুদ্ধের মাঠের দিকে অগ্রসর হলেন।

৮১৯৪. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের ময়দানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান করার নিমিত্তে রওয়ানা হলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল ও তার সঙ্গীরা প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদ্যত হয়, তাদেরকে বলা হয়, এসো মহান আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর। তখন তারা বলল, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ تَّبَعْنٰكُمْ –অর্থাৎ আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম এবং তোমাদের থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ করতাম। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ হবে বলে আমরা মনে করি না। তারা যা মনে মনে গোপন রেখেছিল তা প্রকাশিত হয়ে গেল, তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা তা মুখে বলে। অর্থাৎ তোমার সামনে তারা ঈমানদারী প্রকাশ করছে। অথচ তাদের অন্তরে ঈমান নেই। তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই জানেন।

৮১৯৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সহস্র সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে সকলে রওয়ানা হলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল তার তিন শত সঙ্গীসহ ফিরে আসে। তখন আবূ জাবির সুলামী (রা.) তাদের নিকট যান এবং তাদেরকে ফিরে আমার জন্য আহবান করেন, কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং বলে, এখানে যুদ্ধ বলে আমরা মনে করিনা। আমাদের কথা শুনলে তুমিও অবশ্যই আমাদের সাথে ফিরে আসতে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ اَلَّذِيْنَ





قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ –এর মাঝে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূলের সঙ্গী এবং আবদুল্লাহ্ আবূ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারীর কথাই বর্ণনা করেছেন। যখন আবূ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাদেরকে ফিরে আসতে আহবান করেছিলেন। তখন তারা উত্তরে বলেছিল, এটাকে আমরা যুদ্ধ মনে করি না। আমাদের কথা মানলে তোমরাও আমাদের সাথে ফিরে আসতে।

৮১৯৬. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললে, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ আয়াতাংশ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ تَّبَعْنٰكُمْ –এর মানে হল, যুদ্ধ হবে বলে আমরা যদি জানতাম, তবে অবশ্যই আমরা আমাদেরকে তোমাদের সাথেই দেখতে পেতাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ اَوِ ادْفَعُوْا –এর ব্যাখ্যা মুফাস্‌সিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, কমপক্ষে তোমরা আমাদের সাথে থেকে আমাদের দলকে ভারি কর। তোমরা আমাদের দলকে ভারি করলে তোমরাও তাদেরকে প্রতিহত করলে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮১৯৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَوِ ادْفَعُوْا মানে হল, তোমরা আমাদের দালটিকে ভারি কর।

৮১৯৮. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اَوِ ادْفَعُوْا –এর ভাবার্থ হল ঃ যুদ্ধ না হলেও তোমারা আমাদের থেকে তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তার দ্বারা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর। অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এর অর্থ হল, তোমরা যুদ্ধ না করলেও কমপক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাক।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮১৯৮. আবূ আউন আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মর্মার্থ হল, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাক। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ –এর মর্মার্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই ঐ সব মুনাফিককে জানেন, যাদের অন্তর মু'মিনগণের শত্রুতা ও বিদ্বেষে ভরপুর এমতাবস্থায় তারা মু'মিনগণকে لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ تَّبَعْنٰكُمْ বলে যা বুঝতে চায় সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন, যুদ্ধ হবে বলে জানলে ও তারা মুসলমানগণের অনুসরণ করতো না এবং মুসলমানগণের শত্রুদেরকে প্রতিহত করতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা মনে মনে যা পোষণ করছে, এ সব কিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত্ব এবং এ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। তাই, আল্লাহ্

তা'আলা দুনিয়াতে তাদের ভেদের জাহির করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামের অতল তলে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٦٨) قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

**১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল, যে, তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হতো না, তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।**

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا এবং اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا উভয় আয়াতাংশে আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ একই সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ মুনাফিক লোকেরাই নিজ গৃহে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে তো বলেছিল। الذين শব্দটি اَلَّذِيْنَ نَافَقُوْا থেকে بدل হয়েছে। আর এ হিসাবে তাতে যবর হয়েছে। আর يَكْتُمُوْنَ –এর অর্থ হল يَكْتُمُوْنَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا –এ হিসাবে এ শব্দটি পেশযুক্ত ও হতে পারে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের মর্মার্থ হলঃ আর আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করলেন, ঐ সমস্ত লোকদের জানার জন্য তাদের ভাই তথা আত্মীয় ও কওমের লোকদেরকে বলেছিল, যখন তারা মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে উহুদের প্রান্তরে লড়াই করে বিপর্যস্ত ও শহীদ হয়েছিল, "وَقَعَدُوْا" অর্থ হল, উপরোক্ত মন্তব্যকারী মুনাফিক লোকেরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং জ্ঞাতী লোকদের সাথে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ না করে বসে রইল। "لَوْ اَطَاعُوْنَا" আমাদের ভাই-বেরাদর আত্মীয়-স্বজন যারা উহুদের প্রান্তরে শহীদ হয়েছে তারা যদি আমাদের কথা মানতো مَاقُتِلُوْا তা হলে তথায় তারা শহীদ হতো না। এ কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ (সা.)–কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি, এ জাতীয় কথা যারা বলে সেই মুনাফিক লোকদেরকে বলে দিন, তা হলে তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে হটাও তো দেখি। এখানে فادرأوا শব্দটি فادفعوا –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে دَرَأْتُ عَنْ فُلَانِ الْقَتْلَ মানে دَفَعْتُهُ অর্থাৎ আমি তাকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছি। এ শব্দটি যেমনভাবে ثلاثى مجرد থেকে ব্যবহৃত হয় অনুরূপভাবে ثلاثى مزيدفيه থেকেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– ادرأهدررءًا আরব কবি বলেন ঃ

تَقُوْلُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِيْنِيْ * أَهٰذَا دِيْنُهُ اَبَدًا وَّ دِيْنِيْ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি মুনাফিকদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও, অর্থাৎ তোমরা যে বলছো যে, আমাদের ভাইয়েরা যদি আবূ সুফিয়ান ও তার





কুরায়শ বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর সঙ্গী হয়ে মহান আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করা বর্জন করে আমাদের কথা মানতো, তবে তারা তরবারির আঘাতে নিহত হতো না, বরং তোমাদের সাথে তারা বসে থাকলে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে তার পথে ছেড়ে দিলে এবং মহান আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তারাও তোমাদের ন্যায় যিন্দা থেকে যেতো, এ কথাতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা তোমাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই তো তোমরা যুদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছো এবং জিহাদ থেকে পশ্চাদপদতা অবলম্বন করেছো। অথচ মৃত্যুর হাত থেকে কোনক্রমেই তোমরা বাঁচতে পারতে না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮১৯৯.** ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন মুনাফিকদের গোত্রীয় কাওমের লোকদের থেকে যারা মুসলমানদের সাথে উহুদের প্রান্তরে বিপর্যস্ত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বলল, لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا তারা আমাদের কথা শুনলে নিহত হতো না; অথচ মৃত্যু হল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এবং ক্ষমতাবান হলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতো দেখি, বস্তুতঃ তারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার অহেতুক আশায় এবং মৃত্যুর ভয়ে নিফাক অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা বর্জন করেছিল।

যে সমস্ত ব্যাখ্যাকার একথা বলেন যে, اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ ( যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলল ) -এর দ্বারা মুনাফিক সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে; তারা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের রিওয়ায়েতেসমূহ উল্লেখ করেন।

**৮২০০.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি .... اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতখানি আল্লাহ্‌র শত্রু আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

**৮২০১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আয়াতখানি আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় এবং তার সাথীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

**৮২০২.** ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতখানি আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়–ই– ঘরে বসে রয়েছিল এবং স্বগোত্রীয় লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের কে বলে ছিল; "لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا" (আমাদের কথা মানলে তারা নিহত হতো না)। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) বল্লেন, এ আয়াতখানি আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় ইবন সুলূল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

**৮২০৩.** রবী'(র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত আল্লাহ্‌র শত্রু আবদুল্লাহ্ ইবন উবায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٦٩) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

(١٧٠) فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

**১৬৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।**

**১৭০. আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ মানে হল ولاتظن অর্থাৎ তুমি মনে করোনা। যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে।

**৮২০৪.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ولاتحسبن মানে ; তুমি মনে করো না; الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর মানে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)–এর যেসব সাহাবী উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে এমন মৃত মনে করো না যে, তারা কোন কিছু উপলব্ধি করতে পারে না, কোন বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না এবং কোন প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে না। বরং তারা আমার নিকট জীবিত এবং আমার দেয়া রিয্‌ক –এর দ্বারা তারা জীবিকা প্রাপ্ত। আমার দেয়া সম্মান ও অনুগ্রহের কারণে তারা আনন্দিত এবং আমি তাদেরকে অধিক প্রতিদান ও অনুকম্পার দ্বারা আমার নৈকট্য দান করব ; যেমন বর্ণিত রয়েছে ঃ

**৮২০৫.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, তোমাদের ভ্রাতাগণ উহুদের প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর তাদের আত্মাগুলো সবুজ পাখীর দেহের মধ্যে সংযোজিত করে দেয়া হয়। তারা ঝর্ণা ধারার কূলে ভ্রমণ করে এবং জান্নাতের বৃক্ষরাজীর ফল ভক্ষণ করে। তারপর তারা আরশের নীচে ঝুলানো প্রদীপের নিকট আশ্রয় নেয়। তারা জান্নাতে বিপুল সুখ–সম্ভোগ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করে বলতে থাকে আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে যে আচরণ করেছেন আহা আমাদের ভাইয়েরা তা যদি জানতো! তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যেন তারা জিহাদ থেকে পরাঙ্মুখ না হয় এবং যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপদতা অবলম্বন না করে এ কথা শুনে আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন, আমি পৃথিবীবাসীকে এ সংবাদ তোমাদের পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দিব। তারপর আল্লাহ্‌পাক এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।





**৮২০৬.** মাসরূক ইবনুল আযদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ..... আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমিও এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছে, উহুদের প্রান্তরে তোমাদের ভাইয়েরা শাহাদাত বরণ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর দেহের মধ্যে সংযোজন করে দেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণা ধারার কূলে ভ্রমণ করে এবং জান্নাতের বৃক্ষরাজীর ফল ভক্ষণ করে। তারপর আরশের ছায়ার নীচে ঝুলানো স্বর্ণের প্রদীপের নিকট তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার নিকট কিছু চাও কি? আমি তোমাদেরকে তাও বাড়িয়ে দেব। তখন তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে অধিক আমরা আর কি কামনা করব? জান্নাতের সর্বত্র আমাদের জন্য অবারিত; যেখানে থেকে ইচ্ছা আমরা ভক্ষণ করতে পারি। এভাবে তিনবার তারা একথা বলে। তারপর পুনরায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কি চাও? আমি তোমাদেরকে এর সাথে তাও বাড়িয়ে দেব। এ কথার উত্তরে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে অধিক আমরা আর কি কামনা করব? জান্নাতের সর্বত্র আমাদের জন্য অবারিত। যেখান থেকে ইচ্ছা আমরা ভক্ষণ করতে পরি। তবে একটি বিষয় আমাদের কাম্য। তা হল এই যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের আত্মাগুলোকে আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান যেন আপনার পথে পুনরায় লড়াই করে শহীদ হয়ে আসতে পরি।

**৮২০৭.** মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্‌ (রা.)–কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি পূর্বোক্তি বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা উল্লেখ আছে যে, তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমি পূর্ব হতে এ কথা নির্ধারণ করে রেখেছি যে, তোমরা কেউই এ স্থান হতে পুর্নবার পৃথিবীতে ফিরে যাবেনা।

**৮২০৮.** মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ (রা.)–কে শহীদদের আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাসরূক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্‌ (রা.) না থাকলে কেউই এ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করতে সক্ষম হতো না। আমার প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ্‌ (রা.) বলেন শহীদদের আত্মা আল্লাহ্‌র নিকট সবুজ রং এর পাখির দেহের ভেতর থাকে এবং তারা আরশের নিচে ঝুলানো প্রদীপের নিকট অবস্থান করে। জান্নাতের ভেতর যথায় ইচ্ছা তারা বিচরণ করে। তারপর পুনরায় প্রদীপের নিকট ফিরে আসে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে পুনরায় আপনার পথে শহীদ হতে চাই।

**৮২০৯.** ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, শহীদদের অবস্থান ঝর্ণা ধারার পার্শ্বে স্থাপিত জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজ। আবদা (র.) সবুজ গম্বুজের স্থলে

সবুজ বাগানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে সকাল–সন্ধ্যা তাদের নিকট জান্নাতী খাদ্য পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

৮২১০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অপর এক সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে সবুজ গম্বুজের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا – এর স্থলে يخرج عليهم فيها বর্ণিত আছে।

৮২১১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অন্য একসূত্রে নবী (সা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৮২১২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, শহীদদের অবস্থান হল, ঝর্ণা ধারার পার্শ্বে স্থাপিত জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজ। সেখানে সকাল–সন্ধ্যা তাদের নিকট জান্নাতী খাদ্য পৌঁছানো হবে।

৮২১৩. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অপর সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৮২১৪. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, হে জাবির! তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব কি? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই দিবেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারপর তিনি বললেন, তোমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জীবিত করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর! তোমার সাথে আমি কি ব্যবহার করব? তদুত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে আপনার পথে লড়াই করে পুনরায় শহীদ হতে আমার আকাংক্ষা হয়।

৮২১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর কতিপয় সাহাবী এ আকাংক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমাদের ভ্রাতা যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তা যদি জানতে পারতাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলতাম, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির দেহে সংযোজিত হয়। তারা জান্নাতী ফল ভক্ষণ করে এবং তাদের অবস্থানের জায়গা সিদ্‌রা অর্থাৎ জান্নাতী বড়ই গাছের নিকট।

৮২১৬. রবী'(র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে, অবশ্য তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সবুজ ও সাদা পাখির দেহে সংযোজিত হয় এবং এতে এও অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, কেউ কেউ আমাদেরকে বলেছেন যে, ও আয়াতটি বদর ও উহুদের শহীদদের প্রতি নাযিল হয়েছে।

৮২১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহীদ ব্যক্তিগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এর সংবাদ নবী (সা.)–এর





নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার মত কেউ আছে কি? এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেব ; তারপর তিনি হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)–কে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–এ দু' আয়াত নবী (সা.)–এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

৮২১৮. মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা.)–কে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, শহীদদের আত্মা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবুজ রং এর পাখির, ন্যায় হয়ে অবস্থান করে, তাদের জন্য রয়েছে আরশের সাথে ঝুলানো প্রদীপ। তারা জান্নাতে নিজ খুশী মত ঘুরে বেড়াবে, তারপর তোমাদের প্রতিপালক তাদের সামনে প্রকাশমান হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু চাও কি তোমরা? যদি চাও তবে তোমাদেরকে আমি তা বাড়িয়ে দেব। উত্তরে তারা বলে, আমরা কি আমাদের ইচ্ছামত জান্নাতের ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিনা? (আবার কি চাও) এরপর পুনরায় তাদের সামনে এসে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিছু চাও কি তোমরা? যদি চাও তবে আমি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। তখন তারা বলে, আমাদের আত্মাগুলো আমাদের দেহে পুনঃসংযোজিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। আমরা যেন আবারো আপনার পথে লড়াই করতে পারি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের থেকে নীরবতা পালন করেন।

৮২১৯. আবদুল্লাহ্(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু চাও কি তোমরা? আমি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। এ কথা শহীদদেরকে বলা হলে তৃতীয়বারের সময় তারা বলে, আমাদের পক্ষ হতে নবী (সা.)–এর নিকট আমাদের সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং তাঁকে জানিয়ে দিন যে, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৮২২০. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে বললেন, তিনি যেন মু'মিন লোকদেরকে জান্নাতের ছওয়াবের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন এবং নিহত হওয়ার ব্যাপারটিকে হালকা বিষয় বলে পেশ করেন। ইরশাদ হয়েছে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে জীবিত করে আমার পক্ষ হতে তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। তাদের জিহাদের বিনিময়ে যে ছওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেছেন এর কারণে তারা আনন্দিত।

৮২২১. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট এ মর্মে প্রার্থনা করল যে, তিনি যেন তাদেরকে বদরের দিনের ন্যায় আরেকটি দিন দেখার সুযোগ করে দেন। যেদিনে তারা প্রচুর কল্যাণ লাভ করবে, শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করবে এবং জান্নাতের মাঝে জীবিকা প্রাপ্ত হবে, এমন জীবিকা যার দ্বারা অমরত্ব লাভ হবে তাদের। তারপর উহুদের প্রান্তরে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের পরস্পর লড়াই হয়। এ যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় মুসলমানকে

শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন তাদের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করেছেন।

**৮২২২.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি শহীদানের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন ঃ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ..... وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ তারপর এর ব্যাখ্যায় বললেন, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির দেহে সংযোজন করা হয়। তারা আরশের নিচে ঝুলানো স্বর্ণের প্রদীপের নিকট অবস্থান করে। সকাল–সন্ধ্যায় তাদেরকে জান্নাতের মাঝে খানা প্রদান করা হয়। তারা জান্নাতের মাঝে যথায় খুশী আমোদ–প্রমোদ করে বেড়ায়। জান্নাতের মধ্যে কোন আহবানকারী তাদেরকে আহবান করে বলে, তোমরা কিছু চাও কি? তোমাদের আকাংক্ষা কি? উত্তরে তারা বলবে হে, আমাদের প্রতিপালক! আপনার নিকট আমরা কি আকাংক্ষা প্রকাশ করব? এরপরও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কি আকাংক্ষা, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট কি কামনা করব? এভাবে তাদেরকে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পরও তারা ঐ উত্তরই দিবে। তারপর বলবে, আমাদের আত্মা আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেন এটাই আমাদের কামনা। শহীদানের ছওয়াব এবং ফযীলত দেখে তারা এ কামনা করবে।

**৮২২৩.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম সন্তান সর্বদা প্রশংসা কামনা করে। ফলে তারা এমন জীবন লাভ করবে যার পর নেই। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন– وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ –যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।

**৮২২৪.** আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.)–এর এমন সাহাবী সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয় যাদেরকে তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য মা'উনাবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। রাবী বলেন, তাঁরা চল্লিশ জন–না সত্তর ছিলেন তা আমার জানা নেই; সে কূপটির মালিক ছিল আমির ইব্ন তুফায়ল জা'ফরী। যা হোক নবী (সা.)–এর সাহাবীদের এ দলটি রওয়ানা করে কূপের নিকট অবস্থিত একটি গুহায় অবস্থান করেন। তারপর তাঁরা একে অপরকে বললেন, ঐ কূপের পার্শে বসবাসকারীদের নিকট রাসূল (সা.)–এর পয়গাম পৌঁছাতে কার সাহস আছে? রাবী বলেন, এ কথা শুনে ইব্ন মিলহান আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সাহস হয় সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে। তারপর তিনি সোৎসাহে বের হয়ে তাদের মহল্লার একেবারে নিকটে পৌঁছে যান এবং তাদের বাড়ি–ঘরের সম্মুখে চলে যান। তারপর তিনি তাদেরকে বলেন, হে বীর মাউনার অধিবাসিগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলের পক্ষের একজন দূত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তোমরাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে এসে তাঁর পার্শে একটি তীর নিক্ষেপ





করে এবং তীরটি তার পাজরের এক দিক দিয়ে লেগে অন্য দিক ভেদ করে চলে যায়। সে মুহূর্তে তাঁর মুখ নিসৃত কথা ছিল الله اكبر فزت ورب الكعبة আল্লাহ্ মহান, কা'বার মালিকের কসম! আমি আমার মিলনে সফল হয়েছি, এরপর সে কাফিররা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে সাহাবাদের গুহায় চলে আসে এবং আমির ইব্ন তুফায়ল তাদের সকলকে হত্যা করে। ইব্ন ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, তাদের কথাগুলো তাদের কওমকে জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। কিছু দিন তিলাওয়াত করার পর তা রহিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ–অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

**৮২২৫.** দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.)–এর কতিপয় সাহাবী উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর তাঁরা তাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করে এবং তিনি তাদেরকে মহাসম্মানে ভূষিত করেন। লাভ করে তাঁরা আমরত্ব, শাহাদাত এবং পবিত্র রিযিক। তখন তারা বলে, আহা আমাদের ভাইদের নিকট এমর্মে সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন, তাদের এ আবেগ দেখে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এ সংবাদ আমিই তোমাদের নবী এবং তোমাদের ভ্রাতাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)–এর প্রতি নাযিল করলেন ঃ وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ( ١٧٠ )–এ আয়াত দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদের কথাগুলো তাদের নবী এবং মু'মিনদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। "فرحين" –শব্দটি যবর হয়েছে। এর মধ্যে যবর হওয়ার কারণ দু'টি। একঃ হয়তো তা رَبِّهِمْ–এর ضمير থেকে حال হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হয়েছে। দুইঃ অথবা يُرْزَقُوْنَ –এর ضميرفاعل থেকে حال হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। بل احياء থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে তাকে مرفوع পড়াও জায়েয আছে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

আর তাদের পেছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না। (৩ ঃ ১৭০)

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, তাদের ভাইয়েরা যারা পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে, তাদের সাথে এখনও শরীক হয়নি তারাও ভবিষ্যতে তাদের মত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে জিহাদ করবে এ জন্যও তারা আনন্দিত। কেননা তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তারাও শহীদ হলে তাদের সাথে মিশ্রিত হবেন এবং তাদের ন্যায় তারাও সুখের ভাগী হবেন

এজন্যও তারা উৎফুল্ল। "لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ"–এর মর্মার্থ হল, তাদের কোন ভয় নেই। কেননা তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এ কথা তারা দৃঢ়ভাবে জেনে ফেলেছে। তাই পৃথিবীতে যেসব বিষয়ে তারা ভয় করতো তা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। পরন্তু তারা দুনিয়ায় যা রেখে এসেছে সে জন্যও তাদের কোন দুঃখ নেই এবং দুঃখ নেই তাদের পার্থিব জগতের অপ্রাচুর্যতার কারণেও। যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মহা মর্যাদা এবং বিপুল সুখ সম্ভোগ লাভে ধন্য হয়েছে।

"ان لا" শব্দটি নসরের অবস্থায় আছে। এ হিসাবে এর অর্থ হবে তারা এ জন্যও আনন্দিত যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি পেশ করেছি এক দল মুফাস্‌সিরও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা নিম্নের রিওয়াতেরসমূহ প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন।

**৮২২৬.** কাতাদা (র.) আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র পথে নিহত শহীদ লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে নি'আমাত এবং সুখ শান্তিদান করেছেন তা পেয়ে তারা তাদের ঐ সমস্ত ভাইদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছে। যারা এখনো তাদের পেছনে রয়েছে, তাদের সাথে শরীক হয়নি।

**৮২২৭.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা আনন্দ প্রকাশ করছেন এ বলে যে, আমাদের ভাইয়েরা শাহাদাত লাভ করবে, যেমন আমরা শাহাদাত লাভ করেছি। ফলে তারাও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। যেমন আমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি।

**৮২২৮.** রবী'(র.) থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত বদর এবং উহুদের শহীদানে ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শহীদানের জান কবয করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর দেহে সংযোজন করা হয়েছে। তারা জান্নাতে নিজ খুশীমত বিচরণ করে। অবশেষে আরশের নীচে ঝুলানো স্বর্ণের ঝালিসমূহের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে যে নি'আমত এবং অনুগ্রহ দান করেছেন, তা দেখে তারা বলবে, আহা! আমাদেরকে যে নি'আমত দান করা হয়েছে, আমাদের ভ্রাতাগণ যারা আমাদের পেছনে রয়ে গেছে, আমাদের সাথে মিলিত হয়নি তারা যদি জানত। তবে তো তারা যুদ্ধে শরীক হয়ে আমাদের মত সুখ–শান্তি এবং নি'আত লাভ করার জন্য ত্বরিৎ চেষ্টা করত। একথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি তোমাদের নবীর প্রতি এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করব এবং তোমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দেব ঐ সমস্ত নি'আমতের কথা, যা তোমরা





লাভ করেছো। এতে তারা খুশী হয়েছে এবং আনন্দিত হয়েছে। সর্বোপরি তারা পরস্পর বলছে যে, তোমরা যে সুখ ও প্রাচুর্য লাভ করেছো তা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী এবং তোমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দিবেন। ফলে তারা তোমাদের ন্যায় মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তোমাদের সাথে এসে শরীক হবে। নিম্নোক্ত আয়াত فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ....... اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ –এর মাঝে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের মানে হল, মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্যও আনন্দ প্রকাশ করে, এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা একারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনগণের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

**৮২২৯.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ –এর মর্মার্থ হল, তাদের ভাইয়েরা যারা পৃথিবীতে রয়েছে তারাও ভবিষ্যতে জিহাদ করে শহীদ হয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে প্রতিদান দিয়েছেন এতে তারাও শরীক হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে ভয় ও দুঃখ ইত্যাদি বিদূরিত করে দিবেন, এজন্যও তারা আনন্দিত।

**২৮৩০.** ইব্‌ন যায়দ (র.) وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শহীদ ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য ও আনন্দ প্রকাশ করে যারা পরে শহীদ হবে এ কারণে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। এভাবে তিনি وان الله لايضيع اجر المؤمنين পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারা আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্যও যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

**৮২৩১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ –এর ভাবার্থ হল, শহীদদের নিকট তাদের কোন আপনজন এবং ভাতৃবর্গ কখন আগমন করবে তার একখানা চিরকুট দেয়া হবে। এতে লেখা থাকবে তোমার অমুক আত্মীয় অমুক দিন আসবে। আত্মীয়ের আগমনে শহীদ ব্যক্তি উৎফুল্লবোধ করবে। যেমন দুনিয়াবাসীরা বহুদিন পরে কোন বিশেষ আত্মীয়ের আগমনে আনন্দবোধ করে থাকে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٧١) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

**১৭১. আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ করণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্‌র নি'আমত তথা শহীদ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ পাকের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা যে তাদেরকে মহাসম্মানে ভূষিত করে দেন এবং যে অনুগ্রহ দান করেছেন অর্থাৎ তাদের পূর্বকৃত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে লড়াই করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে অফুরন্ত ছওয়াব দান করেছেন এজন্য তারা আনন্দিত। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে।

**৮২৩২.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ –এর ভাবার্থ হল, শহীদ লোকেরা তাদের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন এবং মহা প্রতিদান প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্লবোধ করে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ –এর পাঠ প্রক্রিয়ায় কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَنَّ –শব্দের الف –কে যবর দিয়ে পড়েন, তখন আয়াতের মানে হবে يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নি'আমত এবং অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

কেউ কেউ اِنَّ শব্দের الف –কে যের দিয়েও পড়ে থাকেন। তাদের দলীল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর কিরাআতে وَفَضْلٍ وَّاللّٰهُ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ উল্লেখ রয়েছে। এ বুঝা যাচ্ছে যে, وَاِنَّ اللّٰهَ.. বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে একটি নতুন বাক্য। تركيب –এর দিক থেকে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ –এর অর্থ হল, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বিশ্বাস করে তার অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করেছে এরূপ লোকদের শ্রমফলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিনষ্ট করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাআতের মধ্যে উত্তম পঠন রীতি হল ঐ লোকদের কিরাআত যারা اِنَّ শব্দের الف –কে যবর দিয়ে পড়েন। কেননা এ কিরাআতের পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٧٢) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

**১৭২. যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।**





**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন এ আয়াতের ভাবার্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না যারা যখম হওয়ার পর আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের কথা আলোচনা করেছেন যারা আল্লাহ্‌র শত্রু আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গী কুরায়শ মুশরিকদের উহুদের প্রান্তর হতে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে হামরা–উল আসাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিল। বস্তুতঃ আবূ সুফিয়ান (সদলবলে) উহুদ প্রান্তর হতে রওয়ানা হলে পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যেতে যেতে তিনি হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন। এস্থানটি মদীনা হতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, এ কথা প্রমাণ করা যে, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি এবং ক্ষমতা এখনো রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের মাঝে বিদ্যমান আছে। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

**৮২৩৩.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল ১৫ই শাওয়াল শনিবার। আর ১৬ই শাওয়াল রবিবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পক্ষ থেকে লোকদের মাঝে এ ঘোষণা করা হলো যে, হে লোক সকল! শত্রুর সন্ধানে বের হও এবং আমাদের সাথে তারাই কেবল বের হবে, যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলো। এ ঘোষণা শুনে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! গতকাল্য আমার আব্বা আমাকে এ বলে আমার সাত বোনের কাছে রেখে যান যে, হে বৎস! তোমার আমার উভয়ের জন্য উচিত হবে না তাদেরকে একা রেখে যাওয়া। একজন পুরুষ থাকা দরকার। আর এও হতে পারে না যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে যুদ্ধে যাবে এবং আমি ঘরে বসে তাদেরকে দেখাশুনা করব। কাজেই, তুমিই তোমার বোনদের দেখাশোনা কর। তাই আমি তাদের দেখাশোনা করার জন্য থেকে গেলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। যেন শত্রুদের অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাত্রা করেছেন, এ সংবাদ কাফিরদের নিকট পৌঁছে যায় এবং তারা যেন বুঝতে পারে যে, শত্রুর মুকাবিলা করার শক্তি এখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর রয়েছে। সামরিক বিপর্যয় যা মুসলমানদের হয়েছে এতে শত্রুর মুকাবিলা করতে মুসলমানরা অসমর্থ এবং শক্তিহীন হয়ে যায় নি।

**৮২৩৪.** আয়েশা বিন্‌ত উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবুস সায়িব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল আশহাল গোত্রীয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর এক সাহাবী উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে আমি এবং আমার ভাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে শরীক হয়েছিলাম। যুদ্ধ শেষে ক্ষত–বিক্ষত অবস্থায় আমরা প্রত্যাবর্তন করার জন্য সংকল্প করলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর ঘোষক শত্রুদের অনুসন্ধানে বের হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন। তখন আমি আমার ভাইকে বললাম অথবা

আমার ভাই আমাকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে শরীক হয়ে জিহাদ করা থেকে আমরা কি বিরত থাকব? আল্লাহ্র শপথ! আমাদের তো সওয়ার হওয়ার মত কোন সওয়ারীও নেই। সর্বোপরি তখন আমাদের প্রত্যেকেই ক্ষত–বিক্ষত এবং ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায়ও আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বের হলাম। অবশ্য আমি কিছুটা কম আহত হয়েছিলাম। তাই আমার ভাই পা ফেলে সামনে অগ্রসর হতে না পারলে আমি তাকে কাঁধে তুলে নিতাম। তারপর পুনারায় সে হেঁটে চলত। এমনি করে মুসলিম সৈন্যরা যেখানে গেলেন আমরাও সেখানে গিয়ে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেতে যেতে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছলেন। তা মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। নবী (সা.) তথায় তিন দিন অর্থাৎ সোম, মঙ্গল ও বুধবার পর্যন্ত অবস্থান করে পরে মদীনায় ফিরে এলেন।

৮২৩৫. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণীঃ "الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ......" ঐ সমস্ত সাহাবীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা শরীরে যখমের ব্যথা অনুভব করা সত্ত্বেও উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে হামরাউল আসাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৮২৩৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উহুদের দিনে মুসলমানদের নিহত ও ক্ষত–বিক্ষত হওয়ার এবং মুশরিক তথা আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের ফিরে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন, হে সৈন্যদল! শত্রুদের অনুসন্ধানে আল্লাহ্র ডাকে তোমরা কি সাড়া দিবে না? এ আক্রমণ শত্রুদেরকে ক্ষত–বিক্ষত ও ঘায়েল করে দিবে তাদেরকে প্রচন্ডভাবে। এ আহবান শুনে তাদের একদল লোক জিহাদী প্রেরণা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে চললেন।

৮২৩৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান উহুদের প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তন করল। রাস্তায় কোন স্থানে পৌছার পর তারা লজ্জিত হল এবং পরস্পর একে অন্যকে বলতে লাগল, তোমরা খুব খারাপ করেছো। তাদের অনেককে হত্যা করে অবশিষ্টদেরকে এভাবে ছেড়ে দেয়া তোমাদের জন্য ঠিক হয়নি। সুতরাং তোমরা সকলে ফিরে যাও এবং ধরা পৃষ্ঠ হতে তাদের চিহ্ন মুছে দাও। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করে দেন। ফলে তারা পরাজিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তাদের এ কথা জানিয়ে দেন। তাই তিনি তাদের অনুসন্ধানে বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছেন। তারপর হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে আসেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে।





৮২৩৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ সুফিয়ানের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদিও তারা সে যুদ্ধে কিছুটা সফলকাম হয়েছিল। ফলে তারা মক্কার দিকে গমন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর নবী (সা.) বললেন, যদি আবূ সুফিয়ান তোমাদের কিছুটা ক্ষতি করেছে বটে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে তারা মক্কা মুখী হতে বাধ্য হয়েছিল। আর উহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে সংঘঠিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ী কাফেলা যিলকাদ মাসে মদীনায় এসেছিল। প্রতি বছর তারা "বদরে সুগরা" বা ছোট বদর প্রান্তরে একবার আগমন করত। সে বারও তারা এসেছিল কিন্তু যুদ্ধের পর। যুদ্ধে মু'মিনদের ব্যাপক হতাহত হয়েছিল। আর এ আহতরা নিজ নিজ ক্ষতের যন্ত্রণার কথা রাসূল (সা.)–এর নিকট বলত। তারা অবর্ণনীয় বিপদ এবং দুঃখের মাঝে পতিত হয়েছিল। একদিকে রাসূল (সা.) তাদেরকে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহবান করছিলেন। তিনি এও বলছিলেন যে, যারা আমার সাথে যাবে তারা হজ্জ করে ফিরে আসবে। আগামী বছর ব্যতীত এ সুযোগ আর কেউ পাবে না। অন্যদিকে শয়তান সাহাবাদেরকে এ বলে ভয় দেখাচ্ছিল যে, কাফিররা তোমাদের উপর প্রচন্ড হামলা করার জন্য সুসংগঠিত হচ্ছে। এ কারণে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর আহবানে সাড়া দিয়ে তার পেছনে যেতে প্রথমে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এ দেখে রাসূল (সা.) সাহাবিগণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বললেন, তোমরা কেউ আমার সাথে না গেলে আমি একাই যাব। হুযূর (সা.)–এর এ কথা শুনে আবূ বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), যুবায়র (রা.), সা'দ (রা.), তালহা (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.), হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) ও আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) সহ সত্তরজন সাহাবী তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখনই তারা আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানে রওয়ানা হয়ে এক "সাফরা" নামক স্থানে পৌছে যান। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ –যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরস্কার।

৮২৩৯. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.)–কে বললেন, তোমার আব্বা ও নানা অর্থাৎ আবূ বকর (রা.) ও যুবায়র (রা.) ও এ আয়াতের তাৎপর্যের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ।

৮২৪০. ইব্ন জুরাইজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, উহুদের পর আবূ সুফিয়ান তার বাহিনীসহ প্রত্যাবর্তন করলে মুসলমানগণ নবী (সা.)–কে বললেন, কাফিররা পুনরায় মদীনার উপর হামলা করতে পারে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তারা যদি নিজেদের সামান

রেখে অশ্বের উপর আরোহণ করে থাকে তবে মনে করবে যে, তারা মদীনার উপর পুনরায় আক্রমণ করবে। আর যদি অশ্বের উপর সওয়ার হয়ে মাল আসবাব নিজেদের নিতম্বের নীচে দিয়ে বসা থাকে তবে মনে করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় তারা পুনরায় আর মদীনা আক্রমণ করবে না। পক্ষান্তরে দেখা গেল তারা অশ্বের উপর রক্ষিত মাল–সামানের উপর বসে আছে এবং আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণে ত্রাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারপর তিনি লোকদেরকে তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য ডাকলেন। উদ্দেশ্য হল এ কথা দেখানো যে, মুকাবিলা করার ক্ষমতা এখনো মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান আছে। তারপর দুই বা তিন রাত্র পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হল। তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

**৮২৪১.** উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁকে বললেন, তোমার উভয় পিতা অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও যুবায়র (রা.) ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে শামিল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ আয়াতটি নাযিল করেছেন।

**৮২৪২.** ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) ঐ সমস্ত লোকদের অর্ন্তভুক্ত যাদের সম্বন্ধে .... اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবীদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে তাদের প্রতি মহা পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ্কে ভয় করে তার নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায় করবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তার আদেশ ও নিষেধের আনগত্য করবে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। অর্থাৎ দুনিয়াতে সৎকার্য সম্পাদনের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে মহা পুরস্কার ও বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٧٣) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ০

**১৭৩. তাদেরকে লোকে বলেছে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর ; কিন্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছে ; এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ; এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। যাদেরকে লোকেরা বলেছে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত





হয়েছে। الذين শব্দটি مجرور-محلا । কেননা اسم موصول-الذين টি المؤمنين বস্তুতঃ এ বাক্যটি এখানে الذين استجابوا لله والرسول –এর صفة হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াতে الناس শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমোক্ত الناس হল ঐ কওম যাদের কথা সামনের হাদীসে বলা হবে অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উহুদের প্রান্তর হতে হামরাউল আসাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পর আবূ সুফিয়ান এ কওমকেই এ মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিল যে, তারা যেন রাসূল (রা.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে এ যাত্রা হতে বিরত রাখে।

আর দ্বিতীয় الناس –এর মানে হল আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গী কুরায়শ বাহিনী যারা আবূ সুফিয়ানের সাথে উহুদে উপস্থিত হয়েছিল।

قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ –এর মানে হল, তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য এবং পুনরায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য বহু পুরুষ লোক সমবেত হয়েছে। فَاخْشَوْهُمْ তোমরা তাদেরকে ভয় কর এবং তাদের সাথে মুকাবিলা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা তাদের সাথে মুকবিলা করার মত শক্তি তোমাদের নেই।

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا যারা মুসলমানদেরকে আবূ সুফিয়ান ও তার মুশরিক বাহিনীর ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতে চেয়েছিল তাদের এ ভীতি প্রদর্শন মুসলমানদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের পূর্ব ইয়াকীনে সাথে আরো ইয়াকীন সংযোজিত করে দিয়েছে এবং বৃদ্ধি করে দিয়েছে আল্লাহ্ ও তার ওয়াদার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর ওয়াদার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। রাসূল (সা.) তাদেরকে যেদিকে সফর করার নির্দেশ দিয়েছেন এ বিষয়ে তাদের মনে আদৌ কোন সংশয় সৃষ্টি হয়নি। বরং তারা চলতে চলতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

"وقالوا" আবূ সুফিয়ান এবং তার মুশরিক সাথীদের সম্পর্কে যখন মুসলমানদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন সাহাবিগণ আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করে বললেন "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। "وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" মানে আল্লাহ্ যাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য তিনি উত্তম অভিভাবক।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুণবাচক নাম হিসাবে "الوكيل" শব্দটিকে এ জন্য চয়ন করেছেন যে, আরবী ভাষায় الوكيل শব্দটি ঐ স্বত্বার জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি কোন কাজের কর্ম বিধায়ক। উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবিগণকে আল্লাহ্তে এমন নিবেদিত প্রাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যারা নিজেদের কর্মসমূহকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তার প্রতিপূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেছেন এবং সব কিছুকে তার প্রতি সোর্পদ করে দিয়েছেন তাই তিনি নিজেকে তাদের যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধান করণের গুণে গুণান্বিত স্বত্বা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যাবতীয় কাজের উত্তম কর্মবিধায়ক।

"তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে" লোকেরা এ কথা কখন রাসূল (সা.)-এর সাহাবিগণকে বলেছিল এ নিয়ে মুফাস্‌সিরদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আবূ সুফিয়ান এবং তার মুশরিক সঙ্গীদের অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাহাবীদের উহুদ প্রান্তর হতে হামরাউল আসাদের দিকে যাত্রাকালীন সময় লোকেরা সহাবায়ে কিয়ামকে এ কথা বলেছিল। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেন। এতে উপরোক্ত কথার প্রবক্তা এবং এর কারণসহ বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

**৮২৪৩.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামরাউল আসাদে অবস্থান কালে খুযায়ী গোত্রের নেতা মা'বাদ রাসূল (সা.)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। খুযাআ গোত্রের লোকেরা মুশরিক ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাদের গোপন শান্তি চুক্তি সম্পাদিত ছিল। সে তিহামা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দারুন মমতাভাব প্রকাশ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাহাবিদের অঙ্গীকারের বিষয় কোন কিছুই তার কাছে গোপন ছিলনা। মা'বাদ তখনও মুশরিক। এ মতাবস্থায় সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার এবং আপনার সাহাবীদের দূরবস্থা দেখে আমি খুবই মর্মাহত এবং দুঃখিত। আমি কামনা করি আল্লাহ্ আপনাদের সহায়তা করুন। এ বলে সে হামরাউল আসাদ হতে রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে প্রস্থান করল। যেতে যেতে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে তার সাক্ষাৎ হল। তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবিদের উপর পুনঃ আক্রমণের বিষয়টি স্থির করে নিয়েছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে ছিল যে, মুসলমানদেরকে এমন কাছে পেয়ে এবং তাদের করতলগত করার সুযোগ পেয়ে এমনি অবস্থায় তাদেরকে নিচিহ্ন না করে ছেড়ে দেয়া আমাদের জন্য উচিত হবে কি? তাই চলো তাদেরকে ধাওয়া করি এবং সকলকে হত্যা করি। এভাবে ধরা পৃষ্ঠ হতে তাদের চিহ্ন মুছে ফেলি। এ সময় আবূ সুফিয়ানের সাথে মা'বাদের সাক্ষাৎ হয়। সে মা'বাদকে দেখে বলল, হে মা'বাদ তাদের অবস্থা কি দেখলে? সে বলল, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা' তোমাদেরকে খুঁজে ফিরছে। তাদেরকে যেমন ক্ষিপ্ত দেখলাম এমন আর কখনো দেখিনি। তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্নিশর্মা হয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তোমাদের সাথের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তারাও রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসছে। তাদের কৃত কর্মের উপর তারা লজ্জিত হয়েছে। তারা তোমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। তাদের কে এমন আর কখনো দেখিনি। এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলল, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি বলছো? সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ। আমার মনে হয়- তোমার এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই তুমি মুসলিম বাহিনীর অশ্ব দেখতে পাবে। তখন আবূ সুফিয়ান বলল, তাদের অবশিষ্ট লোকদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা তো তাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। তখন মা'বাদ বলল, আমি তোমাকে একাজ করতে নিষেধ করছি।





আল্লাহ্‌র কসম! মুসলিম বাহিনীর অবস্থা দেখে তোমাকে কয়েকটি কবিতা শুনাতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। সে বলল, কি কবিতা? তখন আমি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলামঃ

كَادَتْ تُهَدُّمِنَ الْاَصْوَاتِ رَاحِلَتِىْ * اِذْ سَالَتِ الْاَرْضُ بِالْجُرْدِ الْاَبَابِيْلِ

تَرْدِى بِاَسْدٍ كِرَامٍ لاَ تَنَابِلَةٍ * عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلاَ خُرْقٍ مَعَازِيلِ

فَظَلْتُ عَدْوًا اَظُنُّ الْاَرْضَ مَائِلَةً * لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيْسٍ غَيْرِمَخْذُوْلِ

فَقُلْتُ وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمْ * اِذَا تَغَطْمَطَتِ الْبَطْحَاءُ بِالْخَيْلِ

اِنِّىْ نَذِيْرٌ لاَهْلِ الْبَسْلِ ضَاحِيَةً * لِكُلِّ ذِىْ اِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُوْلِ

مِنْ جَيْشِ اَحْمَدَ لاَ وَخْشٍ قَنَابِلُهُ * وَلَيْسَ يُوْصَفُ مَا اَنْزَرْتُ بِالْقِيْلِ -

এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান তার বাহিনীসহ মক্কার দিকে প্রস্থান করল। এমন সময় আবদুল কায়স গোত্রের এক কাফেলার সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করছো? তারা বলল, আমরা মদীনার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আবূ সুফিয়ান বলল, তবে কি তোমরা আমাদের পক্ষ হতে মুহাম্মাদের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দিতে পারবে যে, তারা প্রস্তুত হয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? যদি তোমরা এ কথা যথাযথ ভাবে তাদের নিকট পৌছাতে পার তবে উকাযের বাজারে আমরা তোমাদেরকে বিপুল কিসমিস উপহার দেব। তারা বলল, ঠিক আছে। তারপর তারা হামরাউল আসাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীকে আবূ সুফিয়ানের প্রেরিত এ ভয়াবহ সংবাদ শুনালে রাসূল (সা.) ও তার সাহাবিগণ বললেন, حسبنا الله ونعم الوكيل (আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কর্ম বিধায়ক তিনি)।

**৮২৪৪.** ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে লোকেরা বলেছিল (বাক্যের মাঝে লোকেরা বলতে আবদুল কায়স গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আবূ সুফিয়ান এ মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল) যে, তোমরা তাদেরকে বলবে, আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা তোমাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এরপর মুসলমানরা আল্লাহ্‌র নি'আমতে এবং অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

**৮২৪৫.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা রাসূল ও তাঁর সাহাবীদেরকে এমনি অবস্থায় রেখে যাওয়ার ব্যাপারে অনুশোচনা করে একে অন্যকে বলল, ফিরে যাও,

এবং তাদেরকে মূলোৎপাটির করে দাও। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন, তারা পরাজিত হল। এসময় এক বেদূঈন ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাকে কিছু উৎকোচ প্রদান করে তারা তাকে বলল, মুহাম্মাদ এবং তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবে; আমরা তাদের উপর পুনঃ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। তাই রাসূল (সা.) তাদের অনুসন্ধানে বের হয়ে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছলেন। এ সময় রাস্তায় মুসলমানদের সাথে ঐ বেদুঈন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে। এ সংবাদ শুনে মুসলমানগণ বললেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক)। তারপর রাসূল ও সাহাবিগণ হামরাউল আসাদ হতে প্রত্যাবর্তন করলে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বেদুঈন ব্যক্তিসহ তাদের সম্বন্ধে নাযিল করলেন اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

**৮২৪৬.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে ব্যবসার পণ্য নিয়ে মদীনাগামী এক কাফেলার সাথে আবূ সুফিয়ান –এর সাক্ষাৎ হয়। নবী (সা.) এবং এ কাফেলার মাঝে সন্ধি চুক্তি ছিল। আবূ সুফিয়ান তাদেরকে বলল, আমাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত অবস্থায় তোমরা মুহাম্মাদকে পেলে তাকে এবং তার সাহাবীদেরকে তোমরা যদি আমাদের থেকে ফিরাতে পার এবং একথা তাদেরকে বল যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য জমায়েত করেছি তবে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করে সন্তুষ্ট করব। তারা পথ চলতে থাকলে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে এ কাফেলার সাক্ষাৎ হয় এবং তারা তাঁকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আবূ সুফিয়ান তোমাদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য জমায়েত করেছে এবং সে শীঘ্রই মদীনার উপর আক্রমণ করবে। তুমি ফিরে যেতে চাইলে ফিরে যাও। এ কথায় রাসূল (সা.) এবং সাহাবীদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হয় এবং তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের সম্পকেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন– ......... اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ " আয়াতটি।

**৮২৪৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ হতে আবূ সুফিয়ান সদলবলে প্রত্যাবর্তন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদল সাহাবীসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন। যেতে যেতে যুল হুলায়ফা পর্যন্ত পৌছলে বেদুঈন এবং কাফেলার লোকেরা তাদের নিকট এসে বলতে লাগল, আবূ সুফিয়ান লোকজন নিয়ে তোমাদের উপর প্রচন্ড আঘাত হানবে। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ বললেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –এ সমস্ত লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَ هُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতটি।





অপরাপর মুফাস্সিরগণ বলেন, এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তার সাহাবীদেরকে "বদরে সুগরা" তথা ছোট বদরের যুদ্ধের সময় বলা হয়েছিল। এর পেক্ষাপট হল এই যে, আবূ সুফিয়ান বদরের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী বছর তাঁর শত্রু আবূ সুফিয়ান ও তার মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছিলেন। এ যাত্রা পথেই এ ঘটনার অবতারণা ঘটে। যারা এ ব্যাখ্যা করে তাদের দলীল নিম্নরূপ।

**৮২৪৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আবূ সুফিয়ান এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কেননা সে মুহাম্মাদ (সা.)–কে বলেছিল এখন আমাদের প্রতিশোধের রণাঙ্গন হবে বছর, যেখানে তোমরা আমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলে। উত্তরে রাসূল (সা.) বলেছিলেন তাই হবে। তারপর রাসূল (সা.) নির্ধারিত সময়ে রওয়ানা করে বদর প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হন। (কিন্তু তারা অনুপস্থিত থাকে।) সেদিন সেখানে বাজার ছিল। মুসলমানগণ সে বাজারে গিয়ে মাল ক্রয়–বিক্রয় করেন। একথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ

**অর্থ ঃ** তারপর তারা ফিরে আসল আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ে এবং কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। আর একে বলে "গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা" বা ছোট বদরের অভিযান।

**৮২৪৯.** মজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, একে "বদরে সুগরা বলা হয়। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, যখন রাসূল (সা.) আবূ সুফিয়ানের নির্ধারিত স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন একদল মুশরিকের সাথে দেখা হলে তিনি তাদের নিকট কুরায়শদের খবরা খবর জিজ্ঞেস করেন। তখন তারা বলল, তোমাদের মুকাবিলার জন্য তারা বিরাট বাহিনী জমায়েত করেছে। মূলতঃ একথা বলে তারা মুসলিম বাহিনীতে ভীত করতে চেয়েছিল। তখন মু'মিন লোকেরা বললেন, حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل। আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। সেদিন সেখানে বাজার ছিল। কিন্তু তা ছিল একেবারে নীরব। কাফির বাহিনী না আসায় তথায় কোন যুদ্ধ হয়নি। এদিকে মুশরিক এক ব্যক্তি মক্কায় এসে আবূ সুফিয়ানের বাহিনীর নিকট মুহাম্মাদ (সা.)–এর ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে বলল,

نَفَرَتْ قَلُوْصِىْ عَنْ خُيُوْلِ مُحَمَّدٍ * وَعَجْوَةٍ مَنْثُوْرَةٍ كَالْعُنْجُدِ
وَاتَّخَذَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِىْ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, কাসিম আমার নিকট কবিতাটি এভাবেই ভুল বর্ণনা করেছেন। আসল পংক্তি কয়টি এরূপ।

قَدْ نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتَىْ مُحَمَّدٍ * وَعَجْوَةٍ مِّنْ يَثْرِبٍ كَالْعُنْجُدِ -
تَهْوِىْ عَلٰى دِيْنِ اَبِيْهَا الْاَتْلَدِ * قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِىْ
وَمَاءَ ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَدِ

**৮২৫০.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে বদর একটি ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। তারপর মুসলিম বাহিনী আবূ সুফিয়ান ও তার বাহিনীকে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে বের হল। পথিমধ্যে কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হল। মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলল, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। একথা শুনে কাপুরুষ লোকেরা ফিরে চলে গেল এবং বীবেরা রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সাথে ব্যবসার পণ্য নিয়ে নিলেন এবং বললেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এরপর তারা নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন কিন্তু কাউকে পেলেন না। তাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ আয়াতটি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) বলেন, ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সময় তার কথাটি ছিল حسبنا الله ونعم الوكيل (আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উভয় কিরাআতের মধ্যে আমার নিকট উত্তম হল ঐ সমস্ত কারীদের কিরাআত যারা বলেন, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। কথাটি রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গী কুরায়শ মুশরিক বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে উহুদের প্রান্তর থেকে হামরাউল আসাদে যাওয়ার সময় বলা হয়েছে। কেননা اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ (তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর)। এ কথার পর حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলার কারণেই আল্লাহ্ পাক সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এ কথা সাহাবিগণ উহুদে হতাহত হওয়ার পরই বলেছিলেন। এ কথা এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে উহুদে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পর যারা রাসূল (সা.)-এর পেছনে পেছনে হামরাউল আসাদের গিয়েছেন বক্ষমান আয়াতে তাদের সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ যে সমস্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে "বদরে সুগরার অভিযানে" অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ আহত ছিলেন না। কারণ আহত হওয়ার পর হতে এ সময়-পর্যন্ত মাঝে বেশ ব্যবধান ছিল এবং ক্ষতও শুকিয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আসল ব্যাপার হল এই যে, রাসূল (সা.) আবূ সুফিয়ানের বক্তব্যের ভিত্তিতে উহুদ যুদ্ধের এক বছর পর চতুর্থ হিজরী সনের শাবান মাসে "বদরে সুগরার" এ অভিযানে বের হয়েছিলেন। এদুই অভিযানের মাঝে এক বছরের ব্যবধান ছিল। কেননা উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে তৃতীয় হিজরী সনের ১৫ই শাওয়াল এবং রাসূল (সা.) বদরে সুগরার অভিযানে বের হয়েছিলেন চতুর্থ হিজরী সনের শাবান মাসে। মোটামোটি ভাবে এ দুই অভিযানের মধ্যে এক বছরের ব্যবধান। এ সময়ের মাঝে রাসূল (সা.) ও মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লড়াই সংঘঠিত হয়নি যেখানে তাঁর সাহাবিগণ আহত হতে পারে। অবশ্য রাযী-এর মর্মান্তিক ঘটনায় একদল সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ "বদরে সুগরায়" অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে রাযী-এর ঘটনা উহুদের যুদ্ধ এবং "বদরে সুগরার" মাঝা-মাঝি সময়ের মধ্যে সংঘঠিত হয়েছিল।





আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٧٤) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○

**১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে রাযী তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ -এর অর্থ হল আহত হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তারা যে অভিযানে গিয়েছিল অর্থাৎ দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করে তারা যে হামরাউল আসাদের অভিযানে গিয়েছিল সেখান থেকে তারা আল্লাহ্‌র নি'আমত এবং অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ -এর অর্থ হল, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তিও নিরাপদে থাকা। শত্রুর সাথে তাদের কোন সাক্ষাৎ হয়নি। وفضل -এর মানে হল, তারা সেখানে ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হয়েছে। لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ -এর অর্থ হল তথায় শত্রুদের পক্ষ হতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি এবং কোন কষ্ট ও হয়নি। وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ -এর মর্ম হল, আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং রাসূল (সা.) কর্তৃক শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করার নির্দেশের অনুকরণের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেছে। وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ -মুসলমানদের যে সব শত্রুরা মুসলমানদের উপর পুনরায় আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুসলমানদের থেকে ফিরিয়ে দেয়া মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করা এবং সৃষ্টির প্রতি নি'আমত দান করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মহা-অনুগ্রহশলী ও মহাক্ষমতাবান।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন।**

**৮২৫১.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতাংশে বর্ণিত فضل মানে হল তথায় তারা মালামাল বিক্রয় করে প্রচুর লাভবান হয়।

**৮২৫২.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিন সেখানে বাজার ছিল এবং তথায় বেচাকেনা করে প্রচুর লাভবান হয়। فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ -এর মাঝে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। فضل মানে হল, ব্যবসা করা ও ব্যবসায় লাভবান হওয়া। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, তথায় তারা ব্যবসা করার যে সুযোগ লাভ করেছিলেন তা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছিল। বস্তুতঃ মুসলমানরা যখন বাজারে প্রবেশ করেছিল তখন বাজার খালি ছিল। এ কারণেই তাঁরা ব্যবসার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে কারো সংঘাত হয়নি। لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ সেদিন মুসলমানদের কেউ নিহত হয়নি। وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ আল্লাহ্ যে কাজে রাযী তারা তারই অনুসরণ করছিল এর মানে হল তারা নবী (সা.)-এর আনুগত্য করেছিল।

৮২৫৩. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاللّٰهُ ذُوفضل عظيم –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল। তাই তো তিনি মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ সমরে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।

৮২৫৪. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন মুসলমানরা আল্লাহ্র আনুগত্য অবলম্বন করল, নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ লাভ করার জন্য চেষ্টায় ব্রত হল এবং কেউ তাদেরকে কোন অনিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্র বাণী فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ –এর মাঝে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

৮২৫৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বদরে সুগরার" অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হওয়ার পর সাহাবীদেরকে কিছু দিরহাম দিলেন। তাঁরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় করে প্রচুর লাভবান হলেন। আল্লাহ্র বাণী فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ –এর মাঝে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। নি'আমত মানে নিরাপত্তা فضل মানে ব্যবসা এবং سوء মানে হতাহত হওয়া।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٧٥) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

**১৭৫. শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হল, হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদেরকে বলেছে; "তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে" এদের উদ্দেশ্য হল, সৈন্য জমায়েত করা এবং অভিযান পরিচালনা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা। এ হল শয়তানের কাজ। শয়তান তাদের মুখে একথা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা তোমাদেরকে তাদের মুশরিক বন্ধু তথা আবূ সুফিয়ান ও তার বাহিনী সম্পর্কে ভয় দেখাতে চাচ্ছে, যেন তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৮২৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কাফিরদের পক্ষ হতে মু'মিনদেরকে ভয় দেখায়।

৮২৫৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মু'মিনদেরকে কাফিরদের ভয় দেখায়।





৮২৫৮. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তান মু'মিনদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়।

৮২৫৯. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এ দলটির মুখে মুখে শয়তান যে কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যা বলেছিল এর উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তাদের বন্ধুদের থেকে ভীতি প্রদর্শন করা।

৮২৬০. সালিম আফতাস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের থেকে ভয় দেখায়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, হে মুনাফিকের দল! শয়তান তোমাদের নিকট মুশরিকদের বিষয়টিকে ভয়াবহ করে তুলে ধরছে। এতে তোমরা তাদেরকে ভয় পাচ্ছ।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৮২৬১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুনাফিকদের চোখে মুশরিকদের বিষয়টি ভয়াবহ করে তুলে ধরা হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ –অর্থাৎ শয়তান তার বন্ধুদের বিষয়টি তোমাদের হৃদয়ে বড় করে ধরছে। ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় করছ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে বললেন يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ? শয়তান তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। অথচ এর প্রকৃত অর্থ হল, শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়।

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, এ আয়াতটি لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا –এর মতই। এর অর্থ হল لِيُنْذِرَكُمْ بِأَسًا الشديد তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্র) কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এর কারণ হচ্ছে এই بأسا شديد (কঠিন শাস্তি)-কে তো ভয় দেখানো যায় না। বরং এর দ্বারা ভয় দেখানো হয়।

বসরার কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন يخوف اولياءه –এর অর্থ হল يُخَوِّفُ النَّاسَ اَوْلِيَآءَهٗ অর্থাৎ শয়তান লোকদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। يخوف اولياءه বাক্যটি هو يعطى الدراهم ويكسو الثياب –এর মতই। এ বাক্যের অর্থ হল, সে লোকদেরকে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করে এবং মানুষের বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। এখানে الناس শব্দটিকে প্রয়োজন না থাকায় উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বসরাবাসী লোকদের কথার উপর আপত্তি উথাপন করে বলেন যে, يخوف اولياءه আয়াতাংশকে هو يعطى الدراهم ويكسو الثياب এর সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা هو يعطى الدراهم বাক্যের মাঝে دراهم (রৌপ্য মুদ্রা)-ই হল معطى বা প্রদত্ত বস্তু। কিন্তু يخوف اولياءه –এর

মাঝে مخوفين-اولياء বা ভীতি প্রদর্শিত নয়। বরং শয়তানের বন্ধুদের থেকেই তো অন্যদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতকে উপরোক্ত বাক্যাংশের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়।

আল্লাহ্র বাণী ঃ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

**অর্থ ঃ** সুতরাং তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। এর ব্যাখ্যা–

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে ভয় করো না। তাদের বিষয়টিকে তোমরা জটিল মনে করো না এবং তোমরা আমার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকলে তাদের জমায়েতের কারণে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমার নির্দেশ মেনে চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাহায্য ও বিজয়ের যিম্মাদার। বরং তোমরা আমাকে এ বিষয়ে ভয় কর যে, তোমরা যদি আমার নাফরমানী কর এবং আমার আদেশ অমান্য কর তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তোমরা মু'মিন হও। অর্থাৎ তোমরা যদি আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং তিনি আমার নিকট হতে যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাসী হও তবে আমাকেই ভয় কর। মুশরিকদেরকে এবং সৃষ্টিকুলের কাউকে ভয় করোনা।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥

**১৭৬. যারা দ্রুতবেগে নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাদেরকে কোন অংশ দেয়ার ইচ্ছা করেন না, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।**

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ! যে সব মুনাফিক লোকেরা উল্টোভাবে কুফরীর দিকে ত্বরিৎভাবে দৌড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের কুফরী যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। কেননা কুফরীর দিকে তাদের ত্বরিৎ দৌড়িয়ে যাওয়া আল্লাহ্কে কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অর্থাৎ ঈমানের দিকে তাদের ত্বরিৎভাবে দৌড়িয়ে যাওয়া যেমন আল্লাহ্র কোন উপকারে আসবে না তেমনি কুফরীর দিকে তাদের ত্বরিৎ দৌড়িয়ে যাওয়াও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮২৬২.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল মুনাফির সম্প্রদায়।





**৮২৬৩.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল মুনাফিক।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

**অর্থ ঃ** আল্লাহ্ পরকালে তাদেরকে কোন অংশ দেয়ার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (৩ ঃ ১৭৬)।

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যারা কুফরীর দিকে ত্বরিৎভাবে দৌড়িয়ে যাচ্ছে পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে কোন অংশ দেয়ার ইচ্ছা করেন না। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা। এ কারণেই তারা কুফরীর দিকে ত্বরিৎভাবে দৌড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পরকালে ছওয়ার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তির ব্যবস্থা। আর তা হল, জাহান্নামের অগ্নি। ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

**৮২৬৪.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে কোন অংশ দেয়ার ইচ্ছা করেন না" এর মানে হল, তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥

**১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে মুনাফিকদের ত্বরিৎভাবে কুফরীর দিকে দৌড়িয়ে যাওয়া যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)–কে সম্বোধন করে বলেন, যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী খরিদ করছে, ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করাতে মনোতুষ্ট হয়েছে। তাদের ধর্মত্যাগ ঈমান থেকে বিমুখ হওয়া এবং কুফরী অবলম্বন করা আল্লাহ্র কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না। বরং এতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে এমন শাস্তি আপতিত হবে যা থেকে তারা রেহাই পাবে না।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ হতে আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে একমাত্র তার সন্তুষ্টি লাভ করার নিমিত্তে সাধনা চালিয়ে যাওয়ার

প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন। এ আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে জিহাদ করার জন্য। সাথে সাথে তিনি তার বান্দাদের হৃদয়কে এর দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে যে, আল্লাহ্ যাকে সাহায্য করবেন কেউ তাকে অপদস্ত করতে পারবে না। সমস্ত বিরোধী শক্তি একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা করেও পারবে না। আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন কোন সাহায্যকারী ব্যক্তিই তাকে আর কোন উপকার করতে পারবে না। যদিও সাহায্যকারীদের সংখ্যা হয় অনেক। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে–

২৮৬৫. ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল মুনাফিক সম্প্রদায়। لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ – عذاب اليم শব্দের মানে হল মর্মন্তুদশাস্তি।

**৮২৬৬.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্ পাকে বাণী ঃ

(১৭৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

**১৭৮. কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য ; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলে অবিশ্বাসী এবং রাসূল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন সে আদর্শে অবিশ্বাসী তারা যেন একথা মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন الاملاء মানে হল, দীর্ঘ জীবন দান করা। যেমন আল–কুরআনে ইরশাদ হয়েছে وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا –এক দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। সূরা মারইয়াম ঃ ৪৬ ) অনুরূপভাবে আরবীতে প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, عشت طويلا وتمليت حبيبا । الملا –মানে একদীর্ঘ কাল। الملوان – মানে রাত্র দিন এ অর্থেই আরব কবি তাহীম ইবন মুকবিল বলেছেন,

أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبُعَانِ ٭ أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالْبِلَى الْمَلَوَانِ

উক্ত পংক্তিতে ব্যবহৃত الملوان মানে হল, রাত্র দিন।

**ইমাম আবূ** জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মত রয়েছে।





কোন কোন কারী আয়াতে বর্ণিত وَلَا يَحْسَبَنَّ শব্দটিকে ى –এর সাথে এবং انما শব্দের الف –কে যবরের সাথে পড়ে থাকেন, তখন আয়াতের অর্থ তাই হবে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অন্যান্য কারীগণ ولاتحسبن শব্দটিকে ت –এর সাথে এবং انما–এর الف –কে যবরের সাথে পড়ে থাকেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি কিছুতেই মনে করো না যে, আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য।

কোন প্রশ্নকারী যদি এ মর্মে প্রশ্ন করে যে, ولاتحسبن পড়া অবস্থায় انما –এর الف –কে যবর দেয়া হবে কেমন করে? কেননা আমাদের এ কথা জানা আছে যে, تحسبن পড়া অবস্থায় الذين كفروا –এর معمول – আর الذين كفروا –কে এর معمول নিরূপণ করা অবস্থায় انما –কে পুনরায় –এর معفول নির্ধারণ করা যায় না। কেননা لاتحسبن শব্দটি যদি انما –এর মধ্যে ও عمل করে তবে দুই ক্ষেত্রে انما –এর মধ্যে عمل করা তথা যবর দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ হতে পারেনা।

উত্তরে বলা হয় যে, تحسبن –এর সাথে যদি ان শব্দটি একত্রিত হয়ে ব্যবহৃত হয় তবে আরবী সাহিত্যের মানদন্ডে এতে যের দেয়াই যথার্থ এবং উচিত। কেননা تحسبن পড়া অবস্থায় الذين كفروا হল এর معمول এবং এ হিসাবে الذين كفروا منصوب محلا হবে এমতাবস্থায় ان –এর الف কাঃ ও যবর দেয়া উচিত হবে না। তবে আমার মতে تحسبن পড়া অবস্থায় انما –এর الف এও যারা যবর দেয় তারা হয়তো আরেকটি تحسبن –কে উহ্য ধরে এরূপ করে। তাদের মতে আয়াতাংশের অর্থ হবে ولاتحسبن يا محمد انت الذين كفروا ، لا تحسبن انما نملى لهم خير لا نفسهم – অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! কাফিরদেরকে তুমি মনে করো না। তুমি মনে করো না আমি অবকাশ দেই তাদের কল্যাণের জন্য। যেমন ইরশাদ হয়েছে; فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً । এর মানে হল, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً –অর্থাৎ তারা তো কেবল কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। তারা তো এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে যাক। (সূরা মুহাম্মাদ ১৮ঃ)। ভাষাগত দিক থেকে এরূপ পড়া সহীহ্ হলেও বিশুদ্ধতম পাঠ তাই যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাআতের মধ্যে وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ তথা يحسبن শব্দটিকে ى –এর সাথে এবং انما –এর الف –কে যবরের সাথে পড়াই আমার মতে সহীহ্ ও বিশুদ্ধ। কেনান لايحسبن ক্রিয়ার কর্তাতো কাফির লোকেরা। অন্য কেউ নয়। তাই لايحسبن ক্রিয়ার معمول হবে انما । কারণ হল এই যে, لايحسبن দুই منصوب কে চায়। অথচ তা انما ছাড়া অন্য কোন معمول –এর উপর কোন عمل করেনি। উল্লেখ্য যে, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا কিরাআতকে আমি এজন্য গ্রহণ করেছি যে, প্রথম انما –এর الف –কে যবর দিয়ে পড়ার ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এতে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সহীহ্ কিরাআত হল لايحسبن । لاتحسبن নয়।

আয়াতে উল্লিখিত انما দ্বিতীয় انما শব্দের الف –এ যের হবে ابتداء । এর ভিত্তিতে এ ব্যাপারে কারীগণ একমত। اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا –এর ব্যাখ্যা হল, আমি তাদের মৃত্যুকে বিলম্বিত করে তাদেরকে দীর্ঘজীবী করছি যেন তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যেন তারা নাফরমানী করে এবং তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থ আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য রয়েছে পরকালে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি নিম্নের বর্ণনায় এর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

**৮২৬৭.** আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাপী ও পুণ্যবান প্রত্যেক মানুষের জন্যই মৃত্যু কল্যাণকর বস্তু। তারপর তিনি পাঠ করলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের কল্যাণের জন্য। আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যেন তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো পাঠ করলেন, نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ –এর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আতিথ্য ; আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা সৎ-কর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয়। ( ৩ ঃ ১৯৮ )।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٧٩) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

**১৭৯. অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করবার নন ; তবে আল্লাহ্ তার রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলেও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহা-পুরস্কার রয়েছে।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ –এর মানে হল, আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ছেড়ে দিবেন না ঐ অবস্থায় যে অবস্থায় তোমরা আছ। অর্থাৎ মুনাফিকদের সাথে মু'মিনদের সংমিশ্রিত অবস্থায়। ফলে কে মু'মিন এবং কে মুনাফিক তা চেনা যাবে না। حَتّٰى يَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর মানে অসৎকে অর্থাৎ স্বীয় হৃদয়ে কুফর লালনকারী মুনাফিককে সৎ থেকে অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানদার ও একনিষ্ঠ মু'মিন ব্যক্তি হতে মেহনত ও পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথক না করা পর্যন্ত। যেমনিভাবে





আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের দিন শত্রুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সময় এবং তাদের সাথে লড়াই করার সময় মুনাফিক ও মু'মিনদের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

আয়াতে উল্লিখিত الخبيث শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকার الخبيث শব্দের ব্যাখ্যায় আমার মতই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮২৬৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের দিন মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন।

**৮২৬৯.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মিথ্যাবাদীদের থেকে সত্যিকার ঈমানদার লোকদেরকে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ছেড়ে দেবেন না। মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের দিন মুনাফিক লোকদেরকে মু'মিন লোকদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন।

**৮২৭০.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য তাফসীরকারগণ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, حتى يميز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد অর্থাৎ হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের থেকে মু'মিন লোকদেরকে পৃথক করবেন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮২৭১.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَنْتُمْ –এর মানে হল কাফির সম্প্রদায়। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে জিহাদ ও হিজরতের মাধ্যমে কাফিরদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে, তোমরা কাফিররা যে অবস্থায় আছ এ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না।

**৮২৭২.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, নাফরমানকে মু'মিনদের থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত।

**৮২৭৩.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাফির লোকেরা বলাবলি করত যে, মুহাম্মাদ যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমাদের মধ্যে কে ঈমানদার এবং কে কাফির? এ কথা যেন সে আমাদেরকে বলে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ

الطَّيِّبِ অর্থাৎ কাফিরদের থেকে মু'মিনদেরকে বের না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না যে অবস্থায় তোমরা আছ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতটির প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই আমার নিকট শ্রেয়। কেননা পূর্বের আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতটি ও এর সাথেই সম্পর্কিত। তাই আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধেই নাযিল হয়েছে এ কথা বলা উত্তম অন্যান্যদের কথা বলা থেকে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ

**অর্থ ঃ** অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করবার মত নন। তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। – এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন,

**৮২৭৪.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)–কে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন না। তবে তিনি তাকে নির্বাচন করেছেন এবং রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন,

**৮২৭৫.** ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব অদৃশ্য বিষয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা রাখেন, এর দ্বারা তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এসব বিষয় সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন না। তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং তাকে এ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এ আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়স্থিত গোপন বিষয়াদি সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবে, ইচ্ছা রাখেন না যে, তোমরা এসব বিষয়াদি জেনে তাদের মধ্যে কারা কাফির এবং কারা মুনাফিক তা সে সম্বন্ধে অবগতি লাভ করবে বরং তাঁর ইচ্ছা হল, মেহনত ও পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মাঝে পার্থক্য করা। যেমন তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন বিপর্যয়ের দ্বারা এবং তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদের মাধ্যমে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তোমরা জানতে পারছো যে, তাদের কে মু'মিন, কে কাফির এবং কে মুনাফিক? অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং তাকে ওহীর মাধ্যমে কারো কোন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।





**৮২৭৬.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তবে আল্লাহ্ কাউকে তার নিজের একনিষ্ঠ করে নেন। এ ব্যাখ্যাটিকে উত্তম ব্যাখ্যা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে খবর দিয়েছেন যে, পরীক্ষার মাধ্যমে মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে মেহনত ছাড়া এমনি অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না। তারপর তিনি وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মুনাফিকের নিফাক এবং কাফিরের কুফরী প্রকাশ করে দেয়া সম্পর্কে আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র যে গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আয়াতের শেষোক্ত অংশের অর্থ হল, কে মুনাফিক, কে কাফির একথা জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে মানুষের হৃদয়স্থিত গোপন বিষয়াদি সম্বন্ধে অবহিত করেন না। তবে তিনি তাদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করেন পরীক্ষা ও মেহনতের মাধ্যমে, তবে তাঁর রাসূলগণের বিষয়টি হল এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তিনি তাদের যাকে ইচ্ছা এসব বিষয়াদির খাস ইল্ম দান করেন।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

**অর্থ ঃ** সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তোমরা ঈমান আনলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহা-পুরস্কার রয়েছে। –এর ব্যাখ্য ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) –এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَاِنْ تُؤْمِنُوْا মানে হল, আমার রাসূলগণের থেকে খাস ইল্ম দেয়ার জন্য যাকে আমি মনোনীত করলাম এবং যাকে আমি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবহিত করলাম তাকে যারা মানবে, বিশ্বাস করবে। وَتَتَّقُوْا এবং তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) তোমাদেরকে যেসব বিষয়াষয় সম্পর্কে আদেশ নিষেধ করেছেন, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে যারা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করবে فلكم اجر عظيم । তোমাদের ঈমান আনয়ন করা এবং তোমাদের তাকওয়া অবলম্বন করে চলার কারণে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরস্কার।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

**১৮০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এ তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে**

**কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়তের পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

হিজায ও ইরাকের কারীগণ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ আয়াতটিকে تاء –এর সাথে পড়েন এবং অন্যান্য কারীগণ لايحسبن শব্দটিকে ياء –এর সাথে পড়েন। অনুরূপভাবে আয়াতটির বিশ্লেষণে তাফসীরকারদের মাঝেও একাধিকমত রয়েছে।

কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, আয়াতাংশের অর্থ হল, لايحسبن الباخلون البخل هو خيرا هم অর্থাৎ কৃপণ লোকেরা যেন কৃপণতাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে। এখানে يبخلون বলার কারণে البخل শব্দটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ يبخلون ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করার পর البخل – শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বাকী না থাকায় একে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় যে, قدم فلان فسررت به –এর অর্থ হল فسررت بقدومه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে এবং তার আগমনে আমি আনন্দিত হয়েছি। কেননা তিনি হলেন দলনেতা। এখানে যেমনিভাবে قدم ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে مصدر-قدوم –কে حزف করে দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে বক্ষমান আয়াতেও يبخلون ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে البخل শব্দটিকে حزف করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু বসরার ব্যাকরণবিদগণ বলেন وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ –এর মানে হল وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ، لَا يَحْسَبَنَّ الْبُخْلَ هُوَ – بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ خَيْرًا لَّهُمْ অর্থাৎ এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে। তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। এখানে দ্বিতীয় لايحسبن –এবং ধারণাকৃত বস্তু البخل –এদুটো শব্দকে حزف করা হয়েছে অর্থাৎ উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা প্রথমোক্ত لا يحسبن এবং مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ –কে এখানে উল্লেখ করাতে ঐ দু'টি শব্দকে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা এখানে আর বাকী থাকেনি। তাই এদেরকে উহ্য রাখা হয়েছে।

তাদের মতে এখানে যে পরিমাণ حزف হয়েছে এর চেয়ে অধিক حزف হয়েছে لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ– আয়াতের মধ্যে। এখানে مَنْ اَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ কথাটি বলা হয়নি কেননা। اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ – বলার পর ঐ বাক্যটির প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকেনি। কেননা আয়াতের শেষোক্ত অংশের দ্বারা এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে আয়াতে مَنْ اَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ কথাটি এখানে উল্লেখ না থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল আছে। কিন্তু কোন কোন ব্যাকরণবিদ আমাদের উল্লিখিত বসরাবাসী ব্যাকরণবিদদের এ বক্তব্যকে অস্বীকার করেন এবং বলেন لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ





مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ –এর উপর لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ আয়াতকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ –এর মাঝে উল্লিখিত من শব্দটি বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতংশের অর্থ হল, তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে নিজেদের বাড়ীতে অবস্থানকালীন অবস্থায় ব্যয় করেছে তারা এবং মক্কা বিজয়ের পরবর্তীকালে ব্যয়কারী লোকেরা কেমন করে সমান হতে পারে? তাই প্রথমোক্ত বাক্যটি উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় বাক্যটি আর পুনরায় উল্লেখ করা হয়নি। এমনিভাবে لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ –এর মাঝে ও শব্দ هو আছে। তবে এ বাক্যে এর স্থল ভিত্তিক ও বিদ্যমান আছে। কেননা ابخل শব্দটি হল عامله –এর خيرالهم এবং اسم –এর عائد। এ দুটি عائد –এ কথাই প্রমাণ করছে যে, এর পূর্বে দুটি اسم রয়েছে। এবং يبخلون থাকার কারণে البخل শব্দটিকে পুনরায় আর উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন لاتحسبن শব্দটিকে যদি الذين –এর সাথে পড়া হয় তবে البخل শব্দটি الذين –এর পূর্বে উহ্য থাকবে। আর যদি لاتحسبن শব্দটিকে ياء –এর সাথে পড়া হয় তবে الذين –এর পর البخل শব্দটি উহ্য থাকবে। এখানে الذين يبخلون উল্লেখ থাকার কারণে البخل শব্দটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকেনি। যেমন জনৈক কবি বলেছেন–

اِذَا نُهِيَ السَّفِيْهُ جَرٰى اِلَيْهِ ✽ وَخَالَفَ وَالسَّفِيْهُ اِلَى اخِلَافِ

এখানে جرى اليه –এর মানে হল جرى الى السفه। কবিতার মাঝে سفيه শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে سفه শব্দটিকে আর উল্লেখ করতে হয়নি এমনিভাবে আয়াতের মাঝে يبخلون থাকার কারণে البخل শব্দটিকেও উল্লেখ করতে হয়নি

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় কিরাআতের মাঝে আমার নিকট উত্তম কিরাআত হল وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ আয়াতকে تاء –এর সাথে পড়া। তখন এর অর্থ হবে, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি একথা মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন এতে যারা কৃপণতা করে এ কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক আয়াতের মধ্যে هوخيرالهم উল্লেখ থাকার কারণে البخل – শব্দটিকে حزف করে দেয়া হয়েছে। বাহ্যিকভাবে একে حزف করা হলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে তা ধর্তব্য আছে। কেননা هوخيرالهم –এর পূর্বে الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله কথাটি উল্লেখ রয়েছে।

ولاتحسبن (تاء –এর) কিরাআতটি ولايحسبن ( ياء )-এর কিরাআত হতে উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, محسبة –এর জন্য একটি اسم ও একটি خير থাকা আবশ্যক, আয়াতটিকে যদি وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ – ياء –এর সাথে পড়া হয় তবে محسبة –এর জন্য এমন কোন اسم– থাকে না যার থেকে هوخيرالهم –কে خير সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু যদি আয়াতটি যদি ولاتحسبن – تاء এর সাথে পড়া হয় তবে الذين يبخلون –এর اسم হবে। এবং এর থেকে البخل –এর অর্থও প্রতিভাত হয়,

যে بخل - محسبة محزوف -এর اسم আর هوخيرالهم -এর احبز এ تركيب অনুসারে বাক্যটি আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হয়। এ কারণে تاء -এর কিরাআতটিকে আমি গ্রহণ করেছি। ولايحسبن -এর কিরাআতটি অশুদ্ধ না হলেও তা افصح এবং সুপ্রসিদ্ধ কিরাআত নয়।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, আমি যে কিরাআতটি অবলম্বন করেছি এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে যে মাল-দৌলত দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এবং এর থেকে আল্লাহ্র নির্ধারিত হক তথা যাকাত আদায় করে না, এ কৃপণতা তাদের জন্য কিয়ামতের দিন মঙ্গল জনক হবে, হে মুহাম্মাদ (সা.) ! আপনি তা মনে করবেন না, বরং পরকালে এ কৃপণতা তাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে-

**৮২৭৮.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ যাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ধন-দৌলত দিয়েছেন, তারপর তারা তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতে কার্পণ্য করছে এবং মালের যাকাত আদায় করছে না, এরূপ করা তাদের জন্য কল্যাণজনক বলে মনে করো না।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াত ঐ ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যারা তাওরাত কিতাবে মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ যে বাণী অবতীর্ণ করেছেন তা মানুষের নিকট বর্ণনা করতে কৃপণাত অবলম্বন করেছে এবং এ বিষয়ে গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ**

**৮২৭৯.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি ঐ ইয়াহূদী লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যারা তাদের নিজেদের কিতাবের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যারা তাদের নিজেদের কিতাবের কথা লোকদের নিকট বর্ণনা করতে গোপনীয়তা এবং কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

**৮২৮০.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ....... হতে وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ পর্যন্ত আয়াতগুলো ইয়াহূদী লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

আয়াতের এতদুভয় ব্যাখ্যায় মাঝে আমার মতে উত্তম ব্যাখ্যা হল, এ কথা বলা যে, এখানে البخل - শব্দটি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, যে কৃপণ ব্যক্তি ধন-সম্পদের মধ্যে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা আদায় করে না এ ধন-সম্পদই কিয়ামতের সর্প হয়ে





তার ঘাড়ে লটকিয়ে থাকবে এবং তাকে দংশন করবে। এবং এ আয়াতের পরই বর্ণিত রয়েছে لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ -এর আয়াতের মধ্যে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মুশরিক লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যাকাত দিতে বলা হলে তারা বলে, আল্লাহ্ হলেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা হলাম অভাবমুক্ত। এতে পরিষ্কারভাবে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে ইলমী বিষয়ে কৃপণতা করা সম্বন্ধে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং মাল-দৌলতের বিষয়ে কৃপণতা করা সম্পর্কে আলোচনা করাই হল এখানকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**অর্থ ঃ** যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। -এর ব্যাখ্যা

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তাবার্থ হল। যাকাত অস্বীকারকারী লোকেরা যে ধন-দৌলতের ব্যাপারে কৃপণতা করে তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে গলবন্ধের মত। যেমন বর্ণিত আছে।

**৮২৮১.** আবূ মালিক আল-আবাদী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন গরীব লোক যদি তার ধনবান আত্মীয়ের নিকট এসে কিছু চায় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তাকে না দেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে একটি বিষাক্ত সাপ বের করে এনে তাকে দংশন করাবেন। তারপর তিনি পাঠ করলেন وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক এ কথা তুমি কিছুতেই মনে করো না। বরং এ তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি হবে। এভাবে তিনি আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

**৮২৮২.** আবূ কাযাআ (রা.) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা.) বলেন, কোন গরীব আত্মীয় যদি ধনবান কোন আত্মীয়ের নিকট গিয়ে কিছু চায় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তাকে না দেয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে একটি বিষধর সর্প ডেকে আনবেন যা কেবল নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। অবশেষে তাকে তার গলার বেড়ি বানিয়ে তাকে দংশন করানো হবে।

**৮২৮৩.** আবূ কাযাআ হাজর ইব্ন বয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কোন গরীব আত্মীয় যদি ধনবান কোন আত্মীয়ের নিকট এসে এমন কিছু চায় যা আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ পূর্বক দান করেছেন। কিন্তু সে যদি তাকে তা না দেয় কার্পণ্য করে তবে তার জন্য জাহান্নাম হতে একটি বিষধর সর্প বের করে আনা হবে যা কেবল জিহবা নাড়তে থাকবে। অবশেষে তাকে তার গলার বেড়ি বানিয়ে দেয়া

হবে। এরপর তিনি وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ .... থেকে سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ পর্যন্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করবেন।

**৮২৮৪.** মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজ মনিবের কাছে এসে আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'আমত হতে তার নিকট কিছু কামনা করে এবং সে তা থেকে তাকে দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি বিষাক্ত সাপ ডেকে আনা হবে যা কেবল জিহবা নেড়ে ঐ ধন-সম্পদ চিবাতে থাকবে।

**৮২৮৫.** আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিষধর সাপ যাকাত অস্বীকারকারী লোকদের মাথায় দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি-ই তোমার ধন-সম্পদ যা দান করতে তুমি কার্পণ্য করেছিলে।

**৮২৮৬.** আবদুল্লাহ্ (রা.) سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের মাথায় বিষধর সর্প দংশন করতে থাকবে।

**৮২৮৭.** অপর এক সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এখানে অতিরিক্ত এ কথা বর্ণিত আছে যে, একটি কালো বিষধর সাপ।

**৮২৮৮.** ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কৃপণ ব্যক্তির মাল কিয়ামতের দিন বড় সর্পের রূপ পরিগ্রহ করে তার নিকট এসে তার মাথায় দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার ঐ ধন-সম্পদ যা দান করার ব্যাপারে তুমি কৃপণতা অবলম্বন করেছিলে। এ বলতে বলতে সর্পটি তার ঘাড়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

**৮২৮৯.** ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত প্রদান করে না। কিয়ামতের দিন তার ঐ মালকে বিষাক্ত সর্পরূপে তার গলায় বেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তারপর রাসূল (সা.) আমাদের সামনে وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

**৮২৯০.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سيطوقون ما بخلوا به -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন কৃপণের মালকে বিষাক্ত সর্পরূপে তার গলার বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে। তারপর তা তার গলায় গলবন্ধের মত হয়ে তাকে দংশন করতে করতে জাহান্নামে নিয়ে ফেলবে।

**৮২৯১.** আবু ওয়ায়িল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু এ মালের মধ্যে নিকট আত্মীয়দের যে অধিকার আল্লাহ্ রেখেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে যদি অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে এ ধন-সম্পদকে সর্প বানিয়ে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া





হবে। তখন লোকটি বলবে, তুমি কে? তোমার ধ্বংস হোক। সাপটি বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার ধনভান্ডার।

**৮২৯২.** ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কৃপণের গলায় বিষধর সাপ বেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং তা তার মাথায় দংশন করতে থাকবে।

কোন কোন তাফসীরকার سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের ঘাড়ে জাহান্নামের বেড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮২৯৩.** ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অগ্নির বেড়ি তাদের গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।

**৮২৯৪.** ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, অগ্নির বেড়ি।

**৮২৯৫.** ইবরাহীম (র.) থেকে অপর একসূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন سَيُطَوَّقُوْنَ মানে হল অগ্নির বেড়ি তাদের ঘাড়ে লটকিয়ে দেয়া হবে।

**৮২৯৬.** অপর এক সূত্রে ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, سَيُطَوَّقُوْنَ মানে হল অগ্নির বেড়ি তাদের গলায় গলবন্ধের ন্যায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন। আয়াতের অর্থ হল, যে সকল কিতাবী লোক মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের বিষয়টি লোকদেরকে জানাতে কার্পণ্য করেছে তাদের গলায় বেড়ি লটকিয়ে দেয়া হবে। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

**৮২৯৭.** ইব্‌ন আবাবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি কি শোন নি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ অর্থাৎ যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় (সূরা নিসার) ৩৭নং আয়াত এবং সূরা হাদীদের ২৪) অর্থাৎ কিতাবী লোকেরা তারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং লোকদেরকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হল, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন এ ধন-সম্পদের ব্যাপারে যারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ সব ধন-সম্পদ হাযির করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮২৯৮.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যে সব ধন–সম্পদের ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে তা কিয়ামতের ময়দানে হাযির করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হবে الكتاب المنير পর্যন্ত আয়াতগুলো তাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

**৮২৯৯.** অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سَيُطَوَّقُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়াতে যারা ধন–সম্পদের ব্যাপারে কৃপণতা করেছে তাদেরকে তা কিয়ামতের দিন হাযির করার জন্য বাধ্য করা হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা তাই যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। কেননা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত তো আর কেউ নেই। তাই এ ব্যাখ্যাই সমধিক গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

**অর্থ ঃ** আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত।

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি সর্বদা বিদ্যমান থাকবেন। কোন প্রশ্নকারী যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, ميراث এর মানে হল, ঐ উত্তরাধিকার সম্পদ যা مورث –এর মৃত্যুর কারণে তার মালিকানা হতে ওয়ারিশের মালিকানায় স্থানান্তরিত হত। এরূপ বিষয়ের আল্লাহ্র যাতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এ পৃথিবী লয়–ক্ষয় হওয়ার পূর্বেও এর মালিক আল্লাহ্ এবং লয়–ক্ষয় হওয়ার পরও এর মালিক তিনিই। এমতাবস্থায় "আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার আল্লাহ্রই" এ কথা বলার কি অর্থ হতে পারে?

এরূপ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হবে যে, এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আল্লাহ্র নিজ স্বত্বাকে চিরঞ্জীব বলে প্রকাশ করা এবং সমস্ত সৃষ্টিকে একথা জানিয়ে দেয়া যে তাদের জন্য লয়–ক্ষয় অবধারিত। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে মালিকের মৃত্যুর পর তার মালিকানাধীন বস্তু উত্তরাধিকার বস্তুতে পরিণত হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। এতে তিনি তাঁর বান্দাদের কে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মালিকানা তাদের মৃত্যুর পর





আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তখন সকলের মালিকানা ও খতম হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ ব্যতীত এসব কিছুর মালিক হওয়ার মত আর কেউই থাকবে না। এ হিসাবে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আয়াতে উল্লিখিত يَوْمَ الْقِيَامَةِ –এর মানে হল সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং সমস্তের মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই থাকবে। তখন আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী আর কেউ থাকবে না।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন এতে যারা কার্পণ্য করে তাদেরও অন্যান্যদের কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগতি আছেন। তাই তিনি প্রত্যেককে তার পাওনা অনুসারে বদলা দিবেন। পুণ্যবানকে অনুগ্রহের দ্বারা এবং পাপীকে তাঁর ইচ্ছাধীন বস্তুর দ্বারা তিনি বদলা দিবেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٨١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ م سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

**১৮১. যারা বলে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত তাদের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন ; তারা যা বলেছে তা ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কতিপয় আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সমকালীন কতিপয় ইয়াহূদী ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩০০.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইয়াহূদী লোকদেরকে তাদেরই এক ব্যক্তির চারপার্শে জমায়েত দেখতে পান। ঐ লোকটির নাম ছিল ফিনহাস। সে ছিল তাদের একজন বড় পন্ডিত ব্যক্তি। তার সাথে আশইয়া নামক আরেকজন বিজ্ঞ লোকও ছিল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে বললেন, হে ফিনহাস! তোমার অমঙ্গল হোক। আল্লাহ্কে ভয়ঙ্কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! তুমি অবশ্যই জান যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে যা এনেছেন তা সত্য, তোমাদের নিকট যে তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে তাতেও তার কথা বিদ্যমান আছে। তখন ফিনহাস বলল, হে আবূ বকর। আল্লাহ্র শপথ! আমরা আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষ নই। বরং তিনিই আমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। যিনি

যেভাবে কাকুতি মিনতি করে আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন আমরা তার নিকট সেভাবে প্রার্থনা করি না। তিনি আমাদের তুলনায় অভাবমুক্ত হলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না; যেমন তোমাদের নবী বলেছেন। তিনি আমাদেরকে সূদ গ্রহণ করা হতে বারণ করেন অথচ তিনি নিজেই সূদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি আমাদের থেকে ধনবান হলে আমাদেরকে সূদ দিবেন কেন? এ সমস্ত কথা শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে ফিনহাসের গালে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম! যদি তোমার ও আমাদের মাঝে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত না হত তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। হে আল্লাহ্র শত্রু! কেন মিথ্যা কথা বলছ? সৎ সাহস থাকলে সত্য প্রকাশ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারপর ফিনহাস রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! দেখ, তোমার সহচর আমাকে কি করেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ বকরকে ডেকে বললেন, কি ব্যাপার! এমন করলে কেন? তখন তিনি বলরেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ লোকটি আল্লাহ্র দুশমন। সে আল্লাহ্র সম্পর্কে জঘন্য কথা বলছে। সে বলে আল্লাহ্ তা'আলা অভাবগ্রস্ত এবং তারা আল্লাহ্র থেকে অভাবমুক্ত। তার এ ধৃষ্ঠতা পূর্ণ কথা শুনে আমি ক্রোধান্বিত হই এবং তার গালে চপেটাঘাত করি। কিন্তু ফিন্হাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলে, আমি এ কথা বলিনি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিন্হাসের বক্তব্যকে খন্ডন করা এবং আবূ বকর সিদ্দীকের সততা প্রমাণ করার লক্ষ্যে নাযিল করলেন

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ -

অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত, তাদের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন; তারা যা বলেছে তা এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব; তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর বক্তব্য এবং তার ক্রোধ সম্বন্ধে আরো নাযিল হল وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। ( ৩ ঃ ১৮৬ ))।

**৮৩০১.** ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, আবূ বকর (রা.) প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে একথা অতিরিক্ত রয়েছে যে, সে বলল, আমরা তার থেকে ধনবান! তিনি আমাদের থেকে ধনবান নয়। তিনি যদি ধনবান হতেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীছের অনুরূপ।





**৮৩০২.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী মারছাদ গোত্রের ফিনহাস নামক ইয়াহূদী ভাষণ দিচ্ছিল। এ সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার সাথে দেখা করে আলোচনা করলেন এবং তাকে বললেন, হে ফিনহাস! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর উপর ঈমান আন, তাঁকে বিশ্বাস কর এবং তাঁকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। এ কথা শুনে ফিন্হাস বলল, হে আবূ বকর! তুমি কি বল, আমাদের প্রতিপালক অভাবগ্রস্ত, তিনি আমাদের নিকট আমাদের ধন–সম্পদ হতে ঋণ চান? অভাবগ্রস্ত তো ধনবান ব্যক্তির নিকট ঋণ চায়। তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তবে তো আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ এবং বনী মারছাদ গোত্রের মাঝে যদি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত না হতো তবে আমি তাকে হত্যা করতাম।

**৮৩০৩.** মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ইয়াহূদীদের ঐ এক ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেছিলেন যারা বলেছিল আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত আর আমরা অভাবমুক্ত। তিনি ধনবান হলে আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন কেন?

**৮৩০৪.** আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত। তিনি ধনবান হলে আমাদের নিকট ঋণ চাইলেন কেন? রাবী শিবল (র.) বলেন, আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, এ হল ফিনহাস নামক ইয়াহূদী, সে বলেছিল, আল্লাহ্ হলেন তিন খোদার একজন। আর সে এও বলেছিল যে আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ।

**৮৩০৫.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (কে সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? সূরা বাকারাঃ ২৪৫/সূরা হাদীদ ঃ ১১) আয়াতটি নাযিল হলে ইয়াহূদী বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, (অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছে)।

**৮৩০৬.** হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, .... مَنْ ذَا الَّذِيْنَ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতখানি নাযিল হলে ইয়াহূদীরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা অভাবগ্রস্ত। তিনি ঋণ কামনা করছেন! তখন নাযিল হল, لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ

**৮৩০৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হুয়াই ইব্ন আখতাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট হল এই যে, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً হলে সে বলল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছে, বস্তুতঃ ঋণহীন ই ধনবানের নিকট ঋণ চায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্বন্ধে নাযিল করলেন لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ

**৮৩০৮.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতখানি নাযিল হলে ইয়াহূদীরা বলল, ধনহীনই তো ধনবানের নিকট ঋণ চায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ .... আয়াতটি।

**৮৩০৯.** ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, ইয়াহূদী সম্প্রদায় যারা বলে আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত। তাদের প্রতিপালকের উপর তাদের এ অপবাদ ও মিথ্যা রটনা এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব।

আল্লাহ্র বাণী سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ –এর পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ রয়েছে।

হিজাযের কারীগণ এবং ইরাকের অধিকাংশ কারীগণ سَنَكْتُبُ শব্দটিকে نون –এর সাথে এবং وَقَتْلَهُمْ –এর لام অক্ষরকে যবরের সাথে পড়ে থাকেন। কূফার কতিপয়কারী আয়াতটিকে سيكتب ماقالوا তথা وقتلهم الانبياء بغير حق শব্দটিকে পেশ বিশিষ্ট ياء –এর সাথে এবং وقتلهم –এর لام অক্ষরকে পেশের সাথে পড়ে থাকেন। এ হিসাবে قتلهم শব্দটি سيكتب ক্রিয়ার مفعول ما لم يسم فاعله অর্থাৎ نائب فاعل – হবে। এরূপ পড়ার কারণ হল এই যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর কিরাআতে ونقول ذوقوا –এর স্থলে ويقال রয়েছে। তাই এর উপর কিয়াস করে বলা হচ্ছে যে, শব্দটি سنكتب না হয়ে سيكتب – হবে।

ইমাম তাবারী বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর দিকে সম্বোধন করে যারা আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করে তারা মূলতঃ আয়াতের বিশুদ্ধতম পাঠ প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করছে এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের বিরুদ্ধাচারণ করছে। কেননা যারা سيكتب ماقالوا পড়ে এবং مفعول مالم يسم فاعله –এর ভিত্তিতে قتلهم –এর এ পেশ দেয় তাদের জন্য উচিত হল, وَنَقُوْلُ –এর স্থলে وَيُقَالُ – পড়া, কেননা ونقول কে سنكتب –এর উপর عطف করা হয়েছে। তাই مفعول مالم يسم فاعله –অথবা ما يسم فاعله –এর ভিত্তিতে অর্থগত দিক থেকে উভয় শব্দের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য। সুতরাং বিনা কারণে এতদুভয় শব্দের একটিকে مفعول مالم يسم فاعله –এর ভিত্তিতে مجهول পড়া এবং অপরটিকে معروف পড়া আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের বহির্ভূত রীতি–নীতি অবলম্বন করারই নামান্তর, ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যেহেতু পরে ونقول শব্দটি উল্লেখ রয়েছে; তাই আমার মতে سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ তথা سنكتب কে نون –এর সাথে এবং وقتلهم –এর لام অক্ষকে যবরের





সাথে পড়াই শ্রেয়। পক্ষান্তরে শব্দটি سنكتب না হয়ে سيكتب অর্থাৎ পেশ বিশিষ্ট ياء –এর সাথে হলে পরবর্তী অক্ষরটি ونقول না হয়ে ويقال হত।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ আয়াতটি তো রাসূল (সা.)–এর সমকালীন কতিপয় ইয়াহূদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তো কোন নবীকে হত্যা করেনি। কেননা রাসূল (সা.) ব্যতীত অন্য কোন নবীর সাথে তাদের আদৌ কোন সাক্ষাৎই হয়নি। তাহলে এ সমস্ত লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে বললেন, وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ?

এর উত্তরে বলা হবে যে, তারা নবীকে হত্যা করেছে এ হিসাবে তাদের সম্পর্কে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়নি। বরং এ কাজ তাদের পরবর্তী ইয়াহূদী লোকেরাই করেছে। তারা তাদের কাজের ব্যাপারে যেহেতু সন্তুষ্ট এবং এ ধরনের কাজকে যেহেতু হালাল এবং বৈধ মনে করতো তাই তাদের দিকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। আরবী ভাষায় এরূপ করার বহু নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(১৮২) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

**১৮২. এ তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তা একারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জালিম নন।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, যারা বলে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত এবং যারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে কিয়ামতের আমি তাদেরকে বলব, তোমরা লেলিহান দাহিকা অগ্নির শাস্তি ভোগ কর।

النار অর্থ হল অগ্নি। চাই তা লেলিহান হোক বা না হোক। الطريق হল অগ্নির صفة বা গুণ অর্থ হল محرقة

অর্থাৎ দহনকারী। যেমনিভাবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ মানে হল এবং عَذَابٌ مُؤْلِمٌ –এর মানে হল مُوَجِعٌ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি যে তাদেরকে বলব, "তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর" আমার এ কথা দুনিয়ায় তোমরা যে কর্ম করেছো। তারই ফল এবং আল্লাহ্ এ কথা বলবেন এ জন্যও যে, তিনি হলেন ন্যায় পরায়ণ, কারো প্রতি জুলুম করেন না তিনি। তাই শাস্তির উপযোগী না হলে কোন মানুষকে শাস্তিও দিবেন না। বরং তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে প্রতিফল দিবেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। তাই ইয়াহূদীদের যারা এরূপ কথা বলে তাদেরকেও তিনি কিয়ামতের দিন বদলা দিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা

বলেছে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত এবং যারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে তিনি দহন যন্ত্রণার মাধ্যমে শাস্তি বদলা দিবেন তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে এবং ভীতি প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে। অতএব, লেলিহান অগ্নির মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দিলে আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী হবেন না এবং শাস্তি উপযোগী নয় এরূপ লোককে তিনি শাস্তি দিয়েছেন বলেও প্রমাণিত হবে না। তাই তিনি সৃষ্টির কারো প্রতি জুলুমকারী নন। বরং তিনি তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ এবং অনুগ্রহশীল তাদের সকলের প্রতি তিনি তাদের যাকে যে নিআমত ইচ্ছা প্রদান করেন।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٨٣) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

**১৮৩. যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে, তাদেরকে বল, আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছো তাসহ তোমাদের নিকট এসেছিল ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যারা বলে আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি তাদের কথা আল্লাহ শুনেছেন। اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ আয়াতটি اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ –এর দিকে راجع হয়েছে। তাই উপরোক্ত বাক্যের ন্যায় اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ আয়াতটিও حجرفى محلا (যের বিশিষ্ট)।

قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَنْ لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ –তারা বলে আল্লাহ্র আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ও নবীদের যবানে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি অর্থাৎ তিনি যদি বলেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে এ আদেশ–নিষেধ নিয়ে এসেছেন তাহলে আমরা যেন তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করি। حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে। قربان মানে হল, সাদকা বা এ জাতীয় কোন কাজের মাধ্যমে বান্দার স্বীয় প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করা। قربان হল قربت قربانا ক্রিয়ার ধাতু মূল। যেমন عدوان ও خسران হল ক্রিয়ামূল।





تَاْكُلُهُ النَّارُ এর কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, কারো পেশকৃত কুরবানী অগ্নি গ্রাসিত হওয়া তৎকালে তার কুরবানী কবুল হওয়ার দলীল ছিল এবং এতে এ কথা প্রতীয়মান হত যে, কুরবানী দাতা ব্যক্তি বিবদমান বিষয়ে নিজে এক হওয়ার যে দাবী করছে তার এ দাবী সত্য। যেমন নিম্নের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

৮৩১০. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি সাদকা করলে তা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তবে আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত।

৮৩১১. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎকালে এমন নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি সাদকা করলে তা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তবে আকাশ থেকে আল্লাহ্ অগ্নি প্রেরণ করতেন এবং তা কুরবানীর বস্তুর উপর পতিত হয়ে তাকে ভস্মীভূত করে দিত।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা বলে আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে, তাদেরকে বলে দাও, আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ (অর্থাৎ এমন প্রমাণাদি যা রাসূলগণের নবূওয়াতের সত্যতা এবং তাদের তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে) এবং তোমরা যা বলছো। (অর্থাৎ কেউ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা যদি অগ্নি গ্রাসিত হয়, এমন মুজিযা যদি কেউ দেখাতে পারে তবে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে তাকে বিশ্বাস করা এবং তার নবূওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা) তাসহ তোমাদের নিকট এসেছিল, فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদেরকে বলে দাও, আমার পূর্বে তো তোমাদের নিকট বহু রাসূল এসেছেন বিষয়াদি নিয়ে যেগুলোকে তোমরা তাদের নবূওয়াতের সত্যতার জন্য প্রমাণ্য মনে করতে। কিন্তু তাদেরকে তোমরা হত্যা করেছো। বস্তুত "তারা তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা তাদের নবূওয়াতের সত্যতার জন্য প্রমাণ্য বিষয়" এ মর্মে তোমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে রাসূলগণ তোমাদের সামনে এমন কুরবানী উপস্থিত করবে যা অগ্নিগ্রাস করবে এবং যা তাঁর নবূওয়াতের সত্যতার ব্যাপারে দলীল, এ রূপ রাসূলগণের উপরই কেবল তোমরা ঈমান আনবে। এ বক্তব্যের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সময়ের যে সব ইয়াহূদীর কথা আল্লাহ্ এখানে বর্ণনা করেছেন, তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সা.)–কে সত্য জানা সত্ত্বেও

তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাঝে এবং আল্লাহ্‌র বাণীতে তার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ পাওয়া যে, তিনি বিশ্ব মানবের রাসূল এবং তাঁর আনুগত্য ফরয ইত্যাদি সত্ত্বেও তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার মাঝে তারা তাদের পূর্বসূরীদের পথই অবলম্বন করেছে। যারা নবীদের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর এবং দলীলাদির ভিত্তিতে তাদের ওযর খতম হওয়ার পর আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তাঁর হককে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভেবে নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٨٤) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

**১৮৪. তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তোমার পূর্বে যে সব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছি তাদেরকেও তো অস্বীকার করা হয়েছিল।**

ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদী ও মুশরিক লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বহু যাতনা দিয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা বলে, আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত– এবং যারা বলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের সামনে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে" তাদের পক্ষ হতে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহ্‌র দেয়া সুযোগ পেয়ে প্রতারিত হয়ে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আর তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের অবাস্তব প্রতিশ্রুতির কথা আওড়ানোর বিষয়টিকে তুমি কোন বড় বিষয় বলে মনে করবে না। এরূপ করে তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বানায় এবং আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ যারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, অকাট্য দলীলসমূহ এবং মু'জিযা সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের পূর্ববর্তী লোকেরা অবিশ্বাস করেছে এবং দুঃখ দিয়েছে। এখানে "بالبينات" বলে এসব প্রমাণাদি ও মু'জিযাকেই বুঝানো হয়েছে। "الزبر" শব্দটি زبور – এর বহুবচন, زبور মানে কিতাব। প্রত্যেক কিতাবই একটি زَبُوْر যেমন কবি সম্রাট ইমরুল কায়স বলেছেন,

لِمَنْ طَلَلُ اَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِىْ ؟ كَخَطِّ زَبُوْرٍ فِىْ عَسِيْبٍ يَمَانِىْ

এখানে كتاب বলে তাওরাত ও ইনজীল কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইয়াহূদী লোকেরা ঈসা (আ.) ও তাঁর আনীত আদর্শকে অবিশ্বাস করেছে এবং মুহাম্মাদ (সা.)–এর গুণাগুণ সম্পর্কিত আয়াত যা মূসা (আ.) নিয়ে এসেছিলেন তার পরিবর্তন করেছে। সর্বোপরি তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাও রদবদল করে ফেলেছে। আর খৃষ্টানরা ইনজীল কিতাবে রাসূলুল্লাহ্





(সা.)–এর গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অস্বীকার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও হের ফের করে ফেলেছে।

المنير মানে হল, দীপ্তিমান যা আলো বিকিরণ করে হককে সুস্পষ্ট করে দেয় ঐ ব্যক্তির নিকট যার নিকট হক সুস্পষ্ট নয়।

المنير শব্দটি এখানে نور ও আলোকিত করা (اضاءة) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, قد انار لك هذا الامو" – (অর্থাৎ এ বিষয়টি তোমার নিকট সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে)। منير শব্দটি باب افعال– এর اسم فاعل –এর واحدمزكر–এর صيغه –এর مضارع হল ينير انارة অর্থ উজ্জ্বল হওয়া ও আলোকিত হওয়া। আর আলোকিত বস্তুটিকে منير বলা হয়।

৮৩১২. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –কে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

৮৩১৩. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন; এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

الزبر শব্দটি হিজায ও ইরাকী লোকদের মাস্‌হাফের মধ্যে باء ছাড়া বর্ণিত আছে। কিন্তু সিরিয়াবাসীদের মাসহাফে এ শব্দটি باء সহ ( وبالزبر ) বর্ণিত আছে। যেমন সূরা ফাতিরের পঁচিশ নং আয়াতে এ শব্দটি باء সহ বর্ণিত আছে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

**১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন চলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী এবং রাসূল (সা.)–এর প্রতি অবিশ্বাসী ইয়াহূদী সম্প্রদায় যাদের অবস্থা ও দুঃসাহসের কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন তারা এবং আল্লাহ্ অন্যান্য সৃষ্টি সকলে আল্লাহ্‌র নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা সকলের জন্যই মউত অবধারিত। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)–কে বলছেন, হে মুহাম্মাদ! এ ইয়াহূদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যারা তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে

তাদের এ অপকর্মে দুঃখিত হবার কিছুই নেই। কেননা তোমার পূর্ববর্তী নবীগণও তোমার ন্যায় সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণাদিসহ আবির্ভূত হয়েছিল তাদেরকেও তারা অবিশ্বাস করেছিল এবং দুঃখ দিয়েছিল। তাই তোমার জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে এমন নমুনা যার দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা যায়। কিন্তু মনে রাখবে; যারা তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তাদের এবং অন্যান্য সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন কিয়ামতের দিন সকলকেই আমি তার কর্মের প্রতিদান দিব তাই আল্লাহ্ বলেছেন وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। কর্মভাল হলে ভাল ফল এবং কর্ম মন্দ হলে মন্দ ফল দেয়া হবে "فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ" যাকে জাহান্নামের অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে। "فقد فاز" সেই তার সফল কাম হবে।

কেউ যদি নিজ মন্তব্য সাধনে সফল কাম হয় তবে বলা হয় فازفلان‌بطلبه –এর مضارع হল يفوز এবং ধাতু মূল হল مفازة ও مفازا-فوزًا ।

এ হিসাবে উক্ত আয়াতের অর্থ হল, যাকে অগ্নি হতে সরিয়ে রাখা হবে, দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে নাজাত প্রাপ্ত হবে, সফলকাম হবে এবং মহাসম্মানের ভূষিত হবে। وما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور অর্থ ঃ দুনিয়ার স্বাদ, খাহেশাত, দুনিয়াস্থিত আকর্ষণীয় সুন্দর সুন্দর বিষায়াদি ইত্যাদি اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থ ঃ কেবল ছলনাময় ভোগের সামগ্রী, যাচাই ও পরীক্ষার সময় তা টিকবে না। এবং এর কোন হাকীকতও নেই। ছলনাময়ী লোকেরা দুনিয়াতে যা ভোগ করে তোমরা তা আস্বাদন করছো। এ তোমাদের উপর বিপদ ডেকে আনবে। তাই আল্লাহ্র তা'আলা বলছেন, দুনিয়ায় বসবাস করার নিমিত্তে সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার প্রতি ঝুকে যেয়ো না। দুনিয়ার মধ্যে তোমরা কিছু ধোঁকার সামগ্রী নিয়ে নাড়াচাড়া করছো এবং এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কিন্তু কিছু দিন পর তা ছেড়ে আবার রওয়ানা করবে। আয়াতের অপর একটি ব্যাখ্যাও নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত আছে।

**৮৩১৪.** আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে পার্থিব জীবন একেবারেই তুচ্ছ, রাখালের সাথে নেয়া সামগ্রীর মত। হয়তো সে এক মুষ্টি খেজুর সাথে নেয় অথবা কিছু আটা অথবা এমন একটি পাত্র যাতে দুগ্ধ পান করা যায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইব্‌ন সাবিত (র.) আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সারমর্ম হল, পার্থিব জীবন একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য, যা ভোগকারীকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা এবং তা তার ঐ দীর্ঘ, সফরের জন্য যথেষ্ট ও নয়। আয়াতের এ ব্যাখ্যার যদিও একটি যৌক্তিক





দিক রয়েছে। কিন্তু আয়াতের সহীহ্ ব্যাখ্যা তাই যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা আরবী ভাষায় غرور মানে ধোঁকা বা ছলনা। তাই "مَتَاعُ الْغُرُوْرِ" অনুবাদ "مَتَاعٌ قَلِيْلٌ" (ভোগের সামান্য বস্তু) আদৌ হতে পারে না। কেননা হতে পারে কারো নিকট সামান্য বস্তু আছে, কিন্তু সে ধোঁকা ও ছলনার মধ্যে নেই। কিন্তু ছলনার মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য অল্প–বেশী কোনটাই সুবিধাজনক নয়। الغرور –শব্দটি "غرني فلان" "فهو يغرني عزورًا" ক্রিয়ার ধাতুমূল। غرور –এর অক্ষরটি হল পেশ বিশিষ্ট। যদি غين অক্ষরে যবর দেয়া হয় তবে তা ঐ প্রতারক ধোঁকাবাজ শয়তানের গুণবাচক বিশেষ্য হবে যে আদম সন্তানকে ধোঁকা দেয় এবং আদম সন্তানকে এমন গুনাহে লিপ্ত করে যার ফলে তাকে শাস্তি দেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নের হাদীছে বর্ণিত রয়েছে।

**৮৩১৫.** আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জান্নাতের একটি চাবুকের স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা হলে পাঠ কর وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ এবং পার্থিক জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٨٦) لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

**১৮৬. তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ তোমাদের ধন–সম্পদে বিপর্যয় দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। "وانفسك" তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের ধর্মের লোকদের থেকে তোমাদের আত্মীয়–স্বজনদেরকে শহীদ করার মাধ্যমেও আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ – তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল ঐ সমস্ত তথা ইয়াহূদী লোকদের থেকে তোমরা কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যেমন তারা বলেছিল, আল্লাহ্ অভাগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ ইত্যাদি। وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং খৃস্টানদের নিকট থেকেও। "اَذًى كَثِيْرًا" –ইয়াহূদীদের নিকট হতে কষ্টদায়ক কথা তো তাই যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। খৃস্টানদের নিকট হতে কষ্টদায়ক কথা হল, "হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্র পুত্র" আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার মত এ ধরনের আরো বহু উক্তি। "وَاِنْ"

"تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا" আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন এ নির্দেশ পালনে তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর। وَتَتَّقُوْا আল্লাহ্‌রআদেশ–নিষেধবাস্তবায়নেরমাধ্যমেতার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ –ধৈর্য ধারণ করা ও তাকওয়া অবলম্বন করা যা আল্লাহ্ অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং যে জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, পূর্ণ আয়াতটি বনী কায়নুকার নেতা ফিনহাস নামক ইয়াহূদী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

**৮৩১৬.** ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

اَذًى كَثِيْرًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি নবী (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং বনী কায়নূকার নেতা ফিনহাস নামক ইয়াহূদী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, একদা নবী (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সহযোগিতা চেয়ে ফিন্‌হাস নামক ইয়াহূদীর নিকট পাঠালেন, তিনি তার নিকট একটি পত্রও দিয়েছিলেন, বিদায়কালে রাসূল (সা.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–কে বলে দিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমার অনুমতি না নিয়ে কোন কাজ করবে না। তারপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তরবারি ঝুলিয়ে তার নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পত্রটি তার হাতে ছিলেন। পত্রটি পড়ে ফিনহাস বলল, তোমাদের প্রতিপালক আমাদের সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। এ কথা শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (আ.) তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে চাইলেন। কিন্তু তখনি তার মনে পড়ল, রাসূল (সা.)–এর কথা, "আমার নিকট ফিরে এসে আমার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কাজ করবেনা।" এ কথা মনে পড়াতে তিনি তার উপর আঘাত হানা থেকে বিরত থাকেন। তখন ....... وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ...... لَتُبْلَوُنَّ فِىْ আয়াতগুলো বনী কায়নূকার লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়।

اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ –আয়াতটিও তাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, এ আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.)–কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ –এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার মু'মিন বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অচিরেই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং দেখবেন কেমন করে তারা তাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে।" "وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃস্টান। "وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا" – অর্থাৎ মুসলমানরা শুনতো, ইয়াহূদীদের কথা, উযায়র (আ.) আল্লা্‌র পুত্র এবং খৃস্টানদের কথা ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র পুত্র। এ কথা শুনে মুসলমানরা





তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অর্থাৎ এমন মযবুতী কাজ যা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন আয়াতটি কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ইয়াহূদী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সমালোচনা করতো এবং মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে প্রেম–প্রীতির কবিতা আবৃতি করতো।

**৮৩১৭.** যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন; আয়াতটি কা'ব আশরাফ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কবিতার মাধ্যমে সে মুশরিক লোকদেরকে নবী (সা.) এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিত এবং নবী (সা.)–এর ভীষণভাবে সমালোচনা করতো। তারপর তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্য পাঁচজন আনসারী সাহাবা রওয়ানা হলেন, তাদের একজন ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা.) এবং অপরজন হলেন, আবূ আব্‌স সাহাবিগণ তার নিকট আসলেন, তখন সে তার কওমের লোকদেরকে নিয়ে আওয়ালীতে (বিশেষ এলাকা) বসা ছিল। সে তাদেরকে দেখে ভীষণ ভয় পেল এবং বিষয়টিকে সে অস্বস্তিকর মনে করল। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এক প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি। সে বলল, তোমাদের একজন আমার নিকট এসো এবং প্রয়োজনটির কথা বল। তখন একজন তার কাছে গিয়ে বলল, আমরা এসেছি আমাদের লৌহ বর্মগুলো তোমার নিকট বন্ধক রাখার জন্য। এতে আমাদের যা হাসিল হবে আমরা তা সাদকা করব। এ কথা শুনে কা'ব ইব্‌ন আশরাফ বলল, যদি তোমাদের তাই করতে হয় তবে তো এ লোকটির আগমন কাল হতে সে তোমাদেরকে বহু উৎপীড়ন করছে। তারপর তারা এ মর্মে তার সাথে ওয়াদা করে চলে আসলেন যে, লোকজন চলে যাওয়ার পর বিকালে পুনরায় তাঁরা তার নিকট আসবেন। কথা মত তাঁরা তার নিকট আসলেন এবং তাকে ডাকলেন, এ সময় তার স্ত্রী বলল, কোন ভাল কাজের জন্য এ সময় তারা তোমাকে ডাকছে বলে মনে হয় না, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ বলল, না না, তারা তাদের অবস্থা এবং তাদের কথা আমাকে জানিয়েছে। অন্য সূত্রে 'ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারপর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ তাদের সাথে আলোচনা করল এবং বলল, তোমরা তোমাদের পুত্র সন্তানদের আমার নিকট বন্ধক রাখতে রাযী আছো কি? আগন্তুক সাহাবীদের ইচ্ছা ছিল কা'ব ইব্‌ন আশরাফ যেন তাদের নিকট কিছু খেজুর বিক্রি করে। তারা বললেন, আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে, আমরা কেমন করে তোমার নিকট আমাদের সন্তানদেরকে আমরা বন্ধক রাখব? কেননা যদি তা করি তাহলে তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, একে দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। সাহাবিগণ বললেন, তুমি আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। তোমার ব্যাপারে

আমরা নিরাপদ নই। তোমার যে সৌন্দয্য এ অবস্থায় কোন মহিলা স্বীয় সম্ভ্রমদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করবে বলে আমরা মনে করি না। তবে আমরা তোমার নিকট আমাদের অস্ত্র–সশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। অথচ তুমি জান যে, আমাদের বর্তমানে অস্ত্রের কত প্রয়োজন। তখন কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, তাহলে তোমরা তোমাদের অস্ত্র–শস্ত্র নিয়ে এসো এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে এসো। সাহাবিগণ বললেন, তাহলে তুমি নীচে নেমে এসো, আমরা পরস্পর চুক্তিপত্র সম্পাদন করে নেই। সে নীচে নামতে শুরু করলে তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার সাথে কি তাদের সম পরিমাণ আপনার কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দেব? সে বলল, তারা আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে জাগ্রত করতো না। তখন তার স্ত্রী বলল, তাহলে ঘরের উপর থেকেই তাদের সাথে আলোচনা করুন। এ কথার প্রতি সে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। তারপর সে নীচে অবতরণ করলে তার শরীর থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ প্রকাশ পাচ্ছিল। সাহাবিগণ বললেন, হে অমুক! এ কিসের ঘ্রাণ? উত্তরে সে বলল, এ হচ্ছে অমুকের মার আতরের সুঘ্রাণ। তারপর সাহাবীদের একজন তার ঘ্রাণ শুকার জন্য তার নিকটবর্তী হলেন। তারপর তিনি তার ঘাড়ে কাবু করে ধরলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তখন আবু আব্‌স (রা.) তার কোমরে আঘাত করলেন এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা.) তরবারি দ্বারা তার শরীরের উপরিভাগে আক্রমণ করলেন। তারপর সকলে মিলে তাকে হত্যা ফিরে আসলেন। এতে ইয়াহূদিগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবী (সা.)–এর নিকট এসে বলল, আমাদের সর্দার গায়লা নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের নিকট তার কর্মকান্ড তুলে ধরলেন এবং তুলে ধরলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার উসকানিসূচক পদক্ষেপ ও নির্যাতনের কথা। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহবান জানালেন। অবশেষে হযরত আলী (রা.)–এর সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হল।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

(١٨٧) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

**১৮৭. স্মরণ কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে, এবং তা গোপন করবেনা ; এরপর ও তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট !**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, হে মুহাম্মাদ! আপনি কিতাবী লোকদের থেকে ইয়াহূদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ তাদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা আপনার বিষয়টি লোকদের নিকট বর্ণনা করে দিবে এবং এ কথাও জানিয়ে দিবে যে, আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত সত্য রাসূল এবং এ বিষয়ে তারা





গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এসব কথা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে বিদ্যমান আছে فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ –এরপরও তারা ও অগ্রাহ্য করে অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশকে উপেক্ষা করে, তাকে ধ্বংস করে। আর তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল তা ভঙ্গ করে আপনার বিষয়টিকে গোপন রাখে এবং আপনাকে অবিশ্বাস করে। وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا আল্লাহ্ তাদের থেকে যে বিষয়ের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সে অঙ্গীকার গোপন করার মাধ্যমে তারা এর বিনিময়ে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তু খরিদ করে। তারা যা ক্রয় করেছে এর সমালোচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ তারা যা ক্রয় করেছে তা কত নিকৃষ্ট।

এ আয়াতের মাধ্যমে কোন্ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকার মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতের দ্বারা বিশেষভাবে ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। দলীল হিসাবে তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

**৮৩১৮.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ...... عَذَابٌ أَلِيمٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত ফিনহাস, আশইয়া আরো কতিপয় ইয়াহূদী পন্ডিত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

**৮৩১৯.** ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

**৮৩২০.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবী লোকদের আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন, উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যিনি আল্লাহ্ ও তার বাণীতে ঈমান রাখে। আর তাদের এ মর্মেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)–কে প্রেরণ করে বললেন, أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ আর আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর; আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। (সূরা বাকারা ঃ ৪০)–এ কথার উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে এবং তাদেরকে বলে দিয়েছেন। যে, তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং আমার প্রিয় ব্যক্তিকে সকলে সাদরে গ্রহণ করবে।

**৮৩২১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ –এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা লোকদেরকে মুহাম্মাদ (সা.)–এর আগমনের কথা জানিয়ে দিবে, এ ব্যাপারে গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে।

৮৩২২. মুসলিম আল–বাতীন (র.) থেকে বর্ণিত, একবার হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ তার সাথীদেরকে এ আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় এক ব্যক্তি উঠে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.)–এর নিকট গেলেন এবং তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এখানে কিতাবী বলতে ইয়াহূদী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ওয়াদা নিয়েছিলেন, যে তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর আগমন বার্তা জনসাধারণকে জানিয়ে দিবে। এ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তা উপেক্ষা করে।

৮৩২৩. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ অঙ্গীকারের মধ্যে এ কথাও ছিল যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র ঐ দীন যা পালন করা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর আবশ্যক করেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা.)–এর কথাটি তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে দীনী ইল্‌ম দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের দাবীর সপক্ষে নিম্নের বর্ণনা সমূহ পেশ করেন।

৮৩২৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হচ্ছে ঐ অঙ্গীকার যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আলিম ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন। তা হল এই হয়, যে, ব্যক্তি কোন বিষয়ের ইল্‌ম হাসিল করবে তার জন্য উচিত হল অন্যকেও এর শিক্ষা প্রদান করা। তোমরা ইল্‌ম গোপন করা হতে বেঁচে থাকবে; কেননা ইলম গোপন করা ধ্বংসেরই নামান্তর যার যে বিষয়ের ইল্‌ম নেই সে যেন এ ব্যাপারে মিথ্যা দাবী না করে। এরূপ করলে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং যারা মিথ্যা দাবী করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই বলা হয়, যে ইল্‌ম বিতরণ করা হয়না তা ঐ ধন ভান্ডারের মত যা থেকে ব্যয় করা হয়না। আর যে হিক্‌মত নিসৃত হয়না তা ঐ মূর্তির মত যা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পানাহার করেনা। প্রবাদ বাক্য হিসাবে আরো বলা হয় যে, طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واع সৌভাগ্যবান ঐ আলিম যে ইল্‌মের কথা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিখে অন্যকে শিক্ষা দেয়। তা অকাতরে বিতরণ করে এবং এর দিকে লোকদেরকে আহবান করে এবং সৌভাগ্যবান ঐ শ্রোতা যে তার শ্রুত বিষয়ের সংরক্ষণ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা শ্রবণ করার পর তা মুখস্ত করে, সংরক্ষণ করে এবং এর দ্বারা নিজে উপকৃত হয়।

৮৩২৫. আবূ উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে উপবিষ্ট এক দল লোকের নিকট আগমন করল। তিনি বললেন, আপনাদের ভ্রাতা কা'ব (রা.) আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন যে, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ আয়াতটি আপনাদের





সম্পর্কে নাযিল হয়নি। এ কথা শুনে আবদুলাহ্ (রা.) তাকে বললেন, তুমিও তার নিকট আমাদের সালাম পৌঁছিয়ে দিও। আর তাকে জানিয়ে দিও যে, আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮৩২৬. আবূ উবায়দা (রা.), আবদুল্লাহ্ (রা.) এবং কা'ব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরাপর ব্যাখ্যাকারদের মতে আয়াতটির অর্থ হল, স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাঁদের কওমের ব্যাপারে। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহ পেশ করেন।

৮৩২৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর শিষ্যগণ আয়াতটিকে وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِيْثَاقَهُمْ পড়তেন। এ হিসাবে এর মানে হল, স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক নবীদের থেকে তাদের কওমের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

৮৩২৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর শিষ্যগণ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ – আয়াতটিকে وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ পড়তেন। এর মানে হল, আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের থেকে তাদের কওমের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ –এর অর্থ নিম্নরূপ।

৮৩২৯. হাসান (র.) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল, তোমরা অবশ্যই হক কথা বলবে এবং আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপায়িত করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক রয়েছে।

কোন কোন কারী لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ কে تاء –এর সাথে صيغه جمع مذكر حاضر –এর হিসাবে পড়ে থাকেন?। এটা হল মদীনা এবং কূফার বড় বড় কারীদের পঠনরীতি। অর্থ হল, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। কিন্তু তা গোপন কিন্তু অন্যান্য কারীগণ তাকে ياء- لَيُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوْنَهٗ –এর সাথে صيغه جمع مذكر غائب হিসাবে পড়ে থাকেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যখন নবী (সা.) এ বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছিলেন তখন তো তারা বিদ্যমান ছিলনা। তাই আল্লাহ্ তা'আলার তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়ারই শামিল। তাই صيغه টি حاضر –এর صيغه হবে না বরং غائب –এর صيغه হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে উভয় কিরাআতই সহীহ্ এবং কারীদের নিকট প্রসিদ্ধ এতদুভয় কিরাআতের মাঝে অর্থগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক কিরাআতই বিশুদ্ধ।

তবে আমার মতে উত্তম হল, لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ –অর্থাৎ ياء –এর সাথে غائب –এর صيغه হিসাবে পড়া। কেননা পড়ে বর্ণিত। فَنَبَذُوهُ শব্দটিও غائب –এর শব্দ। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত বাক্যটিকে যদি غائب –এর صيغه হিসাবে পড়া হয় তবে فَنَبَذُوهُ –এর সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। আর যদি বাক্যটিকে حاضرصيغه – হিসাবে পড়া হয় তাহলে পরবর্তী বাক্য وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ বলাই উত্তম হতো। فَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এখানে কিতাবী লোকদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং অঙ্গীকার মুতাবিক আমল না করার বিষয়টিকে উপমা হিসাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কেন এ কথা বলেছেন তা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পুনরাবৃত্তি আমার নিকট পসন্দনীয় নয়। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আসিয়া বলেছি তাফসীরকারগণ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৮৩৩০. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ –এর ব্যাখ্যা বলেন, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু সে মুতাবিক আমল করতো না।

৮৩৩১. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন,তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

৮৩৩২. শা'বী (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ –এরব্যাখ্যায় বলেন, সরাসরি তারা তা অগ্রাহ্য করেছে এবং অঙ্গীকার মুতাবিক আমল করা বর্জন করেছে।

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا তারা হক কথা গোপন করে এবং কিতাব পরিবর্তন করে তুচ্ছ বস্তু হাসিল করেছে। যেমন নিম্নের রিওয়ায়েতে রয়েছে।

৮৩৩৩. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর নাম গোপন রেখে সামান্য খাদ্য হাসিল করেছে।

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ –অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং কিতাব পরিবর্তন করে তারা যা করেছে তা কত নিকৃষ্ট ক্রয় যেমন। বর্ণিত আছে যে,

৮৩৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فبئسمايشترو –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে বিক্রি করার মানে হল ইয়াহূদীদের তাওরাত কিতাব পরিবর্তন পরিবর্ধন করা।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

(١٨٨) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

**১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের জন্য**





**প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করো না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।**

ব্যখ্যাঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের বিরোধ রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন শত্রুদের সাথে লড়াই করার করার জন্য যুদ্ধে যেতেন তখন তারা রাসূল (সা.)–এর বিরুদ্ধোচারণ করে নিজ বাড়ীতে বসে থাকতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার জন্য বহু ওযর অযুহাত পেশ করতো। এমন কি তারা নিজেরা যে কাজ করেনি তার জন্য ও প্রশংসা শুনতে উৎসুক হতো। তাফসীরকারগণ নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিম্নের বর্ণনাসমূহ পেশ করেন।

৮৩৩৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যমানায় এমন কতিপয় মুনাফিক লোক ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকতো এবং যুদ্ধ হতে বিরত থাকতো। অধিকন্তু হতে বিরত থাকার কারণে তারা আনন্দও প্রকাশ করতো। তারপর রাসূল (সা.) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা তার নিকট গিয়ে বহু ওযর অযুহাত পেশ করতো। এমন কি তারা যে, কাজ করেনি এর উপরও প্রশংসা শুনতে উৎসুক হতো। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا ......... অর্থাৎ যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে ভালবাসে।

৮৩৩৬. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল মুনাফিক সম্প্রদায়; যারা নবী (সা.) কে বলতো, আপনি যুদ্ধে গেলে আমরা ও যাব। কিন্তু নবী (সা.)-কে বলতো, আপনি যুদ্ধে গেলে আমরাও যাব, কিন্তু নবী (সা.) যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তারা তার সাথে না গিয়ে বাড়ীতে বসে থাকতো। তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। এমনি যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে আনন্দ প্রকাশ করতো। উপরন্তু এরূপ করাকে তারা একটি কৌশল বলে মনে করতো।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ আয়াতের দ্বারা ইয়াহূদী পণ্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারায় এবং লোকেরা যেহেতু তাদেরকে আলিম বলে ডাকতো তাই আনন্দিত হতো।

উপরোক্ত তাফসীরকারগণ প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

৮৩৩৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা বা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে

বর্ণিত। তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ...... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতগুলো ফিনহাস, আশইয়া এবং অনুরূপ ইয়াহূদী পণ্ডিতদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তারা বিভ্রান্তিকর কথা লোকদের নিকট শোভনীয় করে পেশ করত পার্থিব সম্পদ উপার্জন করত এবংএতে খুব আনন্দিত হতো

وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا "এবং তারা যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে ভালবাসে" এর মানে হল, তারা আলিম নয়, অথচ তারা চায় যে, লোকেরা তাদেরকে আলিম বলুক। তারা হিদায়েত ও কল্যাণকর কোন কাজই করে না অথচ তারা চায় যে, লোকেরা বলুক যে তারা অমুক কাজ করেছে।

**৮৩৩৮.** অপর এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে যে, অথচ তারা আলিম নয় এবং হিদায়েত মূলক কোন কাজের অনুসরণ ও তারা করেনি।

অপরাপর ব্যাখ্যাকারদের মতে এ আয়াত দ্বারা ইয়াহূদী কওমকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ (সা.)–কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাদের নিজেদের ঐক্যমতের কারণে তারা আনন্দিত হতো এবং তারা যে কাজ করেনি এর ব্যাপারে প্রশংসিত হতে তারা উৎসুক ছিল। অর্থাৎ লোকেরা যেন তাদেরকে মুসল্লী ও সিয়াম পালনকারী বলে তারা তা কামনা করতো। তারা নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উল্লেখ করেন।

**৮৩৩৯.** দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–কে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ার কারণে নিজেরা আনন্দিত হতো এবং বলতো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এক কথার উপর ঐক্যমত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের কারো দ্বিমত নেই। তা হল এই যে, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ নবী নয়। বরং আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়। অধিকন্তু আমরাই মুসল্লী এবং আমরা সিয়াম সাধনাকারী। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। বস্তুত এসব ইয়াহূদী হল, কাফির; মুশরিক এবং আল্লাহ্র উপর অপবাদ রটনাকারী। আল্লাহ্ বলেন, আর যা তারা করেনি এমন কার্যের প্রতি প্রশংসিত হতে তারা ভালবাসে।

**৮৩৪০.** অপর এক সূত্রে দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীরা পরস্পর একে অপরকে হুকুম করল, তারপর একে অন্যের নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, মুহাম্মাদ নবী নয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের কথায় স্থির থাক এবং তোমাদের দীন ও কিতাব তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তারা তাই করল, এতে আনন্দিত হল এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে ঐক্য বদ্ধভাবে অস্বীকার করার কারণে ও নিজেরা খুব খুশী হল।





**৮৩৪১.** সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর নাম গোপন রাখল, এতে আনন্দিত হল এবং মুহাম্মাদ (সা.)– কে ঐক্যবদ্ধভাবে অস্বীকার করার কারণেও খুব খুশী হল।

**৮৩৪২.** অপর এক সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর নাম গোপন রাখল, এবং সমবেতভাবে এ কাজ করাতে তারা খুব আনন্দিত হল, তারা নিজেদের আত্মপ্রশংসা করে বসত, আমরা তো সিয়াম সাধনাকারী। মুসল্লী এবং যাকাত আদায়কারী লোক। আমরা তো দীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –তারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)–এর বিষয়টি গোপন রাখতে পারায় তারা আনন্দ প্রকাশ করে। وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا অর্থাৎ যে যে কথা বলে তারা আত্মপ্রশংসা করে আরবরাও যেন ঐ কথা বলে তাদের প্রশংসা করে তারা তা কামনা করে। অথচ তারা এসব গুণের অধিকারী নয়।

**৮৩৪৩.** মুসলিম আল্–বাতীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাজ্জাজ তার সাথীদেরকে لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) বললেন, তারা নিজেরা যা করেছে। এর মানে হল, মুহাম্মাদ (সা.)–এর বিষয়টি তারা যে লুকায়িত রেখেছে এ ব্যাপারে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا যা তারা করেনি তাতেও তারা প্রশংসিত হতে চায় অর্থাৎ তারা বলে আমরা দীনে ইব্রাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। অথচ তারা দ্বীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই।

**৮৩৪৪.** ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হল কিতাবী সম্প্রদায়। তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও তারা অন্যায়ভাবে ফয়সালা করেছে এবং শব্দগুলোর বিকৃত অর্থ করেছে। পরন্তু এরূপ করতে পারায় তারা খুব আনন্দিত ও হয়েছে। এমন কি যা তারা করেনি তাতে ও তারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে। মুহাম্মাদ (সা.) ও তৎপ্রতি নাযিলকৃত কিতাব তারা সম্মিলিতভাবে অস্বীকার করতে পারায় তারা খুবই আনন্দিত হয়েছে তাদের দাবী, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করছে, সিয়াম সাধনা করছে, সালাত আদায় করছে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করছে। তাদের এ অবাস্তব দাবী খন্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা–মুহাম্মদ (সা.) বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –তারা যা করেছে অর্থাৎ আল্লাহ্কে অস্বীকার করা এবং মুহাম্মাদ (সা.)–কে অস্বীকার করার যে কর্ম তারা করছে তাতে তারা আনন্দ প্রকাশ করছে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে তুমি কখনো একথা মনে করো না, وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا যে, সালাত, ও সওম তারা পালন করছেনা এমন কার্যের ব্যাপারে তারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)– কে বলেন, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে তুমি কখনো একথা মনে করো না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –এর মানে হল, তারা নিজেরা আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করার পর একথা কামনা করে যে, এ কর্মের প্রতি লোকেরা তাদের প্রশংসা করুক। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাটি উল্লেখ করেনঃ

৮৩৪৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তি لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায়। কিতাব পরিবর্তন করার পর তারা লোকদের থেকে প্রশংসা কামনা করে এবং এ আত্ম প্রশংসার কারণে নিজেরা আনন্দবোধ করে। অথচ আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনই ক্ষমতা নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)–এর বংশধরের প্রতি যে নি'আমত দান করেছেন তাতে তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৪৬. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)–কে যে নি'আমত দিয়েছেন তাতে ইয়াহূদী লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করে।

৮৩৪৭. অপর এক সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)–কে যে নি'আমত দান করেছেন তাতে ইয়াহূদী লোকেরা আনন্দ প্রকাশ করে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতের দ্বারা ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। একদিন রাসূল (সা.) তাদেরকে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তারা তাঁর থেকে তা গোপন করে রাখে এবং তার থেকে ঐ বিষয়টি গোপন করে রাখতে পারার কারণে তারা আনন্দিত হয়।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৪৮. আলকামা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মারওয়ান রাফি (রা.)–কে বললেন, হে রাফি! ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–এর নিকট গিয়ে বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে তো আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই শাস্তিদান করবেন। এ থেকে তো আমাদের কেউ রেহাই পাবে না। এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, এ বিষয়ের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াতে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। বরং এ আয়াত তো ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন নবী (সা.)–ইয়াহূদীদেরকে ডেকে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বিষয়টি গোপন করে এর উল্টো জবাব দিল। অথচ তারা বাইরে এসে বলে যে, তারা ঠিকই বলেছে! সর্বোপরি তারা সার্থক





ভাবে সত্য গোপন করতে পেরেছে বলে পরস্পর আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করে। তারপর তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ – আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

৮৩৪৯. হুমায়দা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মারওয়ান তাঁর দারোয়ান রাফিকে বললেন, হে রাফি! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–কে গিয়ে বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে তো আমরা সকলেই শাস্তি প্রাপ্ত হব। এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াত তো কিতাবীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ হতে اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, একদিন নবী (সা.) কিতাবী লোকদেরকে কোন এক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তারা বিষয়টিকে গোপন করে এর উল্টো জবাব দিল। অথচ বাইরে বেরিয়ে এসে বলল যে, তারা ঠিকই বলেছে! অধিকন্তু তারা এজন্য প্রশংসা বাক্য শোনার অপেক্ষায় থাকে এবং তারা সার্থকভাবে সত্য গোপন করতে পেরেছে বলে নিজেরা পরস্পর আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে ঐ ইয়াহূদী লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা প্রশংসা বাক্য শোনার কামনায় নবী (সা.)–এর সামনে মুনাফিকী কথা প্রকাশ করে। অথচ তাদের অন্তরে এর বিপরীত বিষয় লুকায়িত রয়েছে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক সম্যক অবগত রয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৫০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের থেকে খায়রাবের ইয়াহূদীরা হল আল্লাহ্‌র শত্রু। একবার তারা নবী (সা.)–এর নিকট এসে বলল, তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তাতে তারা রাযী ও সন্তুষ্ট আছে এবং তারা তার অনুসরণ করে চলছে। অথচ তারা তাদের মনগড়া পথভ্রষ্ঠ পথ অনুসরণ করে চলছে এবং তারা কামনা করছে যে তারা যে কাজ করেনি এর প্রতিও নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাদের প্রশংসা করেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا– আয়াতটি।

৮৩৫১. অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, খায়বারের অধিবাসীরা নবী করীম (সা.) ও সাহাবীদের নিকট এসে বলল, আমরা আপনাদের মতে ও আপনাদের পথে আছি এবং আমরা আপনাদের সহযোগী হিসাবে আছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অবাস্তব দাবী খন্ডন করে ...... لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا– দু'টি আয়াত নাযিল করেন।

৮৩৫২. আবূ উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর

নিকট এসে বললেন, কা'ব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। এবং বলেছেন যে, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا – আয়াতটি তোমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। একথা শুনে তিনি বললেন, তাকে জানিয়ে দিবে যে, এ আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا –এর ব্যাখ্যায় যত মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এসব মতামতের মাঝে বিশুদ্ধতম মত হল ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাখ্যা যারা বলেন যে, আয়াতের দ্বারা ঐ কিতাবী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক কিতাবীদের নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা মুহাম্মাদ (সা.)–এর বিষয়টি জনসাধারণের সামনে বিবৃত করবে এবং গোপন করবে না। কেননা لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا আয়াতটি পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের আলোচনার পরই বিবৃত হয়েছে এবং এতদুভয় আয়াতের ঘটনার মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। সর্বোপরি তাফসীরকারগণও এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াতের আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ তারাই।

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার বিষয়টিকে গোপন করে আনন্দ প্রকাশ করে। অথচ তুমি হলে আমার প্রেরিত সত্য রাসূল। তাদের কিতাবেও তোমার কথা তারা লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। অধিকন্তু তোমার নবূওয়াতের ব্যাপারে আমি তাদের থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছি এবং প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তারা তোমার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বিবৃত করবে। এ ক্ষেত্রে গোপনীয়তার কোন আশ্রয় গ্রহণ করবে না। আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আমার হুকুমের নাফরমানী করা এবং আমার বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং উৎফুল্লিত হয়। উপরন্তু তাদের আকাংক্ষা হল, লোকেরা যেন তাদেরকে এ বলে প্রশংসা করে যে, তারা আল্লাহ্র অনুগত ইবাদতকারী, সওম পালনকারী এবং তাদের নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ও ওহীর পুরোপুরি অনুকরণকারী সম্প্রদায়। পক্ষান্তরে তারা যেহেতু রাসূল (সা.)–কে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাই তাদের দাবীর সাথে তাদের কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে বিষয়ে মানুষের প্রশংসা কামনা করে এ কাজ তারা আদৌ করেনি। সুতরাং তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনো মনে করো না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ আল্লাহ্ তা'আলা তার শত্রুদের জন্য দুনিয়াতে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যেমন– ভূমি ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত করা, ভূমিকম্প হওয়া এবং ব্যাপক হত্যাকান্ড সংগঠিত হওয়া ইত্যাদি, এ থেকে তারা মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনো মনে করোনা এবং এ তাদের ক্ষেত্রে কোন দুরুহ ব্যাপারও নয়। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।





**৮৩৫৩.** ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনো মনে করো না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –এর অর্থ হল, দুনিয়াতে তড়িৎ তাদের প্রতি শাস্তি বিধান করার সাথে সাথে তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(১৮৯) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

**১৮৯. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই ; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছেন যারা বলেছে, "আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত।" কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্রই। হে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপকারী লোক সকল! যিনি সমস্ত কিছুর মালিক তিনি অভাবগ্রস্ত হবেন কেমন করে?

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এরূপ কথা যারা বলে, যারা মিথ্যাবাদী এবং যারা অপবাদ আরোপকারী তাদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তড়িৎভাবে শাস্তি দিতে সক্ষম। তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ধৈর্য গুণে স্বীয় সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –এরূপ কথা যারা বলে তাদেরকে ধ্বংস করতে, তাদেরকে তড়িৎভাবে শাস্তি দিতে এবং এ ছাড়াও অন্যান্য কর্ম বিধানে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(১৯০) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

**১৯০. আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে উপরোক্ত মতামত ব্যক্তকারী এবং অন্যান্য লোকদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি হলেন সমস্ত বস্তুর কর্ম বিধায়ক, রূপান্তরকারী এবং ইচ্ছা মতে বস্তুসমূহকে পদানত ও নিয়ন্ত্রণকারী। অভাবগ্রস্ত করা ও না করা তারই হাতে। তাই তিনি বলছেন, হে লোক সকল! তোমরা ভেবে দেখ! এ আসমান যমীন আমি

তোমাদের জীবিকা তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের জীবনোপকরণের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি রাত্র–দিন সৃষ্টি করেছি এবং এতদুভয়ের মাঝে পরিবর্তন বৃদ্ধি হ্রাস ও সমতা ইত্যাদি বিধান করেছি। এতে তোমরা তোমাদের জীবনোপকরণ লাভের নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকার পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন কর এবং এতে তোমরা দিনাতিপাত কর ও সুখ ভোগ কর। এসবের মাঝে মহা নিদর্শন ও উপদেশ রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান তারা অবশ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, আমার প্রতি সম্বোধন করে এ কথা বলা যে, "আমি অভাবগ্রস্ত ও তারা অভাব মুক্ত" এ একেবারেই মিথ্যা অবাস্তব কথা। কেননা এ সব কিছু আমার ক্ষমতাধীন আমি যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এগুলো পরিবর্তন করি এবং হ্রাস ও বৃদ্ধি করি। আমি যদি এ নিয়ম বাতিল করে দেই তবে তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে আসমান যমীনের সমস্ত বস্তুর জীবিকা আমার হাতে ন্যস্ত থাকা অবস্থায় আমার প্রতি দারিদ্র্যের নিসবত কেমন করে ঠিক হতে পারে। অথবা যার রিযিক অন্যের হাতে সে কেমন করে ধনবান ও অভাবমুক্ত হতে পারে? সুতরাং হে বোধসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং উপদেশ লাভ কর।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٩١) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

**১৯১. যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ সব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا বাক্যটি اولى الالباب –এর صفت (গুণ বাচক বাক্য) হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে الذين শব্দটি এখানে مجرور-محلاً হয়েছে। কেননা এর موصوف-اُولِى الْاَلْبَابِ –শব্দটিও حرف جار-لام –এর কারণে مجرور হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হল, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে অর্থাৎ সালাতে দাঁড়িয়ে, তাশাহহুদের অবস্থায় এবং অন্যান্য অবস্থায় বসে এবং ঘুমের অবস্থায় শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে। যেমন বর্ণনায় রয়েছে যে–

**৮৩৫৪.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, দাঁড়িয়ে বসে আল্লাহ্র যিকির করার মানে হল, সালাতে, সালাতের বাইরে এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র যিকির করা।





**৮৩৫৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি তোমার সকল অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির কর। শায়িত অবস্থায় ও আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্মরণ করার বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, قياما ও قعودا হল اسم এবং وعلى جنوبهم হল صفت – صفت –কে কেমন করে اسم –এর উপর عطف করা হল?

এরূপ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হবে যে, وعلى جنوبهم শব্দটিও অর্থের দিক থেকে اسم – কেননা এর অর্থ হল قياما অথবা مضطجعين على جنوبهم । তাই وعلى جنوبهم –কে قياما وقعودا –এর উপর عطف করা জায়েয আছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন। وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا (সূরা ইউনুস ঃ ১২) এখানে اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا –কে لجنبه –এর উপর عطف করা হয়েছে। এবং لجنبه শব্দটি এখানে مضطجعًا –এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে او قاعدا او قائما –কে لجنبه –এর উপর عطف করা সহীহ্ ও হয়েছে। وعلى جنوبهم –এর মাঝে ও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য।

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এর মানে হল, তারা যদি আসমান যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে তবে সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টা সম্বন্ধে জানতে পারবে, এবং বুঝতে পারবে যে, একাজ কেবল ঐ সত্তার পক্ষেই সম্ভব যার কোন সমতুল নেই, যিনি সমস্ত কিছুর মালিক। রিযিকদাতা সৃষ্টিকর্তা, কর্ম বিধায়ক এবং যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান বিত্তশালী বানানো ও না বানানো, সম্মান-অসম্মান, হায়াত-মউত এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে।

আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

**অর্থ ঃ** বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি হতে রক্ষা কর। (৩ঃ১৯১)

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এবং তারা رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا বলে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। قائلين শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী বাক্যটি এ কথা বুঝায় বিধায় একে এখানে উহ্য রাখা হয়েছে।

مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا তুমি এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেনি। অর্থাৎ কোন সৃষ্টিই তুমি বৃথা এবং অহেতুক সৃষ্টি করোনি। বরং পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানদেরকে তাদের পুণ্যের

পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করার মহান উদ্দেশ্যেই তুমি এসব কিছু সৃজন করেছ। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ما الخلق الذى فى خَلْقَتَ هٰذِهٖ বা مَاخَلَقْتَ هٰؤُلَاءِ না বলে مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا বলেছেন, কেননা هذا বলে السموات والارض – (আসমান যমীনের মাঝে যে সৃষ্টি রয়েছে)–এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ও এ কথাই প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে যদি ماخلقت هذا باطلا –এর দ্বারা আসমান–যমীনের দিকে ইশারা কথা হয় তবে এর পরবর্তী বাক্য فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ –এর কোন অর্থই থাকেনা। কেননা আসমান ও যমীনের আলোচনা তো এর স্রষ্টাকে বুঝায় ছওয়াব ও শাস্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ আদেশ ও না সূচক ক্রিয়ার দ্বারা ছওয়াব ও শাস্তি প্রামণিত হয়।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা أُولِى الْأَلْبَابِ –এর গুণের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের অবস্থা হল এই যে, তারা যখন নিষিদ্ধ কর্মসমূহ দেখে তখন বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব কিছুকে আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। অনর্থক সৃষ্টি করা হতে আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এক মহান উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নামের আপনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্র বাণীঃ

(١٩٢) رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

**১৯২. হে আমদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যার তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার বান্দাদের থেকে যাকে অগ্নিতে অনন্তকালের জন্য নিক্ষেপ করলেন তাকে তো আপনি অবশ্যই হেয় করে দিলেন। মু'মিন হেয় হবে না। কেননা মু'মিন শাস্তি ভোগ করলেও পরিশেষে সে জান্নাতে যাবে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩৫৬.** আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হেয় সে হবে যে জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

**৮৩৫৭.** ইব্নুল মুসাইয়িব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হেয় হওয়া এ সমস্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট যারা জাহান্নাম হতে কখনো মুক্তি পাবে না।

**৮৩৫৮.** আশআছ হুমলী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান (র.)–কে বললাম, হে আবূ সাঈদ! শাফাআত সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে কি? একি সত্য? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ সত্য।





তখন আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! তাহলে رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ এবং يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا (সূরা মায়িদা ঃ ৩৭)–এর অর্থ কি, এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, তুমি নিজের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে সক্ষম হবে না। কেননা জাহান্নামের অধিবাসী করা হবে তা নির্ধারিত আছে। তারা জাহান্নাম থেকে কখনো রেহাই পাবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! তাহলে কতিপয় লোক জাহান্নামে যাওয়ার পর পুনরায় এর থেকে রেহাই পাবে কেমন করে, এবং তারা কারা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা দুনিয়াতে পাপ করবে এবং পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তারপর তাদের হৃদয়ে সৃষ্ট ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাদেরকে নাজাত দিবেন।

**৮৩৫৯.** ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ অবস্থা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

অন্যান্য মুফাসসিরগণ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি কাউকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে আপনি তো নিশ্চয়ই তাকে আযাবের মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করলেন! চাই সে তথায় স্থায়ী হোক বা না হোক। তাদের দলীল নিম্নরূপ।

**৮৩৬০.** আমর ইব্ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) উমরা করার উদ্দেশ্যে এলে আমি এবং আতা (র.) তার নিকট গেলাম এবং তাকে رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ –এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপকালে যে হেয় হবে এর চেয়ে অধিক হেয় তা আর কি হতে পারে। অর্থাৎ হেয়? এর চরম রূপ হল অগ্নিতে নিক্ষেপ করা। অবশ্য এর চেয়ে নিম্নস্তরের আসমান ও আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় অভিমতের মধ্যে জাবির (রা.)–এর মতটিই আমার নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ যাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হল অবশ্যই তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হল, যদিও পরে তাকে এর থেকে রেহাই দেয়া হয়। কেননা الخزى শব্দের অর্থ হল কারো সম্মান বিনষ্ট করা লাঞ্ছনা দেয়া এবং কাউকে লজ্জা দেয়া। বস্তুত কারো গুনাহের কারণে আল্লাহ্ যদি কাউকে শাস্তি দেন তবে এ শাস্তিদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে লজ্জা দিলেন এবং লাঞ্ছনা দিলেন। তাই স্থায়ী জাহান্নামী এবং অস্থায়ী জাহান্নামী উভয়ই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ –যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাঁর নাফরমানী করে

তার জন্য কোন সাহায্যকারী নেই যে, তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হবে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করবে এবং তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٩٣) رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

**১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দকাজগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত المنادى -এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ জায়গায় المنادى - মানে হল কুরআন।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩৬১.** মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে বর্ণিত مناديا মানে হল আল-কিতাব তথা আল-কুরআন। কেননা নবী করীম (সা.)-এর সাথে তো আর সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ হয়নি। তাই আহবানকারী মানে রাসূল (সা.) নয়।

**৮৩৬২.** মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমস্ত মানুষ তো নবী (সা.)-এর কথা ও তাঁর বাণী সরাসরি শুনেনি তাই আয়াতে বর্ণিত مناديا (আহবানকারী) মানে হল, আল-কুরআন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে আহবানকারী বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩৬৩.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি। তিনি হলেন মুহাম্মাদ (সা.)।

**৮৩৬৪.** ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ -এর ব্যাখ্যায়





বলেন, আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি। এ আহবায়ক হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদুভয় ব্যাখ্যার মাঝে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব -এরব্যাখ্যাই বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। অর্থাৎ مناديا (আহবায়ক) মানে হল আল-কুরআন। কেননা, যাদের গুণাগুণ এ আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের অনেকেই নবী (সা.)-কে দেখেন নি। যদি দেখতো তবে তো তারা আল্লাহ্‌র প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহবান শুনতো। সুতরাং এ আহবায়ক হল আল-কুরআন। -এ আয়াতটি اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ (আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। (সূরা জিনঃ ১-২-)-এর মতই। এ আয়াতে জ্বিন জাতীয় কুরআন শ্রবণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বর্ণনায় আমার এ দাবীর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

**৮৩৬৫.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ ......وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কতিপয় জ্বিন ও মানুষ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আহবান শুনে সে আহবানে সাড়া দিল এবং ভালভাবে সাড়া দিল। তারপর এর উপর অবিচল থাকল। এ মু'মিন বান্দাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, সেদিন মু'মিন মানুষেরা কি বলেছিল এবং মু'মিন জ্বিনেরা কি বলেছিল। মু'মিন জ্বিনেরা বলেছিল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا এবং মু'মিন মানুষেরা বলেছিল اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا বাণীটি।

اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ আয়াতে উল্লেখিত يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ -এর মানে হল ينادى الى الايمان- ঈমানের প্রতি আহবান করে। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا (সূরা আরাফর ৪৩)-এর মানে হল هدانا الى هذا -অর্থাৎ যিনি আমাদেরকে এর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। নিম্নের কবিতায় ও এর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

اَوْحٰى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتْ * وَشَدَّهَا بِالرَّاسِيَاتِ الثُّبَّتِ

এখানে اوحى لها -শব্দটি اوحى اليها -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا (সূরা যিল্‌যাল ৫) এখানে لها শব্দটি اَوْحٰى اِلَيْهَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতের অর্থ এও হতে পারে আমরা ঈমানের প্রতি আহবানকারী এক ব্যক্তিকে এমর্মে আহবান করতে শুনতে পেলাম যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে; হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে

আহবান করতে শুনেছি। তিনি আহবান করছেন আপনার উপর ঈমান আনয়ন করার প্রতি, আপনার একাত্ববাদের স্বীকৃতির প্রতি, আপনার প্রেরিত রাসূলের অনুকরণের প্রতি এবং আপনার রাসূল আপনার পক্ষ হতে আদেশ ও নিষেধমূলক যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন এর আনুগত্যের প্রতি, তাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনয়ন করলাম। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। فاغفرلنا ذنوبنا সুতরাং আপনি আমাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ঢেকে রাখুন এবং কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে লজ্জিত করেন না। বরং আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং আমলের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আপনার দয়াও অনুগ্রহে মাধ্যমে এগুলোকে মিটিয়ে দিন। وتوفنا مع الابرار যখন আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন তখন আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ লোকদের তালিকাভুক্ত করে মৃত্যুদান করুন এবং তাদের সাথেই আমাদের হাশর করুন। الابرار শব্দটি بَرٌّ -এর বহুবচন। ابرار হল ঐ সমস্ত লোক যারা ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণ করেছে। এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে রাযী করেছে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(١٩٤) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

**১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের কে হেয় করোনা। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং প্রতিশ্রুতির খিলাফ করা তার জন্য লোভনীয় নয়। এ কথা জানা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি পূরা করার জন্য দু'আ করার কি কারণ থাকতে পারে?

উত্তরে বলা হয় যে, এ বিষয়ে গবেষকদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন গবেষক বলেন, আয়াতটি প্রার্থনামূলক (انشاء) হলেও এখানে এ جمله خبرية হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মতে رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দকার্যগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যুদান





কর। আমরা এ কাজ করেছি যেন তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তুমি তা আমাদেরকে প্রদান কর এবং যেন আমাদেরকে কিয়ামতের দিন হেয় প্রতিপন্ন না কর। তাদের মতে এর অর্থ এই নয় যে, মৃত্যুর পর তুমি আমাদের প্রতি শ্রুতি পূরা কর। কেননা তাদের জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না এবং একথা ও জানা আছে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের যবানে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দু'আর কারণে তা তিনি দিবেন না। বরং তিনিতো স্বীয় অনুগ্রহের ভিত্তিতে প্রদান করবেন।

কোন কোন গবেষক বলেন, ..... رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا বলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ এবং প্রার্থনা করা হয়েছে, এ হিসাবে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে যে সম্মান প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যেন তিনি দয়া করে অনুগ্রহ পূর্বক তাদেরকে প্রদান করেন। এ হিসাবে নয় যে, তারা ঈমান আনয়ন করে নিজেরা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছে সে অধিকার পূরা করার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। এরূপ হলে উপরোক্ত দু'আ করার কারণে আল্লাহ্র নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতির ভঙ্গ না করার জন্য দু'আ করা হত। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা যথাযথভাবে প্রদান করার প্রার্থনা করার মানে হল আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার নামান্তর যে, তাদেরকে ছওয়াব দেয়া এবং মহা সম্মানে ভূষিত করা আল্লাহ্ পাকের উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। মু'মিন বান্দাদের পক্ষ হতে এরূপ প্রার্থনা করা আদৌ হতে পারে না।

অন্যান্য গবেষকগণ বলেন, رَبَّنَاوَاٰتِنَامَاوَعَدْتَّنَا বলে আল্লাহ্র নিকট তারা এ হিসাবে প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর মু'মিন বান্দাদের তাদের শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাদেরকে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন এবং বাতিলের উপর হককে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে ওয়াদা করেছেন তা যেন অনুগ্রহ পূর্বক প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তারা আল্লাহ্র নিকট এ প্রার্থনা করেছেন তা আদৌ হতে পারেনা। বরং তারা তো এ হিসাবে প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তড়িৎ তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি কোন সময় নির্ধারণ করেন নি। তাই তারা উক্ত অঙ্গীকার তড়িৎ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করেছেন। কেননা এতে রয়েছে শারীরিক আরাম ও মানসিক প্রশান্তি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল এই যে, এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ্ পাক রাসূল (সা.)-এর অনুসারী হিজরতকারী সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে কাফিরদের সঙ্গত্যাগ করে স্বীয় বাড়ী ঘর ছেড়ে হিজরত করেছে। তারা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পূর্ণ অনুসারী ছিল। এদু'আর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র শত্রু ও তাদের নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট তড়িৎ সাহায্য কামনা করেছে। তাই তো তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অনুগ্রহ পূর্বক তা তড়িৎ প্রদান করুন। আপনি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। আপনি তাদের ব্যাপারে যে ধীরতা অবলম্বন করেছেন এতটুকুন ধৈর্যধারণ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই অতি শীঘ্র তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا

(তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা ; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে।)–এর মাঝে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। আমার এ বক্তব্য এবং উপরোক্ত বক্তব্য এক নয়। এবং তাদের কথার নযীর আরবী ভাষায় কোথাও নেই। কেননা আরবী ভাষায় افعل بنا يارب كذا وكذا –এর অর্থ لتفعل بنا كذا وكذا– কখনো হয় না। এরূপ অর্থ যদি সিদ্ধ হয় তবে اقبل الى وكلمنى –এর অর্থ اقبل الى لتكلمنى করতে হবে। অথচ এরূপ অর্থ করার নযীর আরবী ভাষায় নেই এবং তা বৈধও নয়। অনুরূপভাবে اتنا ما وعدتنا –এর অর্থ اجعلنا ممن اتيته ذلك করাও ঠিক নয়। যদিও যাকে কোন বস্তু প্রদান করা হয়েছে সে ঐ ব্যক্তির নযীর যাকে অনুরূপ কোন কিছু দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এরূপ নয়। যদিও ঘুরে ফিরে এ অর্থই দাঁড়ায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ হিসাবে رَبَّنَا اَعْطِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى السن رُسُلِكَ –এর অর্থ হবে, হে আমাদের প্রতিপালক! রাসূলগণের যবানে আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা প্রদান করুন। কেননা যারা আপনাকে অস্বীকার করে, আপনার নাফরমানী করে এবং অন্যের ইবাদত করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করে আপনার বাণী তথা হককে বিজয়ী করার ক্ষমতা রাখেন। তাই আপনি তড়িৎ আমাদেরকে সাহায্য করুন। কেননা আমরা জানি আপনি আপনার অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না। وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। অর্থাৎ পূর্ববৎ গুনাহের কারণে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। বরং আমাদের পাপগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিন। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে।





৮৩৬৬. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, একথা বলে তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার আবেদন করে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(١٩٥) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

**১৯৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না ; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রাবহিত। এ আল্লাহ্র নিকট হতে পুরস্কার ; উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্র নিকটই।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম তাবারী (র.)–এর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর যারা উপরোক্ত দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করল, তাদের প্রতিপালক তাদের সে দু'আ কবুল করলেন এবং তিনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই নষ্ট করি না। সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক হোক।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! শুধু কেবল পুরুষের কথা বলা হচ্ছে। মহিলাদের হিজরতের ব্যাপারে তো কিছুই বলা হচ্ছেনা? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল করেন।

৮৩৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষের হিজরতের কথা বলা হচ্ছে অথচ আমাদের কোন আলোচনাই করা হচ্ছে না? তখন নাযিল হল اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى।

৮৩৬৮. আমর ইব্ন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.)–এর বংশের কোন এক ব্যক্তিকে আমি বলতে শুনেছি যে, একদিন উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে কিছুই বলতে শুনছি না? তখন আল্লাহ্ তা'আলা فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى আয়াতটি নাযিল করলেন।

**৮৩৬৯.** অন্যএক সূত্রে আমর ইব্ন দীনার (রা.) উম্মে সালমা (রা.)–এর বংশের একব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একদিন উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের হিজরত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন কিছুই বলতে শুনছি না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ আয়াতটি নাযিল করলেন। فاستجاب لهم –তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন। কবি বলেন,

– وَدَاعٍ دَعَايَا مَنْ يُجِيْبُ اِلَى النَّدٰى ؟ فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيْبُ

হে আহবানকারীর আহবানে সাড়াদানকারী। কিভাবে জবাব দাতা প্রার্থনার জবাব না দিয়ে থাকতে পারেন। এখানে فلم يستجبه عند ذالك مجيب - فلم يجبه عند ذالك مجيب –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে فَاسْتَجَابَ শব্দটি এখানে فاجاب –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াতে مِنْكُمْ –এর ব্যাখ্যা হিসাবে من ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হল, কোন আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করি না। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। না সূচক বাক্য হতে এ من – অক্ষরটিকে বাদ দেয়া বা ফেলে দেয়া সিদ্ধ নয়। কেননা এ অক্ষরটি বাক্যে এমন অর্থে প্রবেশ করেছে যা ব্যতীত বাক্যের অর্থই সহীহ্ থাকে না।

বস্‌রার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, এখানে من প্রবেশের বিষয়টি قدكان من حديث –এর من প্রবেশের মতই। তাই বলা হয় من অক্ষরটিকে এখানে সংযোজন করা ভাল কেননা نهى তথা لا – অব্যয়টি এখানে لا اضيع –এর উপর দাখিল হয়েছে। অর্থাৎ না সূচক ক্রিয়ার সাথে من অক্ষরটি কোন সম্পর্কে নেই। তাই একে রাখাও যেতে পারে এবং বাদ দেয়াও যেতে পারে।

তবে এ মতটিকে কূফার ব্যাকরণবিদ লোকেরা অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন, এখানে من – শব্দটি না বাচক বাক্যের মাঝেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে لا اضيع عمل عامل منكم আয়াতে বর্ণিত من-نفى অক্ষরকে স্পর্শ করতে পারে নি। কেননা لا اضرب غلام رجل الدار ولا فى البيت এরূপভাবে আরবী ভাষায় কোন বাক্য ব্যবহৃত হয় না। হলে এখানে ولا শব্দকে দাখিল করা সহীহ্ হত। কেননা فى البيت কে نفى – স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং একথাই সহীহ্ যে, এখানে من শব্দটি পূর্ববর্তী منكم শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ – হে মু'মিন লোকেরা! যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তারা দীন ধর্ম এবং সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর একে অপরের অংশ। তোমাদের সকলের সাথে আমি





যে ব্যবহার করব তোমাদের একজনের সাথেও আমি সে ব্যবহার করব। অর্থাৎ পুরুষ হোক বা স্ত্রী লোক আমি কোন আমলকারীর আমলই নষ্ট করব না।

আল্লাহর বাণী ঃ

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ .

সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই নিকট।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا যারা হিজরত করেছে; অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের নিমিত্তে কাফির লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী তাদের ঈমানদার ভ্রাতাদের নিকট হিজরত করেছে।

وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ –যারা নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে অর্থাৎ এ সমস্ত মুহাজির লোক যাদেরকে কুরায়শ মুশরিক লোকেরা তাদের নিজ দেশ মক্কা হতে বিতড়িত করে দিয়েছে। وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করতে গিয়ে এবং একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা এই হল আল্লাহ্‌র পথ। এ পথেই মক্কার মুশরিক লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকদেরকে কষ্ট দিয়েছে। وقاتلوا এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে। وقتلوا এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে। لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ –অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ বিদূরিত করে দিব ক্ষমা ও রহমত বর্ষণ করব এবং অবশ্যই আমি তাদের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দিব। وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ এবং আমার পথে তারা যে নির্যাতিত হয়েছে এর প্রতিদান স্বরূপ আমি তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রাবহিত। مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের জন্য وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে তাদের কর্মের সর্বরকম প্রতিদান। যা কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেনা। কেননা জান্নাতের এ নি'আমতসমূহ তো এমন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন ব্যক্তি যার কল্পনা ও করেনি। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে।

**৮৩৭০.** আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি যে, প্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হল গরীব মুহাজির সাহাবায়ে

কিরাম। যারা অপসন্দনীয় কাজ হতে বেঁচে থাকত এবং তাদেরকে কোন ব্যাপারে হুকুম করলে তারা তা শ্রবণ করতো এবং তা বাস্তবায়িত করতো। তাদের কারো রাজা বাদশাহের নিকট প্রয়োজন দেখা দিলে আমৃত্যু তারা তা পূরা করার চেষ্টা করতো না। ফলে এ আকাংক্ষা তাদের মনেই থেকে যেতো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানাবেন। সেদিন জান্নাত তার আকর্ষণীয় লোভনীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেন, কোথায় আমার ঐ বান্দারা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে, নিহত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং আমার পথে সংগ্রাম করেছে? তোমরা শীঘ্র জান্নাতে প্রবেশ কর। তারপর তারা হিসাবের সম্মুখীন হওয়া এবং শাস্তি ভোগ করা ব্যতিরেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা এসে আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো দিবারাত্র আপনার তসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এরপরও তাদেরকে আমাদের উপর প্রধান্য দেয়া হল, এরা কারা? এ কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা হল আমার ঐ বান্দা যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। তারপর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে (এবং বলবে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কত ভাল এ পরিণাম)। ( সূরা রাদ ঃ ২৪ )

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا –এর পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন কারী এ ক্রিয়া দুটোকে تخفيف-وَقَتَلُوْا وَقُتِلُوْا –(লঘুঃ তাশদীদ ব্যতিরেকে) পাঠ করেন অর্থ হল, তারা হত্যা করল ঐ সমস্ত মুশরিক লোকদেরকে যারা নিহত হয়েছিল।

কোন কোন কারী এ শব্দ দুটোকে وَقَاتَلُوْا وَقُتِّلُوْا পাঠ করেন। অর্থাৎ قُتِّلُوْا শব্দটিকে تشديد (গুরুঃ তাশদীদ)–এর সাথে পাঠ করেন। তখন অর্থ হবে, তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং একের পর এক তাদেরকে হত্যা করেছে।

মদীনার সমস্ত কারীগণ এবং কূফার কতিপয় কারী শব্দ দুটোকে تخفيف-وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا –এর সাথে পড়ে থাকেন। তখন অর্থ হবে তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করেছে।

কূফার অধিকাংশ কারীগণ, শব্দ দুটোকে وقتلوا تخفيف –(তাশদীদ ব্যতিরেকে)–এর সাথে এবং وقاتلو পাঠ করেন। এ হিসাবে এর অর্থ হল, তাদের কতিপয় লোক শহীদ হয়েছে। তারপর অবশিষ্ট লোকেরা যুদ্ধ করেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত কিরাআত চতুষ্ঠয়ের মাঝে নিম্নোক্ত কিরাআত দুটোই আমার নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ। তা হল, وَقَاتَلُوْا





وَقُتِلُوْا - تخفيف – (তাশদীদ ব্যতিরেকে)–এর সাথে এবং وَقُتِلُوْا - تخفيف –এর সাথে আর وقاتلوا। কেননা এদুটো কিরাআত متواترًا বর্ণিত হয়ে আসছে। বাকী দুটো হল شاذ । যারা শব্দ দুটোকে এভাবে পড়বে তাদের কিরাআত বিশুদ্ধ হবে। কেননা মুসলিমকারীদের নিকট উভয় কিরাআতই বিশুদ্ধ। তবে উভয়ের এক এবং অভিন্ন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٩٦) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٩٧) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

**১৯৬. যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।**

**১৯৭. এ সামান্য ভোগ মাত্র ; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস ; আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)–এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ! যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের বিচরণ অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব এবং পৃথিবীতে তাদের বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

৮৩৭১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, দেশে দেশে তাদের বিচরণ।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে এমর্মে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, কাফিরদের আল্লাহ্র সাথে শরীক করা সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্র নি'আমতকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও এবং গায়রুল্লাহর ইবাদত করা সত্ত্বেও দেশে দেশে তাদের বিচরণ করা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাদেরকে সুযোগ দেয়া ইত্যাদি, হে মুহাম্মাদ! কিছুতেই তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর শানে নাযিল হলেও এর অর্থ অন্তত ব্যাপক। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসারী ও সাহাবিগণ ও শামিল আছেন। যেমন এ সম্পর্কে পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেহেতু হকের প্রতি আহবানকারী এবং হক কথা প্রকাশকারী তাই তাঁকে এখানে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কাতাদা (র.) থেকে ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

৮৪৭২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তারা আল্লাহ্র নবী (সা.)–কে বিভ্রান্ত করতে পারেনি এবং আল্লাহ্ তাঁর কোন কাজ তাদের প্রতি ন্যস্তও করেনি। এ অবস্থা তার মউত পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ -দেশে দেশে তাদের বিচরণ করা এবং দেশে দেশে তাদের ঘুরা ফেরা করা এ সামান্য ভোগমাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা সামান্য কিছু দিন উপভোগ করবে। পরে এসব কিছু বিলীন হয়ে যাবে এবং তাদের আয়ুষ্কাল খতম হয়ে যাবে। ثم ماويهم جهنم মৃত্যুর পর জাহান্নামে তাদের আবাস হবে। الماوى –প্রত্যাবর্তন স্থল, যথায় তারা কিয়ামতের দিন প্রত্যাবর্তন করবে এবং অবস্থান করবে وبئس المهاد আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল ও শয্যা।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(١٩٨) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

**১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহ্র পক্ষ হতে আতিথ্য ; আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য শ্রেয়।**

ব্যাখ্যা ঃ আবূ জা'ফর তাবারী (র.) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন কিন্তু যারা আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে এবং আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা হতে পরহেয করণে তাঁর আনুগত্য তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়াসে তাঁকে ভয় করে لَهُمْ جَنّٰتٌ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত অর্থাৎ এমন উদ্যান تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ – যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় স্থায়ী হবে। نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জান্নাতে অবস্থান করাবে এবং তিনি বলবেন তোমরা এখানে অবতরণ কর। نزلاً শব্দটি لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ – বাক্যের তাফসীর হয়েছে তাই তা منصوب (ফাতাহ্যুক্ত) হয়েছে, যেমন বলা হয় لك عند الله جنات تجرى من تحتها الانهار ثوابا। আরো বলা হয় যে, هولك صدقة এবং هولك هبةً – ইত্যাদি مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ মানে من قبل الله ايا هم - من كرامة الله এবং وعطايا لهم অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হতে, আল্লাহ্র দেয়া সম্মান হতে এবং আল্লাহ্র দেয়া পুরস্কার হতে। وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আল্লাহ্র নিকট যা রয়েছে। মানে আল্লাহ্র নিকট যে জীবন, সম্মান এবং উত্তম ঠিকানা আছে তা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জন্য উত্তম কাফিরদের বিচরণ করার স্থান থেকে। কেননা কাফিররা যেখানে বিচরণ করছে তা ক্ষণস্থায়ী এবং একদিন লীন হয়ে যাবে। সর্বোপরি এ একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য। وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা আনুগত্যশীল লোকদের জন্য শ্রেয়। কেননা এ নি'আমত হল চিরস্থায়ী, কখনো তা নিঃশেষ হবে না এবং লীন ও হবে না। যেমন বর্ণিত আছে।

৮৩৭৩. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা আনুগত্যশীল লোকদের জন্য শ্রেয়।





৮৩৭৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, মানুষ চাই পাপী হোক বা পুণ্যবান প্রত্যেকের জন্যই মউত উত্তম। তারপর তিনি পাঠ করলেন, وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ এবং আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য শ্রেয়। এরপর তিনি আরো তিলাওয়াত করবেন وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ – কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য।

৮৩৭৫. আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মউত উত্তম এবং প্রত্যেক কাফিরের জন্য ও মউত উত্তম। এ ব্যাপারে কেউ যদি আমাকে অবিশ্বাস করে তবে সে যেন (আল কুরআন অধ্যয়ন করে)। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জন্য শ্রেয়, তিনি আরো বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا–কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(١٩٩) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

**১৯৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।**

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন এ আয়াতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে, এ নিয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে সম্রাট নাজ্জাশী "আসহিমার" প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এবং তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৭৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমরা বেরিয়ে এসো এবং তোমাদের ভ্রাতার জানাযার নামায আদায় কর। তারপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে চার তাকবীরের সাথে সালাতে জানাযা আদায় করলেন এবং বললেন, এ হল, সম্রাট নাজুমী আসহিমা। এ সংবাদ শুনে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, এ ব্যক্তির কান্ডটা দেখ! সে সুদূর আবিসিনিয়ার মৃত কাফির খৃষ্টান ব্যক্তির জানাযা আদায় করেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ – কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী।

৮৩৭৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমাদের ভ্রাতা নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা তার সালাতে জানাযা আদায় কর। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, একজন অমুসলিম লোকের জানাযা আদায় করা হবে। তখন নাযিল হল وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ । কাতাদা (র.) বলেন, লোকেরা এ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে কিবলামুখী তথা কা'বা মুখী হয়ে সালাত আদায় করত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই এবং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহ্র দিক। (২ ঃ ১১৫)

৮৩৭৮. অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি নাজ্জাশী ও তার কতিপয় সঙ্গী যারা আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ (সা.)–এর উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাবী বলেন বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্রাট নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করেছেন। এসময় তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, ভিন দেশে তোমাদের এক ভাই মারা গিয়েছে। তোমরা তার সালাতে জানাযা আদায় কর। তখন কতিপয় মুনাফিক ব্যক্তি এ বলে তার প্রতিবাদ করল যে, ধর্মের অর্ন্তভুক্ত নয় এমন এক ব্যক্তির জানাযা পড়া হবে। এ কেমন করে হতে পারে। তাদের এ সংশয় নিরসন করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

৮৩৭৯. অপর এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা নবী (সা.)–এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। সম্রাট নাজ্জাশীর নাম ছিল, আসহিমা।

৮৩৮০. ইব্ন উয়ায়না (র.) বলেন আরবীতে নাজ্জাশীর নাম হল আতিয়্যা।

৮৩৮১. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) সম্রাট নাজ্জাশীর সালাতে জানাযা পড়ার পর মুনাফিক লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করল। এ মর্মেই وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তার সাথীদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৮২. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।





৮৩৮৩. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি পুরোপুরিভাবে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে আহলে কিতাব মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৮৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবীদের বলে এখানে ইয়াহূদ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুসলমান ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত অভিমতসমূহের মাঝে মুজাহিদ (র.)–এর মতটিই সর্বাধিক প্রণিধান যোগ্য। অর্থাৎ তার মতে وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ –এর মধ্যে সমস্ত কিতাবী ব্যক্তিগণ শামিল আছেন। এখানে শুধু ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে ও বুঝানো হয়নি এবং শুধু খৃষ্টান সম্প্রদায়কেও বুঝানো হয়নি বরং এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ পাক এ ঘোষণা করেছেন যে, কিতাবীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে। আর এ কথার মধ্যে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান উভয়ই শামিল রয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ এ মর্মে প্রশ্ন করে যে, বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তবে জাবির (রা.) ও অন্যান্যদের বর্ণনা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যথায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে, এ আয়াতটি সম্রাট নাজ্জাশী এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে?

এরূপ প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে, (১) এ হাদীসের সনদ ও বর্ণনা পরম্পরায় আপত্তি রয়েছে। (২) আর যদি একে সহীহ্ও ধরে নেয়া হয় তবুও আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি এর সাথে এ ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নেই। কেননা জাবির (রা.) এবং অন্যান্য যারা বলেন যে, আয়াতটি নাজ্জাশী সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, তাদের এ কথাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ একটি আয়াত কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়, তারপর এ কারণ আরো অন্যান্য বিষয়াযয়ের মাঝেও পাওয়া যায় তখন বলা যায় যে আয়াতটি এ সম্বন্ধে ও অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতটি সম্রাট নাজ্জাশী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হলেও একথা বলা যাবে যে, নাজ্জাশী সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যে হুকুম দিয়েছেন, এ হুকুম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অনুসরণ এবং তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাসে যারা নাজ্জাশীর গুণে গুণান্বিত আল্লাহ্র এ বান্দাদের জন্যও এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। এর পূর্বে ও তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার অনুসারী ছিল।

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, وان من اهل الكتاب কিতাবীদের মাঝে অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীলে বিশ্বাসী লোকদের মাঝে এমন লোক আছে যারা لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র একাত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়। وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ হে মু'মিন লোকেরা। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমার রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি আমি যে কিতাব ও ওহী নাযিল করেছি এর প্রতি। وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ – এবং ঐ সমস্ত কিতাব তথা তাওরাত, ইনজীল ও যাবূর কিতাবীদের প্রতি নাযিল করেছি। خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সামনে নিজেদের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করছে। যেমন নিম্নের বর্ণনায়। রয়েছে যে–

**৮৩৮৫.** ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত এবং বিনয়াবনত।

خَاشِعِيْنَ শব্দটি يؤمن –এর ضمير বা সর্বনাম هو –এর حال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। এখানে من –এর মর্ম বিবেচনা করা হয়েছে। এ হিসাবে خاشعين শব্দটি منصوب অর্থাৎ ফাতাহ্‌যুক্ত হয়েছে।

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا পার্থিব জগতের নগণ্য বস্তু হাসিল করার জন্য এবং মূর্খ লোকদের উপর নেতৃত্ব করার জন্য তাদের প্রতি আমার নাযিলকৃত কিতাবে মুহাম্মাদ (সা.)–এর গুণাগুণ সম্বন্ধে যা কিছু আমি নাযিল করেছি তা বর্ণনা করতে তারা কোন প্রকার আশংকাবোধ করে না এবং তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করে না এবং এ ছাড়া অন্যান্য হুকুম আহকামেও কোন প্রকার রদবদল করেনা। বরং তারা হকের অনুসরণ করে এবং আমার নাযিলকৃত কিতাবে আমি তাদেরকে যে কাজ করতে বলেছি তারা তা করে এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছি। তারা তা থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি তারা নিজেদের প্রবৃত্তির উপর আল্লাহ্‌র হুকুমকে প্রধান্য দেয়।

আল্লাহ্‌র বাণীর ঃ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اولئك لهم اجرهم তারাই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আল্লাহ্‌র উপর এবং তোমাদের প্রতি এবং তাদের প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তার উপর। لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ –এদের জন্য অর্থাৎ তাদের আমলের বিনিময়ে এবং তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের ছওয়ার হিসাবে তাদের জন্য রয়েছে। عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সঞ্চয় রয়েছে। ফলে কিয়ামতের দিন তারা তা পাবে এবং পুরোপুরিভাবে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তা প্রদান করবেন। اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। তার তড়িৎ হিসাব গ্রহণের মানে হল, তাদের কর্ম করার আগে এবং পরে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোপন থাকেনা। তাই কোন কিছু গণনা করার তার কোন প্রয়োজন নেই। এরূপ হলে হিসাব গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকত। যেহেতু এরূপ হয়না তাই তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(২০০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

**২০০. হে ঈমানদার গণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক ; আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।**

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তাফসীরকারদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন এর মানে হল, হে ঈমানদারগণ! দীনের ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কাফিরদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।





**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩৮৬.** হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং কঠিন বিপদ ও মসীবতের সময় এবং সুখ শান্তি উপস্থিত হওয়ার সময় তারা যেন ঐ দীনকে ত্যাগ না করে। তিনি এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকে।

**৮৩৮৭.** কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, তোমারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, ভ্রান্ত লোকদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহ্‌র পথে সদা প্রস্তুত থাক। وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

**৮৩৮৮.** অন্য এক সূত্রে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তোমরা মুশরিক সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহ্‌র পথে সদা প্রস্তুত থাক।

**৮৩৮৯.** ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা কর এবং আল্লাহ্‌র পথে সদা প্রস্তুত থাক।

**৮৩৯০.** দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তোমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি এ ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শত্রুদের সাথে ধৈর্য পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, তোমাদের দীনের ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, আমার আনুগত্যের শর্তে আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি এ বিষয়ে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলার করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

**৮৩৯১.** মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাযী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হল, তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর, আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি এর ব্যাপারে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং আমার ও তোমাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক। যেন তারা তাদের ধর্ম বর্জন করে তোমাদের দীন গ্রহণ করে।

অন্যান্য তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন। জিহাদে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শত্রুদের সাথে তোমরা ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের সাথে লড়াই করার জন্য তোমরা সাদা প্রস্তুত থাক। তারা নিজেদের দাবীর সমর্থনে নিম্নের রিওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেন।

৮৩৯২. যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –এর মানে হল, জিহাদে তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তোমাদের শত্রুদের সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

৮৩৯৩. যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা.) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)–এর নিকট পত্র লিখলেন এবং এতে তিনি রোম সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যতা এবং তাদের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে ক্ষীণ ভীতির কথা প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরে হযরত উমর (রা.) লিখেছিলেন, কখনো কখনো মু'মিন বান্দাদের উপর সংকীর্ণতা ও বিপদ–আপদ আপতিত হয়। কিন্তু এর পরই আসে প্রশস্ততা ও বিজয়। মনে রাখবে দুটি يسر (প্রশস্ততা)–এর উপর একটি عسر (কাঠিন্যতা) কখনো বিজয়ী হতে পারেনা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, وَرَابِطُوْا –এর মানে হল, رَابِطُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামায শেষ হলে আরেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কর।

**যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ**

৮৩৯৪. দাউদ ইব্ন সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান আমাকে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান? আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! শত্রুদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন নবী (সা.)–এর যমানায় সে যুদ্ধ ছিলনা। সুতরাং এখানে মুরাবাতা মানে হল, এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করা।

৮৩৯৫. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ্ পাক যাবতীয় পাপ এবং গুনাহ্সমূহ দূরীভূত করে দিবেন। তা হল মনে না চাওয়া অবস্থায় যথাযথভাবে উযূ করা এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা। এই হল "রিবাত"।

৮৩৯৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ্ পাক তোমাদের পাপসমূহ দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দিবেন। আমরা বললাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যথাসময় উযূ করা, মসজিদে ঘন ঘন যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকা। এই হল, তোমাদের রিবাত।

৮৩৯৭. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি যা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? তারা বললেন, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন, মনে না চাওয়া অবস্থায় এ কষ্টের





অবস্থায় যথাযথভাবে উযূ করা, ঘন ঘন মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অধীর প্রতিক্ষায় থাকা। এই হল, তোমাদের রিবাত এই হল তোমাদের রিবাত।

৮৩৯৮. অপর এক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হল, এ সমস্ত লোকদের ব্যাখ্যা যারা বলেন, উপরোক্ত আয়াতের তাবার্থ হল, হে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী লোকেরা! তোমরা তোমাদের দীন ও তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর। কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক দীন ও আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার কারণসমূহ নির্দৃষ্ট করেন নি। তাই আয়াতের অর্থ প্রকাশ করা জরুরী নয়। এ কারণেই আমি বলেছি اِصْبِرُوْا এ নির্দেশ সূচক ক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর আদেশ নিষেধসূচক তথা সর্বপ্রকার আনুগত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। চাই তো কঠোর ও রূঢ় হোক কিংবা সহজ ও লঘু হোক। وَصَابِرُوْا তোমরা তোমাদের মুশরিক শত্রুদের সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর।

এ অর্থটি এ জন্য বিশুদ্ধ যে, যে কাজ দুই দল মানুষের পক্ষ হতে সংগঠিত হয় অথবা দুই বা ততোধিক মানুষ কর্তৃক সংগঠিত হয় ঐ কাজের ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় مفاعلة –এর صيغه ব্যবহৃত হয়। এক পক্ষ হতে যে কাজ সংগঠিত হয় সে ক্ষেত্রে مفاعلة –এর صيغه ব্যবহৃত হয়না। অবশ্য গুটি কয়েক স্থানে এরূপ হয়ে থাকে। مفاعلة –এর صيغه –এর ব্যবহার বিধি যেহেতু এরূপ তাই وَصَابِرُوْا –এর অর্থ পূর্বোক্ত বর্ণনায় অনুরূপই। অর্থাৎ এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক মু'মিনদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের শত্রুর সাথে ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহলে আল্লাহ্ পাক তাদের বিজয়ী করবেন, তার বাণীকে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন এবং মুসলমানদের দুশমনদেরকে লাঞ্চিত করবেন। ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কাফিররা যেন মুসলমানদের অগ্রগামী না হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুরূপভাবে وَرَابِطُوْا অর্থ হল, এবং তোমাদের দুশমন ও তোমাদের দীনের দুশমন মুশরিক লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য তোমরা সদা প্রস্তুত থাক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে رباط –এর প্রকৃত অর্থ হল, শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য উট বেঁধে রাখা। যেমন বলা হয় ارتبط عدوهم لهم خيلهم। তারপর তাকে ব্যাপকতা দান করে নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থেকে ইসলামের শত্রুদেরকে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করা হতে বাধাদান করা এবং শত্রুদের অকল্যাণ হতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা। চাই সে অশ্বারোহী হোক বা পদাতিক হোক।

তোমরা তোমাদের শত্রু এবং তোমাদের দীনের শত্রুদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাক رَابِطُوْا –এর এ অর্থ বর্ণনা করার কারণ হল এই যে, এটাই হল, رباط –এর প্রসিদ্ধ অর্থ। আর সাধারণ্যের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অর্থেই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অস্পষ্ট অর্থে নয়। এরূপ প্রচলন থাকলে অস্পষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশ করা সিদ্ধ হত। কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমার আলোকে এ কানুনটি এমন একটি দলীল যা স্বীকার করে নেয়া অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**অর্থ ঃ** আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

**ব্যাখ্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)–এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করা এবং তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করা থেকে তাকে ভয় কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তাহলেই তোমরা চিরসুখ স্বাচ্ছন্দময় অনন্ত জীবন লাভ করবে এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে তোমরা সক্ষম হবে যেমন বর্ণিত আছে।

**৮৩৯৯.** মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –এর অর্থ হল, আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়াষয়ের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তাহলে কিয়ামতের দিন যখন তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে তখন কল্যাণ প্রাপ্ত হবে এবং তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সামর্থবান হবে।

## اخر تفسير سورة ال عمران

## সূরা আলে-ইমরান-এর তাফসীর সমাপ্ত

ইফাবা. (উ.) ১৯৯৩–৯৪/অঃ সঃ/৪৪১৭–৫২৫০



www.eelm.weebly.com